শ্রীশ্রীসাম্ব-শিবায় নমঃ।

গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিবমহিম্নঃ-

স্তোত্রবার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক-

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ

নামধেয়-মহাগ্রন্থাবয়বভূত-ষষ্ঠ-

তপশ্চরণ-খণ্ড।

শ্রীশাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাসদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভ-শ্রীশিবসাযুজ্যসম্পন্ন-

শ্রীমদঘোরনাথস্বামিমহোদয়-সূনু-

ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত

শ্রীকালীঘট্টস্থ-শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতশ্রীনকুলেশ্বর-মন্দির-সুসন্নিহিত-

শ্রীমদঘোর-যোগাশ্রম হইতে

শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী সমিতির তত্ত্বাবধানে

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-

মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ১৸৹ এক টাকা বারো আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ।
১০৭ নং আশুমুখার্জ্জির রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা ।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

গ্রন্থোপোদ্ঘাত

শাস্ত্রে প্রকৃত-সিদ্ধ্যর্থা-চিন্তাকে উপোদ্ঘাত বলা হইয়াছে। এখানে প্রকৃত-সিদ্ধ্যর্থা-চিন্তা এইরূপ হইতেছে যে, আয়তনগত-মহত্ত্বে ও বহুতর-চিত্র-বিচিত্র-পবিত্র-স্বর্গীয়-সুশোভন-বিষয়-গত-বিপুলতর-ভারবত্ত্বে দ্বিগুণিত-মহাভারত-কল্প শ্রীশিবমহিমবিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের এক, বা প্রথমাদিক্রমে সপ্তবিংশ-পরিচ্ছেদাত্মক-পূর্ব্বপূর্ব্বতন অবয়ব-সমূহে, অথবা "দর্শন-খণ্ড," "পঞ্চামৃত-খণ্ড," "মদনভস্ম-খণ্ড," "পঞ্চ-রত্ন-খণ্ড" ও "দণ্ড-বিধান-খণ্ড" নামে নির্দ্দিষ্ট অষ্টাশীত্যধিক-সপ্তদশ-শত-পত্র-পৃষ্ঠ-ব্যাপী যথোপদর্শিত-খণ্ড-পঞ্চকে গাণপত্য-পদ-প্রাপ্ত-ভক্ত-প্রবর-গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের প্রথম হইতে দ্বাবিংশ-সংখ্যক-শ্লোক-পর্য্যন্ত যথাবিদ্যা-বুদ্ধি-বিলাস-বিভবানুসারে ব্যাখ্যাত হওয়ায়, সম্প্রতি ক্রম-প্রাপ্ত-ত্রয়োবিংশ-সংখ্যক-শ্লোক-ব্যাখ্যানার্থ অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদের উদ্ভব হইয়াছে। এই অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদে বিশদতর-বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানার্থ সমুপস্থাপিত "স্বলাবণ্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্নায়তৃণবৎ," ইত্যাদি-ত্রয়োবিংশ-শ্লোকের শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পন-লক্ষণ-বিষয়টী শ্রুতিতঃ সংক্ষিপ্ততর হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু ক্ষণশঃ ক্ষণশঃ কণশঃ কণশঃ যথাযথাবিকৃত-তাৎপর্য্যোদ্ঘাটনাবসরে যথোক্ত-বিষয়টীর বিবরণ-গ্রন্থ একখানি মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছে।

জন্ম-দ্বারা লব্ধ-সত্তাক-ধর্ম্মীর পক্ষেই যেমন স্থিতি ও প্রলয় সম্ভবপর হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্ম-সাহায্যে লব্ধ-সত্তাকা-সত্তাবতী অস্তিত্ব-সম্পন্না-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শন সম্ভবপর হওয়ায়, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর জন্মাদি-তপশ্চরণান্ত-ব্যাপারের অবসানে শ্রীশঙ্করদেবকৃত-শ্রীপার্ব্বতী-পাণি-গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী-কৃত-শ্রীশঙ্কর-শরীরার্দ্ধহরণ-পর্য্যন্ত-যাবতীয়-ঘটনাবলীই যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেবকৃত অনুকম্পন-কৃত্যমধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন এই অনুকম্পন-কৃত্য ও তদ্বিবরণ যে অতিবিস্তৃতরূপ-ধারণ করিবে, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে।

সে যাহা হউক, সর্ব্ববিধ অনুকম্পন-কৃত্যের মূলেই যে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ-সুদুশ্চরতর-তপশ্চরণ বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকায়, তথা উক্ত ত্রয়োবিংশ-শ্লোকীয়-বিবরণ-গ্রন্থ, বা এই অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদের অতিবৃহত্তরতা-নিবন্ধন বৈসাদৃশ্য-পরিহারকল্পে বিভাগ অনিবার্য্য হওয়ায়, পরিকল্পনা-প্রসঙ্গ-ক্রমে উহাকে তপশ্চরণাদিবহুখণ্ডে ও প্রতিখণ্ডান্তর্গত-বহুতর অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে "পরিণয়-খণ্ড," "বিহার-খণ্ড" প্রভৃতি উত্তরোত্তর-খণ্ড-সমূহের মূলীভূত এই "তপশ্চরণ-খণ্ডে" আটাত্তরটী অধ্যায়ে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর জন্মাদি-তপশ্চরণান্ত-ঘটনা-সমূহ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

দুষ্কর-দুঃসাধ্য-দুরধিগমনীয়-দুঃসম্পাদ্য-দুষ্প্রাপ-বস্তু-প্রাপ্তি অভিপ্রায়ে দুশ্চরতর-তপশ্চরণ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের পার্ব্বতী-পতিত্ব-প্রতিপাদন-দ্বারা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যেমন তৎসকাশাৎ তথাবিধা-বহুবিচিত্রতরা, বিশ্বতোমুখী, বিশ্বোত্তরোত্তরভূতা অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, সেই-রূপ শ্রীশঙ্করদেবও যে বহুতিথ-কাল-ব্যাপিনী পরমোগ্রতরা-তপস্যার সাহায্যেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই সত্য; কিন্তু অত্রাপি বিষয়ে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের তপশ্চরণ-প্রয়োজনাধিকারে মহদন্তর, বা পার্থক্য এই যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী প্রজাপতি-পতি মহারাজাধিরাজ-দক্ষের সর্ব্ব-জীবন-সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞ-মহামহোৎসব-সভাভবনে নিজ-লীলাবশে স্বীকৃত-পূর্ব্ব-তন-স্বীয়-সতী-শরীর-পরিত্যাগের অনন্তর নগাধিরাজ-হিমালয়ের ঔরসে মেনকা-গর্ভে উমা, বা কালীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মনন্দন-মদন-দেবের ভস্মতা-প্রাপ্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কালে কঠিন-কায়-মুনি-মহর্ষিগণের পক্ষেও পরম-দুশ্চরাদ্ভুততর-তপশ্চরণ-সাহায্যে গর্ভ-বীজ-বিবর্দ্ধিত-স্বকীয়-শরীরের গর্ভ-বীজ-দোষ-দুষ্টতা-পরিহারদ্বারা অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্কর-দেবের গ্রহণ-যোগ্যতা-সম্পাদনে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

এইরূপ পরম-ব্রহ্ম-পরমাত্মভূত-শ্রীশঙ্করদেব অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডৈক-নায়ক-নাথ-নিয়ামক-নিখিল-লোক-নিয়ন্তা সুতরাং প্রভু-পরমেশ্বর-স্বরূপ হইয়াও, বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃ-যজ্ঞ-সভা-ভবনে গমনেচ্ছু-পরমা-পূর্ণা-পরা-

প্রকৃতি-স্বরূপিণী-শ্রীমতীসতীদেবীর শ্রীবদনারবিন্দ-বিনিঃসৃতা, পূজিত-বিচার-রমণীয়া, যুক্তি-তর্ক-বিকল্পভারসহা, প্রমাণবতী, তৎকালোচিতা, অতীব-পেশলতরা, স্বাধিকার-সংরক্ষণ-পিতৃ-যজ্ঞ--সন্দর্শন-দুষ্ট-দমনাদি-বিষয়িণী, বহুমুখী, দার্ঢ্যাতিশয়বতী-বাণী শ্রবণ করিয়া, বারংবারাভিহিতা-তদীয়া, তাদৃশী-বাণীর উত্তরে সম্মতিদানের পরিবর্ত্তে তৎপ্রতি "মদ্বাক্য মুল্লঙ্ঘ্য পুনঃ পুনঃ কিং, ব্রবীষি গন্তুং পিতুরালয়ে বচঃ। প্রয়োজনং তত্র কিমস্তি তে সতি ! ব্রূহি স্ফুটং তৎ কথয়ে তদুত্তরম্। অসম্মানভয়ং যেষাং, বিদ্যতে ন দুরাত্মনাম্। ত এব তত্র গচ্ছন্তি, যত্রাসম্মানভাবনা। মান্যঃ কদাচিন্নো গচ্ছেদপূজকগৃহে সতি। অপূজকস্য যা পূজা, ন সা পূজেতি ভণ্যতে। মন্নিন্দনশ্রুতৌ মন্যে, প্রীতিস্তে জায়তে সতি। মন্নিন্দক-গৃহে কস্মাদন্যথা গন্তুমিচ্ছসি ? অবারিতাসি দেবি ! ত্বং, যথেচ্ছং কুরু সর্ব্বথা। অপকর্ম্ম স্বয়ং কৃত্বা, পরং দূষয়তে কুধীঃ। জানামি বাগ্-বহির্ভূতাং, ত্বামহং দক্ষকন্যকে। যথারুচি কুরু ত্বঞ্চ, মমাজ্ঞাং কিং প্রতীক্ষসে ?" ইত্যাদিরূপ কর্ণ-কঠোর-বাক্য-সকল কথন করিয়াছিলেন।

কিঞ্চ,—তৎশ্রবণে শ্রীমতীসতীদেবী একদিকে যেমন ক্ষণমাত্রকাল আরক্ত-লোচনে ক্রুদ্ধান্তঃকরণে "সম্প্রার্থ্য মামনুপ্রাপ্য, পত্নীভাবেন শঙ্করঃ। মামবজ্ঞায় বচনং ভাষতেঽতিসুদারুণম্। ত্যক্ত্বৈনমপি দর্পিষ্ঠং, পিতরঞ্চ প্রজাপতিম্। সংস্থাস্যামি কিয়ৎ কালং, স্বস্থানং নিজলীলয়া। ততশ্চ প্রার্থিতাননেন, ভূত্বা হিমবতঃ সুতা। শম্ভোঃ পত্নী ভবিষ্যামি, ভূয়োঽহং স্বয়মেবহি।" এইরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, অপরদিকেও সেইরূপ তিনি শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-সুদারুণ-বচন-বাণাহত-ব্যথিত-হৃদয়ে নিজ আত্মাকে অবজ্ঞাতও মনে করিয়াছিলেন।

ইহারই ফলে পরিক্রুদ্ধা-শ্রীমতীসতীদেবী-কর্ত্তৃক কালাগ্নি-তুল্য-ভয়ানক-লোচনত্রিতয়-সাহায্যে পরিমোহিত-শ্রীশঙ্করদেব স্তব্ধ-নয়নে ভীত-চিত্তে বিমুগ্ধজনবৎ "কষ্টেনোন্মীল্য নেত্রাণি", সেই ভয়ানকা-দেবীকে দর্শন করিয়া, "বিহায় ধৈর্য্যং", পলায়ন-পরায়ণ হওয়ায়, যদি তিনি কোন প্রকারে ধাবমানাবস্থায় কোনস্থানে স্খলিত-পদে পতিত হন, এইরূপ আশঙ্কা-পরবশ-হৃদয়ে দয়ান্বিত-মানসে তৎপ্রতিবারণেচ্ছাবশে ক্ষণকাল-

মধ্যেই দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীমতীসতীদেবী দশদিগ্-দিগন্তরাল-প্রদেশে সমবস্থিতা হইলে, অতিবেগতঃ ধাবমান-শ্রীশঙ্করদেব দশদিগ্-দিগন্তরাল-প্রদেশে দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি-সমাশ্রয়ণে তাঁহাকে সমবস্থিতা অবলোকন করিয়া এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনক্রমে তাঁহাকেই সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী-সূক্ষ্মাপ্রকৃতি-স্বরূপে অবগত হইয়াই পরিশেষে "ত্বং মূলপ্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা, সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। ত্বামজ্ঞাত্বা মহামোহাত্তবা-প্রিয়তমং বচঃ। ময়োক্তং তন্মহাদেবি! ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি।" এতাদৃশ-বচনে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তথা পুনরপি শ্রীশঙ্করদেব জগচ্চৈতন্য-রূপিণী-পূর্ণ-ব্রহ্মময়ী-শ্রীমতী-সতীদেবীর প্রতি পিতা প্রজাপতিদক্ষের দর্প-নাশার্থ যজ্ঞ-সভা-ভবনে গমনানুমতি-প্রদান-কালেও "জানে ত্বাং পরমেশানীং, পূর্ণাং প্রকৃতি-মুত্তমাম্। অজানতা মহামোহাদ্, যদুক্তং ক্ষন্তুমর্হসি। ত্বমাদ্যা পরমা-বিদ্যা, সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতা। স্বতন্ত্রা পরমা শক্তিঃ, কস্তে বিধি-নিষেধকঃ। ত্বঞ্চেদ্ গমিষ্যসি শিবে! দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশনে। কা মে শক্তিস্ত্বাং নিষেদ্ধুং, কথং তত্রাস্মি বা ক্ষমঃ। যচ্চোক্তমতিমোহেন, মত্বাত্মানং পতিং তব। তৎ ক্ষমস্ব মহেশানি! যথারুচি তথা কুরু।" এতাদৃশ-বচন-নিচয়-সাহায্যে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীশঙ্করদেব যদি প্রথম হইতেই শ্রীমতীসতীদেবীর পিতৃ-যজ্ঞ-গমন-বিষয়িণী-প্রার্থনানুসারে উক্তরূপ-বিবেচনা-পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুমতি-দান করিতেন, স্বয়ং সতী-পতিত্ব-প্রযুক্ত প্রভুত্বাভিমান-বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার প্রতি যদি তাদৃশ-সুদারুণ-বচন-সকল-কথন না করিতেন, তবে নিশ্চিতই পরিশেষে শ্রীমতীসতীদেবীর নিকটে তাঁহাকে উক্তরূপে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে হইত না। পক্ষান্তরে দেবতাগণেরও পরম-দৈবত-স্বরূপ-সকল-লোকপতি-শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী-মহাকালী-স্বরূপিণী শ্রীমতীসতীদেবীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, বা সর্ব্ব-জগৎ-সংহার-কারক হইয়াছেন, অন্যথা অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব যদি শ্রীমতী-শক্তিদেবীর সহিত সংযুক্ত না হইতেন, তবে যে তিনি অশেষ-জগদীশ্বরো-চিত-সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের কথা দূরে থাক্, নিষ্কল-

নিষ্ক্রিয়-শান্ত-নিরবদ্য-নিরঞ্জনতা-নিবন্ধন মহাপ্রলয়কালোচিত ঋত-সত্য-পরব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থানভিন্ন সামান্যতর-স্পন্দন-কার্য্যেও সমর্থ, বা কুশল হইতেন না, তাহা প্রথমতঃ তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল!

অথচ শ্রীশঙ্করদেব প্রভুত্বাভিমানবশতঃ বিপরীত-কার্য্যানুষ্ঠান-ফলে দক্ষ-যজ্ঞ-পরিসমাপ্তির অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া, এক-যোগে পিতৃযজ্ঞে ত্যক্ত-দেহা-সতীদেবীর সাক্ষাৎকার-লাভার্থে সংস্তবাব-সানে নিশ্চল-লোচনে গগনাঙ্গন-গাত্রে দত্ত-দর্শনা-দেবীর সাক্ষাৎকার-লাভ-পুরঃসর তৎকথিত "ত্বং প্রভুত্বাভিমানেন, কিঞ্চিন্মামুক্তবানসি। অহং তেনাপরাধেন, সাক্ষাৎপত্নী-স্বরূপতঃ। ন স্থাস্যামি কিয়ৎকালং, ভব শান্তমনাঃ শিব।" এতাদৃশ-সান্ত্বনা-বচন-শ্রবণে মানসে কথঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত হইলেও, দেবীকে পুনরপি পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য মনো-গত-চাঞ্চল্য দূরীভূত না হওয়ায়, তদুপশমন-কল্পে উপায়-নির্দ্দেশাবসরে দেবী-কথিত "উপায়ং কথয়াম্যেবং, কুরু শম্ভো! তদেব হি। প্রতিলপ্স্যসি মাং নূনং, পূর্ব্ববচ্চাচিরেণ তু। মমচ্ছায়া যজ্ঞ-বহ্নৌ, প্রবিষ্টা যা মহেশ্বর। তাং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা মাং প্রার্থ্য, ভ্রম পৃথ্বীমিমাং শিব। স দেহো বহুধা ভূত্বা, পতিষ্যতি ধরাতলে। যত্র তদ্ধি মহাপীঠং, ভবিষ্যত্যঘনাশকম্। যোনিঃ পতিষ্যতে তত্র, যত্র পীঠোত্তমং পরম্। তত্র স্থিত্বা তপস্তপ্ত্বা, পুনর্ম্মাং প্রতিলপ্স্যসি।" এতাদৃশনির্দ্দেশবচনানুসারে যজ্ঞবহ্নিপ্রবিষ্টা ছায়া-সতীর শব-দেহ মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবী-পর্য্যটনের অনন্তর যোনিপীঠ-কামরূপে বহুতিথকাল তপশ্চরণান্তে দ্বিধাভূতা-সতীদেবীর অংশ-স্বরূপা-গঙ্গাদেবীকে শিরোদেশে অবস্থিতির জন্য প্রথমতঃ পত্নীরূপে লাভ করিয়া, পশ্চাৎ হিমালয়-প্রদেশে তপশ্চরণ-সময়ে পরিপূর্ণা-পরা-প্রকৃতিরূপিণী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পূর্ব্ববৎ গৃহিণীরূপে লাভ করিয়াছেন।

এতাবান্ প্রবন্ধ-সাহায্যে অবশ্যই অবগত হইতে হইবে যে, শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নামা মদীয়-মহাগ্রন্থ, বা গ্রন্থরাজের ষষ্ঠাবয়বভূত এই তপশ্চরণ-খণ্ডে প্রকরণ-বশতঃ অশেষ-জগদীশ্বরী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপশ্চরণ মুখ্যরূপে বর্ণিত হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবের তপশ্চরণও অপরিহার্য্যতা-নিবন্ধন গৌণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপার্ব্বতীপরমেশ্বর-

দেবের মধ্যে তাঁহাদিগের উভয়েরই তপশ্চরণ-বিষয়ে প্রমাণ-বচনোপন্যাস করিতে হইলেও, "আদ্যাং প্রকৃতিমামেব, লব্ধুং পত্নীং মহত্তপঃ। চিরং করোষি তৎকস্মাৎ, কামোহয়ং নাশিতস্ত্বয়া।" "জানে ত্বাং প্রকৃতিং পূর্ণাং, আবির্ভূতাং স্বলীলয়া। ত্বামেব লব্ধুং ধ্যানস্থশ্চিরং তিষ্ঠামি কাননে।" "ত্বং মদর্থে তপস্তীব্রং, সুচিরং তপ্তবানসি। অহঞ্চ তপসারাধ্য, ত্বাং লপ্স্যামি পুনঃ পতিম্।" "ততঃ শম্ভুঃ সমাদায়, কামদেব-শরীরজম্। ভস্ম সর্ব্বেষু দেহেষু, ভূতিলেপং বিধায় চ। পুনস্তপসি শৈলেন্দ্র-শৃঙ্গে-ভূতগণৈঃ সহ। পার্ব্বত্যপিচ শৈলাগ্রে, তপসে সমুপাবিশৎ। শম্ভুঃ সন্ধ্যায় তাং দেবীং, দেবী তমপি শঙ্করম্। সন্ধ্যায় মনসা বর্ষ-সহস্রত্রয়মানয়ৎ।" ইত্যাদিরূপ-বচন-সকল প্রমাণস্বরূপে সমুদ্ধৃত হইতে পারে।

অতএব এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নামা বিপুলায়তন-গ্রন্থরাজের ষষ্ঠাবয়বে সমানধর্ম্মচারিণী-নিজপ্রিয়তমার সম্মান-গৌরব সর্ব্বথা রক্ষণীয় হইলেও, পতিত্বসহকৃত-প্রভুত্বাভিমান-বশতঃ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক শ্রীমতী-সতীদেবীর প্রতি তথাবিধকর্কশ-বচন-সকল অভিহিত হওয়ায়, তৎফলে অবজ্ঞাতা-বিমানিতা-দেবীর দত্তদণ্ড-ভোগ-কল্পে কিয়ৎকালযাবৎ বিপত্নীকা-বস্থায় শ্রীশঙ্করদেবের বিপুলতর-তপশ্চরণ, তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরও পূর্ব্বতন-সতী-শরীরে পরম-দৈবত-প্রিয়তম-পতির বাক্য-শ্রবণ না করিয়া, পিতৃ-যজ্ঞে গমন-পূর্ব্বক পতি-নিন্দা-শ্রবণে সতী-শরীর-পরিত্যাগের অনন্তর জন্মান্তর-স্বীকার, বা শরীরান্তরগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হইলে, হিমালয়-গৃহে মেনকাগর্ভে গৃহীত-শরীরের গর্ভ-বীজ-দোষাপনয়ন-দ্বারা বিশোধন, বা অপ্রাকৃতবপুঃ শ্রীপরমেশ্বরদেবের গ্রহণ-যোগ্যতা-সম্পাদনার্থ পরম-দুশ্চরাতিবিপুলতর-তপশ্চরণ বিশেষতঃ বর্ণিত হওয়ায়, মদীয়াতীবাভিনব, সর্ব্বার্থ-পূর্ণ, বিদ্বদ্বর-বরেণ্য-জনগণের চেতশ্চমৎকারপ্রদ, বঙ্গীয়-গগনাঙ্গন-গাত্রে, বা ভারতাকাশে সমুদিত-দ্বিতীয়-সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল, অপ্রতিম-ধর্ম্ম-গ্রন্থভূত এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-গ্রন্থরাজের ষষ্ঠাবয়ব "তপশ্চরণ-খণ্ড" নামে অভিহিত হইল।

আশাকরি, বিদ্যাবধূর মধুরাধর-সুধাপানাসক্ত-বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-ভক্ত-সজ্জন-পাঠকমহোদয়গণ বহুচিত্র-বিচিত্রার্থ-পূর্ণ-বাক্য-প্রবন্ধ-সম্বলিত,

পরমশোভনতম এই "তপশ্চরণখণ্ড" পাঠে প্রগাঢ়তর-প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু, কেবল শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবই যে এই তপশ্চরণ-খণ্ডোক্ত-প্রকারে অতি-সুদুশ্চরতর-বিপুল-তর-তপশ্চরণ-সাহায্যে পরস্পরকে পতি-পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু দুষ্কর-দুঃসাধ্য-দুরধিগমনীয়-দুঃসম্পাদ্য-দুষ্প্রাপ্য কোন কিছু লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে এই দুশ্চরতর-বিপুলতর-তপশ্চরণই প্রকৃষ্টতর উপায়-স্বরূপে বিহিত হইয়াছে জানিয়া, দৃষ্টান্ত-স্থানীয়-ব্রহ্মা তপশ্চরণ করিয়া, সৃষ্টি-কর্তৃত্ব-লাভ করিয়াছেন, শ্রীবিষ্ণুদেব কঠোর-তর-তপশ্চরণ-প্রভাবে সৃষ্টি-স্থিত্যভিধ-কৃত্য-দ্বয় লাভ করিয়াছেন, তথা জগৎ-সংহারকর্ত্তা-শ্রীকালাগ্নি-রুদ্রদেব একমাত্র-তপোবলেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহৃত্যভিধ-কৃত্য-ত্রয়, লাভ করিয়াছেন।

এইরূপ ভগবতী-শ্রীমতী-সাবিত্রী ও গায়ত্রীদেবী তপোবলেই মৃত-পতি-জগৎ-স্রষ্টা-ব্রহ্মার পুনর্জ্জীবন-লাভ-লক্ষণা-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মার মানসী-কন্যা-সতী-প্রবরা-শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী তাদৃশতপঃ-সমাশ্রয়ণেই জগতী-তলে তাদৃশী-মর্য্যাদা-স্থাপন-পূর্ব্বক অরুন্ধতীত্ব ও বশিষ্ঠ-পত্নীত্ব-লাভে সমর্থা হইয়াছেন, স্তুতি-প্রণতি-প্রার্থনা-লক্ষণ-তপঃ-প্রাচুর্য্য-ফলে শ্রীহিরণ্যগর্ভদেব শ্রীশঙ্করদেবার্থে শ্রীমতীজগদ্ধাত্রীদেবীর সতীরূপে আবির্ভাব-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রজাপতি-পতি-দক্ষ দীর্ঘ-দুশ্চর-তপোবলে তাদৃশী-জগদ্ধাত্রী-দেবীকে সতী-কন্যারূপে লাভ করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদ-সাগর-সম্ভূতা-শ্রীমতী-লক্ষ্মীদেবী কল্প-কল্পান্তরীয়-তীব্রতর-তপোবলেই সমুত্থান-মাত্রেই শ্রীবিষ্ণু-দেবকে পতিরূপে লাভ করিয়া, বৈকুণ্ঠেশ্বরী হইয়াছেন, শতাশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান-লক্ষণ-তপোবলেই শতমখ-দেব ইন্দ্রত্ব-লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

তথা দিতি-দনুজেশ্বরগণ দুশ্চরতর-তপোবলাবলম্বনেই ইন্দ্রত্ব-লাভ-পুরঃসর সপ্ত-লোকেশ্বরত্ব-লাভ করিয়াছিলেন, মহারাজ-বলি ত্রিলোক-দান-রূপ-তপঃ-ফলেই শ্রীবিষ্ণুদেবকে সুতলস্থ-ভবন-দ্বারে দ্বারপালরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, রাক্ষসরাজ-রাবণ-তাদৃশ-তপোবলেই অতিবললাভ করিয়াছিলেন, মহারাজ-বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, মহর্ষি-ভরদ্বাজ তপোবলেহ লঙ্কা-প্রত্যাগত-মহারাজ-রামচন্দ্রের সৎকার-

সম্মানন-সম্বর্দ্ধনার্থে মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গাহ্বানে সমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র তপোবলে সমুদ্র-শোষণ-ক্ষম-পাশুপতাস্ত্র-লাভ করিয়াছিলেন, মহারাজ-ভগীরথ তপোবলে গঙ্গানয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন, হিমালয়-মহিষী-মেনকা তপোবলে শ্রীমতীপার্ব্বতীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তথা মহামুনি অগস্ত্য তপোবলে গণ্ডুষ-মাত্র-সাহায্যে সমুদ্রকে পান করিতে ও অত্যুন্নত-বিন্ধ্যাচলের গর্ব্বখর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অপিচ, শ্রীবিষ্ণুদেব দৈনন্দিন-সহস্র-কমল-বলি-সমর্পণ-পূর্ব্বক-সম-পূজন-লক্ষণ-তীব্রতর-তপোবলেই সুদর্শন-চক্র লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৈলাসালয়ে অবস্থিতি-পুরঃসর অত্যুগ্রতর-তপশ্চরণ-প্রভাবেই শ্রীহর-কোপানলে ভস্মীভূত-কামদেবকে প্রদ্যুম্নাখ্য-পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শুক্রাচার্য্য বৃহত্তর-তপোবলেই মৃত-সঞ্জীবনী-বিদ্যা-লাভ করিয়াছেন, শিলাদ-তনয়-নন্দী কোটি-কোটি-শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ-লক্ষণ-তপশ্চরণ-বলেই শ্রীকৈলাসালয়ে দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব অসমাপ্ত-জিগীষ-শ্রীদিবাকরদেব যেমন কৃৎস্ন-জগন্মণ্ডলকে আক্রমণ না করিয়া, সন্ধ্যা-সতীকে ভজন করেন না, সেইরূপ অসমাপ্ত-জিগীষ যে কোন মনস্বি-জনও স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি-বিষয়িণী-চিন্তা-ত্যাগ-পূর্ব্বক সাধু-জনোচিত-সর্ব্ববিধ-দুঃসহ-দুঃখ-ভোগ করিয়া, কদর্য্য-জনোচিত-দুশ্চরিত-লক্ষণ অশোভন-কদর্য্য-কার্য্য-পরিহারান্তে বিদ্বজ্জনোচিত-শোভন-কার্য্য-সমাশ্রয়ণে ধৃতাত্ম-জনোচিত-সর্ব্বস্ব-ত্যাগে কৃত-সংকল্প হইয়া, শান্ত-সমাহিত-মানসে দুষ্কর-দুসাধ্য হইলেও, একমাত্র-তীব্রতম-তপোবলে যথোপদর্শিত-নিদর্শন-নিচয়ানুসরণে স্বাভিলষিত-সিদ্ধ্যর্থে অগ্রসর হইতে পারেন। হায়! অসাধ্য-সাধন-কল্পে দুরতিক্রমণীয়-তপোলক্ষণ-শাস্ত্র-বিহিত-সুষ্ঠুতর উপায়-সত্ত্বেও দুঃস্থ-জনগণ অকারণে দুর্গতি-ভোগ করে কেন? অলমধিকতর প্রপঞ্চনেনেতিশম্।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪১ সাল,
তারিখ ২০শে শ্রাবণ।

ভবদীয়-বশম্বদ-বিনীত-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ

মদীয়-তৃতীয়াধ্যাপক-বাগ্মি-প্রবর-

স্বর্গীয়-কৃষ্ণদাস-বেদান্ত-বাগীশ-মহাশয়ের

শ্রীচরণসরসিজযুগলে

ভক্তি-উপহার

হে দেব! ৺তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মোগলপুর-গ্রামে পূজনীয়-দ্বিতীয়াধ্যাপক-দ্বারকানাথ-তর্কভূষণ-মহাশয়ের-ভবনে নিয়তাবস্থিতি-পুরঃসর তৎ-সকাশে **"মুগ্ধবোধ"** ব্যাকরণের কৃদন্ত-প্রকরণ হইতে তদ্ধিত-প্রকরণ-পর্য্যন্ত, **"ভট্টি"** ও **"কুমারসম্ভব"** কাব্যের প্রথম হইতে পঞ্চম-সর্গ-পর্য্যন্ত এবং **"হিতোপদেশের"** মিত্রলাভ-পর্য্যন্ত-পাঠের অনন্তর তদীয়াদেশানুসারে কবিকুল-তিলক-কালিদাসের-সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞান শকুন্তলাখ্য একখানি নাটক-গ্রন্থের জন্য পূজ্যপাদ-পিতৃদেবের শ্রীচরণান্তিকে পত্র লিখিয়া, অভিজ্ঞান-**শকুন্তল**-নাটক-গ্রন্থ-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে পরমারাধ্য-পিতৃদেবের লিখিত উত্তর-পত্রে অবিলম্বে পুস্তকাদিসহ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আমি যখন তাঁহার শ্রীপাদ-পঙ্কজ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তৎকাল-মাত্রেই পরমার্চ্চনীয়-পিতৃদেব-মহাশয় আমার হস্তে **"বেদান্ত-সার"** ও **"পঞ্চদশী"** নামে সুপ্রসিদ্ধ দুই-খানি বেদান্তীয়-প্রকরণ-গ্রন্থ অর্পণ-পূর্ব্বক আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং আমিও পিতৃ-প্রদত্ত-যথোক্ত-পুস্তক দুইখানি হস্তে লইয়া, সত্বর আপনার উদার-পদ-পল্লব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, আপনিও সদয়োদার-হৃদয়ে অন্ন ও আশ্রয়-দান-পুরঃসর আমাকে বেদান্ত-শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তথা হে দেব! আমি তৎকালে আপনার নিকটে অবস্থান-পূর্ব্বক **বেদান্তসার**, **পঞ্চদশীর** চিত্রদীপ-পর্য্যন্ত এবং ন্যায়ের **তর্কসংগ্রহ**-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। হে পুণ্যাত্মন্! বহুদিন হইল, আপনি নিজকর্ম্মোপাত্ত-পুণ্যময় লোকে চলিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমি অদ্যাপি আপনার সেই প্রসন্ন-গম্ভীর সুপ্রশস্ত-মহনীয়-মধুরতরা-মূর্ত্তিটীকে ভুলিতে না পারিয়া, অমর-বর নগর-গত-ভবদীয়-শ্রীচরণ-স্মরণান্তে **শ্রীশিব-মহিম্নঃ**-স্তোত্র-বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানাত্মক-দ্বিগুণিত মহাভারতকল্প-নামকীন এই **শ্রীশিবমহিম-বিকাশ**-নামা মহাগ্রন্থের ষষ্ঠভাগভূত এই **"তপশ্চরণ-খণ্ড"** উপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিলাম। হে মহাত্মন্! আপনি সুর-বর পুর-বর হইতে প্রসারিত-কর-কমলে মৎপ্রদত্ত এই **ভক্তি-উপহার** গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ স্নেহপ্রীতি-পূর্ণ-হৃদয়ে আমার প্রতি তাদৃশ-শুভাবহ আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করুন, যদ্দ্বারা আমি এই সমারব্ধ-**"শ্রীশিবকার্য্য"** নির্ব্বিঘ্নে সন্তোষের সহিত সত্বর সমাপ্ত করিতে পারি। ইতি।

কালীঘাট,—নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪১ সাল, তারিখ ২০শে শ্রাবণ।

ভবদীয়-শ্রীপাদপঙ্কজপরাগপ্রার্থী
শ্রীবিপিনবিহারিবেদান্তভূষণ।

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শ্রীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পা

স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ,
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন ! পুষ্পায়ুধমপি ।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত ! দেহার্দ্ধঘটনাৎ,
অবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ ! মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

"যস্যাজ্ঞয়া জগৎস্রষ্টা, বিরিঞ্চিঃ পালকো হরিঃ। সংহর্ত্তা কাল-রুদ্রাখ্যো, নমস্তস্মৈ পিনাকিনে। ওঁ নমো ভর্গায় দেবায়, নীল-কণ্ঠায় মীঢ়ুষে। ত্রিনেত্রায় ত্রিবেদায়, লোক-ত্রিতয়-ধারিণে। ত্রিস্বরায় ত্রিমাত্রায়, ত্রিদেবায় ত্রিমূর্ত্তয়ে। ত্রিবর্গায় ত্রিধামায়, ত্রিপদায় ত্রিশূলিনে। জয় জয় মহাদেব! জয়েশ্বর! মহেশ্বর! জয় সর্ব্ব-গুণ-শ্রেষ্ঠ! জয় সর্ব্ব-সুরাধিপ! জয় প্রকৃতি-কল্যাণি! জয় প্রকৃতি-নায়িকে! জয় বিশ্ব-জগন্মাতর্জয় বিশ্ব-জগন্ময়ি! ক দেব! তে পরং ধাম ? ক বয়ং ? কচ নো বচঃ ? তথাপি ভগবন্! ভক্ত্যা প্রলপন্তং ক্ষমস্ব মাম্।"

"শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ"-নামধেয়-মহাগ্রন্থের বিষয়োল্লেখ-পত্রিকান্ত-র্নিবিষ্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে প্রজাপতির প্রতি দণ্ড-বিধান-লক্ষণ-সপ্ত-বিংশ-বিষয় বুদ্ধি-বিভবানুসারে যথারীতি বিবৃত হইয়াছে। উক্ত-বিষয়ের যথো-চিত-বিবরণাবসানে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীপরমেশ্বরদেবকর্ত্তৃক

অনুকম্পা-প্রদর্শন-লক্ষণ অষ্টাবিংশ-বিষয় ক্রমপ্রাপ্ত হওয়ায়, অধুনা আমাকে উক্ত-বিষয়টীর মনঃ-পরিতোষকর-বিবরণ-কল্পে যথাসম্ভব প্রযত্ন-পরায়ণ হইতে হইবে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য হইতেছে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্তৃক-প্রদর্শিতা অনুকম্পার প্রকার-ভেদ-নিরূপণ করিতে হইলে, আমাকে অবশ্যই প্রথমতঃ শ্রীপার্ব্বতীদেবীর জন্মবৃত্তান্ত ও তৎ-পশ্চাৎ পার্ব্বতী-দেবী-কৃতা শ্রীশঙ্কর-পরিচর্য্যা, মদন ভস্ম, শ্রীপার্ব্বতী-পরাবর্ত্তন ও বিরহ, শ্রীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীশিব-সন্তোষকর-তপশ্চরণার্থ গৌরী-পর্ব্বতে গমন, তপশ্চরণ, পার্ব্বতীদেবীকে তপোবন হইতে আনয়নাভি-প্রায়ে পত্নী-পুত্র-পরিজনবর্গের সহিত হিমালয়ের তপোবনে গমন, প্রযত্ন-বৈফল্য, প্রত্যাবর্ত্তন ও আক্ষেপ, তপশ্চরণ-সমাসক্তা শ্রীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেবের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ ব্রহ্মা-প্রভৃতি-দেবগণের শ্রীশিব-সমীপে গমন, জটিল-ব্রহ্মচারি-স্বরূপে শ্রীসতী-বিরহ-দাব-দগ্ধ-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের শ্রীপার্ব্বতী-সমীপে আগমন, শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীপার্ব্বতীদেবীর পরস্পরের প্রতি উক্তি প্রত্যুক্তি, বরদান, শ্রীশিব-পার্ব্বতী-বিবাহোদ্‌যোগ, শ্রীশিব-বিবাহ-ব্যাপারে বর ও বরানুযাত্রিকগণের হিমালয়-নগরে গমন, শ্রীশঙ্করদেবের বৈরূপ্য-দর্শনে মেনকার খেদ, মেনার প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিমালয় ও পার্ব্বতী-প্রভৃতির জ্ঞানোপদেশ, শ্রীশঙ্করদেবের বর-রূপ-ধারণ, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-পরিণয়, শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর ত্রিবিধ-বিহার, শ্রীপার্ব্বতীদেবীর গৌরীত্ব লাভার্থ তপস্যা, বর-প্রাপ্তি, গৌরীত্ব-লাভ, তথা শ্রীপার্ব্বতীদেবী-কর্তৃক শ্রীশঙ্করদেবের অর্দ্ধাঙ্গ-হরণ, বা শরীরার্দ্ধ-গ্রহণ-প্রভৃতি-বিবিধ-প্রসঙ্গাগত-বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। অন্যথা শ্রীমহেশ-মহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত-"স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ", ইত্যাদি-ত্রয়োবিংশ-শ্লোকের বিস্পষ্ট-বিবরণ-প্রণয়ন কদাচ সম্ভবপর হইবে না।

পক্ষান্তরে অপর এইরূপ বক্তব্য অবতীর্ণ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব-তন-গ্রন্থে মদন-ভস্ম-বিষয়ক-বিংশ-পরিচ্ছেদে মদন-দেবের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, "ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহরেতি, যাবদ্‌গিরঃ খে

মরুতাং চরন্তি। তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা, ভস্মাবশেষং মদনং চকার।”
এইপর্য্যন্ত যাবতীয়-ঘটনা লিপিবদ্ধা করিয়াছি ; সুতরাং বিংশ-পরিচ্ছেদে কামদেবের অনঙ্গতা-প্রাপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তিনী প্রসঙ্গ-সঙ্গতা ঘটনাবলীর অনুসরণক্রমে বাধ্য হইয়া, আমাকে দক্ষ-যজ্ঞে আত্মা-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতীসতীদেবীর দেহত্যাগের পর কারণ-কথন-সহ মেনকাদেবীর উদর-বিবর-গতা সতীদেবীর হিমালয়-সুতা-কালী, বা পার্ব্বতীরূপে জন্ম-বৃত্তান্ত, তথা পার্ব্বতীদেবী-কৃতা শ্রীশঙ্কর-পরিচর্য্যা, মদন-ভস্ম ও শ্রীপার্ব্বতী-পরাবর্ত্তন-পর্য্যন্ত লিখিতে হইয়াছে।

অথচ প্রবর্ত্তিত এই অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদে আমাকে যখন শ্রীপার্ব্বতী-দেবীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেব-কৃতা অনুকম্পার প্রকার-ভেদ-কথন-পূর্ব্বক বিশদ-বিবরণ করিতে হইবে, তখন অবশ্যই আমাকে এখানেও বর্ত্তমান-প্রবন্ধের প্রথম-মুখ্যাংশ-পার্ব্বতী-জন্ম-প্রভৃতিপরিবর্জ্জন না করিয়া, আদ্যন্ত-সমস্ত ঘটনারই আনুপূর্ব্বী অনুসরণে যথারীতি বিদ্বন্মনোরমা-বিবৃতি করিতেই হইবে। অন্যথা প্রবন্ধাবয়বের পূর্ণতা, বা সম্পূর্ণ-সৌন্দর্য্য-সম্পাদন যে নিতান্ত অসম্ভবপর হইবে, তাহা বোধকরি, কোন সহৃদয়-প্রবরকে আয়াসাঙ্গীকার-পুরঃসর বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না।

কিঞ্চ, একত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থের অন্যত্র কথন-লক্ষণ অতিদেশ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক যদি বর্ত্তমান-প্রবন্ধের অবয়ব-সকলের সম্পূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-সংরক্ষণ করিতে হয়, তবে এই প্রবন্ধ বিকৃতি-ভাব-ভিন্ন কখনই প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইবে না। অতএব সমগ্রাঙ্গোপদেশ-সাহায্যে বর্ত্তমান-প্রবন্ধের প্রকৃতি-ভাব, তথা অবিকৃত-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্যের অব্যাঘাতে পরিপূর্ণতা-সম্পাদন করিতে হইলে, বিংশ-পরিচ্ছেদীয় অন্তিম-ভাগের সহিত বর্ত্তমান-পরিচ্ছেদীয়-প্রথমভাগের পৌনরুক্ত্য-লক্ষণ দোষ-সমাম্রাততা-পরিহার-কল্পে পূর্ব্ব-প্রণালী-পরিবর্জ্জনপুরঃসর পুরাণান্তরাবলম্বনে বিভিন্ন অভিনব-প্রকারে সম্পূর্ণরূপে আমি অধুনা এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেব-কৃতা অনুকম্পার বিশেষ-বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া, পাঠকমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিশেষতঃ শ্রীমহেশমহিম্নঃ স্তোত্রের প্রায় সকল শ্লোকের বিবরণই যখন ছোটবড় এক একখানি গ্রন্থে পরিণত হইতেছে, তখন শ্রীপার্ব্বতী-দেবীর জন্ম-প্রভৃতি-পরাবর্ত্তান্ত-ঘটনাবলী-পরিত্যাগ করিয়া, আমি এই এমন সুন্দর-গ্রন্থখানিকে অসম্পূর্ণ রাখিতে, বা খণ্ডিত করিতে সাহসী হইতেছি না। অপিচ, যাঁহারা বিংশ-পরিচ্ছেদ, বা মদন-ভস্মপ্রকরণ পাঠ না করিয়া, কেবল এই ইতিহাস-গ্রন্থ-পাঠ-মাত্রেই "স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষ-মহ্নায় তৃণবৎ", ইত্যাদি-মূল-শ্লোকটীর মূল-ভিত্তির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্যও আমাকে এখানে বাধ্য হইয়া, সম্পূর্ণ-ঘটনাবলী লিপিবদ্ধা করিতে হইবে। অতএব সম্প্রতি মদীয়-বিনীত-বিজ্ঞাপন এই যে, গ্রন্থকারানুকম্পী বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ যেন অকারণে আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণখণ্ডে প্রথম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বকালে তিরোধান-গতা-দাক্ষায়ণী-মহাভাগা-সতী ছায়ারূপে প্রজাপতি-পতি-দক্ষের যজ্ঞ-কর্ম্মার্থ প্রজ্বালিত-পবিত্র অনল-মধ্যে পতিতা হইয়া, পুনরপি কোন্ সময়ে কিরূপে প্রাদুর্ভূ্তা হইয়াছিলেন ? এবং "পরাশক্তির্ম্মহেশস্য, মিলিতা চ কথং পুনঃ ?" তথা ত্যক্ত-তনু-দাক্ষায়ণী-জগৎ-প্রসবিনী-কালী কিরূপে গিরিসুতা হইলেন ? কিরূপে তিনি শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে পুনরপি প্রাপ্তা হইয়াছিলেন ? কিঞ্চ, "কথমর্দ্ধশরীরং সা, জহার চ পিনাকিনঃ ?" "কেন বা কারণেনাশু, কৃষ্ণা গৌরীত্বমাগতা ?" এই সকল-প্রশ্নের পবিত্র-পুণ্য-পাপ-হর-নিত্য-কাল-শ্রুতি-সৌখ্য-প্রদ-পরমোৎকৃষ্ট উত্তর-বাক্য-কীর্ত্তন করিতে হইলে, পবিত্রতম-কালী-হর-সমাগম-বিষয়ক-বিচিত্র আখ্যান তত্ত্বতঃ কথন করিতে হইলে, আমাকে প্রথমতঃই বলিতে হইবে যে, জগৎ-প্রসবিনী-দাক্ষায়ণী শ্রীমতীসতীদেবী দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞানলে যখন বিদগ্ধাবয়বা হইলেন, তৎকালে শ্রীমহেশদেব শক্তিবিরহিতাবস্থায় কল্পান্তরাভিপ্রায়ে কামরূপ-গিরি-শিখরে, অথবা হিম-গিরি শিখরে পরম-তপশ্চরণার্থ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

কিঞ্চ, "লীলা-গৃহীত-বপুষা, পর্ব্বতে হিমবদ্-গিরৌ" শ্রীশঙ্করদেব যে সময়ে তপস্যা করিতেছিলেন, তৎকালে নন্দী, ভৃঙ্গী, বিশ্ব, চণ্ড, মুণ্ড ও অন্যান্য আরও দশ-কোটি-ষষ্টি সহস্র-গণ তাঁহার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বহু-কোটি-সংখ্যক-গণে পরিবৃত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব হিমালয়-পর্ব্বতে তপো-নিরত হইলে, উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ মূল-বিদ্যা-বিহীন, বীরভদ্র-প্রধান-গণ সমূহে পরিষেবিত-শ্রীশঙ্করদেবকে হিমালয়ের অত্যুন্নত-প্রদেশস্থ-স্বীয় আশ্রম-মণ্ডলে মূল-বিদ্যা-কান্তা-বিরহ-ব্যথা-ব্যথিত-পরিতপ্ত-হৃদয়ে ধ্যান-লক্ষণ-সুধা-শীতল-সলিল-সিঞ্চন-সাহায্যে

প্রিয়া-বিরহ-জনিত-তাপোপশান্তি অভিপ্রায়ে পরম-তপো-নিমগ্ন-চিত্তে কেবলীভাবালম্বনে নিমীলিত-চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচনে অবস্থিত অবলোকন করিয়া, উপযুক্তাবসরবোধে একদিকে যেমন অবিদ্যা-তিমিরান্ধ, মহামোহ-বিমুগ্ধ, মহাবল-পরাক্রম-সম্পন্ন, ইন্দ্রোপদ্রব-কারক, কালখঞ্জ-নামে প্রসিদ্ধ-দৈত্যগণ, মহারৌদ্র-প্রভাব-সম্পন্ন-কালকেয়-নামে প্রথিত দৈত্য-গণ, তথা নিবাত-কবচ-নামে প্রখ্যাত-দৈত্যগণ ও রব-রাবক-সংজ্ঞক-দৈত্যগণ প্রাধান্যলাভ করিলেন, অপরদিকে সেইরূপ প্রজা-সংহার-কারক-নমুচি-পুত্র-তারক-প্রমুখ-মহাবল-পরাক্রমশালী অন্যান্য-বহু-বহুতর-সুর-বিরোধী অসংখ্যেয়-দৈত্য-দানবগণ বলবত্তর হইয়া উঠিলেন।

এইসময়ে নমুচি-পুত্র-তারক স্বয়ং অসুরগণের অগ্রণী হইয়া, দৈব-বর-বলে বলীয়ান্ হইতে ইচ্ছা করিয়া, পরমোত্তম-দুশ্চর-তপস্যা-সাহায্যে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার মানস-সন্তোষ-সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। দৈব-মানে বহু-সহস্র-বর্ষ ব্যাপিনী সুদীর্ঘতরা তপস্যার দ্বারা তারকাসুর-কর্তৃক-সন্তোষিত-শ্রীপদ্মাসনদেব ভক্ত-বৎসলতা-প্রযুক্ত তারকাসুর-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, যথেষ্ট-বর-প্রদানাভিলাষে যখন তারকাসুরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, "বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে, সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।" তৎকালে মহাসুর-তারক পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার তাদৃশ বচন-শ্রবণ করিয়া, সর্ব্ব-লোক-ভয়াবহ-বর-প্রার্থনা করিলেন। তারক কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমাকে অজরামরতা-লক্ষণ-বর-দান করুন, এবং "দেহি মে যদ্বিজানাসি, অজেয়ত্বং তথৈবচ।"

দুরাত্মা তারক-কর্তৃক উক্তরূপে অভিহিত, বা প্রার্থিত হইয়া, প্রকৃষ্টরূপ-হাস্য-পূর্ব্বক তৎকালে চতুরাননদেব তারককে এইবাক্য বলিলেন যে, হে অসুরবর! "অমরত্বং কুতস্তব?" হে তারক! জীব জন্ম-গ্রহণ করিলে, অবশ্যই তাহাকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইবে এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, অবশ্যই জীবকে জন্ম-গ্রহণ করি-তেই হইবে, এই ধ্রুব-নিশ্চিত-তত্ত্বার্থটী কি তুমি বিশেষরূপে অবগত নহ? অনন্তর তারক হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! অজরামরতা

যদি নিতান্তই অসম্ভাবিতা হয়, তবে আপনি আমাকে অজেয়ত্ব প্রদান করুন। তারকের তথাকথিত-বর-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকালে ব্রহ্মা কহিলেন,—হে অনঘ! তারক! বালক-ব্যতীত অপর-যাবতীয়-বীরবর-সমীপে সম্মুখ-সংগ্রামে তুমি সকলেরই অজেয় হইবে বটে; কিন্তু বালক বীর-প্রধানের সহিত যুদ্ধ করিলে, সেই বালক অবশ্যই তোমাকে পরাজিত করিবে। হে তারক! এইরূপে আমি তোমাকে সচ্ছিদ্র অজেয়ত্ববর-প্রদান করিলাম।

কারণ, অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে একমাত্র-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব-ভিন্ন অপর কাহারও সর্ব্বাজেয়ত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। "অজেয়ত্বং তবানঘ! বিনার্ভকেণ দত্তং বৈ, অর্ভকস্ত্বাং বিজেষ্যতে।" ব্রহ্মা-মুখোদ্‌গত এইরূপ বর-প্রদান-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকালে সেই অসুর-প্রবর-তারক অতি অতিতরাং আনন্দিতচিত্তে পিতামহদেবের চরণা-রবিন্দে প্রণিপাতান্তে যুক্তকরে প্রজাপতিকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে প্রভো! দেবেশ! আমি সম্প্রতি আপনার প্রসাদবশে কৃতার্থ হইলাম। উক্তরূপে অভিমত-বর-লাভের অনন্তর অতীব-প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তারক শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার সুদীর্ঘ-তপঃকালমধ্যে দানব-কুল-ধুরন্ধর মহাত্মা বলি ছলক্রমে শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক বন্ধন-দশাগ্রস্ত হইয়া, বন্দি-রূপে সুতল-তলে অবস্থিতি করিতেছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

তপঃ-সিদ্ধি, বা সাফল্য-লাভে সমুল্লসিত-মানসে স্বগৃহে সমাগত অসুররাজ-তারক পরিজন-প্রমুখাৎ নিজ-পূর্ব্ববতন-পরমাত্মীয়-দানবরাজ-বলির বন্ধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত-ব্যথিত-হৃদয়ে ক্রোধ-কষায়িত-লোচনে কম্পিতকণ্ঠোত্থ-ঘোরতর-ঘন-গর্জ্জন-সম-গুরু-গম্ভীরস্বরে নিজ-সুসজ্জিত-গণনা-রহিত-সাগরসমানাকার-সৈন্য-সকলের সংখ্যাতীত-বাহিনী-সমূহের আজ্ঞা-প্রতীক্ষণার্থ সম্মুখাবস্থিত-অধিপতিগণের প্রতি ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিলাষী সর্ব্ব-জাতীয় অসুর-সৈন্য-সমুদায়ের শৃঙ্খলার সহিত আশুপরিচালনকল্পে আদেশ-প্রদান করিলেন। অনন্তর লব্ধ-বর মহাবল-তারক দেবগণকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত ঘোরতরসমর-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

এইসময়ে ইন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ মহাপ্রতাপী, বীর-বর-প্রধান, মহারাজ-মুচুকুন্দকে আশ্রয় করিয়া, জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তারক-প্রমুখ অসুররাজগণ বারম্বার সৈন্যোদ্‌যোগ-সহকারে দেবগণের প্রতি পীড়া-প্রদানে তৎপর হইলে, দেবগণ ও মুচুকুন্দ-বল-সমাশ্রয়ণে পুনঃ পুনঃ জয়-লক্ষ্মী লাভ করিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নিরন্তর যুদ্ধ-পরায়ণ দুর্ধর্ষ-দুর্জ্জয়-দানব-দলের সহিত নিরন্তর-যুদ্ধ করিয়া, আমরা কিরূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভে সমর্থ হইব ? বারম্বার এইরূপ যুদ্ধ করিয়াই বা, ভবিষ্যতে আমাদিগের কীদৃশ-ফললাভ হইবে ? এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি ? কীদৃশ উপায় অবলম্বিত হইলে, আমরা আয়তি-কালে সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভে সমর্থ হইব ? এবং নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াই বা, আমরা কতদিন ইহাদিগের গতি-রোধে সমর্থ হইব ? এবম্বিধা ও অন্যান্যবিধা চিন্তা, আলোচনা, বা স্মরণা-বর্ত্তনান্তে তথা পরস্পর-পরামর্শান্তে দেবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

কিন্তু, দেবগণ ব্রহ্ম-ভবনে গমন-পূর্ব্বক কমলাসনদেবের অগ্রভাগে অবস্থিত হইয়া, করজোড়ে এইবাক্য বলিলেন যে, হে পিতামহ! ভগবান্ মধুসূদনদেব অধুনা বলির সহিত পাতালতলে অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুদেবের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন আমাদিগের পরম-শত্রু-দৈত্য-দানবগণ সুবর্ণ-সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগের প্রতি নিরন্তর উপদ্রব করিতেছে। প্রবলতর-দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক বৃষাদি-দেববৃন্দ বিনিপাতিত হইয়াছেন। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের অপর কেহই পরিত্রাণ—কর্ত্তা নাই। ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠগণ কাতর-কণ্ঠে করজোড়ে উক্তরূপে যখন বিধাতৃ-সমীপে আত্ম-দুঃখনিবেদন করিতেছিলেন, তৎকালে নভোগতা বাণী অমর-প্রবরগণকে পরিসান্ত্বনা-প্রদান-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে নির্জ্জরগণ! তোমরা অবিলম্বে যথার্থতঃ আমার বাক্য-প্রতিপালন কর।

হে বিবুধগণ! তোমাদিগের ঐকান্তিক-প্রযত্নের ফলে যখন মহাবল-শিবাত্মজ জন্মগ্রহণ করিবেন, তৎকালে তিনি তোমাদিগের দ্বারা দেব-সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া, যুদ্ধে মহাবল-পরাক্রান্ত-তারকাসুরকে বধ করিবেন, এইবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব হে সুরগণ! তোমরা যে উপায়ে সর্ব্ব-গুহাশয় ভগবান্ শ্রীশম্ভুদেব দার-পরিগ্রহ করেন, তাদৃশী-নীতি অবলম্বন কর। অপিচ, হে ত্রিদিবেশ্বরগণ! তোমরা আমার উপদেশানুসারে পরম-প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক যাহাতে শ্রীশঙ্কর-দেব পত্নীগ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে উদ্যোগ-পরায়ণ হও, হে দেবগণ! তোমরা নিশ্চিত জানিবে যে, আমার বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে। এই সকল-কথা বলিয়া, আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী প্রতিনিবৃত্তা হইলে, দেবগণ অশরীরিণী-বাণী শ্রবণ করিয়া, পরম-বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু, পরম-বিস্ময়াবিষ্ট-মানসে পরস্পর কথোপকথনান্তে মহাভাগ আদিতেয়গণ সুরাচার্য্য-বৃহস্পতিদেবকে অগ্রসর করিয়া, হিমালয়ে গমন-পুরঃসর কার্য্যার্থ-গৌরব-প্রযুক্ত হিমালয়কে এইবাক্য বলিলেন যে, হে মহাভাগ! হিমালয়! আপনি আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন। নমুচির পুত্র অসুররাজ-তারক অত্যাচার, উপদ্রব, বা উৎপীড়ন-পূর্ব্বক

আমাদিগকে নিতান্তই ত্রাস-যুক্ত করিতেছে। অতএব হে হিমালয়! আপনি আমাদিগের, তথা অন্যান্য-তপস্বি-বৃন্দের শরণ্যভূত হইয়া, তারকাসুর-বিনাশ-ব্যাপারে আমাদিগকে সাহায্যদান করিবেন বলিয়া, মহেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা আপনার সমীপে সমাগত হইয়াছি।

এইরূপে সুর-বৃন্দ-কর্তৃক অভ্যর্থিত বাক্যবিদ্‌বর-হিমালয় দেবগণের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রকৃষ্ট-হাস্য-সহকারে উপহাস-সমন্বিত-বাক্যে প্রধানতঃ মহেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া, সমস্ত-দেবতাকে এইকথা বলিলেন যে, হে সুরগণ! আমরা সকলে মহেন্দ্র-কর্তৃক পক্ষ-যুগল-ছেদন-দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছি। পক্ষ-যুক্তাবস্থায় আমরা সর্ব্ব-কার্য্য-সাধনে সমর্থ হইলেও, অধুনা পক্ষ-যুগলে বিহীন হইয়া, আমরা সর্ব্ব-কার্য্যেই অক্ষম হইয়াছি। অতএব হে সুরগণ! আমরা অধুনা তারকাসুরের বধ-ব্যাপারে কীদৃশ-সুর-কার্য্য-সম্পাদন করিব। হে সুরোত্তমগণ! আমরা সকলে যদি এক্ষণে পুনরপি পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষ-যুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমরা সকলে একযোগে বন্ধু-বান্ধব-বর্গের সহিত তারকাসুরকে বিনষ্ট করিতেও পারি। কিন্তু, হে সুরসত্তমগণ! আমরা যখন সুররাজ-মহেন্দ্র-কর্তৃক পক্ষ-চ্ছেদ-প্রযুক্ত সামর্থ্য-বিহীন হইয়াছি, তখন আমরা অচল অথচ বিপক্ষ হইয়া, আপনাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিব?

গিরি-সত্তম-হিমালয়ের তাদৃশ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, সকল-দেবতাই একবাক্যে গিরিরাজ-হিমালয়কে এইকথা বলিলেন যে, হে মহাভাগ! হিমালয়! আপনাদিগের মধ্যেই বা কি? আর আমাদিগের মধ্যেই বা কি? আমাদিগের উভয়-পক্ষের কোন ব্যক্তিই তারকাসুরের বধের প্রতি সমর্থ নহে। সেইজন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, হে মহাভাগ! হিমালয়! এই উপস্থিত-সুর-কার্য্য-বিষয়ে বিশেষরূপ-চিন্তার আবশ্যক হইয়াছে। হে হিমগিরে! আপনি অধুনা আমাদিগের প্রতি সদয়-ভাব-ধারণ-পূর্ব্বক যাহাতে সেই সামর্থ্য-সম্পন্ন-মহাবল-তারক আমাদিগের সাধ্য, বশ্য, বা বধ্য হইতে পারে,

তদ্বিষয়ে উপায়-চিন্তা করুন। সুপ্রসিদ্ধ মহাতেজাঃ হিমালয় দেবগণের তাদৃশ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকালে সুরগণের প্রতি এইবাক্য বলিলেন যে, ভো বিবুধগণ! কীদৃশ উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক আপনারা তারকাসুরকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা আমার অবগতির জন্য আশুগতি কীর্ত্তন করুন।

মহাত্মা হিমবান্ কর্ত্তৃক উক্তরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, সুরগণ ইতঃপূর্ব্বে আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী-কর্ত্তৃক কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল-বাক্য কথিত হইয়াছিল, সেই সকল-বাক্যই তৎকালে হিমালয়-সমীপে কথন করিলেন এবং পর্ব্বতোত্তম হিমালয়ও দেবগণ-কথিত সেই সকল-বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণকে তৎকালোচিত এইবাক্য বলিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেবের ধীমান্ পুত্র-কর্ত্তৃক যখন দৈত্যপতি-মহাত্মা তারক বধ্য হইবে, তখনই সমস্ত-সুরকার্য্য শুভ, বা মঙ্গলাবহ-স্বরূপে পরিণত হইবে, এইরূপ অশরীরিণী-বাণী-কর্ত্তৃক অভিহিত-বাক্য অবশ্যই সত্য হইতে পারে। অতএব হে সুরগণ! আপনারা প্রকৃষ্ট-প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক যাহাতে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব শীঘ্রগতি দার-পরিগ্রহ করেন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ-মনোযোগী হউন এবং "কন্যা যথা তস্য শিবস্য যোগ্যা, নিরীক্ষ্যতামাশু সুরৈরিদানীম্।" শ্রীশঙ্করদেবের পত্নী-যোগ্যা কোন কন্যা সম্প্রতি সংসারমণ্ডলে আছেন কি না? হে সুরগণ! তাহা আপনারা বিশেষ-যত্ন ও ত্বরা-সহকারে অধুনা পর্য্যবেক্ষণ করুন।

সুরগণ মহাত্মা-হিমালয়ের তথাবিধ-বচন শ্রবণ করিয়া, উন্মুক্ত উচ্চহাস্য-পূর্ব্বক তৎকালে হিমালয়কে এইকথা বলিলেন যে, হে পর্ব্বতোত্তম! হিমালয়! "জনিতব্যা ত্বয়া কন্যা, শিবার্থং কার্য্য-সিদ্ধয়ে।" অর্থাৎ আপনাকেই সুর-কার্য্য-সিদ্ধির জন্য শ্রীশঙ্করদেবের উদ্দেশে তাঁহার পত্নী-যোগ্যা একটী কন্যার উৎপাদন করিতে হইবে। কিন্তু, হে মহামতে! মহাগিরে! আপনি সুরগণের এই অনুরোধ-বাক্যানুসারে অবিলম্বে কার্য্য করুন, হে হিমালয়! আপনাকে অবশ্যই দেবগণের এই অনুরোধ-বচন-প্রতিপালন করিতেই

হইবে। কিন্তু, দেব-বাক্যানুসারে কার্য্য করিলে, আপনি অদূর ভবিষ্যতে কন্যা-পরিণয়কালে সমস্ত-দেবতার আধার-স্বরূপে পরিণত হইবেন। আপনার সুধা-ধবল-সুবিমল-যশো-রাশি, বা অপার-ভাগ্য-গৌরবে যে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

তারকোপদ্রুত-মহাভাগ-সুরগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত, প্রার্থিত, বা অনুরুদ্ধ হইয়া, মহামতি-হিমালয় স্বগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং পত্নী-মেনকার নিকটে সমাগত-সুর-কার্য্য-বিষয়িণী সমস্ত-কথা স্পষ্টতঃ কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর অনন্ত-রত্ন-প্রভব সেই হিমালয় পত্নী-মেনাকে কহিলেন,—হে মেনে! দেব, মুনি, মহর্ষি ও তপস্বিগণের উপকারার্থে জগতের কল্যাণ-সাধন-কল্পে সুর-কার্য্যার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে একটী ত্রিলোক-দুর্ল্লভা সুকন্যার উৎপাদন করিতে হইবে। হে মেনকে! যদিচ আমি অবগত আছি যে, স্ত্রী-জন-গণের পক্ষে কন্যা-জনন প্রিয়কর নহে, তথাপি হে মেনকে! বরাননে! সুর-কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তোমাকে অবশ্যই একটী সুকন্যার উৎপাদন করিতে হইবে। হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মেনকা হাস্য-পূর্ব্বক নিজ-পতি-গিরি-রাজকে এইকথা বলিলেন যে, হে স্বামিন্! আপনি যে সকল-বাক্য-কীর্ত্তন করিলেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরিব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে পতে! স্ত্রী ও পুরুষ-জনের পক্ষে কন্যকা সদাকালের জন্যই অশেষতঃ দুঃখকরীই হইয়া থাকে। তথা হে মহামতে! কন্যা যে স্ত্রীজনের পক্ষে সদাকালই শোক-ক্লেশকরী হইয়া থাকে, তাহা কি অদ্যাপি আপনার অবিদিত রহিয়াছে? অতএব হে শৈল-পতে! আপনি স্বয়ংই বিশদ-বুদ্ধি-সাহায্যে সুচিরকাল বিমর্শ বিচার-পূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া, বিবেচনা করিবেন, তাহাই কীর্ত্তন করুন। তৎকালে মহামতি-হিমালয় প্রিয়া-মেনকাদেবীর উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, পরোপ-করণান্বিত এইবাক্য বলিলেন যে, হে মনস্বিনি! প্রিয়ে! যে যে প্রকারেই হউক না কেন, জন-সাধারণের উপজীবন-মূলক যে কার্য্য,

যে কার্য্যে পরোপকার সাধিত হইতে পারে, কি ধীমান্ পুরুষ, আর কি সুধীমতী-স্ত্রী, সকলেরই পক্ষে তাদৃশ-পরোপকারময়-কার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। "যেন যেন প্রকারেণ, পরেষামুপজীবনম্। ভবিষ্যতি চ তৎকার্য্যং, ধীমতা পুরুষেণ হি। স্ত্রিয়াপি চৈব তৎ কার্য্যং, পরোপকরণান্বিতম্।" এইরূপ নীতি-বাক্য-কথন-পূর্ব্বক মহাগিরি-হিমালয়কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিতা মহাসৌভাগ্যবতী-গিরিরাজ-মহিষী-মেনকাদেবী তৎকালে "মহাবিদ্যা মহামায়া, মহামেধা স্বরূপিণী। রুদ্রকালী চ অম্বা চ, সতী দাক্ষায়ণী পরা।" এইরূপে শাস্ত্রে বর্ণিতা এক কন্যাকে নিজ-জঠর-বিবরে ধারণ করিলেন।

চারু-বিলোচনা মেনা উক্তরূপা পরম বিভূতি-স্বরূপিণী-কন্যাকে যখন স্বীয়-জঠরাভ্যন্তরালে ধারণ করিলেন, তৎকাল হইতেই দেব-ঋষি-যক্ষ-কিন্নর-প্রভৃতি বিশালাক্ষী-সতী-ভূরিভাগ্য-সম্পন্না মেনা, তথা গিরিরাজ-হিমালয়ের স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাল পূর্ণ হইলে, মহাভাগা-মেনকাদেবী "গিরিজা নাম নামতঃ" এক-কন্যা-প্রসব করিলেন। যে সময়ে "গিরিজা নাম নামতঃ" "সর্ব্বেষাঞ্চ সুখপ্রদা" দেবী প্রাদুর্ভূতা হইলেন, সেইসময়ে স্বর্গলোকে ও হিমালয়-নগরে দেবদুন্দুভি-সকল সহসা তাড়ন-ব্যতিরেকে নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব-পতিগণ গান করিতে লাগিলেন, বিবুধগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তথা সমগ্র-ত্রৈলোক্যমণ্ডল প্রসন্নভাব ধারণ করিল। কিঞ্চ, মহাসতী-গিরিজাদেবী যে সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণা হইলেন, সেইসময়েই দৈত্য-দানবেন্দ্রগণ হৃদয়ে ভয়াবিষ্ট হইলেন এবং দেবগণ, মহর্ষিগণ ও সচারণ-সিদ্ধগণ পরম-হর্ষ ও প্রীতি-যুক্ত হইলেন।

অনন্তর "গঙ্গেব বর্ষা-সময়ে, শরদি বাথ চন্দ্রিকা" অনুদিবস এধমানা বর্দ্ধমানা সাধ্বী-পার্ব্বতীদেবী হিমালয়-গৃহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রতিবাসর-বর্দ্ধনশীলা সতী-পার্ব্বতীদেবী ক্রমে যখন অষ্টবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তৎকালে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হিমগিরি-দ্রোণিমধ্যে পরম-দুশ্চর-তপস্যা করিতেছিলেন। এইসময়ে বীরভদ্রাদি-সর্ব্বগণে পরিবৃত-

পরম-তপঃ-পরায়ণ শ্রীশঙ্করদেবের পাদ-পল্লব-দর্শনার্থ বুদ্ধিমান্ হিমালয় একদিন নিজ-কন্যা-কালী-পার্ব্বতী-দেবীকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার আশ্রম-পদে গমন করিলেন। পার্ব্বতীদেবীসহ গিরিবর-হিমালয় শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণ-দর্শন-বাসনায় যাবৎ তাঁহার আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তাবৎ আশ্রম-দ্বারদেশস্থ মহাত্মা নন্দি-কর্ত্তৃক তিনি আশ্রমপ্রবেশ-কালে নিবারিত হইলেন।

কিন্তু, দ্বারদেশে অবস্থিত-মহামতি-হিমালয় ক্ষণকালমাত্র স্থিরভাবে চিন্তা করিলেন এবং কিয়ৎকাল চিন্তার অনন্তর পুনরপি গিরিরাজ-হিমালয় নন্দিদ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে তদীয়-শ্রীচরণ-দর্শন-বাসনা বিজ্ঞাপিতা করিলেন। কুশলানুশিষ্টনন্দি-কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীশম্ভুদেব অচলরাজ-হিমবান্ ভবদীয়-ভব-ভয়-হারী শ্রীচরণযুগলের দর্শন-সমুৎসুক-মানসে দ্বারদেশে সমাগত হইয়া, আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন, এইরূপ বাক্যে অবিলম্বে বিজ্ঞাপিত হইয়া, নন্দীকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে নন্দিন্! তুমি অচলরাজ-হিমালয়কে এইস্থানে আনয়ন কর। পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-নির্গত উক্তরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, "তথাস্তু" বলিয়া, শীঘ্রতার সহিত গণ-প্রধান-নন্দী অচলরাজ-হিমালয়কে লোক-শঙ্কর শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে আনয়ন করিলেন।

অদীনসত্ত্ব-হিমালয় শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম-পদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সকল-লোকেশ্বর-প্রভু-শ্রীমন্মহেশদেব তৎকালে ধ্যান-নিমীলিত-লোচনে তপস্যা করিতেছেন। মস্তক-মণ্ডল হইতে স্বর্ণ-বর্ণ অতিমনো-হর-জটাভার, তাঁহার গণ্ড, অংস ও পৃষ্ঠপ্রদেশে লম্বিত হইতেছে, তাঁহার লোচন-ত্রয়-শোভিত-কমনীয়-শ্বেত-কান্তি-বিমণ্ডিত-মুখ-মণ্ডল নিরতিশয়-প্রসন্ন-গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে, তাঁহার ললাট-ফলকে চন্দ্রকলা-বিভূষণ পরম-শোভা-বিস্তার করিতেছে, এবং বেদান্ত-বেদ্য-বিভু শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-নিষ্কল-পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হিমালয় শ্রীশঙ্কর-দেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রেম-পরিপূর্ণচিত্তে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাক্যবিদ্-বরিষ্ঠ-নগাধিরাজ-হিমালয় জগদেকমঙ্গল

শ্রীমহেশদেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে মহাদেব! হে শঙ্কর! অদ্য আমি আপনার প্রসাদবশে ভাগ্যবান্ হইয়াছি। কিন্তু, হে ভগবন্। হে প্রভো! আমি প্রতিদিন আপনাকে দর্শন করিবার জন্য আমার এই পুত্রী-কালী-পার্ব্বতীর সহিত আপনার আশ্রম-মণ্ডলে আগমন করিব। অতএব হে দেবেশ! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই বিষয়ে অনুজ্ঞা-দান করুন। হে দেব! আপনি ভক্ত বৎসল, অতএব ভক্তের মনো-বাসনা পূর্ণা করুন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

দেবদেব-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব গিরিরাজ-হিমালয়ের তথাবিধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে হিমালয়! তুমি প্রতিদিন আমার দর্শনার্থ এখানে আগমন করিতে পার, তজ্জন্য আমার কোনরূপ ক্ষতি নাই; পরন্তু হে অচলরাজ! তুমি প্রত্যহ এই আশ্রম-পদে আগমন-সময়ে তোমার এই কুমারী কন্যাটীকে গৃহে অবস্থাপিতা করিয়া আসিবে, অন্যথা আমার দর্শনলাভ সম্ভবপর হইবে না! শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নতকন্ধরে হিমালয় এইরূপ প্রতিবচন বলিলেন যে, হে গিরিশ! আপনি এই কুমারী-পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত আমাকে আশ্রমপদে আগমন করিতে নিষেধ করিতেছেন কেন? তাহার কারণ কি? কীর্ত্তন করুন। ব্রত-নিষ্ঠ-শ্রীশঙ্করদেব অচলরাজ-হিমালয়কে উত্তর-বচনে এই কথামাত্র বলিলেন যে, "ইয়ং কুমারী সুশ্রোণী, তন্বী চারু-প্রভাষিণী। নানেতব্যা মৎসমীপে, বারয়ামি পুনঃপুনঃ।"

হিমালয়ের প্রতি শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-কথিত এই সুশ্রোণী চারু-ভাষিণী তন্বী কুমারী কন্যাকে কদাচ আমার সমীপে আনয়ন করিবে না, হে হিমালয়! আমি তোমাকে এবিষয়ে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কালী-পার্ব্বতীদেবী মনে মনে ভাবিলেন যে ঠিকই হইয়াছে, শ্রীশঙ্করদেবের এই নিরাময়-নিস্পৃহ-নিষ্ঠুর-বচন তপস্বি-জনের উপযুক্তই হইয়াছে। সে যাহা হউক, কালী-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশম্ভুদেব-কথিত উক্তরূপনিষ্ঠুর-বচন শ্রবণান্তে কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে শম্ভো! আপনি নিরতিশয়-তপঃ-শক্তি-সমন্বিত হইয়া, পুনরপি বিপুল-তপস্যা করিতেছেন। হে শিব! আপনি অতীব-মহাত্মা, নতুবা তপশ্চরণার্থ আপনার এইরূপ

উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি উৎপন্না হইবে কেন? পক্ষান্তরে হে ভগবন্! ইহাও আপনার বিমর্শ, বিচার, বা বিবেচনা করিয়া, দেখা উচিত হইতেছে যে, পুরুষ-প্রধান আপনিই বা কে? আর অপরা-সূক্ষ্মা-প্রকৃতিই বা কিং স্বরূপিণী? শ্রীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীমহেশ-দেব এইবাক্য বলিলেন যে, হে সুভ্রু! আমি পরম-তপস্যা-সমাশ্রয়ণেই প্রকৃতির বিনাশ-সাধন করিব। কিঞ্চ, প্রকৃতিকে বিনষ্টা করিয়া, পশ্চাৎ প্রকৃতি-রহিতভাবে আমি তত্ত্বতঃ অবস্থান করিব। অতএব প্রকৃতির সিদ্ধি, বিস্তার, লালন, বা আপ্যায়ন-কল্পে ক্বচিদপি বিজ্ঞজন কোনরূপ সংগ্রহ, বা চেষ্টাই করিবেন না, ইহাই বৈরাগ্য-শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত।

শ্রীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—হে দেববর! শঙ্কর! আপনি পরমা-বাণী-সাহায্যে যে সকল-কথা-কথন করিলেন, সেই পরমা-বাণী কি প্রকৃতি হইতে পারেন না? অপিচ, যদি সেই পরমা-বাণী বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতি-স্বরূপিণীই হন, তবে হে দেবদেব! আপনি প্রকৃতি-পরতন্ত্রতা হইতে অতীত, বা পরিমুক্ত হইলেন কিরূপে? এইরূপ আমরা যাহা কিছু শ্রবণ করি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি, বা যাহা কিছু অবলোকন করি, তৎসমস্তই যে প্রকৃতির কার্য্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? অত-এব হে সর্ব্ব-লোক-শঙ্কর! শঙ্কর! এই সিদ্ধ-বস্তু লইয়া, অধুনা আমাদের অকারণ-বিবাদ-বিসম্বাদ, বা অধিকতর-বাগ্-ব্যাপারের প্রয়ো-জন কি আছে?

কিঞ্চ, পূর্ব্ব-কথিত-শ্রবণ-ভোজনাবলোকন-প্রভৃতি-সমস্তই যে প্রকৃ-তির কার্য্য, নিরর্থক-মিথ্যা-বাদ-মাত্র, তাহা আপনি বিশেষরূপেই অবগত আছেন। অতএব হে প্রভো! আপনি স্বয়ং "প্রকৃতেঃ পরতো ভূত্বা", কিজন্য এই কঠোরতর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন? হে প্রভো! হে শঙ্কর! আপনি অধুনা এই হিমালয়-পর্ব্বতে তপস্যার্থ আগমন-পূর্ব্বক যে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহা কি আপনি অবগত হইতেছেন না? হে প্রভো! অধুনা আর আমাদের অধিক-বাগ্-বাদের আবশ্যক নাই। আপনার শ্রীমুখের বাক্য যদি সত্য হয়, তাহা

হইলে, আপনি যে প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত, তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ বক্তব্যই অবতীর্ণ হইতে পারে না। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, হে সর্ব্বামরেশ্বর! শঙ্কর! সম্প্রতি আপনি আমা হইতে ভীত হইবেন না।

পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, উচ্চ-হাস্য-পূর্ব্বক দেব-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব গিরিজা-পার্ব্বতীর প্রতি কহিলেন,—হে সাধু-ভাষিণি গিরিজে! তুমি অদ্য হইতে প্রত্যহ আমার সেবা করিতে পারিবে। শ্রীশঙ্করদেব দেবী-পার্ব্বতীর প্রতি "প্রত্যহং কুরু মে সেবাং, গিরিজে! সাধুভাষিণি!" এইরূপ আদেশ-প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ ভাগ্যবান্ হিমবান্‌কে কহিলেন,—হে ধরাধরবর! অদ্য হইতে আমি এই স্থানেই পরমার্থভাব-বিভাবিত-হৃদয়ে পরম-দুশ্চর-তপস্যার আচরণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। হে পর্ব্বতাধিপ! তোমার অনুজ্ঞা-বিনা আমি কিঞ্চিৎ-মাত্রও তপস্যার আচরণে সমর্থ হইতেছিনা। অতএব হে নগপতে! অধুনা তুমি এই পবিত্রতম-তপশ্চরণ-ক্ষেত্রে তপশ্চর-ণার্থ আমার প্রতি অনুজ্ঞা-প্রদান কর। পর্ব্বতোত্তম-হিমালয় জগৎ-পতি-জগন্মঙ্গল-মঙ্গলালয়-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-পঙ্কজ-বিনির্গত এতাদৃশ বিনীত-বচন শ্রবণ করিয়া, উচ্চ-হাস্য-পূর্ব্বক দেবদেব শূলী শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, "ত্বদীয়ং হি জগৎসর্ব্বং, সদেবাসুরমানুষম্। কিমহং তু মহাদেব! তুচ্ছো ভূত্বা দদামি তে।" হে মহাদেব! স্থির-চর-সুরাসুর-নর-কিন্নর-নিকর-পরিপূর্ণ এই অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল আপনার সংকল্প-মাত্রেই সৃষ্ট, পুষ্ট, হৃষ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে। সদেবা-সুর-মানুষ-সমগ্র-জগৎ যখন আপনারই করতলগত, তখন আমি আপনার আদেশ-প্রতিপালক-তুচ্ছ-পর্ব্বতমাত্র হইয়া, আপনাকে কি দান করিব?

শ্রীশঙ্করদেব পর্ব্বত-প্রবর-হিম-ধরাধর-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, হাস্য-সহকারে আদর-পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, গিরিরাজ! বেলা সমধিকা হইয়াছে, অতএব অধুনা তুমি পুত্রীর সহিত স্বগৃহে গমন কর। লোক-শঙ্কর-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভ্যনুজ্ঞাত হইয়া, গিরিজা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত হিমালয় তৎকালে নিজালয়ে গমন করিলেন বটে;

কিন্তু তদবধি দেব-কার্য্যে সাহায্যকারী হিমালয় গিরিজাদেবীর সহিত প্রতিদিন শ্রীশঙ্করাশ্রমে সমাগত হইয়া, শ্রীশিব-পূজন ও শ্রীশিব-সন্দর্শনাধিকার লাভ করিয়া, চরিতার্থতা অনুভব করিতেন। এইরূপে প্রতিবাসর শ্রীশিব-পূজন-শ্রীশিব-সন্দর্শন- শ্রীশিবোপাসনা- প্রভৃতি-শ্রীশিব- সন্তোষকর-কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর অবস্থায় পিতা ও পুত্রী হিমবান্ ও পার্ব্বতী-দেবীর বহুতিথকাল অতীত হইল; কিন্তু শ্রীশঙ্করদেব দুরতিক্রমণীয়-রূপেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং কোন প্রকারেই শ্রীপার্ব্বতী দেবীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেবের কিঞ্চিৎমাত্রও অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইল না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

এইরূপে কতিপয় কাল গত হইলে, সুরগণ পার্ব্বতীদেবীর প্রতি বিশেষরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীশঙ্করদেব কিরূপে শ্রীপার্ব্বতী দেবীর প্রতি অনুরক্ত হইবেন? কেমন করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব পার্ব্বতী-দেবীর সহিত মিলিত হইবেন? আমরা অদ্য কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? এইরূপ নানাবিধ-চিন্তাক্রান্ত অন্তঃকরণে সুরগণ দেবাচার্য্য-বৃহস্পতির নিকটে গমন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে সুরগুরো! আপনি বিলম্ব না করিয়া, অধুনা আমাদিগের শ্রীশিব-পার্ব্বতী-সংযোজন-কল্পে কর্ত্তব্য কি? তদ্বিষয়ে উপদেশদান করুন। সুরগণের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগুরু-বৃহস্পতি মহেন্দ্রের প্রতি এইবাক্য কহিলেন যে, হে দেবরাজ! এই শ্রীশিব-পার্ব্বতী-সমাগম-বিষয়ে আমি তোমাদিগকে যে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি, তদনুসারেই অধুনা তোমাদিগের কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত হইতেছে। হে সুররাজ! আমি তোমাদিগের কার্য্য-সিদ্ধি বিষয়ে সদুপদেশ-বচন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হে শচীপতে! এই শ্রীহর-পার্ব্বতী-সমাগম-লক্ষণ-কার্য্যটী সহজ-সাধ্য, বা অল্পায়াস-সাধ্য মনে করিও না এবং এই কার্য্যটী যাহার তাহার পক্ষেও সুখ-সাধ্য নহে। হে রাজন্! এবিষয়ে আমি তোমাকে অধিক আর কি বলিব? এই ত্রিলোকী-মণ্ডলে একমাত্র মদন-ভিন্ন, অন্য কেহই এই শ্রীকালী-হর-সমাগম-সাধনে সমর্থ হইবে না। ব্রহ্ম-নন্দন-মদনদেবই বারম্বার তাপস-সকলের তপঃ-সমূহ বিপ্লাবিত করিয়াছেন, এই মদন-দেবই, সাধারণ-দেবগণের কথা আর কি বলিব? দেব-প্রবর-ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেবকেও বারম্বার বিমুগ্ধ করিয়াছেন, এই কামদেবের পরাক্রম-বশেই শ্রীশঙ্করদেব পুরাকালে দক্ষ-নন্দিনী শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত

পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; সুতরাং ইদানীং এই শ্রীশিব-পার্ব্বতী-সমাগম-সাধন-কল্পেও একমাত্র মন্মথদেবই যে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে ? অতএব হে সুরপতে ! তুমি আঁর কাল-বিলম্ব করিও না, পক্ষান্তরে প্রার্থনা-পূর্ব্বক শ্রীভব-ধব-বিমোহনার্থ বিভব-ভব্য-মনোভব-দেবকে ত্বরা-সহকারে আহ্বান করিয়া, এই সুদুষ্কর শ্রীহর-বিমোহন-কার্য্যে বিনিযুক্ত কর। গুরু-বৃহস্পতির বচন শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে হরি অর্থাৎ ইন্দ্রদেব কন্দর্পদেবকে আহ্বান করিলেন এবং আদিতেয়-রাজ-কৃত আহ্বান-মাত্রেই বায়ু-পরিচালিত-মেঘ-খণ্ডের ন্যায় শীঘ্রগতি কার্য্যসাধক শ্রীমদনদেবও অমর-পতি ইন্দ্রদেব-সমীপে শুভাগমন করিলেন।

অনন্তর সহধর্ম্মচারিণী-সমন্বিত-পুষ্পধন্বা কামদেব সহচর-মধু-মাধব-বসন্তের কর-কমলে চূতাঙ্কুরাস্ত্র অর্পণ-পুরঃসর দেব-সভা-স্থলে মহেন্দ্র-সমক্ষে আগমন করিয়া, লোক-মনোহর, অথচ অত্যন্ত-গর্ব্বিত এই বাক্য বলিলেন যে, হে শচীপতে! অদ্য আমাকে কি জন্য আহ্বান করা হইয়াছে ? তাহা শীঘ্র বলুন। হে সুররাজ ! আমি অদ্য আপনার কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব ? কথন করুন, বিলম্ব করিবেন না। হে অমরাবতী-নগরীপতে ! আমার স্মরণ-মাত্রেই বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি অম্বু-পর্ণাশন-মুনি-মহর্ষি-তপস্বিগণও স্ব-স্ব-ব্রত-সমূহ হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। হে হরে! আপনিও আমার বীর্য্য-পরাক্রম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন, শক্তি-পুত্র-মহামুনি-পরাশরও আমার বীর্য্যবিভব বিশেষরূপে অবগত আছেন, এইরূপ ভৃগু-প্রভৃতি অন্যান্য-বহু-মহামুনি-মহর্ষিগণও আমার বীর্য্য-পরাক্রম-বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন।

গুরু-বৃহস্পতিও আমার প্রভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তথা বৃহস্পতির ভ্রাতৃ-পত্নী উতথ্য-ভার্য্যাও বিলক্ষণরূপেই আমাকে জানেন। কারণ, পূর্ব্বকালে বৃহস্পতিরই বীর্য্যে তদীয়-ভ্রাতৃবধূর গর্ভে মহর্ষি-ভরদ্বাজের জন্ম হইয়াছিল। অতএব ভ্রাতৃ-পত্নীর গর্ভে গুরু-বৃহস্পতির বীর্য্যে ভরদ্বাজের জন্ম হওয়ায়, সেই মহর্ষি-ভরদ্বাজ সর্ব্বলোকেই সঙ্কর-বর্ণরূপে পরিচিত হইয়াছেন। যে মহামুনি ভরদ্বাজ রাবণ-বধের অনন্তর

নিজ-রাজধানী অযোধ্যা-নগরালয়ে প্রত্যাগমন-কালে শ্রীরামচন্দ্রের অভিনন্দন, সম্বর্দ্ধন, বা আতিথ্য-কল্পে মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ আহ্বান-পূর্ব্বক সেবা-সৎকার করিয়াছিলেন, সেই এই মহামুনি-ভরদ্বাজ উৎপন্ন হইলে, দেব-পুরোহিত-বৃহস্পতি নিজ-ভ্রাতৃ-বধূ উতথ্য-পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে, হে মহাভাগে! তুমি এই "দ্বাজ" অর্থাৎ দ্বি-পিতৃক-সন্তানটীর যথোচিত-ভরণ-পোষণ কর।

সে যাহা হউক, স্বয়ং জগৎ-স্রষ্টা প্রজাপতি এবং জগৎ-পাতা শ্রীবিষ্ণুদেবও আমার শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমের বিষয় বারম্বার বিলক্ষণরূপেই অবগত আছেন। কিন্তু, হে শতক্রতো! আমার মহাবল-পরাক্রম ক্রোধ-নামে প্রসিদ্ধ একটী বন্ধু আছেন। সর্ব্ব-সম্মোহন-কর্ত্তা আমি কামদেব ও আমার বন্ধু-ক্রোধ, এই আমাদিগের দুই জনের দ্বারাই জঙ্গমা-জঙ্গমাত্মক এই সুমহৎ জগৎ বহু-বিচিত্র-বিরাট্-বিপুল-বিশ্ব-বিম্ব বিদ্রাবিত হইয়াছে, ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত-সচরাচর-সংসার-প্রপঞ্চ পরিপ্লাবিত হইয়াছে। হে সুররাজ! শশধরদেব এবং আপনিও আমার পরাক্রম-পরিচয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। অতএব হে পাক-শাসন! অধুনা, আপনার কি এমন গুরুতর-কার্য্য সমুৎপন্ন, বা উপস্থিত হইয়াছে? কোন্ হেতুবশে আমাকে আহ্বান, বা স্মরণ করিয়াছেন? হে দেবেশ! আপনি তাহা অবিলম্বে কীর্ত্তন করুন, আমি অচিরে আপনার সেই কার্য্য-সম্পাদন করিবার জন্য সমুপাগত হইয়াছি। কামদেব শচীপতি-মহেন্দ্রকে এইকথা বলিয়া, রতিদেবী-সহ তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইলে, "ইন্দ্রোঽপি বচনং শ্রুত্বা, কন্দর্পস্য মহাত্মনঃ। উবাচ বচনং তং বৈ, যুক্তং যুক্তমিতি স্তুবন্।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন, হে মনোভব! তুমি জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মার মানস হইতে জন্মলাভ ও যথোচিত অভীষ্ট-বরলাভের অনন্তর সনাতনী-সৃষ্টির প্রবর্ত্তন-কল্পে যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়াছ, সৃষ্টি-সম্বর্দ্ধন-কারক তোমার সেই সমারব্ধ-কার্য্য যে সাধু-জন সম্মত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে মদন! অধুনা ত্বৎ-কর্ত্তৃক-করণীয়রূপে যে কার্য্য-উপস্থিত হইয়াছে, সেই কার্য্য-সাধন করিবার জন্য তুমি যে একান্ত উদ্যত হইয়াছ, হে মকরধ্বজ! এজন্য তুমি আমাদিগের সমীপে নিতান্ত-ধন্যবাদার্হ হইয়াছ। হে অনঘ! তোমার অবগতির জন্য প্রস্তুত-বাক্য আমি কথন করিতেছি, তুমি মনো-যোগ-পূর্ব্বক মদীয়-বাক্য শ্রবণ কর। হে মদন! আমার কার্য্য তোমার অবশ্য-করণীয়-কার্য্য হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু যেটী মদীয়-কার্য্য, সেই কার্য্যটীই যে অবশ্যানুষ্ঠেয়-ত্বদীয়-কার্য্য-মধ্যে পরিগণিত, তদ্বিষয়ে অন্যথা-প্রত্যয়ের সম্ভাবনা নাই। আমার অনেকানেক মিত্র আছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কদাচন তোমার তুল্য নহেন।

জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা আমার সর্ব্বত্র জয়লাভার্থ উত্তম-বজ্রাস্ত্র-নির্ম্মাণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু হে মন্মথ! তুমিও পিতামহ-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-কালে আমারই সর্ব্বত্র বিজয়লাভার্থ অন্য অস্ত্র-স্বরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছ। হে বসন্তসখ! বিধাতৃ-নির্ম্মিত-মদীয়-বিজয়াবহ উক্তরূপ উভয়-বিধ অস্ত্রের মধ্যে বজ্রাস্ত্র বিজয়-দায়ক হইলেও, তুমি মদীয়-বজ্রাস্ত্রকে হিংসাত্মক বলিয়াই জানিবে এবং তুমি প্রচ্ছন্নরূপে জীব সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, স্বয়ং সুখ-হেতু-স্বরূপে পরিণত হইয়া, মদ-মোদকররূপে সুখ-সম্পাদন কর বলিয়া, আমার নিকটে, তথা জগজ্জন-সমীপে সুখকর অস্ত্র-স্বরূপে সম্মত হইয়াছ। অতএব হে সত্তম!

বজ্রাস্ত্র ও কামাস্ত্র, এই অস্ত্র-দ্বয়ের মধ্যে তুমিই যখন সর্ব্ব-জন-সমীপে মদমোদকর, বা সুখ-কর-রূপে পরিচিত হইয়াছ, তখন তুমিই অদ্য আমার নিকটেও মদীয় অন্যান্য অস্ত্র-সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হইতেছ। হে মনোজ্ঞ! তোমার সর্ব্বাস্ত্র-শ্রেষ্ঠতার প্রতি অপর কারণ এই যে, "বজ্রং তু নিষ্ফলং স্যাদ্ বৈ, ত্বন্তু নৈব কদাপি হি।" মদীয়-বজ্রাস্ত্র অনেকসময়ে অনেক-স্থলে নিষ্ফল হইয়া থাকে বটে; কিন্তু তুমি কুত্রাপি কদাপি নিষ্ফল, বা ব্যর্থপ্রযত্ন হও নাই।

যে ব্যক্তি হইতে হিত, কল্যাণ, বা মঙ্গলের অভ্যুদয় হয়, "ততঃ কো নু প্রিয়ঃ পরঃ?" সেই মিত্রবর হইতে অপরা কোন্ ব্যক্তি অধিকতর-প্রিয়ারূপে পরিগণিতা হইতে পারে? অতএব হে মিত্রবর! তুমিই সম্প্রতি আমার এই উপস্থিতকার্য্য-সম্পাদন-কল্পে উপযুক্ত-শ্রেষ্ঠ-যোগ্যপাত্ররূপে বিবেচিত হইতেছ। হে মদন! আমার একটী অন্যের পক্ষে অসাধ্য-সমুচ্ছেদ, অথচ বহুকালিক-দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। হে রতিপতে! আমার সেই সমুৎপন্ন-চিরকালিক-দুঃখের দূরী-করণে একমাত্র তুমি ভিন্ন অপর কেহই সমর্থ নহেন। দেশে দারুণ-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, জন-সাধারণ-কর্ত্তৃক দাতার দাতৃত্ব-শক্তির পরীক্ষা গৃহীতা হইয়া থাকে। এইরূপ সংগ্রামাবসরে শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন-শূর-জনের, আপৎকাল উপস্থিত হইলে মিত্রজনের, কুল-শীল-রূপ-গুণ-ধন-যৌবনবিদ্যা-বিত্তৈশ্বর্য্য-সম্পদ্-বিহীন-পতি-দেবতার সর্ব্ব-বিষয়িণী অশক্তির আবির্ভাবকালে পতিব্রতা স্ত্রীর, বিপত্তি-কালে স্বীয়-কুলের, পরোক্ষাবসরে অর্থাৎ স্নেহভাজনের অসাক্ষাৎকারকালে স্নেহের ও সঙ্কটকাল সমাগত হইলে, সত্যের পরীক্ষা গৃহীতা হইয়া থাকে। হে মিত্রবর্য্য! সম্প্রতি আমি দুরপনেয়াপদ্গ্রস্তাবস্থায় কালযাপন করিতেছি; সুতরাং অদ্যই ত্বদীয়া-পরীক্ষা পরিগৃহীতা হইবে।

আর এক কথা এই যে, হে মদন! যে কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে এই অমরাবতী-নগরী-মধ্যস্থ-দেব-সমাজে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যটী কেবল আমার সুখাবহ নহে, পরন্তু সেই কার্য্যটী যেমন

মদীয়-মঙ্গলাবহ, সেইরূপ অপর-সর্ব্ব-দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-নর-কিন্নরাদিরও পরম-কল্যাণকর জানিবে। হে মদন! আমরা এস্থলে নিমিত্ত, বা উপলক্ষ-মাত্র-স্বরূপ, অথবা যাচিতা প্রার্থয়িতা মাত্র জানিবে। পক্ষান্তরে স্বার্থ আমাদের সকলেরই সমান, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, হে রতি-সখ! যদিও কেবল "বয়ঞ্চ যাচিতারঃ স্মঃ", তথাপি হে মদন! একান্ত-করণীয় অতীব-শুভ-কার্য্য অবশ্যই তোমাকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

মকরধ্বজদেব শচীপতির উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, গদ্গদ-স্মিত-পূর্ব্বকপ্রেম-গম্ভীরা এইকথা বলিলেন যে, হে দেব! আপনি কিজন্য স্তুতি-গর্ভা এতকথা বলিতেছেন? হে প্রভো! আপনার, তথা আমার, এই আমাদের দুইজনের মধ্যে আপনি কোনরূপ অন্তর, ভেদ, বা পার্থক্য আছে বলিয়া, মনে করেন কি? কেবল কথার আড়ম্বরে যাহারা সাম্রাজ্য-জয় করিতে ইচ্ছা করে, তাদৃশ উপকার-কর্ত্তৃগণ প্রায়শঃ কৃত্রিমরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ, যে ব্যক্তি কণ্ঠ-মাত্র-সাহায্যে অতিরিক্ত-বাক্য কথন করে, সেই ব্যক্তি আর বাক্য-কথন-ভিন্ন অপর কোন্ কার্য্য করিবে? যদিচ বাক্য কথন-পটু-লোকের দ্বারা অনেক-সময়েই উপকারের প্রত্যাশা অত্যল্পতরা মাত্র, একথা অতিসত্যপূতা, "তথাপি চ মহারাজ!" আমি দুই চারিটী কথা কীর্ত্তন করিব, আপনি আমার সেই কথাগুলি শ্রবণ করুন।

হে দেবরাজ! আপনার কোন শত্রু যদি মুক্তি-মার্গও সমাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেও আমি অবলীলাক্রমে বিনিপাতিত করিব, আপনার স্বর্গসাম্রাজ্যাকর্ষণাভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি দারুণ-দুশ্চর-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেও আমি যুবতি-জনের কটাক্ষ-মাত্রসাহায্যে ক্ষণকালমধ্যেই বিনিপাতিতা করিব। তথা মানুষ-সকলের বিনিপাতন-বিষয়ে অন্য কোনরূপ গণনা আমার অভিপ্রেতা, বা সম্মতা নহে দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষঃ-মুনি-মহর্ষি-সিদ্ধ-চারণ-নাগ-কিম্পুরুষ-গণের মধ্যে কোন্ হতভাগ্যের বিনিপাতনে আমি অদ্য প্রবৃত্ত হইব? হে দেবসত্তম! আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। কিঞ্চ, হে প্রভো! আপনার বজ্রাস্ত্র,

অথবা অন্যান্য অনেকশঃ শস্ত্রাস্ত্রসকল অদ্য দূরাতিদূরে অবস্থিতি করিলেও, কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ, আমি যখন শ্রেষ্ঠাস্ত্রভূত-মিত্রবররূপে আপনার সমক্ষে অবস্থিতি করিতেছি, তখন আপনার অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র-সকল অত্রস্থানে উপস্থিত হইয়া, ভবদীয় কীদৃশ-কার্য্য-সম্পাদন করিবে ?

অথবা হে প্রভো! অন্যান্য-দেব-দৈত্য-দানব-প্রভৃতির গণনা অদ্য আমার রুচিসঙ্গতা নহে। কারণ, সর্ব্বারাধ্য, যোগিধ্যেয়, যোগি-বর, জগদ্‌গুরু, জগদ্‌-যোনি, জগদীশিতা, জন্ম-জরা-মরণ-বর্জ্জিত, বা ষড়্‌-বিধ-ভাব-বিকার-বিহীন, বিশ্ব-বন্ধু, বিশ্বৈকনাথ, বিদ্যা-বিমল-বিপুল-বোধঘন-সচ্চিদানন্দময়-চিন্মূর্ত্তি, দীক্ষাচার্য্যমূর্ত্তিস্থ, সেই সর্ব্ব-লোক-শঙ্কর-সর্ব্ব-লোকেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকেও অদ্য আমি তপো-যোগ-সমাধি হইতে বিভ্রষ্ট, বা কান্তা-প্রেম-স্নিগ্ধ করিব, সংশয় নাই। হে দেবগণাধিপ! আপনা-কর্ত্তৃক, অথবা শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক-প্রক্ষিপ্ত বজ্র ও সুদর্শন-চক্র যাহার বিপুল-বক্ষোদেশে পতিত হইয়া, বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষ-প্রবরের কুলিশ-কঠোর অতি বিশাল-বক্ষঃ-স্থলকেও আমার এই পুষ্পময়-পঞ্চ-শর অচিরকালমধ্যেই ভিন্ন করিতে সমর্থ। তাদৃশ-সামর্থ্য-সম্পন্ন-পুষ্পময় অব্যর্থ-সংজ্ঞক আমার এই পঞ্চবাণ, তথা কুসুমময়-কোদণ্ড যে এই অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলেরও ক্ষোভকারক, হে সহস্রাক্ষ! তাহা কি আপনি অবগত নহেন ? হে আখণ্ডল! কুসুমাকর-বসন্ত মন্ত্রী, মলয়-সম্ভব-পবন যন্তা, বা সারথি, শশাঙ্কদেব মিত্র এবং ত্রৈলোক্য-মোহিনী-মদীয়া-পত্নী-রতি, এই সকল-সহায়ে সহায়বান্ হইয়া, আমি যদি মনে করি, তবে আপনার আদেশে কাহার কি না করিতে পারি ? পক্ষান্তরে হে শচীপতে! "অপি বিশ্বেশ্বরং দেবং, যোগচিন্তাপরায়ণম্। জিতেন্দ্রিয়ং মোহয়েহহং, ক্ষণাত্ত্বং যদি মন্যসে।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

ইন্দ্র কহিলেন, হে কাম! মনে মনে মৎকর্ত্তৃক যে কার্য্য সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কার্য্য অধুনা তোমা-কর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে। হে মদন! আমি তোমাকে যে জন্য স্মরণ, বা আহ্বান করিয়াছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তারকনামে প্রসিদ্ধ মহাবল-পরাক্রম-দৈত্য-প্রবর পিতামহ-ব্রহ্মাকে অতি-দুশ্চর-তপঃ-সাহায্যে সুসন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অতি উত্তম বর সম্প্রাপ্ত হইয়া, জগতীতলস্থ-জীব-সকলকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে এবং তজ্জন্য সর্ব্বথা নষ্টধর্ম্মা অনেকানেক-লোক মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছে। সর্ব্বজাতীয়-দেবতা-নিচয়, অমলাশয় ঋষি-সঙ্ঘ, তথা নরবানর-কিন্নরাদি-সকলেই দুঃখিত, বা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। হে প্রভো! এই নমুচি-পুত্র-তারকা-সুরের বধ-ব্যাপারে দেবতাদিগের সর্ব্ববিধ আয়ুধ-সকল বিফল হইয়াছে। আমরা যদি সহস্রধা প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক বজ্র-সুদর্শন-চক্রাদি অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগ-পুরঃসর তারকাসুরের বিনাশ-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও, তাহার মরণ কদাচন সম্ভবপর হইবে না।

আকাশ-সম্ভবা-সরস্বতীদেবী-কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে যে সর্ব্ব-লোক-শঙ্কর-শ্রীশঙ্করদেবের অব্যর্থ-বীর্য্য-জাত-কুমার-পুত্রের হস্তে এই দুরাত্মা তারকের মরণ হইবে। অতএব হে রতিপতে! দেবতাদিগের পরম-সুখকর এই অবশ্যকরণীয়-কার্য্য একমাত্র ত্বৎ-সাধ্য ত্বদায়ত্ত হওয়ায়, উপস্থিত-দেবগণ বলিতেছেন যে, "মদন! ত্বং সমর্থোঽসি, অস্মান্ জেতুং সদৈব হি। মহেশং প্রতি গচ্ছাশু, সুর-কার্য্যার্থ-সিদ্ধয়ে। পার্ব্বত্যা সহিতং শম্ভুং, কুরুষ্বাত্ত মহামতে।" হে দর্পক! সর্ব্বজগতের হিতের জন্য, তথা দেবগণের সুখ-সৌভাগ্য-সম্পাদনার্থ একদিকে যেমন তোমাকে শ্রীপার্ব্বতীদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে সম্মিলিত করিয়া, নিজ-মহত্ত্বের-

পরিচয়-প্রদান করিতে হইবে, অপরদিকেও সেইরূপ তুমি যখন আমার পরম-বন্ধু, বা মিত্র-স্থলাভিষিক্ত, তখন হে মকরধ্বজ ! "মমাপি চ হিতং লোকে, কর্ত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।" তারকাসুরের বিনাশ-সাধনে সাহায্য-প্রদান-পূর্ব্বক সম্প্রতি এই দেবলোকে আমারও হিত-সাধন-কল্পে মনো-যোগী হইয়া, শ্রীশিব-বিমোহনান্তে শ্রীশঙ্করদেবকে শ্রীপার্ব্বতীদেবীর সহিত সম্মিলিত করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত উচিত, বা যোগ্যতর বিবেচিত হইতেছে।

হে মহারাজ ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, গিরিরাজ-হিমালয়ে শ্রীশঙ্করদেব পরম-দুশ্চর-তপঃ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক বিরক্ত, অথচ যোগযুক্ত-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন এবং পিতা হিমালয়ের আজ্ঞানুসারে কালী-পার্ব্বতীদেবী কখনও বা শ্রীশঙ্করাশ্রমে নিয়ত অবস্থান, তথা কখনও বা পিতৃগৃহ হইতে, প্রতিদিন সখী-দ্বয়-সহ যাতায়াত-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের সেবা, পূজা, বা পরিচর্য্যা করিতেছেন। হে কাম ! সেবার্থে শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে অবস্থিতা-সখী-সংযুতা-পার্ব্বতীদেবীর রূপ-যৌবন-লাবণ্য-সাহায্যে যাহাতে তুমি অচিরাৎ সেই ত্রৈলোক্য-সুন্দরী-পার্ব্বতীদেবীর প্রতি সদাশিব-রূপী পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের রুচি, অনুরাগ, বা নিতরাং প্রেমভাব উৎ-পাদন করিতে পার, অতি অবশ্য অবশ্য তোমাকে তাহা করিতেই হইবে।

হে মদন ! তুমি যদি এই শ্রীকালীহর-সমাগম-লক্ষণ-পরম-দুষ্করকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পার, তবেই তুমি সর্ব্বলোকে পরম কৃতী বলিয়া, পরিচিত হইবে এবং আমাদেরও দুঃখ-দুর্দ্দশা বিদূরিতা হইবে। কিন্তু, হে মদন ! ত্বদীয় অদ্বিতীয়-প্রচুরতর-প্রতাপবশে অত্যল্পকালমধ্যেই এই লোক-সকল নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, আমরা এই প্রত্যাশা করিতেছি। অন্যথা তোমার যদি শ্রীহর-বিমোহনে, বা শ্রীশিব-পার্ব্বতী-সমাগমে প্রযত্ন-শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হয়, তবে হে মনোভব ! আমরা অবশ্যই এইরূপ অবগত হইব যে, আমাদের এই সমুপস্থিত-তারক-কৃত-দারুণ-দুঃখ-দারিদ্র্য-দৌর্ম্মনস্য-দুর্দ্দশা-প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয়-দুরপনেয়-দুর্বিধেয়, বা নিতান্তই দুষ্প্রতি-সমাধেয়, সন্দেহ নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

নবম অধ্যায়

সুররাজ ইন্দ্রকর্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, সুপ্রসিদ্ধ-কামদেব প্রফুল্ল-মুখপঙ্কজে প্রভু-দেবরাজকে হিতোৎপাদন-পূর্ব্বকই যেন এই কথা বলিলেন যে, হে শচীপতে! আপনি নিশ্চিন্ত-চিত্তে অবস্থিতি করুন। হে দেব! আমি অবশ্যই সর্ব্বদেবেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রিয়তমা-পত্নীর সুবিমল-মধুরতর-প্রেমরসে সুস্নিগ্ধ করিব, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শতক্রতু ইন্দ্রকে "প্রেম্না স্নিগ্ধঞ্চ দেবেশং, করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।" এইকথা বলিয়া, তথা দেবেন্দ্রকৃত "যথা তস্যাং রুচিস্তস্য, শিবস্য পরমাত্মনঃ। জায়তে নিতরাং কাম! তথা কার্য্যং ত্বয়া ধ্রুবম্।" এইরূপ আদেশ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিয়া, সদার-সবসন্তক-কাম অপ্সরোগণের সহিত যেখানে সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করদেব পরম-দুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেইস্থানে গমন-পূর্ব্বক প্রথমতঃ কুসুমাকর মন্ত্রী বসন্তকে নিজ-ধর্ম্ম-বিস্তার-পুরঃসর অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন।

কাম-মন্ত্রী বসন্ত স্বীয়-ধর্ম্মের বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাশ্রমে অবস্থিত হইলে, বসন্তের যে সকল-ধর্ম্ম, সেই সমস্ত-ধর্ম্মই শ্রীশঙ্কর-কাননে পরিগত, পরিদৃষ্ট বা প্রতিভাত হইল। বন-সকল নবোদ্গত-বৃক্ষ-পল্লবে প্রফুল্লভাব ধারণ করিল, পলাশ-বন-নিবহে পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত হইল, অশোক-কলিকা, সহকার-কানন, তথা বকুল-বিপিনে পুষ্প-সকল বিকসিত হইয়া, গন্ধ-বিস্তার-পূর্ব্বক ভ্রমরগণকে নিমন্ত্রণ-দান করিল, নিমন্ত্রিত ভ্রমরগণ সমাগত হইয়া, সহকার মঞ্জরী ও বকুলাদি-বিকসিত-কুসুম-সমূহকে আকুল করিয়া তুলিল, ভ্রমরাকুল-সহকার-তরু ও বকুলাদি-কুসুমিত-পাদপ-সমূহের পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্পিত-তিলকতরু-সকলের দিনকর-কর-সম্পর্ক-শূন্য-শাখান্তরালে সুখে সমুপবিষ্ট-কোকিলা-কুলের

কল-কূজিত ও মধুকর-কুলের মধুর-গুঞ্জন-প্রভৃতি-বিবিধ-সুমধুরশব্দে সমগ্র-বনভূমি মুখরিতা হইল।

বৃক্ষ-বল্লরী-সমূহের নব-নব-কিসলয়-কুসুমে, কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জুল ভ্রমর-গুঞ্জনে, কোকিল-কোকিলার কুহু-কুহু-তানে, পাপিয়ার পিউপিউ-গানে, শুক-শারিকার মধুর-সরল-সরস-সংলাপনে, তথা ময়ূর-ময়ূরীর উন্মত্ত-নর্ত্তনে শ্রীশঙ্করকাননে এক অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ পরিদৃষ্ট হইল। মাধুর্য্যের এই মাহেন্দ্র-যোগে মাধুর্য্যের মূর্ত্তি-গন্ধর্ব্ব-পতিগণ নিজ-নিজ-প্রিয়তমা-সকলের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ-পরায়ণ হইয়া, মধুর অধরে মধুর-মুরলী সংলগ্না করিয়া, মধুরবসন্তরাগে আলাপচারী করিতে লাগিলেন, মধুর-মুরলীর মধুর-স্বর-লহরী-মাধুর্য্য-রসে যেন শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম-পদকে একেবারে আপ্লুত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম-কাননে ঋতু-রাজ-বসন্ত প্রবৃত্ত হইলে, একদিকে যেমন পূর্ব্ব-কথিত কোকিল-কোকিলা-ভ্রমরাদির অনেকবিধ-শ্রবণ-মধুর-শব্দে, বা কল-নাদে শ্রীশঙ্করদেবের হিমালয়-পর্ব্বতস্থ-কামনাশ্রম নিনাদিত হইল, অপরদিকেও সেইরূপ শুভ্র-স্বচ্ছ-পরিচ্ছদধারী দূতিকা-জনের ন্যায় চন্দ্রেরও কিরণ-সকল বিশদভাব ধারণ করিল। চন্দ্রদেবের সুধা-ধবল-বিমল-জ্যোৎস্না-ধারা-পরিস্নাত হইয়াও, প্রণয়াভিমানী কামী রসিক-শেখরেশ্বর-নাগর-জনগণ প্রণয়াভি-মান-জনিত উপতাপ-শমনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া, নিজনিজপ্রিয়াজন-সহ প্রেম-পয়োধিজলে স্নান-বাসনায় নিজ-নিজ-প্রিয়তমা-সমীপে অকালে কাম-দর্পিত-দূতিকা-সকলকে প্রেরণ করিল। এইসময়ে বিরহি-জন-গণের অত্যন্ত-প্রিয়-সুখ-স্পর্শ-মলয়জ-পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপিচ, এই সুখ-শীতল-কোমল-মৃদু-মন্দ-মলয়ানিল-সংস্পর্শও তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের তপঃ-কাননে নিবসনশীল-বনবাসী মহামুনিগণের পক্ষে অত্যন্ত-দুঃসহ হইয়াছিল। অধিক কি বলিব? তৎকালে শ্রীশঙ্কর-কাননে অবস্থিত অচেতন-সচেতন-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রবলতরা-কামাসক্তি পরিলক্ষিতা হইয়াছিল।

কেনই বা হইবে না? বসন্তের সমাগমে যখন কিংশুক, কেশর,

আম্র, তথা অন্যান্য-বহুতর-তরু পুষ্পিত হইল, মল্লিকা, মালতী, জাতী ও মাধবীলতাসকল যখন প্রস্ফুটিত-পুষ্পভারে অবনত হইল, স্বচ্ছ-সলিল-সম্পূর্ণ-সরোবর-সকল যখন ভ্রমরাকুল-বিকসিত-সহস্র-সহস্র-শতদল-সৌন্দর্য্যে পরমশোভা প্রাপ্ত হইল, মদন-মত্ত-মধুকর-কুল যখন নিজ-নিজ-জায়া-জন-সহ মধুর-রবে গুঞ্জন করিয়া, পুষ্প-রস-পান-পূর্ব্বক প্রতি পুষ্পে বিহার করিতে লাগিল, নিশা-নাথ পূর্ণশশধরদেব যখন সুপ্রভ হইলেন, শৈত্য-সৌগন্ধ্যমান্দ্য-বিশিষ্ট-মলয়জ-বায়ু যখন বহিতে লাগিল, পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে দেবগণ-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত, ভুবনৈকজেতা, বিশ্ব-বিমোহন, অপ্সরোগণ-সমন্বিত, মহাধনুর্ধর-বীর-বর-মদন ত্বরিত-গতি আগমন-পূর্ব্বক বিকচ-কুসুমান্বিত সুমহৎ ধনুঃ বিস্ফারিত করিয়া, পুষ্পময়-মনোহর-শর-পঞ্চক-গ্রহণান্তে যখন হিমাদ্রি-শিখরে অবস্থিত হইলেন, "যোধবতাং বরিষ্ঠঃ" স্মরদেব যখন অবনিতলে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তৎকালেও যদি কাম-পরিমোহিত-সিদ্ধগণ তপশ্চরণ হইতে বিরত না হইবেন, কিন্নরগণ নিজ-নিজ-প্রিয়া--কৃত--কণ্ঠাশ্লেষে আশ্লিষ্ট হইয়াও, যদি তাদৃশ অবসরে শৃঙ্গারভাব প্রাপ্ত না হইবেন, শ্রীশঙ্কর-কাননস্থ অন্যান্য-জন্তুগণ কাম-মোহিত-মানসে যদি তৎকালেও বিকলভাব ধারণ না করি-বেন, মহাত্মা শ্রীমহেশ-দেবের গণসকল তৎকালেও যদি হৃদয়ে কাম-বিকৃত না হইবেন, তবে কবে আর শ্রীমহেশ-বিপিনস্থ-কাম-পরিমোহিত-সচিত্ত-দেহিগণ হৃদয়ে সৌরত-সমর-সমুৎসুক হইবেন ?

কিঞ্চ, শ্রীহর-বিমোহন-কল্পে কুসুমায়ুধদেবের সাহায্যার্থ তাঁহার সহিত শ্রীশঙ্কর-কাননে তৎকালে সুম্লোচা, মিশ্রকেশী, সুভগা, তিলোত্তমা, রম্ভা, উর্ব্বশী, বা পুঞ্জিকাস্থলী-প্রভৃতি যে সকল-স্বর্ব্বেশ্যা সমাগতা হইয়াছিলেন, সেই অপ্সরোগণের মধ্যে রম্ভাকে দর্শন করিয়া, মদন-বিমোহিত শ্রীশিবগণ ভৃঙ্গী তাঁহার সহিত সংসক্ত হইলেন, তথা উর্ব্বশীর সহিত চণ্ড, মেনকার সহিত বীরভদ্র, পুঞ্জিকাস্থলীর সহিত মুণ্ড, এইরূপ অন্যান্য অপ্সরোগণের সহিত অপরাপর-গণপ্রধানগণ কাম-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন হইলেন। তিলোত্তমাদি অন্যান্য অপ্সরঃ-সকলকে শ্রীশঙ্কর-কাম-নস্থ অন্যান্য-গণপতিগণের সহিত সংবৃত-মিলিতালিঙ্গিত, বা মৃণালায়ত-

কণ্ঠ-পাশভূত-নিস্তল-ভুজ-যুগলে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া, তত্রস্থ উন্মত্তভূত-তপস্বিগণ মনীষা-সম্পন্ন-সংযমি-শ্রেষ্ঠ-মুনিগণও তপশ্চরণ, বা শ্রবণ-মনন-প্রভৃতি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্লজ্জভাবে নিজ-নিজ-জায়াজনের সহিত সুরত-ক্রীড়ায় সমাসক্ত হইলেন।

এইরূপে শ্রীশঙ্কর-বিপিনে তৎকালে সমাগত অন্যান্য-সুর-সুন্দরীগণের সহিত গণ-নায়কগণ, স্ব-স্ব-যুবতী-জায়াজনের সহিত মুনিজনগণ ও দেববিলাসিনী-বৃন্দের সহিত অপরাপর-প্রমথ-নায়কগণ সম্ভোগ-সুখ-স্নিগ্ধ-মানসে পুনঃ পুনঃ কাম-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের কামভাব সুদৃঢ় করিবার জন্যই যেন কোথা হইতে পুংস্কোকিলগণের সহিত অসংখ্য-কোকিলাকুল সহসা শ্রীহর-বিপিনে উপস্থিত হইয়া, পঞ্চম-স্বরে অতিশ্রুতি-মধুর-মানস-মোহন-কুহু-কুহুরবে দিগ্-দিগন্তর পরিপূর্ণ করিল, অকালে কোকিলা-কুলে মহীতল ব্যাপ্ত হইল, তথা হিমালয়-শিখরস্থ অশোক, চম্পক, চূত, যূথী, কদম্বক, নীপ, প্রিয়াল, পনস, রাজবৃক্ষ, রায়ণ, দ্রাক্ষা-বল্লী, বহুল-নাগ-কেশর, তথা কদলী ও কেতকীপ্রভৃতি-ভ্রমরোপশোভিত-পুষ্পিত-পাদপ-সকল নিজ-নিজ-ঘন-চ্ছায়া-চ্ছন্ন-দল-ফলভারাবনত-শাখা-সমূহে কোকিলা কুলের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অতিথিপ্রিয়তার পরিচয়-প্রদান করিল।

মদন-সঙ্গ-বশতঃ প্রমত্ত-কলহংস-কুল হংসী-সকলের সহিত সৌরতী-ক্রীড়ারসে নিমজ্জিত হইল। করেণু-সকলের সহিত মদ-মত্ত-গজ-পতি-গণ মিলিত হইল। শিখণ্ডিনীগণ শিখণ্ডি-কুল-সহ মদনাবেশ-বশে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। অধিক কি বলিব? তৎকালে শ্রীশিব-বিপিনস্থ নিষ্কাম-মহর্ষি-শ্রেষ্ঠ-গণও শ্রীশিব-সম্পর্কজ-গুণ-নিবন্ধন মদনাতুরাবস্থায় উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে, সুমহান্ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীশঙ্কর-তপো-বনে উক্তরূপে দীর্ঘকালের জন্য শ্রীমন্মদন-মহারাজের মহামহোৎসব সম্প্রবৃত্ত হইলেও, শ্রীভব-রুদ্র-পিনাকপাণিদেবের কিন্তু "কদাচিদপি নো জাতো, ধ্যান-ভঙ্গো ভ্রমাদপি।" কিন্তু, যে সময়ে শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে বিমোহিত করিবার জন্য কামদেব

স্বীয়-কৌসুম-কোদণ্ড উদ্বহন-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, তৎক্ষণাৎ কামদেব রতি-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া, পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। কারণ, "জ্বলৎ-কালাগ্নি-সঙ্কাশং, কোটি-সূর্য্য-সমপ্রভম্। যোগ-চিন্তা-পরং রুদ্রং, কঃ সমাসাদিতুং ক্ষমঃ ?"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে নবম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দশম অধ্যায়

অনন্তর পুনরপি কামদেব পূর্ব্ব-কথিত-দেব-বাক্য, অথবা ইন্দ্রাদেশ-স্মরণ করিয়া, সুদৃঢ়তর-প্রযত্নাবলম্বন-পুরঃসর সাহসাতিশয়-সহকারে যখনই পুষ্পময়-চাপে পুষ্প-মালা-বিভূষিত-বাণ আরোপিত করিলেন, তৎকালমাত্রেই সেই শ্রীমহারুদ্রদেবকে অবলোকন-পূর্ব্বক "পুনঃ পশ্চাজ্জগাম হ," পুনশ্চ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইলেন। এইরূপে কামদেব শ্রীমহেশ-মোহনে পুনঃ পুনঃ পরাঙ্মুখ হইয়াও, পুনরপি যখন নবোদ্যমে শ্রীশিব-বিমোহন-কল্পে উপায়াবধারণাভিপ্রায়ে চিন্তা-নিমগ্ন হইলেন, তাদৃশাবসরে শিলাদ-পুত্র অমিত-বিক্রম মহাতেজাঃ নন্দী এই-রূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, অকস্মাৎ এই বসন্তাবির্ভাবের কারণ কি ? অকালে এইরূপ মদন-মহোৎসব সমারব্ধ হইল কেন ? আমার মনে হইতেছে যে, এই আকালিক-বসন্ত-সমাগম, বা মদনোৎসব-প্রবর্ত্তন-বিষয়ে রাক্ষসগণেরই হউক, অথবা দেবগণেরই হউক, কোন সুমহৎ-কৃত্য, বা নিগূঢ় অভিপ্রায় নিহিত অবস্থিত রহিয়াছে।

মহাবীর নন্দী বসন্তপ্রবৃত্তি, বা মদনোৎসব অবলোকনে মনে মনে উক্তরূপ-চিন্তা করিতেছেন, এতাদৃশাবসরে পুনশ্চ শ্রীমহেশ-বিপিনে মহা-ধনুর্ধর-মদন স্বীয়-পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত, চারু-চন্দ্রক-চিহ্ন-চিহ্নিত, চম্পকা-চিত, চঞ্চরীকাবলী-বিরাজিত-চাপবরে কুসুমময়-পঞ্চবাণ সমারোপিত করিয়া, দেব-দারু-তরু-গত-ছায়া-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইলে, তদানীং মন্মথদেবের সাহায্য-কারণ পুনরপি নবোদ্যমে মনোজ্ঞ-মলয়জ-বায়ু প্রবাহিত হইল, হাব-ভাবাদি-সৈনিকগণ-সহ মদন-সেনাপতি-শৃঙ্গার শ্রীশঙ্কর-শরীরে প্রবেশ করিলেন, এইসময়ে ত্রৈলোক্য-সুন্দরী, অতিলাবণ্যবতী যুবতী, পতি-রতিমতী-রতি মদনদেবের দক্ষিণভাগে অবস্থিতা হইলেন, বামভাগে প্রীতিদেবী সংস্থিতা হইলেন এবং

পরম-সখা বসন্ত কামদেবের পৃষ্ঠ-প্রদেশে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিবিধপুষ্পাভরণে ভূষিত এবং নিজ-জনগণে পরিবৃত-মদন মস্তকে মণিময়-মুকুট-কল্প-জটা-জূটবিমণ্ডিত, তথা জটা-জূটান্তরালে অবস্থিত-পবিত্র-গঙ্গা-জলে কেশ-পাশে পরিপ্লাবিত, ললাটে চন্দ্র-কলা-সমন্বিত, গরল-পান-প্রযুক্ত গলে নীল-তমাল-বর্ণ-শোভী, সর্ব্বগাত্রে ভুজঙ্গ-ভোগাঙ্কিত, সুচারু-নয়নোজ্জ্বল-পঞ্চবদনে বিলসিত, পরাক্রমে সিংহ-সমান-বিশাল-বিক্রম সম্পন্ন, গাত্রবর্ণে কর্পূরবৎ গৌর, বিভবে পরম-যোগ-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিযুক্ত, অহর্নিশকৃত্যে নিয়ত-তপোনিরত, গাম্ভীর্য্য-গৌরবে সর্ব্বজন-দুরাসদ, কলেবর-গত-কান্তি-দীপ্তি-প্রাচুর্য্যে সর্ব্বদীপ্তিমান্‌গণের বরিষ্ঠ, স্বভাবে উগ্র-প্রকৃতি, অন্যান্যদেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতায় মহাদেব, দেব-দেব, বা মহেশ্বরনামে বেদাদি-সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপ্রথিত, পদ-মর্য্যাদায় পরমেষ্ঠিগণেরও পতি, মঙ্গলময়তায় শম্ভু, অর্থাৎ সকল-কল্যাণ-গুণের সম্ভবস্থান, তপঃসেবী শ্রীশঙ্করদেবকে পরমাসনে ধ্যান-নিমীলিত-লোচনে সমাসীন নিরীক্ষণ করিয়া, মাধবের সাহায্যগ্রহণ-পূর্ব্বক যাবৎ শ্রীশঙ্করদেবকে বিদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন, তাবৎ শ্রীশঙ্কর-বনস্থা গিরিরাজ-নন্দিনী বিশ্ব-মাতা কালী-পার্ব্বতীদেবী সর্ব্ব-মঙ্গলেরও মঙ্গলা-স্পদ-শ্রীসদাশিবদেবকে পূজা করিবার জন্য সখী-জন-সমূহে সংবৃতা হইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা হইলেন।

কিঞ্চ, যাবৎ সকল-জন-জনিত্রী জনয়িত্রী সেই কালী-পার্ব্বতীদেবী প্রতি-দিবসীয়া পূজার ন্যায় পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি-দানান্তে পুষ্প-প্রদানাবসরে শ্রীশঙ্কর-দেবের তমালনীল-কণ্ঠে কনক-চম্পক-কুসুম-বিরচিত-শৈত্য-সৌগন্ধ্য-বিশিষ্ট-পুষ্পমালা সমর্পণ করিয়া, পশ্চাৎ তৎকাল-দুর্লভা, সিত-কিরণ-মনোজ্ঞা, সদ্‌-গন্ধ-পূর্ণ-শুভ্র-পুষ্প-প্রকর-রচিতা, অপরা-মনোহারিণী-কুসুম-মালিকা অর্পণ-পূর্ব্বক স্মিত-বিকসিত-নেত্রে শ্রীশিবদেবের লোচনত্রিতয়োজ্জ্বল-চারু-বদন-বিম্ব-বিলোকনে তৎপরা হইলেন, তাবৎ কামদেব প্রথমতঃ কুসুম-মালাশোভিত-হর্ষণাখ্য-বাণ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের বক্ষঃস্থলে প্রহার-পুরঃসর তাঁহাকে মানসে প্রহৃষ্ট করিলেন। পশ্চাৎ কুসুমধন্বা

কামদেব মুখ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিকাশ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে অন্তরে আনন্দিত-প্রহৃষ্ট অবলোকন করিয়া, সম্মোহন-নামে প্রসিদ্ধ, পুষ্প-মালা-বিভূষিত, সুন্দরদর্শন অপর এক বাণ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বীয় উন্মাদন-নামে বিখ্যাত-"পৌষ্পে ধনুষি সন্দধে", বিবিধ-বিচিত্রকুসুম-মালা-মণ্ডিত-পুষ্পময়-বিচিত্রচাপে আরোপিত করিলেন।

কিঞ্চ, হাস্য-বিকসিত-চারু-লোচনা, সকল-লোক-জননী, গিরিরাজ-নন্দিনী-দেবী-পার্ব্বতী যাবৎ শ্রীশঙ্করদেবের চারু-বক্ত্র-পঙ্কজ অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাবৎকালমধ্যেই সসহচর-মদন-কর্ত্তৃক মোহনাখ্য-বাণ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব হৃদয়দেশে বিদ্ধ হইয়া, শনৈঃ শনৈঃ লোচনত্রয় উন্মীলিত করিলেন। অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব পুনঃ পুনঃ কুসুমশর-শর-নিকরে বিদ্ধ হইয়া, যাবৎ লোচন-ত্রিতয় উন্মীলিত করিলেন, তাবৎ শ্রীশঙ্করদেব অতল-জল-রাশি-সম্পূর্ণ-সমুদ্র যেমন আগ্রহভরে আনন্দের সহিত সমুদিতা শশিকলা অবলোকন করিতে থাকেন, সেইরূপ মনোহর-সুপ্রসন্ন-বদন-মণ্ডলে শোভমানা, দশন-চ্ছদ-যুগলে পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, নয়ন-সৌন্দর্য্যে সস্মিতেক্ষণা, দশন-রাজির রমণীয়তায় কুন্দ-কলিকা-পংক্তি-কল্প-দ্বিজাবলীদ্বয়-বিভূষিতা, তনুমধ্যা, বিশাল-বদনোৎসবা, প্রসন্ন-মুদ্রা-ধারিণী, বিশ্ব-বিমোহন-মোহিনী, ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দের সহিত এই লোক-ত্রিতয়ের রচয়িত্রী, সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণত্রয়কে পুরস্কৃত করিয়া, সতত-জগদুৎপাদন-পালন-বিনাশনে অত্যন্তকুশলিনী, অদ্রিজা-পার্ব্বতী দেবীকে সম্মুখে অবস্থিতা দেখিয়া, অনুরাগভরে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। "উৎপত্তি-পালন-বিনাশকরী চ যা বৈ, কৃত্বাগ্রতঃ সত্ত্ব-রজস্তমাংসি", সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গলৈকালয়া, সর্ব্ব-সম্মোহনী, সর্ব্ব-লোক-পাবনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া, চেতনের চেতন হইলেও, শ্রীশঙ্করদেব "মুমোহ দর্শনাত্তস্যা, মদনেনাতুরীকৃতঃ।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দশম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একাদশ অধ্যায়

কিঞ্চ, সর্ব্ব-লোক-পাবনী-গিরিজাদেবীকে দর্শন করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব মানসে যেমন মোহিত হইলেন, সেইরূপ মদন-প্রমথিত-হৃদয়ে "বিস্ময়োৎ-ফুল্ল-নয়নো, বভূব সহসা শিবঃ।" রতি-সহায়-যুক্ত-মদনকে দর্শন করিয়া, ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত-জগতীতলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-সুরাসুর-নর-বানর-কিন্নরাদি-চেতন-সমাজে কোন্ ব্যক্তিই বা মোহিত না হইয়াছে? আহা! পৃথিবীতলে, বা চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তরালে যাদৃশ-বিবিধ-সুমহত্তরসৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, বিধাতা যেন তাদৃশ-সমস্ত-সৌন্দর্য্যের সার-সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক কালী-পার্ব্বতীদেবীর শরীরাবয়ব-সৌন্দর্য্যের অতিবৃদ্ধি-সম্পাদন করিয়াছেন। একেত পার্ব্বতী-শরীরে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলান্তর্গত-সর্ব্বোৎকৃষ্টতর-সমস্ত-সৌন্দর্য্যের সার-সমাবেশ একত্র একযোগে বিনিশ্চিত হইয়াছে, তাহাতে আবার রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্য্য-সম্পদে ত্রিলোকীতলে অতুলনীয়া শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী স্বীয়-শরীরগত অতিবৃদ্ধি-প্রাপ্ত-নিরুপম-সৌন্দর্য্যের পুন-র্ব্বদ্ধন-কল্পে আর্ত্তব, বা বসন্ত ঋতু-সম্ভব-বিবিধ-বিচিত্র-শৈত্য-সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্য-সম্পন্ন-পুষ্প-সকল আভরণাকারে মুনি-মানস-মোহন-কবরী-বন্ধন-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, কুসুমশর-শর-নিকরবৎ সুদৃশ্য শোভনতর অঙ্গুলি-দলে পরিশোভিত-পাদ-পঙ্কজ-যুগল-পর্য্যন্ত-সমস্ত-শরীরাবয়বে ধারণ করিয়াছেন। অতএব অধুনা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গীয়-সুষমা-সম্পন্ন-দিব্যাতিদিব্য-সর্ব্ব-শরীরাবয়বে বিবিধ-বিচিত্র-পুষ্পাভরণ-সকল ধারণ করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে অনন্ত-শোভা প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, "তৎ সৌন্দর্য্যং কথং বর্ণ্যমপি বর্ষশতৈরপি?" সেই সৌন্দর্য্য শত-শত-বর্ষ-ব্যাপিনী-বর্ণনা-দ্বারাই বা কিরূপে বর্ণনীয় হইতে পারে?

শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে সমাগতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন শ্রীশঙ্করদেবের তমাল-নীল-কণ্ঠে কনক-চম্পক-কুসুম মালা-সমর্পণ করিয়া, তাঁহার চারু-বক্ত্র-বিম্ব-বিলোকনে তৎপরা হইয়াছিলেন, তৎকালেই যে কামদেব পর্ব্বতাত্মজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শূলপাণি-শ্রীমহেশদেবের রুচি, বা অনুরাগ উৎপাদনার্থ স্বীয়-কুসুমময়-চাপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বগ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে। অতএব যদিচ আমরা শত-শত-বর্ষ-ব্যাপিনী-বর্ণনা-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর দিব্যাতিদিব্য-রূপ-সৌন্দর্য্য-বিবরণে সমর্থ নহি, তথাপি কামদেবকৃত-হর্ষণ-সম্মোহন-বাণ-প্রহারে মানসে প্রহৃষ্ট, তথা মোহিত শ্রীশঙ্করদেব যে শ্রীপার্ব্বতীদেবীর রূপ-বর্ণনে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, উৎপলাক্ষী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-দর্শনান্তে পূজন ও নমস্কারপূর্ব্বক যখন তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতা হইলেন, তৎকালে প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব, নিজ-সুন্দরাতি-সুন্দর-শরীরাবয়ব-প্রদর্শন-পরায়ণা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে অবলোকন করিয়া, স্বয়ং তাঁহার শরীরাবয়ব-সৌন্দর্য্য-সংবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—পর্ব্বতরাজপুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর কম্বু-কমনীয়-গ্রীবা-দেশস্থ-চিত্র-পত্রক-চিত্রিত-রমণীয়-কান্তি-সমন্বিত-চারু-লোচন-সমুজ্জ্বল এই বদনবিম্ব কি বাস্তবিক-পক্ষে রক্তমাংসাস্থিময়-মুখ মণ্ডল? অথবা শারদ-সুনির্ম্মল-গগন-গাত্র-গত-সুধা-পূর্ণ-পূর্ণ-শশধর-মণ্ডল? কমল-দলায়তাক্ষী-পার্ব্বতীদেবীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত এই সুন্দর-দর্শন-লোচন যুগল কি বাস্তবিকপক্ষে পূর্ণ-শশধর-সদৃশ-মুখমণ্ডলের পরম-শোভা-সম্পাদক-নয়ন-যুগল মাত্র, অথবা সরোবর-সলিলে বিকসিত-শতদল নিজ আশ্রয়-স্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পার্ব্বতীদেবীর অলকাকুল ললাটনিম্নতলে বাম ও দক্ষিণ ভাগদ্বয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে? পার্ব্বতীদেবীর এই ভ্রূকুটী, অথবা ভ্রূযুগল কি প্রকৃত-পক্ষে কাম-বিলাসাদি-কৃত ভ্রূকৌটিল্য-মাত্র? কিম্বা নয়ন-যুগলের ঊর্দ্ধ-ভাগ-গত রোমরাজিমাত্র? অথবা মহাত্মা কন্দর্পের কুসুম-দামমণ্ডিতকুটিলাকার-কার্ম্মুকদ্বয়? পার্ব্বতী-দেবীর এই ওষ্ঠাধরদ্বয় কি বাস্তবিক-পক্ষে দশন-চ্ছদমাত্র? অথবা

পরিপক্ক-বিম্ব-ফলের দ্বিধাকৃত-নিম্নোর্দ্ধ-ভাগ-দ্বয় ? পার্ব্বতীদেবীর এই নাসা কি যথার্থপক্ষে গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়, বা গন্ধনালী মাত্র ? অথবা শুক-চঞ্চুকা ?

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর এই স্বর-লহরী কি বাস্তবিক-পক্ষে কণ্ঠ-নির্গত-শব্দ মাত্র ? অথবা কোকিলালাপ ? পার্ব্বতীদেবীর এই শরীর-মধ্য-ভাগ কি বাস্তবিকপক্ষে মুষ্টি-গ্রাহ্য-কটি-দেশমাত্র ? অথবা বেদিকা ? পার্ব্বতীদেবীর এই গতি কি বাস্তবিকপক্ষে পাদ-বিহরণ-মাত্র ? অথবা মত্ত-মাতঙ্গ, কিম্বা মরাল-গমন ? তথা পার্ব্বতীদেবীর এই রূপ কি যথার্থপক্ষে শরীরগত-সৌন্দর্য্যমাত্র ? অথবা "পৃথিব্যাং যাদৃশং লোকে, সৌন্দর্য্যং বিবিধং মহৎ। তৎসর্ব্বঞ্চৈকতস্তস্যাং, পার্ব্বত্যাস্তু বিনিশ্চিতম্ ?" কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর আপাদ-মস্তক-শরীরে অলঙ্কার-স্বরূপে অবস্থিত-কুসুম-সমূহের, অথবা দেহাবয়বাবরণভূত-বহ্নি-বিশুদ্ধ-লূতা-তন্তু-সূক্ষ্ম-কৌষেয়-সূত্র-নির্ম্মিত-বিচিত্র-বসনের সৌন্দর্য্য বিষয়ে আমি আর পুনঃ পুনঃ অধিক কি বর্ণনা করিব ? পক্ষান্তরে আমার মনে হইতেছে যে, এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিষয়ে "লালিত্যঞ্চৈব যৎ সৃষ্টৌ, তদেকত্র বিনির্ম্মিতম্।"

এইরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সুন্দর-সুন্দর-শরীরাবয়বের, তথা পুষ্প-বসনাদির বর্ণনা করিয়া, কাম-কলুষিত-চিত্তে তপস্যা হইতে বিরত হইয়া, যাবৎ শ্রীশঙ্করদেব "জাতেন্দ্রিয়-বিকারঃ সন্, জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেহভবৎ," তথা "যাবচ্চ" শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে সঙ্গমার্থে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে হস্তার্পণ করিলেন, তাবৎ সুন্দরী-শিরোমণি-রমণী-মণি-দেবী-পার্ব্বতী স্ত্রী-স্বভাব-প্রযুক্ত লজ্জিতান্তঃকরণে "বিবৃণ্বতী তথাঙ্গানি, পশ্যন্তী চ মুহুর্ম্মুহুঃ," শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেবও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর এই চেষ্টা অবলোকন করিয়া, তৎকালে হৃদয়ে মোহ-প্রাপ্ত হইলেন। তথা শ্রীশঙ্করদেব উন্মীলিত-বিস্ফারিত-চারু-নেত্র-ত্রয়ে কেবলমাত্র সেই গিরি-রাজনন্দিনী-পার্ব্বতীদেবীকেই বিলোকন করিতে লাগিলেন এবং যে সময়ে "নিরীক্ষ্য তন্মুখাম্ভোজং, সুচারু-নয়নোজ্জ্বলম্। নিশ্চলাক্ষঃ স্থিতঃ

শম্ভুঃ, প্রহৃষ্টাত্মা হসন্মুখঃ।” তাদৃশাবসরে “প্রশশংসুস্ততো দেবাঃ, কামদেবং মুহুর্ম্মুহুঃ। অসাধ্যং বিদ্যতে নাস্য, কামস্যাত্র জগত্রয়ে।” অর্থাৎ গগনগাত্রারূঢ়-কাম-সাহায্যকারী দেবগণ শ্রীশঙ্করদেবকে স্মর-শরাহত-হৃদয়ে উক্তরূপে বিমোহিত হইতে দেখিয়া, ত্রিলোকীতলে এই কামদেবের অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই, এইকথা বলিয়া, মুহুর্ম্মুহুঃ প্রশংসা-বচন-সাহায্যে কামদেবকে তেজোযুক্ত করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ খণ্ডে একাদশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের মনোগতি সহসা পরিবর্ত্তিতা হইল। তিনি যেন চিরানুশীলিত, অথচ অত্যল্প-কালের জন্য বিস্মৃত পর-বৈরাগ্য, বা সংসারাসারতালক্ষণ-বিদিত-বিষয়টীকে সহসা স্মৃতি-পটে আনয়ন করিয়া, ক্ষণকালমধ্যেই ইন্দ্রিয়-সকলের বিনিগ্রহ-বিধান-পূর্ব্বক অবিলম্বে এই আকস্মিক ইন্দ্রিয়-বিকারের কারণ কি? তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, দেবদেব-জগৎপতি-শ্রীশঙ্করদেব কালী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে বিলোকন করিতে করিতেই, অত্যন্ত-দূয়মান-মানসে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি স্বয়ং নিরাময়-পরম-পুরুষ-স্বরূপ হইয়া, দুশ্চর-তপশ্চরণে নিযুক্ত রহিয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমার এতাদৃশ-চিত্ত-বিভ্রম, বা ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হইবার কারণ কি? এই গিরিরাজ-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী ত আমার নিকটে বহুকাল-যাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন; পরন্তু অদ্য আমি এই কালী-পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক এরূপে মোহিত হইতেছি কেন? "কুতঃ কস্মাচ্চ কেনেদং কৃতমস্তি মমাপ্রিয়ম্?" কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থান হইতে কীদৃশ-কারণের বশবর্ত্তী হইয়া, আমার প্রতি এই ঘোরতর অপ্রিয়াচরণ করিল?

কিন্তু, "অথ সংস্মৃত্য সংযম্য, নিগৃহ্য বিকৃতিং তদা। ইন্দ্রিয়স্য মহাপ্রভুঃ, সহসেদং ব্যচিন্তয়ৎ।" অর্থাৎ নিজ-নির্ব্বিকার-পারমার্থিক-স্বরূপ-স্মরণের অনন্তর তদানীন্তনী-মনো-বৃত্তি-রূপা-কাম-প্রবৃত্তির সংযমন-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বিকৃতির নিগ্রহান্তে সহসা শ্রীমন্মহাদেব এইরূপও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তপোব্রত-বিবর্জ্জিতা-যোনিজা-গিরিজা-কালী শ্রীমতী পার্ব্বতীকে সম্ভোগাভিপ্রায়ে হঠাৎ আমি ধরিতে ইচ্ছা করিতেছি কেন? আমি ত পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে, তপোব্রত-পবিত্রাঙ্গী তপশ্চরণ-সৎকৃতা দাক্ষায়ণী-সতীর ন্যায় তপো-ব্রতানুষ্ঠান-

সাহায্যে পবিত্র-দেহাবয়বা, তপশ্চরণ-বশে সুসংস্কৃত-শরীরা দয়িতা-ভার্য্যাকে আমি স্বয়ংই গ্রহণ করিব, তবে আবার আমি এখন কেন কাম-বিকৃত-মানসে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই যেন, সঙ্গমোৎসব-সুখানুভব করিতে ইচ্ছা করিতেছি ?

অপিচ, সম্প্রতি আমি "যদ্যালিঙ্গনমেতস্যাঃ, করোমি কিং সুখং পুনঃ ?" অর্থাৎ আমি যদি অধুনা তপোব্রতবিবর্জ্জিতা, অসংস্কৃত-কলেবরা, যোনিজা, গিরিজা-পার্ব্বতীদেবীকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধা করি, তবে আমি কীদৃশ সুখানুভবে সমর্থ হইব ? ক্ষণমাত্রকাল এইরূপ বিচার করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি স্বগত এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, তবে কি আমি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি ? অথবা আমি স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ হইয়াও, যদি আনন্দের সহিত পরাঙ্গ-স্পর্শন ইচ্ছা করি, "তর্হি কোঽন্যতমঃ ক্ষুদ্রঃ, কিং কিং নৈব করিষ্যতি ?" এইরূপে বিবেক-প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব সুদৃঢ়তররূপে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন-রচনা করিলেন। কারণানুসন্ধানকল্পে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সংসার-মণ্ডলে শ্রীপরমেশ্বরদেবের পতন কি কখনও সম্ভাবিত হইতে পারে ? কখনই নহে। সে যাহা হউক, অনন্তর যে সকলঘটনাবলী সংঘটিতা হইয়াছিল, বিদ্বদ্বরিষ্ঠ-পাঠকমহোদয়গণ ! আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সাবধানে শ্রবণ করুন।

উক্তরূপে ধৈর্য্যের প্রচ্যবন অবলোকন করিয়া, বিচারে তৎপর শ্রীশঙ্করদেব "কারণং কিঞ্চিদুৎপন্নং, নান্যথেদং ভবেদিতি।" অর্থাৎ অবশ্যই কোন গুরুতর-কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, অন্যথা আমার ন্যায় সংযমি-শ্রেষ্ঠ, অন্যের অনাসাদিত-পরম-যোগ-তপঃ-পরায়ণ-পরমেশ্বরের পক্ষে কদাচন এরূপ শোচনীয়-ধৈর্য্য-প্রচ্যবন সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব পরিতঃ দৃষ্টি-প্রসারণ-পূর্ব্বক যাবৎ দিক্-সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাবৎ "বাম-ভাগে স্থিতং কামং, দদর্শ বাণ-কর্ষিতম্।" অথবা যাবৎ শ্রীশঙ্করদেব সাদরে সর্ব্বদিকে দৃষ্টি প্রসারিতা করিলেন, তাবৎ দেখিলেন, দক্ষিণ-দিকে আত্ত-শরাসন-মদন তাঁহাকে পুনরপি বিদ্ধ করিবার

জন্য জগন্মোহন-কারক-বাণ-সংযোজন-পূর্ব্বক সজ্য-ধনুশ্চক্রীকৃত করিলেন।

কিঞ্চ, "যাবৎ পুনঃ সন্ধয়তি, মদনো মদনান্তকম্।" অর্থাৎ পুনশ্চ যখন মদন মদনান্তকদেবকে কুসুম-শর-সমাহত করিবার জন্য বাণ-সন্ধান করিতেছেন, তৎকালমাত্রেই শ্রীশঙ্করদেব কামদেবকে অবলোকন করিয়া, রোষভরে এইকথা বলিলেন যে, অহো! "কামো মামপি মোহয়েৎ?" "অহো দুষ্টেন কামেন, ন মুক্তোঽহং দুরাসদঃ?" এই কথা বলিয়া, পরম-কোপন শ্রীমহেশদেব যাবৎ অধিকতর-ক্রোধ আহরণ করিলেন, তাবৎ "তৃতীয়াৎ তস্য নেত্রাদ্বৈ, নিঃসসারাগ্নিরুচ্ছিখঃ।" "নিঃসসার মহানগ্নির্দ্দিধক্ষুর্জ্জগতীমিব।" অপিচ, কালানল-নিভেক্ষণ, মহাক্রোধবশতঃ প্রজ্বলিত-প্রচণ্ড-পাবকপ্রায় শ্রীশঙ্করদেবের তৃতীয়-ললাটলোচন হইতে কালানল-সমপ্রভ অনলরাশি সম্ভূত হইলে, এক-দিকে যেমন তাদৃশ ঊর্দ্ধশিখ অনলরাশিদর্শনে মদনাপ্যায়নার্থ গগনাঙ্গনে সমাগত দেবগণ মনে মনে মহাভয়ে ভীত হইলেন, অপরদিকেও সেইরূপ পার্শ্বস্থ-মদনদেবকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকেই এতাদৃশী-ধৈর্য্য-প্রচ্যুতির কারণ-স্বরূপে নিশ্চয় করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবও অবিলম্বে সেই সমুৎপন্ন ঊর্দ্ধ-জ্বলন-সম্পন্ন-তৃতীয়-ললাট-লোচনানল-সাহায্যে মদনকে ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এদিকে গগন-গাত্র-গত-দেব-সমাজান্তর্গত-ব্রহ্মা কামদেবের দুরপনেয়-সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহার আর রক্ষা নাই জানিয়া, *গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া, যাবৎ কামদেবের "পৌষ্পং বাণং ধনুঃ* শক্তিং, প্রাণমাকৃষ্য তৎক্ষণাৎ। সমুৎসার্য্য বসন্তঞ্চ, পুনঃ স্বস্থানমাযযৌ", "তমগ্নিং বীক্ষ্য সম্ভূতং ভীতাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ" যাবৎ কাম-রক্ষণ-কারণ বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রীমন্মহাদেবকে "প্রভো! শিব! জগন্নাথ! রক্ষ রক্ষ মনোভবম্। যথা ত্বয়া নিযুক্তোঽয়ং, তথৈবাসৌ সমাচরৎ। প্রসীদাস্মান্ মহাদেব! রক্ষাস্মাকং হিতৈষিণম্" "প্রসীদ জগতাং নাথ! কামে ক্রোধং পরিত্যজ। যথা ত্বয়া পুরা সৃষ্টঃ, শম্ভো! রূপেণ কর্ম্মণা। যেন চাযোজিতং কর্ম্ম, তৎ করোতি মনোভবঃ। তস্মাত্ত্বং মদনে

শম্ভো! ক্রোধাগ্নিমুপসংহর। প্রসীদ সর্ব্বভূতেশ! ভক্ত্যা ত্বাং প্রণতা বয়ম্।” ইত্যাদি-প্রার্থনা-বাক্যে প্রসন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন, “যাবচ্চ মরুতাং বাচঃ, ক্ষম্যতাং বৈ প্রভো! ত্বয়েতি” আকাশাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিল, তৎপূর্ব্বকালেই মকরধ্বজদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক পরম-রোষকষায়িত-তৃতীয়-ললাটলোচন-সাহায্যে নিরীক্ষিত হইয়া, পূর্ব্বোৎ-পন্নমেত্রানল-রাশি নির্গত-বিপুল-জ্বালা-মালা-দ্বারা সমাবৃত, দগ্ধ, নিহত ও ভস্মীভূত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেবের তৃতীয়-ললাট-লোচন-নির্গত-কালানল-সমপ্রভ-ক্রোধানল-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, মহাবীর্য্য-মদন তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে দগ্ধ, নিহত, তথা ভস্মীভূত হইলে, তৎকালে গগনতলে কাম-শোক-মোহিত-দেবগণের সুমহান্ হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর সম্মুখে মদনদেবকে সহসা শ্রীহর-কোপানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, পরম-দুঃখিত-দেবগণ করজোড়ে শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে দেবদেব! মহাদেব! অধুনা পরম-দুরাবস্থাগত-দেবগণের কল্যাণার্থ আপনি শুভ-বর-প্রদ হউন। গিরিজা-পার্ব্বতীদেবীর সহায়ার্থ অধুনা মদন আমাদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। অতএব হে দেব! পরোপকারার্থে সমাগত স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য-কামদেবের প্রতি আপনি অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃথাই মহাপ্রভ-মদনদেবকে নির্দ্দগ্ধ করিয়াছেন। হে দেব! আপনি যদি চিরদিনই যোগ-তপঃ-পরায়ণ হইয়া, ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তবে দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশা-গ্রস্ত-জগতের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে কে দূরীকৃতা করিবে? হে জগদেকবন্ধো! সম্প্রতি সমাপতিত সুরগণের এই সুমহৎ-কার্য্য স্বীয়-পরম-বর্চ্চঃ, তেজঃ, বীর্য্য, বা শুক্র-প্রদান-দ্বারা অবশ্যই আপনাকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

সর্ব্বলোকৈক-সুন্দরী-গিরিরাজ-নন্দিনী এই পার্ব্বতীদেবীর গর্ভে আপনার বীর্য্যে যে মহাবল-পরাক্রম-সম্পন্ন-পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, ভবদীয়-বীর্য্য-জাত সেই কুমারের দ্বারাই সুরগণের সমস্ত-কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। হে দেব! শম্ভো! মহাদেব! সম্প্রতি দেবগণ তারকাসুর-কর্ত্তৃক অত্যন্ত-সম্পীড়িত হইয়াছেন। হে প্রভো! এই তারকাসুরের নিধন, তথা দেবগণের কল্যাণ-সাধনার্থ কামদেবকে জীবন-দান-পূর্ব্বক সকাম-মানসে আপনি গিরিজা-পার্ব্বতীদেবীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ

করুন। হে দেব! মহাভাগ! আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-পুরঃসর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রিয়তমা-পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গর্ভে পুত্রোৎপাদন-দ্বারা দেবকার্য্য-সম্পাদনার্থ মনোযোগী হউন। ত্রিদিববাসী দেবগণকে পূর্ব্বকালে আপনি গজাসুরের করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তথা আপনারই অনুগ্রহে পূর্ব্বকালে আমরা কালকূট-মহাবিষের প্রবলতর আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছিলাম। হে দেবেশ! এইরূপ ভস্মাসুর হইতেও আমরা আপনারই কৃপাবলে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলাম। হে দেব! এইরূপ আমরা অন্যান্য-সময়ে বহুবার আপনার পরমানুগ্রহবলেই যে বিপৎ-সাগর হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু, হে দেব! এই মদন যে এখানে সমাগত হইয়াছিলেন, সুর-সকলের কার্য্যসিদ্ধিই তাহার মূল-কারণ জানিবেন। অন্যথা আপনার প্রতি মনোভবের কোনরূপ অসদভিপ্রায় ছিল না। অতএব হে দেব! আপনি যদি কৃপা করিয়া, মদনদেবের রক্ষা-বিধান করেন, তবে এই সমগ্র-সুর-সমাজের, বা অশেষ-ভুবনেরই যে পরমোপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, হে সর্ব্বদেববর! শঙ্কর! এই কামদেবের সহায়তা-ব্যতীত এই জগৎ-প্রপঞ্চ যে অচিরকালমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি আপনার দিব্য-দৃষ্টির বহির্ভূত? কখনই নহে। আর একটী কথা এই যে, এইরূপে আমাদিগকে বিপদ্-বারিধির বিশাল-বক্ষে নিরন্তর-ভাসমান দেখিয়াও, আপনিই বা আর কতদিন যে এরূপ নিষ্কামভাবে অবস্থিতি করিবেন, হে শম্ভো! কৃপা-পরবশতা-প্রযুক্ত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রবণ-চিত্তে একবার তাহা স্বীয়-সর্ব্বার্থ-বিষয়িণী-বুদ্ধি-সাহায্যে বিচার করিয়া দেখুন।

দেবগণের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, রোষাবিষ্ট-শ্রীশঙ্করদেব দেবগণের প্রতি তৎকালে এইবাক্য বলিলেন যে, ভো দেবগণ! কাম-হতকের পুনর্জ্জীবন-ব্যতীত তোমাদিগের অবস্থিতি অসম্ভব হইবে না। কিন্তু, হে দেবগণ! তোমরা নিশ্চিতই জানিবে যে, আমার এইবাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে। আর এক কথা এই যে, কামই যখন

নরকাদি-সকল অনর্থের মূল, কাম-সেবা-বশেই যখন সবাসব-দেবগণ বহু-বার পদভ্রষ্ট হইয়াছে, কামানুসরণ-প্রযুক্তই যখন দুঃখ-পরিব্যাপ্ত অন্তঃ-করণে দেবগণ বহুবিধ-কষ্ট-ভোগে বাধ্য হইয়া থাকে, কামকে অগ্রতঃ করিয়াই যখন দেবগণ অনেকবার দৈন্য-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক দারুণ-দুর্দ্দশা দুঃখ-ভোগে বাধ্য হইয়াছিল, তখন কামদেবের পুনর্জ্জীবন কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কামই প্রাণি-সকলের নরক-প্রাপ্তির প্রতি প্রধানতম-কারণ এবং এই অনঙ্গ সদাকালই দুঃখরূপী। হে দেবগণ! তোমরা আমার এই বচন-সকল ধ্রুব-সত্য জানিবে। কাম-সেবনে শরী-রের বল-বীর্য্য-কান্তি-দীপ্তি-ধৃত্যুৎসাহ-প্রভৃতি অবশ্যই ক্রমে ক্রমে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাম যদি অদ্য পুনর্জ্জীবনলাভ না করে, তাহা হইলে, হে দেবগণ! আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, সম্প্রতি তোমাদিগের প্রতি দারুণ-দুঃখ-দায়ক সেই দুরাচার দুরাত্মা-তারক অদ্য অবশ্যই নিষ্কাম হইবে।

এইরূপে তারক যদি নিষ্কাম হয়, তাহা হইলে, তারক আর তোমা-দিগের প্রতি পাপাচরণ করিবে না, তথা জগতীতলস্থ-সুর-নরাদি-জীবগণ প্রবর্ত্তক-কামের অভাবে কেমন করিয়া পাপাচরণ করিবে? এইরূপে বিশ্ব-সংসারে যদি কাম-কৃত-কারিত-পাপানুষ্ঠান একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তবে এই বিশ্ব-সংসার যে অচিরে কীদৃশ অত্যুচ্চতর-রমণীয়তম-সুখৈকনিলয়ে পরিণত হইবে, তাহা কি ভাষা-সাহায্যে বর্ণ-নীয় হইতে পারে? অতএব হে সুরগণ! আমি সর্ব্ব-লোকের অনু-ত্তম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাস্থ্য-সম্বর্দ্ধন-কল্পেই দুরাচার-কামকে দগ্ধ করিয়াছি। কিন্তু, কাম যদি পুনর্জ্জীবনলাভ না করে, তবে কাম-হতকের অভাবে ক্রোধের আবির্ভাব সম্ভবপর হইবে না, ক্রোধের অভাবে সম্মোহ-সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতা হইবে, কাম, ক্রোধ ও সম্মোহের অভাবে কাহারও কি কখনও স্মৃতি-বিভ্রম সম্ভবপর হইতে পারে? যদি স্মৃতি-বিভ্রংশ না হয়, যদি বুদ্ধির বিনাশ না ঘটে, তাহা হইলেই কি এই বিশ্ব-সংসারমণ্ডল পরমা-শান্তি পরম-সুখের স্থান হয় না?

হে সুরগণ! এক্ষণে কাম-হতক বিনিহত হইয়াছে, কাম-ক্রোধ-বিহীন এই জগৎ পাপাচরণ-বর্জ্জিত হইয়া, শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। অতএব সম্প্রতি হে দেবগণ! কাম-ক্রোধ-বিহীন অতএব শান্তভাবাপন্ন উপদ্রব, বা অত্যাচার-শূন্য-তপোবন-কল্প এই সমগ্র-জগন্মণ্ডলে তোমাদের, অন্যান্য সুর-সমাজের, অসুর-সকলের, মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণের, তথা এই জগতীতলনিবাসী অন্যান্য প্রাণধারী জীবগণের একান্তাত্যন্তানুরক্ত-মানসে স্বাত্মদেবের স্বরূপ-ধ্যানে দুশ্চর-তপশ্চরণে নিযুক্ত হওয়াই সর্ব্বথা যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে। এইজন্য আমি পুনরপি বলিতেছি যে, হে সুরগণ! আমি সম্প্রতি এই সমগ্রসংসার-মণ্ডলকে কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত করিয়াছি; সুতরাং তোমরা সকলে অধুনা নিরুপদ্রবে তপশ্চরণে মনো-নিবেশ কর।

কিন্তু, হে সুরগণ! যাহাতে তোমাদের শান্তি-ভঙ্গ, বা তপো বিঘ্ন না ঘটে, সেইজন্য আমি মনে করিতেছি যে, দুঃখ-মূল পাপী বিনিহত এই কাম-হতককে আর পুনর্জ্জীবিত করিব না। অথবা এই ভস্মীভূত-কামকে যদি একান্তপক্ষে পুনর্জ্জীবিত করিতে হয়, তবে হে সুরগণ! তোমাদিগকে কিছুকালযাবৎ প্রতীক্ষা করিতে হইবে। অথবা হে ত্রিদশেশ্বরগণ! আমি আর কোনদিনই কামকে পুনরুজ্জীবিত করিব না। অতএব তোমরা এক্ষণে কেবল নিরন্তর আত্ম-সুখ-প্রবোধ-লক্ষণ অনন্যরূপ অগাধ আনন্দ-মাত্রের প্রগাঢ়তর অনুশীলনজ অনুভবে অগ্রসর হও।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-নির্গত উক্তরূপ-বাক্য-পরম্পরা-সাহায্যে অভিহিত হইয়া, তৎকালে মুনি-মহর্ষিগণ সর্ব্ব-লোকেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে পরমেষ্ঠিন্! শম্ভো! আপনি কামদেবের পুনরুজ্জীবন-বিষয়ে প্রতিবাদ-কল্পে যাহা কিছু কথন করিয়াছেন, তৎসমস্তই যে আমাদের পক্ষে পরম-মঙ্গলকর, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে হে শম্ভো! আপনি কামদেবের বিনাশ-সমর্থন-কল্পে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎ-সমুদায় আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইলেও, বিশ্ব-সংসারের পক্ষে কামের বিনাশ কল্যাণকর নহে। অতএব হে দেবদেব! এই বিনষ্ট-কামদেবের পুনরুজ্জীবন-সমর্থন-কল্পে আমরা যে সকল কথা বলিব, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক তৎ-সমস্ত শ্রবণ করুন এবং জগতের কল্যাণ-সাধনার্থ দয়া-পরবশ-চিত্তে আমাদিগের কথিত-বাক্য-সকলের তাৎপর্য্যার্থ অবধারণ করিয়া, কামদেবকে জীবনদান করুন। হে দেবেশ! এই বিশ্বসংসারকে যখন কাম-ক্রোধাদি-সমন্বিত করিয়া, সৃষ্টি করা হইয়াছে, তখন এই সমগ্রবিশ্ব-মণ্ডল যে কামরূপ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? সুতরাং এই বিশ্ব-রচনার মূলীভূত-কামদেবকে একেবারে বিনষ্ট করা, কদাচ যুক্তি-সঙ্গত হইবে না।

হে মহাদেব! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গকে যিনি একরূপতায় উপনীত করিয়াছেন, সেই কামদেবকে একেবারে বিনষ্ট করা কখনই শোভন হইতে পারে না। হে সর্ব্ব-দেববরেশ্বর! এই জগন্মণ্ডলে কাম সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর, দুর্জ্জয়, বা দুরতিক্রমণীয়, আপনি এতাদৃশপরাক্রম-সম্পন্ন-কামদেবকে সহসা নির্দ্দগ্ধ করিলেন কিরূপে? আব্রহ্ম-স্থাবরাত্মক এই বিশ্ব-চরাচর যে কামদেব-কর্ত্তৃক সঙ্ঘটিত হইয়াছে,

যে কামদেবের দ্বারা এই বিশ্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে কাম-দেবকর্ত্তৃক এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, তথা যে কাম-দ্বারা এই বিশ্ব উৎপাদিত হইতেছে, সেই কামদেব যে মহাবল-পরাক্রম-প্রভাব-সম্পন্ন, তদ্বিষয়ে আর বিশেষ করিয়া, বলিবার কি আছে? যে কামদেব হইতে অত্যুগ্রতর-ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তথা যে কামদেব-কর্ত্তৃক আপনিও বশীকৃত হইয়াছেন, হে মহাদেব! সেই কামদেবকে সম্বোধিত করা, আপনার পক্ষে নিতান্তই উচিত হইতেছে। অতএব হে দেব! আমরা আশা করিতেছি যে, আপনা-কর্ত্তৃক মহাবল-মদন সমুৎপাদিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সামর্থ্য-সম্পন্ন হইবে এবং আপনা-কর্ত্তৃক মদনের সামর্থ্য-সম্পাদিত হইলে, প্রাপ্ত-সামর্থ্য-কাম সমর্থত্ব-প্রযুক্ত অবশ্যই পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র সামর্থ্য-সাধ্য-কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইয়া, কুশলতার পরিচয়-প্রদান করিতে পারিবে।

মহামুনি-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেব ক্রোধের অনুপশম-নিবন্ধন স্বীয়-স্বাভাবিক-রূপকে দ্বিগুণীকৃত করিয়া, তৃতীয়-ললাট-লোচনসাহায্যে সেই মুনি-মহর্ষিগণকেও যেন তৎকালে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া, তত্রস্থ অন্যান্য-মুনিগণ, চারণগণ, সিদ্ধগণ, তথা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-বৃন্দ-কর্ত্তৃক অভিবন্দিত, সংস্তুত, প্রসা-দিত, তথা স্তুতি-গর্ভ-বিনীত-বচনে প্রার্থিত হইয়া, বক্তা মুনি-মহর্ষি-গণকে দগ্ধ করিলেন না বটে; কিন্তু বেগ-দীর্ঘীকৃতাত্মা রুদ্র পিনাকী বৃষভবাহন শ্রীসদাশিবদেব অত্যন্ত-রোষভরে মদনকে দগ্ধ ভস্মীভূত করিয়া, তথা হিমালয়-পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তিরোধানগত হইলেন। এদিকে দেবী পার্ব্বতী সম্মুখে সকোকিল-সচূত-সভৃঙ্গ তথা সচম্পক-মদনকে নিহত ভস্মীভূত, তথা শ্রীশঙ্করদেবকে তিরোহিত হইতে দেখিয়া, মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঙ্করদেব "আদ্যাং প্রকৃতিং মামেব, লব্ধুং পত্নীং মহত্তপঃ"-পরায়ণ হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়, তবে এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমাকে অর্থাৎ আদ্যা-পরমা-প্রকৃতি-পার্ব্বতীদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য যদি শ্রীশঙ্করদেবের

তপঃপ্রবৃত্তির সমর্থন করা হয়, তবে তিনি সম্মুখে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও, মদনকে দগ্ধ করিলেন কেন? আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন কেন? কামই যদি বিনষ্ট হইল, তবে পত্নীজন পতিকে লইয়া কি করিবেন? এবং পতিই বা পত্নী-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? তথা পতি-পত্নীজন কীদৃশ-প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্পরের প্রতি সমাসক্ত হইবেন? এইরূপ বিচার করিয়া, পরিশেষে পার্ব্বতীদেবী পতিবিনাশ-কাতরা রোদন-পরায়ণা রতির সহিত একযোগে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মনস্বিনী বিমনস্কা দেবী-কালী সুচিরকালযাবৎ সবাষ্প-দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ-সহ রোদন করিয়া, পুনরপি এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, "কথং মম স রুদ্রো বশগো ভবেদিতি?" গিরিরাজ-নন্দিনী-পার্ব্বতী দেবী কিরূপে শ্রীশঙ্করদেব আমার বশবর্ত্তী হইবেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সুচিরকাল-ব্যাপী বিচারের অনন্তর অবসাদবশে ক্রমে মোহ-প্রাপ্তা হইলেন। গিরিজা-পার্ব্বতীদেবী তৎকালে উক্তরূপে মোহ-প্রাপ্তা হইলে, সতী-কাম-পত্নী-রতি মহারূপবতী মনস্বিনী পার্ব্বতী-দেবীকে সম্মুহ্যমানা রোদন-পরায়ণা নিরীক্ষণ করিয়া, এইবাক্য বলি-লেন যে, হে সখি! পর্ব্বতরাজ-পুত্রি! আপনি বিষাদ করিবেন না, আমি অবশ্যই মদনকে পুনর্জ্জীবিত করিব। হে বিশালাক্ষি! আমি আপনার জন্য অবশ্যই হর-রুদ্র-বিরূপাক্ষ-দেবদেব-জগদ্‌গুরু-শ্রীশঙ্কর-দেবকে তীব্রতর-তপস্যা-সহ আরাধনা-সাহায্যে পরিতুষ্ট করিব। হে সুশ্রোণি! আপনি চিন্তা করিবেন না। আমি বলিয়াছি যে, অবশ্যই আপনার জন্য আমি মদনকে পুনর্জ্জীবিত করিব।

মদন পুনর্জ্জীবিত হইলে, তিনি নিশ্চিতই পিতামহদেবের "রাত্রিন্দিবস্য তুর্য্যাংশং, জগন্মোহয় নিত্যশঃ। ভাগ-ত্রয়ং শম্ভু-পার্শ্বে তিষ্ঠ সার্দ্ধং গণৈঃ সদা।" এইরূপ আদেশ-বচনানুসারে দিবা-রাত্রির চারিভাগের একভাগের দ্বারা সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলকে পরিমুগ্ধ করিয়া, অপর-ভাগ-ত্রয়-সাহায্যে আপনার জন্যই শ্রীশঙ্করদেবকে পরিমুগ্ধ করিবেন এবং কাম-শর-সমাহত-হৃদয়ে মন্মথোন্মথিত-মানসে শ্রীশঙ্করদেব অবশ্যই আপনাকে

প্রিয়তমা-পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। পর্ব্বতাত্মজা-পার্ব্বতীদেবীকে উক্তরূপে সমাশ্বাসিতা করিয়া এবং তাঁহার প্রতি স্বগৃহ-গমনে অনুরোধ করিয়া, পতি-বিরহ-বিধুরা রতি ক্ষণমাত্রকাল সেইস্থানে বিসংজ্ঞা হইলেন। পাঠক-মহোদয়গণ! ভর্ত্তৃ-বিয়োগ-জনিত-গুরুতর-দুঃখের পরিমাণ যে কত, তাহা আপনাদের, বা আমার পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ভর্ত্তৃ-বিয়োগ-জন্য-দুঃখের গুরুত্ব যে কি পর্য্যন্ত, তাহা পতি-বিয়োগ-বিধুরা রতি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি তৎকালে সেই শ্রীশঙ্করাশ্রমে ক্ষণমাত্রকালের জন্য সংজ্ঞা-হীনা হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, পরক্ষণেই সংজ্ঞালাভ করিয়া, দুঃখ-সমন্বিতা-রতি পতি-বিয়োগ-কাতর-হৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কবি-শ্রেষ্ঠ-কালিদাস-কৃত-কুমার-সম্ভবের রতি-বিলাপ-বচন-পরিত্যাগ করিয়া, এখানে আমি রতি-বিলাপ-বিষয়ে এইমাত্র বলিতে পারি যে, শ্রীশঙ্করা-শ্রম-পদস্থা-রতির তাৎকালিক-বিলাপ-বচন-শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সমগ্র আশ্রম-কাননটীই যেন পরম-দুঃখিতভাব ধারণ করিয়াছিল। অধিক কি বলিব? পতি-বিয়োগ-কাতরা-রতির দুঃখ-দর্শনে শ্রীশঙ্করাশ্রম-কাননস্থ ময়ূরগণ নৃত্য-পরিত্যাগ করিয়াছিল, পাদপ-সকল চলন-পরি-ত্যাগ করিয়াছিল, মৃগগণ ভ্রমণ-পরিত্যাগ করিয়াছিল, ভৃঙ্গগণ গুঞ্জনরব-পরিত্যাগ করিয়াছিল, পক্ষি-কুল, তথা সিদ্ধ, চারণ ও মুনি-জন-সমাজ মূক-ভাব-ধারণ করিয়াছিলেন এবং "বায়বশ্চলনং হিত্বা, বান্তি নৈব দিশো দশ।"

কিন্তু, তাদৃশাবসরোচিত-বিলাপ-বচনে শ্রীশঙ্কর-কাননকে সুদুঃখিত করিয়া, তৎকালে সুর-সুন্দরী-রতি কহিলেন, হায়! আমি এক্ষণে কি করিব? কোথায় যাইব? স্বামী মদনদেবকে আহ্বান-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন-কার্য্যে বিনিযুক্ত করিয়া, অমরাধিপতি ইন্দ্র ও মহেন্দ্রানুচর-দেবগণ আমার কি সর্ব্বনাশই না সাধন করিয়াছেন? হা হা প্রিয়! প্রিয়! তুমি অধুনা কোন্ অজ্ঞাত-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছ? হায়! আমার ভাগ্য-দেবতা কি ব্রহ্মার সদৃশ সুখ-সৌভাগ্য-যোগের

ভার-বহনে, বা সহনে একান্ত অসমর্থা হইয়াছেন ? পরম-রূপবতী-রতি উক্তরূপ-করুণ-বিলাপ-সাহায্যে, অথবা হস্ত-পাদ-যুগলের আস্ফালন ও কেশত্রোটনাদি-সাহায্যে পতি-বিয়োগ-জনিত-গুরুতর-শোকের কথঞ্চিৎ লঘুতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকৃতিস্থা হইয়া, "সুখ-দাতা ন কোঽপ্যস্তি, দুঃখ-দাতা ন কশ্চন। সর্ব্বোঽপি স্বকৃতং ভুঙ্‌ক্তে, দেবাঃ শোচ্যা ময়া বৃথা।" এইরূপ প্রবোধ-লাভান্তে বিলাপ-বর্জ্জন-পুরঃসর পতি-লাভ-প্রত্যাশায় সুতীব্র-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন এবং গিরিরাজ-কুমারী-পার্ব্বতীদেবীও সখীসংযুক্তা হইয়া, স্বীয়-মন্দিরে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চদশ অধ্যায়

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, একদা দেবর্ষি-নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে, পরমাত্মা শ্রীরুদ্রদেব যে স্থানে মদনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে দুশ্চর-তপশ্চরণে নিযুক্তা সুমধ্যমা-সতী-রূপবতী-রতিকে দর্শন করিয়া, সহসা রতিদেবীর নিকটে গমন-পূর্ব্বক সেই সুর-সুন্দরী-ভামিনী-রতিকে সম্বোধন-পুরঃসর কহিলেন, হে বিশালাক্ষি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বনিতা? এবং কেনই বা এই তরুণাবস্থায় দুশ্চর-তপস্যার আচরণে অগ্রসরা হইয়াছ? হে সুমধ্যমে! তরুণী-রূপ-সম্পন্না এবং পরম-সৌভাগ্য-সংযুতা হইয়াও, তুমি কেন যে এই কঠোরতর-তপশ্চরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছ, তাহা অবগত হইবার জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে সুর-সুন্দরি! তোমার যদি বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমার ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য তুমি মদীয়-প্রশ্ন-সকলের যথাযথ উত্তর-বচন-কীর্ত্তন কর।

দেবর্ষি-নারদের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারোষাবিষ্ট-চিত্তে রতিদেবী তৎকালে নারদদেবের প্রতি "উবাচ মধুরং বাক্যং, কিঞ্চিন্নিষ্ঠুরমেব চ।" সুর-সুন্দরী রতি কহিলেন,—হে সুব্রত! আমি জানি যে, তুমি ব্রহ্ম-নন্দন নারদ, এবং আমি ইহাও অবগতা আছি যে, তুমি নিতান্ত-বালক-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ কুমার-স্বভাবে ভূষিত, সন্দেহ নাই। অধুনা আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, "স্বস্বরূপাদর্শনঞ্চ, কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত। যথাগতেন মার্গেণ, গচ্ছ ত্বং মা বিলম্বিতম্।" অর্থাৎ হে সুব্রত! আমি তোমার স্বরূপ-দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব সম্প্রতি আমার দৃষ্টি-পথ হইতে স্বীয়-স্বরূপ, বা মূর্ত্তিটীকে অপসারিতা করা তোমার পক্ষে নিতান্তই উচিত হইতেছে। এইজন্য আমি তোমাকে

বলিতেছি যে, তুমি যে পথে আগমন করিয়াছ, সেই পথেই প্রতিগমন কর, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না।

হে বটো! তুমি অন্য কিছুই জান না; পরন্তু তুমি কেবল সকলের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বাধাইতে, এর কথা ওকে বলিতে, ওর কথা একে বলিতে, বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী হইতে, চোরকে চুরি করিতে পরামর্শ-দান করিয়া, গৃহস্থকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ-দান করিতে, সর্প হইয়া দংশন করিতে ও জাঙ্গলিক-বিষ-বৈদ্য হইয়া চিকিৎসা করিতে এবং বিবাদ বাধাইয়া দিয়া, পশ্চাৎ "মজা" দেখিতেই সবিশেষ-পটুতা লাভ করিয়াছ। সুতরাং তুমি যে একজন সুমহান্ কলিকৃৎ, বা কলহকারী, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিঞ্চ, যাহারা পর-স্ত্রী-কামুক, ক্ষুদ্র-চেতাঃ, নীচ-কর্ম্মা, অসৎ-সঙ্গ-পরায়ণ, কুসেবী, কদাচারী, বিট, ধূর্ত্ত, ব্যসনী, অকর্ম্মকর্ত্তা ও স্তব্ধ, তাহাদিগের মধ্যে তুমিই যে অগ্রণী, হে নারদ! তাহাও আমি অবগতা আছি। অতএব আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, হে নারদ! তুমি শীঘ্র এইস্থান হইতে প্রস্থান কর, আর কাল-বিলম্ব করিও না।

মুনি-সত্তম-নারদ কাম-পত্নী-রতি-কর্ত্তৃক উক্তরূপে নির্ভৎসিত হইয়া, স্বয়ংই ত্বরিত-গতি দৈত্য-পুঙ্গব-শম্বরের আলয়ে গমন করিলেন। অপিচ, মহামুনি-নারদ দৈত্যরাজ-শম্বরকে কহিলেন,—হে রাজন্! ক্রোধ-যুক্ত-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সকোকিল-সচূত-সভৃঙ্গ-সহ-চম্পক-মদন দগ্ধ হইয়াছে। মদন-ভার্য্যা-মনস্বিনী-রতি পতি-প্রাপ্তি অভিপ্রায়ে হিম-গিরি-শিখরে শ্রীহর-লোচন-নির্গত-রোষানল-নির্দ্দগ্ধ-মদনের ভস্মাস্থি-সমাচ্ছন্ন-স্থানে তপস্যা করিতেছেন। হে মহাভাগ! তুমি সেই বরবর্ণিনী-রতিকে আনয়ন কর এবং হে মহাবল! তুমি সেই মদন-পত্নী-রতিকে নিজ-ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। কিঞ্চ, হে দৈত্যবর! শম্বর! তুমি এ পর্য্যন্ত দেব, মানব, বা অপরাপর-বিরোধী দৈত্য-দানবগণের যে সকল-স্ত্রীরত্ন, বা রূপবতী-যুবতীদিগকে আনয়ন করিয়াছ, সেই সমস্ত-রমণী-রত্নের মধ্যে মদন-প্রিয়া-সুমধ্যমা-মনস্বিনী রতি যে নিরতিশয়-রূপ-লাবণ্য-যৌবন-বিলাসবতী, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব হে

অনঘ ! তুমি অবিলম্বে সর্ব্ব-রমণী-শিরো-মণিভূতা সেই রতিকে আনয়ন-পূর্ব্বক নিজ-ভার্য্যার্থে গ্রহণ কর।

ভাবিতাত্মা দেবর্ষি-নারদের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, দানববর-শম্বর সুশোভনা-রতিদেবী যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন, সহসা সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর দেবসঙ্কট-শম্বর সুবিশালাক্ষী-মদন-মোহিনী-মুনি-জন-মনো-হারিণী-রতিকে অবলোকন করিয়া, প্রহৃষ্ট-মানসে প্রকৃষ্টরূপ-হাস্য করিতে করিতে, এইবাক্য বলিলেন যে, "এহি তন্বি ! ময়া সার্দ্ধং, রাজ্যং ভোগান্ যথেষ্টতঃ। ভুঙ্ক্ষ্ব দেবি ! প্রসাদান্মে, তপসা কিং প্রয়োজনম্ ?" অর্থাৎ অয়ি ! তন্বঙ্গি ! তুমি আমার সহিত আগমন কর এবং আমার প্রসাদে আমার সহিত যথেষ্ট-রাজ্য-সুখ-সৌভাগ্য, বা অন্যান্যবিধ-ভোগ-সুখ অনুভব কর। এই নবীন-বয়সে সর্ব্ববিধ-ভোগ-বিবর্জ্জিতা হইয়া, তোমার এরূপ কঠোরতর-তপস্যা করিবার প্রয়োজন কি ? হে সুর-সুন্দরি ! আর অযথা কালবিলম্ব না করিয়া, প্রহৃষ্ট-মানসে আমার সহিত আগমন কর।

তৎকালে মদন-মহিষী সেই রতি মহাত্মা শম্বর-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, মধুর-বাক্যে এইকথা বলিলেন যে, হে মহাবাহো! আমি বিধবা-নারী-মাত্র, আপনি আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য-প্রয়োগ করিবেন না। কারণ, আপনি দৈত্য-সকলের রাজা এবং সর্ব্ব-রাজ-লক্ষণ-লক্ষিত ; সুতরাং বিধবা-নারীর প্রতি আপনার ন্যায় মহারাজের উক্তরূপ বাক্য-প্রয়োগ সমুচিত হইতেছে না। কাম-মোহিত অসুররাজ শম্বর তন্বঙ্গী-মদন-মোহিনী-রতির অনন্তরোক্ত-তাদৃশ-বচন শ্রবণ করিয়া, রতিকে কর-কমলে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই শম্বর মদন-মহিষী-রতিকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া, পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু, মদনপ্রিয়া-রতি পুনরপি মনঃ-সাহায্যে সকল-বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, তথা সেই দৈত্যরাজ-শম্বরের সর্ব্বাজেয়ত্বাদি-লক্ষণ-বর-প্রাপ্তির কথা আলোচনা করিয়াও, অসুররাজ-শম্বরকে সংযত করিবার জন্য অত্যন্ত-দৃঢ়তার সহিত এইকথা বলিলেন যে, "মা স্পৃশ ত্বঞ্চ রে মূঢ় ! মম সংস্পর্শজেন বৈ। সম্পর্কেণ চ দগ্ধোঽসি,

নান্যথা মম ভাষিতম্।" অর্থাৎ রে মূঢ়! তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। কারণ, আমার সংস্পর্শ-জাত-সম্পর্ক-মাত্রেই তুমি দগ্ধ, বা বিনষ্ট হইবে। রে দৈত্যাধম! তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, মৎ-কথিত-বচন কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

মদন-মোহিনী-রতির বচনাবসানে তৎকালে মহাতেজাঃ শম্বর হাস্য করিতে করিতেই যেন, রতিকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে মানিনি! তুমি বিভীষিকা-প্রদ-বহু-বচন-সাহায্যে আমাকে ভীত করিতে চেষ্টা করিতেছ বটে; কিন্তু তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, আমিও ভীত হইবার পাত্র নহি। অতএব আমি তোমাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, তুমি শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর, বহুতর-বচন-বিন্যাসে কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। এইকথা বলিয়া, মহাবল-শম্বর তৎকাল-মাত্রেই প্রকৃষ্টরূপ-বল-প্রয়োগপুরঃসর পরম-তন্বী-মনস্বিনী-রতিকে পরম-রমণীয়-নিজ-পুরবরে লইয়া গেলেন। অনন্তর মদন-মোহিনী-রতিদেবী মায়াবতীনামে প্রসিদ্ধি-লাভ-পূর্ব্বক মহারাজ-শম্বর-কর্ত্তৃক মহানসাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্তা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষোড়শ অধ্যায়

গিরিরাজ-সুতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সখীযুতা হইয়া, স্বীয়-মন্দিরে গমন করিলেন, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু, গিরি-কুমারী-কালী-পার্ব্বতী পিতৃ-গৃহে গমন করিয়া, প্রথমতঃ মাতা মেনকাদেবীর সহিত মিলিতা হইলেন এবং মাতা পিতা ও ভ্রাতৃগণ-সমীপে মদন-ভস্ম-বৃত্তান্ত-কথন-পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগান্তে নিজ আত্মাকে পুনর্জাতপ্রায় মনে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা শোক-দুঃখ-সন্তাপ-সন্তপ্তা-পর্ব্বতাত্মজা পার্ব্বতীদেবী কদাচিৎ স্বকীয়-রূপের ভূয়সী-নিন্দা করিতে লাগিলেন, কদাচিৎ "হা হতাস্মি", "হা হতাস্মি", বলিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন, কদাচিৎ আপন মানসে নিরর্থক-হাস্য করিতে লাগিলেন, কদাচিৎ চন্দ্রের সুশীতল-কিরণ-সেবনেও সন্তাপ-বোধ করিতে লাগিলেন, কদাচিৎ আতপ-লঙ্ঘনের ন্যায় কামানল-লঙ্ঘন-প্রযুক্ত বলবদস্বস্থ-শরীরা পার্ব্বতী উশীরানুলেপন-মৃণাল-শোভন-নলিনী-দল-প্রভৃতি-সাহায্যেও শরীর-সন্তাপ-দূরীকরণে সমর্থা হইলেন না।

শ্রীশঙ্করদেবের অত্যুগ্রতর-তপোবীর্য্য অবগতা হইয়া, তথা তাঁহাকে পরমযোগবান্ জানিয়াও, নিম্ন-স্থল হইতে জলের ন্যায় শ্রীশঙ্করানুরাগ হইতে স্বীয়-হৃদয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থা না হইয়া, গিরি-কুল পতি-হিমালয়ের দ্বিতীয়-উচ্ছ্বসিত জীবনপ্রায় পার্ব্বতীদেবী মন্মথ ও চন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া, কহিতে লাগিলেন যে, হে মন্মথ! দেখিয়াছি, তুমি সর্ব্বদা কুসুম-শর-ব্যবহার করিয়া থাক, জিজ্ঞাসাকরি, তুমি যদি কুসুমায়ুধ হও, তবে তোমার এত অধিকতর-তীক্ষ্ণতা উগ্রতা কেন? অহো! বুঝিয়াছি, মনে হইতেছে, অম্বুরাশির বিশাল-বক্ষঃ-স্থলে ঔর্ব্ব অর্থাৎ বাড়বানলের ন্যায় অদ্যাপি তোমার শরীরে নিশ্চিতই হর-কোপ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। অন্যথা, হে

মন্মথ! তুমি ভস্মাবশেষতাপ্রাপ্ত হইয়াও, মদ্বিধ-স্ত্রীজনের পক্ষে এরূপ উদ্ধতভাব ধারণ করিবে কেন? হে মন্মথ! তোমা-কর্ত্তৃক, তথা এই শারদ-পূর্ণ-শশধর-কর্ত্তৃক কামি-সার্থ, বা বিরহি-জনগণ নিশ্চিতই প্রতারিত হইতেছে। জিজ্ঞাসাকরি, তোমরা অতিবিশ্বসনীয় হইয়াও, এরূপ প্রতারণা-পরবশ হইয়াছ কেন?

হে মনোভব! হে হিম-কিরণ! তোমাদের কুসুম-শরত্ব, বা শীত-রশ্মিত্ব, এই দুইটীই মদ্বিধ-স্ত্রী-জন-সকলের পক্ষে নিতান্তই অযথার্থ পরিদৃষ্ট হইতেছে। কারণ, আমার মনে হইতেছে যে, শীত-রশ্মি ইন্দু হিম-গর্ভ-স্বীয়-ময়ূখরাশি-সাহায্যে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে এবং "ত্বমপি কুসুম-বাণান্ বজ্রসারী-করোষি।" হে কুসুমেষো! তুমি শ্রীশঙ্করদেবের সমক্ষেই আমার প্রতি যে সকল-কুসুম-শর পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্য আমি ব্যথিতা হই নাই এবং হে মকরকেতো! সম্প্রতিও যদি তুমি "অনিশমপি" মানসী-পীড়া উৎপাদন-পূর্ব্বক চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচন শ্রীশঙ্করদেবকে অধিকার, বা অঙ্গীকার করিয়া, আমার প্রতি কুসুম-শর-প্রহার কর, তাহা হইলেও, তুমি আমার অভিমত হইতে পার। হে মন্মথ! তুমি মৎকর্ত্তৃক এইরূপে উপালব্ধ হইয়াও কি আমার প্রতি অনুকম্পা, বা অনুক্রোশ করিবে না? হে অনঙ্গ! তুমি মৎকর্ত্তৃক অজস্র-শত-শতসঙ্কল্প-সাহায্যে বৃথা অতিবৃদ্ধি প্রাপিত হইয়াছ বলিয়াই, অধুনা "আকৃষ্য চাপং শ্রবণোপকণ্ঠে, ময্যেব যুক্তস্তব বাণ-মোক্ষঃ।"

কখনও বা মদিরায়তনয়না মত্তখঞ্জনবিশালাক্ষী নগেন্দ্র-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী খেদের সহিত ইতস্ততঃ পরিক্রমণ-কালে "ক্ব নু-খলু" নিরস্ত-বিপ্লতপস্বি-প্রবরোত্তম শ্রীশঙ্করদেব, তথা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাতা হইয়া, আমি খিন্ন আত্মাকে বিনোদিত করিব? আর কোথায় আমি অধুনা শ্রীশঙ্করদেবের অদর্শনে সন্তপ্ত-মানসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি? হায়! অধুনাতন-কালে ত দেখিতেছি, আমার পূজ্যতম-প্রিয়তম-হৃদয়াধিনাথ, প্রাণপতি-পশুপতি-জগৎপতি-সকল-লোক-পতি-সতী-পতি-শ্রীশঙ্করদেবভিন্ন ত্রাণ-কারণ, বা শরণান্তর

নাই। হায়! আমি এখন কি করিব? কোথায় যাইব? কোন্‌স্থানে অন্বেষণ করিলে, সেই হৃদয়াধিনাথের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থা হইব? ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক কদাচিৎ পার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—এই উগ্র-তপা অর্থাৎ তীব্রতর-তাপবতী-বেলা, বা মধ্যন্দিনাবসরে শরীরগত-তাপ-নির্ব্বাপণার্থ সদাসুখী জনগণ প্রায়শঃ লতাবলয়-বিশিষ্ট, বা ব্রততি-মণ্ডল-বেষ্টিতমালিনী-তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহেই অবস্থিতি করিয়া থাকে, শ্রীশঙ্কর-দেবও ত সকৃদ্‌-বিভাত-সদা-সুখময়-স্বরূপ; তিনি কি এসময়ে একবার এখানে আসিতে পারেন না?

বেদে শুনিয়াছি যে, শ্রীশঙ্করদেব "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" অতএব তিনি এখানেও ত আসিতে পারেন? দেখি! দেখি! "লতা-বলয়বৎসু মালিনী-তীরেষু" শ্রীশঙ্করদেব শুভ-পদার্পণ করিয়াছেন কি না? আমার মনে হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব করুণাময়-সাগরতা-নিবন্ধন আমার প্রতি কৃপা-কণা-মাত্র-প্রকাশ-পূর্ব্বক গণ-সকলের সহিত অবশ্যই শুভাগমন করিয়াছেন। এই না প্রমথ-নায়কগণ শ্রীশঙ্করদেবকে মার্গ-প্রদর্শন-পুরঃসর সঙ্গে করিয়া, লইয়া যাইতেছেন? "ভবতু তত্রৈব তাবদ্ গচ্ছামি", এইকথা বলিয়া, "তত্র-ভবতী-সসখী-জনা"-পার্ব্বতীদেবী ইতস্ততঃ পরিক্রমণ ও বাল-পাদপবীথি অবলোকন করিয়া, সহসা সখী-জনগণকে বলিয়া উঠিলেন যে, হে সখীগণ! আমার মনে হইতেছে যে, এই বাল-পাদপ-বীথি-বিরাজিত-মার্গ অবলম্বনে অচিরকালমধ্যেই সেই শ্বেত-সুন্দর-সুতনু-শ্রীশঙ্করদেব গমন করিয়াছেন।

কারণ, পার্শ্ববর্ত্তী নব-তরু-রাজি-বিরাজিত এই উদ্যান-মার্গ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেব যদি এখনই গমন না করিবেন, তবে শ্রীশঙ্করদেবের গণ-নিচয়-কর্ত্তৃক অচিরে প্রস্ফুটিত-পুষ্প-সকল অবচিত হইল কিরূপে? হে সখীগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে, শ্রীশিব-গণ-নিচয়-কর্ত্তৃক অচিরে অবচিত এই সকল-পুষ্পের বন্ধন-কোষ, বা বৃন্ত-গর্ভ-সকল অদ্যাপি সম্মীলিত, বা মুদ্রিত হয় নাই? এবং কিসলয়, বা নব-পল্লব-নিবহের এই চ্ছেদ-সকল এখনও শুষ্কতা-প্রাপ্ত না হইয়া, ক্ষীর-স্নিগ্ধ, বা

নির্য্যাস-মসৃণ-ভাব ধারণ করিয়াছে? সুধা-শীতল-সুমধুর-সমীরণ-স্পর্শ-নিরূপণ-পূর্ব্বক বাম, দক্ষিণ ও সম্মুখভাগ অবলোকন করিয়া, শ্রীশঙ্কর-বিরহোৎকণ্ঠিতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আশ্চর্য্য, বা বিস্ময়ের সহিত সহসা সখীগণকে বলিয়া উঠিলেন যে "অহো প্রবাত সুভগোঽয়ং বনোদ্দেশঃ।"

হে সখি! মলয়জ-প্রকৃষ্ট-পবন-প্রবাহে পরিপূর্ণ, অতএব সুভগ, অর্থাৎ সর্ব্ব-জন-মনোরম এই বনোদ্দেশ অত্যন্ত-মধুরতর-প্রতীত হইতেছে। পরস্পর-ঘাত-প্রতিঘাতবশে ভঙ্গতা-প্রাপ্ত, খণ্ড, বা চূর্ণভাবাপন্ন, মালিনী-গর্ভস্থ-তালোত্তাল-তরলতর-তরঙ্গ সকলের শীকরবাহী, অরবিন্দ-সুরভি, বা সরসিজ-সৌরভ-সম্পন্ন মৃদুমন্দ-সঞ্চরণশীল এই সুশীতল-সমীরণ যে অনঙ্গ-তাপ-সন্তপ্ত-শরীরাবয়ব-সাহায্যে নির্দ্দয়ভাবে আলিঙ্গন করিবার উপযুক্ত, হে সখি! বোধকরি, তাহা তুমি স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থা হইয়াছ। এদিক্ ওদিক্ অবলোকন করিয়া, পুনরপি পার্ব্বতীদেবী বিরহ-তাপ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে খেদের সহিত কহিলেন,—হে সখি! আমার মনে হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব মদন-তাপোপশান্তি অভিপ্রায়ে অবশ্যই এই সুস্নিগ্ধ-বেতস-লতা-মণ্ডপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে সখি! চল, একবার দেখি, শ্রীশঙ্করদেব বেতসলতামণ্ডপে সমাগত সন্নিহিত হইয়াছেন? কি না?

অথবা হে সখি! শ্রীশঙ্করদেব অবশ্যই এই বেতস-লতা-মণ্ডপে সন্নিহিত হইয়াছেন। কারণ, হে সখি! বেতস-লতা-মণ্ডপের মধ্য-ভাগ-গামিনী এই যে পদ-পঙ্‌ক্তি পরিদৃষ্টা হইতেছে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-লক্ষিত-ভগবচ্চিহ্ন-চিহ্নিত এই অভিনব-পদ-চিহ্নের পুরস্তাৎ অগ্রতঃ অর্থাৎ সম্মুখ-ভাগ শ্রীশঙ্করদেবের উদর-গৌরব-বশতঃ অবগাঢ়, অবনত, বা গভীর পরিলক্ষিত হইতেছে এবং স্থূলতম-নিতম্ব-বিম্বশালী, উত্তমরূপ-গুণ-গঠন-সম্পন্ন-স্ত্রীজনের ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবের কটি-দেশের পশ্চাদ্‌ভাগ গুরুত্ব-যুক্ত না হওয়ায়, জঘন-গৌরবের একান্ত অভাব-বশতঃ শ্রীশঙ্কর-দেবের পদচিহ্নের পশ্চাদ্‌ভাগ অভ্যুন্নত পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব হে সখি! আমার নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে, এই বেতস-লতা-

মণ্ডপের পাণ্ডু-সিকতাময়-দ্বারদেশে এই যে অভিনব-সদ্যো-নিহিতা পুরস্তাৎ অবগাঢ়া, পশ্চাৎ অভ্যুন্নতা পদ-পঙ্‌ক্তি পদ-বিক্ষেপ-শ্রেণী পরিদৃষ্টা হইতেছে, এই পদ-চিহ্নাবলী নিশ্চিতই শ্রীশঙ্করদেবের জানিতে হইবে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্কর-বিরহ-ব্যথা-ব্যথিত-মানসা হিম-গিরি-সুতা শ্রীপার্ব্বতীদেবী উক্তরূপে বেতস-লতা মণ্ডপে শ্রীশঙ্করদেবের শুভ-সমাগম-নিশ্চয় করিয়া, যাবৎ আনন্দভরে বিটপান্তরাল-সাহায্যে তাঁহাকে অবলোকন করিতে উদ্যতা হইলেন, তাবৎ বেতস-লতা-মণ্ডপে শ্রীশঙ্করদেবকে দেখিতে না পাইয়া, অত্যন্ত-বিষাদ-ভরে বলিয়া উঠিলেন যে, অয়ি সখি! আমি ত নেত্র-নির্ব্বাণ, বা নয়নানন্দ-লাভে সমর্থা হইলাম না। কই আমার সেই মনো-নয়নানন্দদায়ক মনোরথ-প্রিয় শ্রীশঙ্করদেব ত বেতস-লতা-মণ্ডপের অন্তর্গত কুসুমাস্তরণে আস্তৃত-শিলা-পট্টে অধিশয়ানাবস্থায় নন্দী, ভৃঙ্গী ও বীরভদ্র-প্রভৃতি-ভক্ত-জন-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, বা উপাসিত হইতেছেন না? হে সখি! আমি মনে করিয়াছিলাম যে, কুঞ্জ-কানন, বা লতা-মণ্ডপ-ব্যবহিতা হইয়া, ভক্ত-জনগণ-সহ শ্রীশঙ্করদেবের বিশ্বস্ত-কথিত-সকল শ্রবণ করিব, কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে ত সেই সৌভাগ্য-লাভ ঘটিল না, এইকথা বলিয়া, চতুর্দ্দিক-বিলোকন-পূর্ব্বক হতাশ-হৃদয়ে অবসন্ন-শরীরে স্খলিত-পদে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পতনোন্মুখী হইলে, সেবাবহিত-মানস-সখীগণ সহসা তাঁহাকে ধারণ-পূর্ব্বক সকুসুমাস্তরণ-শিলা-পট্টতলে শয়ন করাইয়া, নলিনী-পত্র-দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ উপবীজনের অনন্তর সখীগণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে দেবি! "অপি সুখায়তে তে নলিনী-পত্র-বাতঃ?"। প্রিয়সখীগণের উক্তরূপ-প্রশ্নের উত্তরে খেদের সহিত শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—"কিং বীজয়ন্তি মাং প্রিয়সখ্যঃ?" হে সখি! আমার এই শরীর-সন্তাপ যদি আতপ-লঙ্ঘন, বা গ্রীষ্ম-সময়-জনিত হইত, তাহা হইলে, তোমাদিগের দ্বারা উপবীজিতা হইয়া, আমি তাপোপশান্তি-জনিত-সুখানুভবে সমর্থা হইতাম। পক্ষান্তরে হে

সখি! আমি সুচিরকালযাবৎ শ্রীশঙ্কর-বিরহানল-তাপে নিরন্তর দগ্ধপ্রায়া হইতেছি। হে সখি! শ্রীশঙ্কর-বিরহ-দাব-দগ্ধ-হৃদয়ে শ্রীশঙ্কর-সমাগম-সলিল-সিঞ্চন-সাহায্য-ব্যতীত প্রকারান্তরে শান্তি-লাভের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতা হইয়াছে।

এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী উচ্চ-কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে, শ্রীশঙ্করদেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—হে নাথ! পূর্ব্বকালে আমি যখন প্রজাপতি-দক্ষ-প্রদত্ত-সতী শরীর-পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তৎকালে আপনি সেই সতী-শবের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া, আমাকে উত্থাপিতা করিবার জন্য সাশ্রু-নেত্রে বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সুভগে! পতি-প্রাণেশ্বরি! প্রিয়ে! শঙ্করোঽহংতব স্বামী, পশ্য মাং নিকটাগতম্।" আর এখন আমি আপনার বিরহে এত অধীরা হইয়াছি দেখিয়াও, আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশ করিতেছেন না কেন? হে শিব! শিব-প্রদ! সর্ব্ব! সর্ব্বরূপ! সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ! সর্ব্বাত্মন্! আপনিই না একদিন আমার অভাবে বিরহকাতর হইয়া, স্বীয়-চৈতন্যময়-স্বরূপকেও শবতুল্য বিবেচনা করিয়াছিলেন? আর এখন আমি শক্তি-স্বরূপে আপনাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শিব-স্বরূপে পতিভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু কই আপনি ত আমার প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশ করিতেছেন না?

হে মহেশ্বর! তুমি সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপা, তোমার সহিত মিলিত হইয়াই, আমি সর্ব্বশক্তিমান্, বা শক্ত বলিয়া, শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছি, এই কথা-গুলি ত আপনারই শ্রীমুখ-বিনির্গত? যদি আপনি আমার সহিত মিলিত হইয়াই, আপনার সর্ব্ব-শক্তিমত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করেন, তবে অধুনা আপনি আমার সহিত মিলিত হইতে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? হে দেব! আপনি এখনও কি আমার সহিত মিলিত না হইয়া, "শক্তিহীনঃ শবসমো, নিশ্চেষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মসু" থাকিতে ইচ্ছা করেন? হে বিভো! আপনি পূর্ব্বকালে আমার প্রতি, "যে ব্যক্তি শক্তি তত্ত্ব অবগত নহে এবং স্বয়ং শক্তিহীন হইতে ইচ্ছা করিয়া, যে ব্যক্তি শক্তির নিন্দা করিতে অগ্রসর হয়, "তং ত্যক্তমুচিতং

বিজ্ঞে! কথং মাং ত্যজসি প্রিয়ে?" এইরূপ প্রশ্নবচন-কথন-পূর্ব্বক, এক্ষণে আপনিই আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন?

হে শিব! স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমরা সকলে তোমার সাধ্যভূত, অতএব আমাদের প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ-পাত কর, এইকথা বলিয়া, আপনি একদিন আমার কৃপা-কটাক্ষ-প্রার্থী হইয়াছিলেন, আর আমি অধুনা আপনার কৃপা-কটাক্ষাভিলাষিণী হইয়া, বারংবার আপনার অনুগ্রহ-প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি আপনি আমার প্রতি করুণা-প্রকাশে কাতর হইতেছেন কেন? হে শশাঙ্ক-শেখর! এই অধীনার প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক একবার এইস্থানে আগমন করিয়া, "সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ, বদ কিঞ্চিৎ সুধোপমম্।" হে শঙ্কর! মধুর-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক স্নেহ-স্নিগ্ধ-দৃষ্টি-সাহায্যে আপনি একবারমাত্র আমাকে অবলোকন করিয়া, ভবদীয়-বিরহানল-দগ্ধ-মদীয়-হৃদয়ে প্রেম-সলিল-সেচন করুন। হে দেবদেব! সতী-শরীরে অবস্থিতিকালে দূর হইতে অবলোকন করিয়া, অবিলম্বে সুমধুর-সস্মিত-স্নিগ্ধ-বচনে আপনি আমাকে কত কথাই বলিতেন; কিন্তু আজ কেন আপনি আমাকে আপনার বিরহানলে দগ্ধ-হৃদয়ে বিলাপ করিতে দেখিয়াও, কোন কথা বলিতেছেন না? আজ কেন আপনি আমাকে এরূপে রোদন করিতে দেখিয়াও, নিকটে আগমন-পূর্ব্বক "প্রাণাধিকে! ত্বমুত্তিষ্ঠ, প্রাণাধারে! পরাৎপরে!" বলিয়া, আমাকে উত্থাপিতা করিতেছেন না? হে জগদাধার-স্বরূপ! আমি যে আপনার অভাবে এরূপে রোদন করিতেছি, তাহা কি আপনার দৃষ্টি-পথে পতিত হইতেছে না?

হে সুন্দর! আপনি মদনকে দগ্ধ করিয়া, তথা ত্বদধীন-মদীয়-প্রাণ-পঞ্চককে পরিত্যাগ করিয়া, সহসা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন? হে শশি-খণ্ড-মণ্ডন! আমি যখন জগন্মাতা দক্ষকন্যারূপে সতী-শরীর-পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তৎকালে আপনি আমার শবশরীর অর্থাৎ সতী-শবের সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রসারিতহস্তদ্বয়ে আমার শব-শরীর আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রু-পূর্ণ নয়নে শোক-ব্যাকুল-মানসে বিরহোৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে "পতিব্রতে! সমুত্তিষ্ঠ, কথং মাং নাদ্য সেবসে।

কথং করোষি বিজ্ঞায়, ব্রতভঙ্গং শ্রুতিপ্রসু !” এইকথা বলিয়া, আমার প্রিয়তমা-সতীর মৃতদেহ নিজ-বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, আর আজ আমি এই ভবদীয়-বিরহাতুর-হৃদয়ে একবারমাত্র আপনার দর্শনাভিলাষিণী হইয়া, কাতর-কণ্ঠে দীনাতিদীনভাবে এত করুণ-ক্রন্দন করিতেছি, তথাপি আপনি একবারমাত্র আমাকে দর্শন-দান করিতেও, কৃপণতার আশ্রয়-গ্রহণ করিতেছেন, ইহা কি বিচিত্রতর নহে ?

হে শঙ্কর ! সতী-দেহে অবস্থিতিকালে “নিধায়োরসি সংশ্লিষ্য” যখন আপনি আমাকে, সতী-রূপিণী-প্রিয়তমাকে উন্নত-কপোলতলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন দান করিয়াছিলেন, বক্ষোদেশে আমাকে ধারণ-পূর্ব্বক “অধরে চাধরংদত্বা,” “পুনঃ পুনঃ সমাশ্লিষ্য,” মুখমণ্ডলে, স্তন-যুগলে, ললাট-ফলকে, কণ্ঠ-দেশে, লোচন-যুগলে, গণ্ড-স্থলে, কর্ণদ্বয়ে, কক্ষ-দেশে, উরুস্থলে, তথা মস্তক-মণ্ডলাদি-স্থান-সমূহে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াছিলেন, তখন আমি ক্ষণকালের জন্যও এরূপ মনে করিতে পারি নাই যে, পার্ব্বতী-শরীরে আপনার বিরহে আমাকে এত অধীরা, কাতরা, আতুরা, বা ব্যাকুলা হইতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্ববৃত্তান্তস্মরণপূর্ব্বক কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে, সহসা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন। কিঞ্চ, পার্ব্বতীদেবী চেতনা-প্রাপ্তির অনন্তর শোক-বেগ-বশে সহসা সমুত্থিতা হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে গিরিরাজ-পুরোদ্যানে এদিকে, ওদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, শ্রীশঙ্কর-বিরহ-জ্বর-কাতরা পার্ব্বতীদেবী পুনরপি-উন্মত্ত-জনবৎ “শিব ! স্বামিন্ ! প্রাণেশ্বর ! মহাদেব ! জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরো !” এই কথা বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অপিচ, শ্রীশিব-বিরহাতুর-মানসা পার্ব্বতীদেবী পুনরপি কহিলেন, হে বাঞ্ছিতার্থ-প্রদ ! মহাদেব ! পূর্ব্বকালে আমি যখন সতী-শরীর-পরিত্যাগ করিয়াছিলাম এবং মৎকর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত সেই সতী-শরীরের ছিন্ন-গলিতাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল ভিন্ন-ভিন্ন-স্থানে পতিত হওয়ায়, সিদ্ধ-মহাপীঠ-সমূহের উৎপত্তির অনন্তর সতী-শরীরের অবশিষ্ট অঙ্গ-সকলের যথোচিত-সংস্কার-বিধানান্তে আপনি যখন সতী-শরীরজ-ভস্ম-সকলকে

অঙ্গাভরণ, বা ভূতি-লেপ-রূপে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া, তথা পরিশেষে পরিশিষ্ট-সতী-শরীর-সারভূত অস্থিসকলকে মালাকারে পরিণত করিয়া, কণ্ঠ-ভূষণ-রূপে নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-সদৃশ-স্বীয়-নীল-দূর্ব্বা-দল-শ্যামল, নীর-নিকর-পরিপূর্ণ-কৃষ্ণ-নীরদ-খণ্ড-কল্প, বিপুল-হালাহল-বিষ-পান-জনিত-কালিম-মণ্ডিত-কণ্ঠে ধারণ-পূর্ব্বক "সতি! প্রাণেশ্বরীত্যুক্ত্বা", মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে অর্থাৎ ছায়া-সতীর দেহত্যাগ, বা আপনা-কর্ত্তৃক-ছায়াসতী-শরীর-সম্ভূত-ভস্মাস্থি-সাহায্যে গাত্র-বিলেপন ও কণ্ঠ-ভূষণ-ধারণ-কালে গগন-গাত্রগতা হইয়া, আমি মনে মনে যে আশা-কানন-কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা কি আপনার এই প্রচণ্ড-বিরহ-দাব-বহ্নির বিপুল-বিশাল-করাল-গ্রাসে পতিত হইয়া, অকালে মরুভূমিরূপে বিপরিণত হইবে? এইকথা বলিয়া, গলদশ্রু-নয়নে রোদন করিতে করিতে, নগরাজ-নন্দিনী শ্রীমহেশদেবের পূর্ব্ব-পত্নী শ্রীমতীপার্ব্বতী দেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের অদর্শন-জনিত-বিরহ-কাতর-হৃদয়ে শোক-সন্তপ্ত-মানসে বেতস-লতা-মণ্ডপান্তর্গত-সকুসুমাস্তরণ-শিলা-পট্ট-তল্পে মূর্চ্ছিতা হইলে, পার্ব্বতীদেবীর সিগ্ধ-সখী-জনগণ নলিনী-পত্র-বাত, সুশীতল-সুরভি-মন্দাকিনী-সলিল-সিঞ্চন, উশীরানুলেপন ও চন্দন-বিলেপন-প্রভৃতি-সাহায্যে, তথা অন্যান্য-বিবিধ-সেবা-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পিতা গিরিরাজ-হিমালয় ও মাতা মেনকা-দেবীর নিকটে উপনীতা করিলেন এবং গিরিরাজ ও তাঁহার মহীয়সী-মহিষী-মেনকাদেবী বিবিধ-সমবেদনা-যুক্তসুস্নিগ্ধ-সুমিষ্ট-বচনে পার্ব্বতীদেবীকে কথঞ্চিৎ সমাশ্বস্তা করিলেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজনগণ, তথা সখী-জনগণ-কর্ত্তৃক বহুবিধ-সমাশ্বাস-বচনে পার্ব্বতীদেবী কথঞ্চিৎ সমাশ্বস্তা হইলেন বটে; কিন্তু পার্ব্বতীদেবী শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, পানে, ভোজনে, গমনে, তথা অবস্থানে কোনরূপ শান্তি-সুখ-স্বচ্ছন্দতা-লাভে সমর্থা হইলেন না। পক্ষান্তরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীহর-চেষ্টিতসকল স্মরণ করিয়া, "ধিগ্‌রূপঞ্চ মদীয়কম্‌" বলিয়া, দুঃখিতান্তঃ-করণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতীদেবী যখন শ্রীশঙ্করদেবের চেষ্টিত-সকল স্মরণ-পূর্ব্বক সদা-কাল দুঃখিত-চিত্তে সর্ব্ব-বিরহ-ব্যথিত-হৃদয়ে সখী-জনগণ-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে সহসা একদিন দেবর্ষি-নারদ শিবশিবেতি-ভাষণ-পরায়ণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমীপে সমাগত হইলেন। কিঞ্চ, শ্রীমান্‌ নারদদেব পূজিত ও সুখাসনে সমাসীন হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী-কৃত শ্রীশিব-প্রাপ্তি-বিষয়ক উপায়-প্রশ্ন-শ্রবণ-পূর্ব্বক উত্তরপ্রদানা-বসরে কহিলেন,—"তপঃ-সাধ্যো হরঃ স্বয়ম্‌।" হে দেবি! উৎকট-দুশ্চর-তপশ্চরণ-ব্যতীত ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণও শ্রীশঙ্করদেবকে

লাভ করিতে পারেন না। ভগবৎপ্রিয় শ্রীনারদদেব শ্রীশঙ্করদেবের প্রাপ্তি-বিষয়ে তপস্যানুষ্ঠান-লক্ষণ উপায়-কথন-পুরঃসর নারায়ণনাম-গ্রহণান্তে প্রস্থিত হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নারদদেব-কথিত উপায়-বচন-শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীশিবদেব যে তপঃ-সাধ্য, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগতা হইয়া, তপশ্চরণার্থ দৃঢ়-সঙ্কল্প করিলেন।

অপিচ, বিনয়ান্বিতা পার্ব্বতীদেবী শ্রীশিবপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে পিতা ও মাতার নিকটে লজ্জাবশতঃ তপশ্চরণ-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে না পারিয়া, সখী-দ্বারা পিতা ও মাতার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর আদেশ-বচনানুসারে তাঁহার সখীগণ হিমালয়-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে হিমবন্! অধুনা আপনি মনঃ-সংযোগ-সহকারে আপনার পুত্রী পার্ব্বতীদেবীর প্রার্থনাবচন শ্রবণ করুন। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সম্প্রতি স্বীয়-দেহের, রূপের ও বিবিধ-সদ্গুণের, তথা আপনার এই কুলের সাফল্য-সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। শ্রীশঙ্করদেব যে একমাত্র তপস্যা-সাধন-সাহায্যে সমারাধনীয়, তাহা আপনি সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন এবং ইহাও আপনি অবগত আছেন যে, কঠোরতর-দুশ্চর-তপোবল-ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে শ্রীশঙ্করদেব কাহারও বশ্যতাস্বীকার করেন না। অতএব হে পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ! অধুনা আপনি আপনার কন্যা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীশিব-সন্তোষণ-কল্পে তপশ্চরণার্থ আজ্ঞা-প্রদান করুন।

সখী-জন-গণের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, হিমালয় কহিলেন,—হে সখীগণ! তোমাদিগের এই প্রস্তাব আমার নিকটে অত্যন্ত-রুচিকর হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই পরম-রমণীয়-প্রস্তাবটী আমার পক্ষে অতীব উপাদেয়, বা রুচিকররূপে প্রতিভাত হইলেও, এবিষয়ে মেনাদেবীর রুচি উৎপাদন যে তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চিতই তোমরা সবিশেষ অবগত আছ। কিন্তু, শ্রীপার্ব্বতীদেবীর ভাগ্যে তপশ্চরণ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে তদপেক্ষা অধিকতর পরমোত্তম আনন্দের বিষয় আর কি আছে? পার্ব্বতীদেবী যদি বাস্তবিক-পক্ষে তপস্যার আচরণে প্রবৃত্তা হন, তবে মদীয়-কুলের যে অবশ্যই সাফল্য সম্পাদিত

হইবে, তদ্বিষয়েই বা আর সন্দেহ কি আছে ? হে সখীগণ ! তোমরা যদি এই প্রস্তাবিত-বিষয়ে পার্ব্বতীদেবীর মাতা মেনাদেবীর রুচি উৎপাদন করিতে পার, তবে তদপেক্ষা অধিকতর-শুভতর কি হইতে পারে ?

পার্ব্বতীদেবীর পিতা গিরিরাজ-হিমালয়-কর্ত্তৃক অভিহিত উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, পার্ব্বতীদেবীর সখীগণ মহাত্মা হিমভূধরের আদেশানুসারে তৎকালমাত্রেই পার্ব্বতীপ্রসূতি-মেনকাদেবীর নিকটে গমন করিলেন। অপিচ, সখীগণ মেনাদেবীর সমীপে গমন-পূর্ব্বক পার্ব্বতী-মাতাকে এইকথা বলিলেন যে, হে পার্ব্বতী-মাতঃ! আপনার পুত্রীর বচনাবলী-শ্রবণ-পূর্ব্বক অধুনা তদনুসারে কার্য্য করা আপনার পক্ষে নিতান্তই সমুচিত বিবেচিত হইতেছে। হে মাতঃ! আপনার পুত্রী পার্ব্বতীদেবী শ্রীশিব-সন্তোষণকল্পে পরম-দুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তথা পার্ব্বতীদেবী শ্রীশিবার্থে তপশ্চরণকল্পে পিতা হিমালয়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, এক্ষণে আপনার অনুমতি-প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু, হে পার্ব্বতী-মাতঃ! আপনার এই কন্যা কালীদেবী স্বকীয় দেহ, রূপ, গুণ, তথা আপনার সুমহৎ-কুলের সাফল্যসম্পাদনাভিপ্রায়ে তপশ্চরণাভিলাষিণী হইয়াছেন। অতএব পতিব্রতা-পুত্রীর প্রার্থনা-পূরণ-কল্পে আপনি যদি তপঃ-সাহায্যে তাঁহাকে শ্রীশঙ্কর-মনোরঞ্জনার্থ অধুনা আজ্ঞা-প্রদান করেন, তবে তিনি অবিলম্বে দুশ্চর-তপশ্চরণে মনো-নিবেশ করিতে পারেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একোনবিংশ অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী-মুখ-বিনির্গত উক্তরূপ-প্রার্থনাপর-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, দুঃখোপহতমানসা-মেনকা তৎকাল-মাত্রেই প্রিয়তমা-পুত্রী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে সমাহ্বান-পূর্ব্বক বিহ্বল-হৃদয়ে এইকথা বলিলেন যে, হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তুমি দুঃখিতা হইতেছ কেন? হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তোমার এত অধিক-পরিমাণে দুঃখিতা হইবার কোন কারণ নাই। হে পুত্রি! তুমি তপশ্চরণার্থ আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছ। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, হে পুত্রি! তোমার কি তপোবলের কিছু অভাব আছে? তোমার যদি পূর্ব্বার্জ্জিত-প্রচুর-তপস্যা না থাকিত, তবে কি তুমি এই গিরি-রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিতে? হে পুত্রি! তোমার এই জন্ম-গৃহে কোন্ বস্তুর অভাব আছে? তাহা আমাকে বল, আমি তোমার সেই অভাব অবিলম্বে পূর্ণ করিয়া দিতেছি। হে পার্ব্বতি! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তপশ্চরণার্থ কোন্‌স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমার গৃহে কোন্ দেবতার অভাব আছে? "দেবাঃ সন্তি গৃহে মম", আমার এইবাক্য যদি তুমি সত্য মনে করিয়া গ্রহণ করিতে পার, তবে গৃহ-দেবতা-সকলকে পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক তপোবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ কেন? কিঞ্চ, হে পুত্রি! তোমার মনে যদি তীর্থ-বাস-বাসনা সমুদিতা হইয়া থাকে তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, "তীর্থানি চ বিচিত্রাণি, ন সন্তি তে পিতুর্গৃহে?"

অতএব হে পুত্রি! তোমাকে যদি একান্তপক্ষে তপস্যাই করিতে হয়, তবে তুমি গৃহে অবস্থিতি-পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে তপস্যা করিতে পার। আর যদি তুমি নিতান্ত আগ্রহভরে তপোবনেই গমন করিতে

ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি ত একবার তপোবনে গমন করিয়াছিলে, পরন্তু তপোবন-গমনে তোমার কোন্ কার্য্য সাধিত হইয়াছে ? এবং অধুনাই বা তপোবনে গমন করিয়া, তুমি কোন্ কার্য্য-সাধন করিবে ? সেইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, হে পুত্রি ! তুমি আমার বাক্যানুসারে গৃহে বসিয়াই তপস্যা কর এবং এইরূপ করিলে, অবশ্যই অনপায়িনী-সিদ্ধি তোমার করতলগতা হইবে। অপিচ, হে বৎসে ! তোমার শরীর অতীব-কোমল এবং তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্তা হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই তপঃ-কার্য্য যে অত্যন্ত কঠোরতর, তাহা তোমারও অবিদিত নহে। হে বৎসে ! অতিপেলব-শিরীষ-পুষ্প ভ্রমরেরই পদ-ভার সহ্য করিতে পারে, কিন্তু কদাপি পতত্রির পদ-ভার সহ্য করিতে পারে না। হে পুত্রি ! এই কারণ-বশতঃ আমি বলিতেছি যে, তুমি নিজ আলয়ে অবস্থান-পূর্ব্বক অভিমতা উপযুক্ত-রূপা তপস্যার অনুষ্ঠান কর এবং এইরূপ তপস্যাই তোমার পক্ষে সুলভা হইতে পারে।

গিরিরাজ-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী মাতা-মেনকা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পুনঃ পুনঃ নিবারিতা হইয়াও, তপোবন-গমন-সঙ্কল্প-পরিত্যাগে সমর্থা হইলেন না এবং গৃহে অবস্থিতি-কালে শ্রীশিব-সমারাধনা-ব্যতীত প্রকারান্তরে শ্রীমতী-সতীপার্ব্বতীদেবী কোনরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা-লাভেও সমর্থা হইলেন না। অপিচ, মাতা-মেনকাদেবী-কর্ত্তৃক বন-গমনে বহুধা নিবারিতা হইয়া, পার্ব্বতীদেবী অত্যন্ত-দুঃখ-কষ্টের সহিত গৃহে কাল-যাপন করিতেছেন, এই সংবাদ-শ্রবণান্তে গিরিরাজ-মহিষী পার্ব্বতীদেবীর শ্রীশিব-বিরহ-জাত-দুঃখের গুরুত্ব উপলব্ধি-পুরঃসর অগত্যা তাঁহাকে তপস্যার্থ বন-গমনে অনুমতি-প্রদান করিলেন। এইরূপে পিতা ও মাতা-কর্ত্তৃক সমাজ্ঞপ্তা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী মাতা ও পিতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত-পূর্ব্বক তৎকাল-মাত্রেই "সখীভ্যাং সংযুতা তত্র, তপস্তপ্তু মুপাযযৌ।" নগরাজ-হিমালয়েরই নির্জ্জন-প্রদেশস্থ একটী শিখরে তপশ্চরণার্থ সমাগতা হইয়া, অবিলম্বে স্বীয়-গাত্র-গত অনেকবিধ আভরণ, তথা বিবিধ-বিচিত্র-বস্ত্র-সকল-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তৎক্ষণাৎ সুশোভনা-মৌঞ্জী এবং বল্কল-ধারণ করিলেন। তথা উত্তরীয়ার্থে মৃগ-চর্ম্ম-ধারণ

করিয়া, শ্রীশঙ্কর-বিরহাতুর-মানসা মেনকা-দুহিতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশিব সন্তোষণকল্পে আহার-পরিহার করিলেন।

কিঞ্চ, হিমালয়ের যে শৃঙ্গে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপশ্চরণ-কারণ-বশতঃ গমন করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গে গৌরী-তীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ একটী তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পার্ব্বতীদেবী সেই তীর্থতীরে দুশ্চর-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন। হিমালয়ের যে প্রস্থ-প্রদেশে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকৃত-তপশ্চরণ-কারণ-বশতঃ অদ্যাপি হিমালয়ের সেই শৃঙ্গ গৌরী-শিখর নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। পত্র-পুষ্প-ফল-ভারাবনত-সুন্দর-দর্শন-পবিত্র-পাদপ-সমূহে সমাবৃত এই গৌরী-শিখরে শুভ-লক্ষণ-সম্পন্ন-বেদিকা-নির্ম্মাণান্তে ভূত-শুদ্ধি করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে সুদুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকৃত-তাদৃশ-তপশ্চরণের অনুরূপ-তপশ্চরণ সুপ্রসিদ্ধ-নামা মুনিগণও কখন করিয়াছেন? কি না? তাহা নিশ্চয় করিয়া, বলা নিতান্তই সুকঠিন। বিশেষরূপে শরীর-চাঞ্চল্য-পরিহার-পূর্ব্বক সূর্য্য-মণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধা করিয়া, পরমদুষ্কর-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী ঘর্ম্মকালে প্রদীপ্ত-পঞ্চাগ্নি-মধ্যে, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলে, তথা শীত-কালে জল-সমীপে অবস্থিতি-পুরঃসর প্রচুরতর-তপশ্চরণাবসরে তপঃ-পরিমাণ-নিরূপণকল্পে বিবিধ-পুষ্প-ফল-সমৃদ্ধি-সম্পান্ন-পাদপ-সমূহে পরিবৃত আশ্রম-প্রদেশে বিবিধ-জাতীয়-স্বর্গীয়-পাদপ-সকল আরোপিত করিলেন।

কিঞ্চ, পার্ব্বতীদেবী উক্তরূপে তপশ্চরণ-কালে স্বহস্তে আরোপিত-পাদপ-পুঞ্জের পাদ-প্রদেশে প্রত্যহ সলিল-সিঞ্চন, তথা সমাগত অতিথি-সকলের সেবন-লক্ষণ-ব্রত-পরিপালন-পূর্ব্বক কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বৃষ্টি, কি অন্যান্যরূপ-বিবিধ-দুঃখ, কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কাহাকেও গ্রাহ্য, বা গণনার মধ্যে না আনিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ-পূর্ব্বক কঠোরতর-তপস্যা করিতে লাগি-লেন। পরম-দুশ্চর-সুদুষ্কর-তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তা শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী তৎকালে এরূপ ঘোরতর-তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, তত্রত্য-মুনি-মহর্ষিগণ দেবীপার্ব্বতীকৃত-সুদুশ্চর-তপশ্চরণবার্ত্তা-শ্রবণ করিয়া,

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কিরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর আশ্রমপদে সমাগত হইলেন। ধর্ম্ম-বৃদ্ধ-জনগণ-সমীপে মহনীয়-চরিত, ধার্ম্মিক-প্রবর, বয়োবৃদ্ধ, মহাপ্রাণ, উদারহৃদয়-শ্রেষ্ঠ-সজ্জনগণের শুভাগমন শ্রেয়ঃ-সাধন বলিয়া, শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

বুধজনগণ বলিয়া থাকেন যে, বয়ঃ-প্রমাণের কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া, বয়োবৃদ্ধই হউক, অথবা বয়ঃকনিষ্ঠই হউক, ধার্ম্মিক-সজ্জনগণের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর ও সম্মান-প্রদর্শন করিবে। ধর্ম্মপদার্থ সর্ব্বত্র সজ্জন-সমাজে সম্মাননীয়রূপে সমর্থিত হওয়ায়, হিমালয়-পর্ব্বত-প্রদেশস্থ-তদানীন্তন-মুনি-মহর্ষিগণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্ত্রীজন, বা বয়ঃ-কনিষ্ঠা হইলেও, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, তদীয়-তপশ্চরণ-বার্ত্তা-শ্রবণ ও তপোধর্ম্মানুষ্ঠান অবলোকন করিয়া, পরম-বিস্ময়-সমন্বিত-মানসে পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, কঠিনাঙ্গ-মহিমান্বিত-মুনি-মহর্ষিগণ আর কীদৃশী তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন? নগেন্দ্র-নন্দিনী ভুবন-মোহিনী পার্ব্বতীদেবী সম্প্রতি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, এরূপ তপস্যা কেহ কখনও করিয়াছেন বলিয়া ত আমাদের মনে হয় না।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কৃত-তপস্যার শ্রেষ্ঠত্ব-কীর্ত্তন করিতে হইলে, অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপঃ-প্রভাবে তাঁহার আশ্রমগত-পরস্পর-বিরোধ-সম্পন্ন প্রাণি-সকল রাগাদি-দোষ-সংযুক্ত সিংহ, গো, মেষ, মহিষ, অহি, নকুল, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি-জীবগণ রাগাদি-দোষ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিরোধ-রহিত-মানসে পরস্পরের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। তথা অন্যান্য-শ্বাপদগণের ন্যায় দুর্ব্বল বলবান্ খেচরগণও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপো-মহিমবলে পরস্পরের প্রতি বাধা-প্রদানে বিরত হইয়াছিল। কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর স্বহস্তারোপিত-পাদপ-সকল, তথা পূর্ব্বোৎপন্ন-বৃক্ষ-নিচয় পত্র-পুষ্প-ফল-ভরে পরিতঃ অবনতভাব ধারণ করিয়াছিল। তৃণ, গুল্ম ও লতা-সকল পরম-রমণীয়-শোভার আধারে পরিণত হইয়াছিল।

অধিক কি বলিব? পত্রে, পুষ্পে, ফলে, জলে, শ্রী-সৌন্দর্য্যে, পার্ব্বতীদেবীর সেই সমগ্র আশ্রম-কানন যেন কৈলাস-পর্ব্বতের অনুরূপ-রমণীয়তর আকার ধারণ করিয়াছিল এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপঃ-প্রভাবে কৈলাসালয়ের সমানশ্রী-সৌন্দর্য্য-সমন্বিতাবস্থায় সেই আশ্রম-কানন তপঃ-সিদ্ধ-তেজোময়-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-রাশিকেও যেন পরাজিত করিয়াছিল।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

বিংশ অধ্যায়

অথবা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী উক্তরূপে তপশ্চরণ-মার্গে ক্রমশঃ বিচরণ-কালে শ্রীমান্ নারদদেব-কৃত উপদেশানুসারে প্রথমতঃ ফলভোজননিয়মারম্ভ করিয়াছিলেন। এইসময়ে চর্য্যার মধ্যে তাঁহার প্রধানা চর্য্যা ছিল, পঞ্চাতপানুষ্ঠান, চিন্তার মধ্যে ছিল, শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জ্ঞানে, যোগে, যাগে, একমাত্র-শাম্ভবী চিন্তা, এবং বিবিধ-মন্ত্রবীজ-জপের মধ্যে ছিল, একমাত্র-মানস-মাহেশ্বর-ষড়ক্ষর-মন্ত্রজপ। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ফল-ভোজন-নিয়ম-সম্পন্না হইয়া, নিজ উপবেশনাধারভূত-শাস্ত্র-বিধি-বিরচিত আসনের একহস্ত-পরিমিত-দূরবর্ত্তি-স্থানে যজ্ঞিয়-শুষ্ক-দারু-সঞ্চয়-সাহায্যে চতুর্দ্দিকে চতুষ্কৃত-চতুর্বহ্নি-সংস্থাপন-পূর্ব্বক গগন-গাত্র-গত-তীব্রাংশু-দিবাকরদেবকে পঞ্চমানলরূপে কল্পনা করিয়া, বৈশ্বানরেষ্টি-সাহায্যে অনল-চতুষ্টয়-প্রদীপনান্তে তন্মধ্যস্থা হইয়া, বল্কলাংশুক-পরিবেষ্টিত-শরীরে সূর্য্য-বিম্ব-বীক্ষণ-পুরঃসর সমগ্র-গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিলেন

ফল-ভোজন-নিয়মাবলম্বনে, তথা বহ্নি-সেবনে তপস্যার প্রথম-পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া, শিশির-সময়ে তোয়-বাসিনী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তোয়-মাত্র ভোজন করিয়া, তপস্যার দ্বিতীয়-সোপান অতিক্রম করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয়-সোপান অতিক্রম করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তৃতীয়-সোপানারোহণ-কালে প্রথমভাগে স্বয়ং পতনশীল-বৃক্ষ-পল্লব ভোজন করিয়া, পরিশেষে তপস্যার পরাকাষ্ঠা স্বয়ংবিশীর্ণ-দ্রুম-পত্র-বৃত্তিতা-পরিহার-পূর্ব্বক নিরাহার-ব্রত অবলম্বন করিলেন। গিরি-কুমারী-কালী-পার্ব্বতীদেবী যখন আহার-বিষয়ে বৃক্ষের গলিত-পত্র-ভোজন-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, নিরাহারব্রত অবলম্বন করিলেন, তৎকালে পর্ণ-ভোজন-বর্জ্জন-প্রযুক্ত দেবগণ-কর্ত্তৃক তিনি "অপর্ণা" নামে কথিতা হইয়া;

ধরণীতলে বিখ্যাতা হইলেন। নিরাহার-ব্রতা, তপশ্চরণ-খিন্না, অপর্ণা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পঞ্চাতপব্রত, তথা তোয়-প্রবেশন-সাহায্যে তপস্যা করিয়া, পশ্চাদ্ বসন্ত-সমাগমে একপাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একপাদ-স্থিতা, "চীর-বল্কল-সম্বীতা, জটা-সঙ্ঘাত-ধারিণী", শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ-পরায়ণা, শ্রীশিব-চরণ-চিন্তনাসক্ত-চিত্তা, কৃশাঙ্গী-হিম-গিরি-সুতা যখন তপশ্চরণ-প্রভাবে তপোবৃদ্ধ-মুনি-মহর্ষিগণকেও পরাভূত করিলেন, তৎকালে তাঁহার সম্মুখে আত্মীয়রূপে এক সুমহান্ তপোবিঘ্ন সমুপস্থিত হইল। অর্থাৎ বহুকাল বিগত হইল, অথচ পুত্রী-পার্ব্বতীদেবী গৃহে প্রত্যাগতা হইলেন না দেখিয়া, সুতা-স্নেহ-সমাকৃষ্টা, জয়া-বিজয়া-ভিন্ন পার্ব্বতী-সখীগণ, তথা স্বজন-গণে পরিবৃতা, সুমেরু-কন্যকা-মেনকাদেবী বিচার-পূর্ব্বক ভর্ত্তা-হিমালয়ের সহিত তপোবনে গমন-পূর্ব্বক তন্বী-ভামিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপোযুক্তা হইয়া, যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিতা হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে বালে! তুমি শীঘ্র আমার সহিত গৃহে আগমন কর।

হে বৎসে! তোমার শরীরের এই হীনাবস্থা অবলোকনে আমি নিতান্তই মর্ম্ম-বেদনা-অনুভব করিতেছি। হে বালে! এরূপ কৃশ-শরীরে তোমার পক্ষে আর এতাদৃশ-কঠোরতর-তপঃ-ক্লেশ সহ্য হইবে না। অতএব হে পুত্রি! আমি তোমার প্রতি অনুরোধ-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, তুমি পুনরপি এরূপ তীব্রতর-তপঃশ্রম করিও না। হে পার্ব্বতি! আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, "মৃদুদেহাসি পুত্রি! ত্বং, মা তপো যাহি কর্কশম্। তপঃ সোঢ়ুং মুনের্গাত্রং, শক্তং তে ন কলেবরম্।" কিঞ্চ, হে পুত্রি! তপশ্চরণা-ভিপ্রায়ে ত্বদীয়-তপোবনবাস যখন তোমার শত্রুগণেরও অভিলষিত নহে, তখন হে পুত্রি! তুমি বন-বাসোদ্ভব-তপঃ-ক্লেশ-পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে অবস্থিতি-পূর্ব্বক আত্ম-হিতকরী আত্মানুরূপা তপস্যার অনুষ্ঠান কর।

দীন-মানসা-মাতা-মেনকাদেবীর উক্তরূপ-বচন-শ্রবণ করিয়া, মনস্বিনী-

গিরিজাদেবী মাতাকে কহিলেন,—মাতঃ! আপনি আমাকে বন-বাসোদ্ভবা তপস্যা করিতে নিষেধ করিবেন না। সম্প্রতি আমি তপস্যার্থ তপোবনে আসিয়া, তপস্যারম্ভ করিয়া, তপোবন ও তপঃ-পরিহার-পূর্ব্বক গৃহে গমন করিব না। তপো-যত্নপরা-পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, মাতা-মেনকা দেবী পুনরপি কহিলেন,—হে বৎসে! ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি-দেবতা-নিচয় আমার গৃহ-সকলে সততকাল অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব হে পুত্রি! তুমি গৃহে বাস-পূর্ব্বক যথেপ্সিত-দেবগণের অর্চ্চনা কর। কিঞ্চ, হে পুত্রি! স্ত্রীজন স্বামীর সহিত বনে বাস করিতে পারেন, কিন্তু স্বামি-সঙ্গ, বা পতি-কৃত-রক্ষণা-বেক্ষণ-বিনা স্ত্রীজনগণের বনে বাস, বা তপোবন-গতি কদাপি দৃষ্টা, শ্রুতা, কিম্বা বিহিতাও হয় নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীজনগণের স্বামি-কৃত-রক্ষণা-বেক্ষণ-বিনা তপোবনে বাস, বা "বনং প্রতি" তপো-যাত্রা নিষিদ্ধা হইয়াছে। হে বৎসে! এইজন্যই আমি পূর্ব্বেই তোমাকে তপোবনে আগমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। অপিচ, আমি এখনও বলিতেছি যে, "বালে এহি গৃহে শীঘ্রং, মা শ্রমং কর্ত্তুমর্হসি।" মাতা-মেনকাদেবী-কর্ত্তৃক তপস্যার্থ তপোবন-যাত্রার পূর্ব্বকালে, তথা তপোবন-বাসকালে উক্তরূপে পুনঃ পুনঃ প্রতিষিদ্ধা হইয়াছিলেন বলিয়া, পার্ব্বতীদেবী "উ ভো মা তপঃ কুরু", এইরূপ অর্থাভিপ্রায়ে তৎকালে "উমা" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সেযাহাহউক, পার্ব্বতীদেবী যখন দেখিলেন যে, তপঃ-সিদ্ধি, বা শ্রীমহেশ্বরদেবের সাক্ষাৎকার-কাল-পর্য্যন্ত মাতা-মেনকাদেবী তাঁহাকে তপোবনে বাসার্থ, বা তপোবনোদ্ভব-প্রচুর-তপঃ-সাহায্যে শ্রীশিব-শঙ্করদেবের সন্তোষণকল্পে প্রসন্ন-চিত্তে সম্মতিদান করিতেছেন না, তৎকালে মাতা মেনকাদেবীর কথিত-বচন-সকলের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ও লজ্জা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হিমালয়-সুতা পিতা-হিমালয়কে কহিলেন,—হে পিতঃ! আমি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া, তপস্যার্থ তপো-বন-যাত্রার অব্যবহিত-পূর্ব্বকালে সখীগণ-দ্বারা "তপঃকরণযত্নং মে, পিতুরাবেদয় দ্রুতম্।" ইত্যাদিরূপে

আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে স্বাভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনান্তে "তপস্তপ্তুং গমিষ্যামি, মাতঃ! প্রাপ্তুং মহেশ্বরম্। অনুজানীহি মাং গন্তুং, তপসেহদ্য তপোবনম্। যাবন্ন দহ্যে জননি! ভূতেশ-বিরহাগ্নিনা।" ইত্যাদি-রূপে মাতৃদেবীর শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে আত্মাভিপ্রেত-তপঃকরণ-প্রযত্ন-কথা-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক আনন্দ, বা সন্তোষ-প্রসন্নতার সহিত না হইলেও, কথঞ্চিৎ অতিকষ্টে আপনাদের উভয়েরই অনুমতি-গ্রহণ-পুরঃসর তপোবনে আগমন করিয়াছি এবং দেবর্ষি-নারদদেব-কৃত উপদেশ-বাক্যানুসরণে তীব্র-তীব্রতর-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া, উচ্চতর উচ্চতম-তপঃ-সোপান-মাত্রে আরোহণ করিতেছি, এযাবৎকাল তপঃ-সিদ্ধি, বা শ্রীশঙ্কর-সাক্ষাৎকারলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। অতএব এরূপ অবস্থায় কার্য্য-সিদ্ধির পূর্ব্বে আমি কীদৃশ-নীতি-বাক্যাবলম্বনে তপো-বিরতি-প্রতিপাদনপূর্ব্বক তপোবন-প্রদেশ হইতে গৃহের প্রতি প্রতি-নিবৃত্তা হইতে পারি? হে পিতঃ! অত্র বিষয়ে আপনি তাহা একবার যথার্থ-কর্ত্তব্য-পরায়ণ-হৃদয়ে বিশিষ্টরূপ বিচার-বিবেচনা-পুরঃসর যথৌ-চিত্যানুসরণে আমার প্রতি সদয়-সস্নেহভাব-প্রদর্শন-কল্পে মনে মনে ভাবিয়া দেখুন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে বিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, হিমবৎ-সুতা-সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পিতা হিমালয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতঃ! আমি নিজ-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনানুসারেই যে তপস্যার্থ তপোবনে আগমন করিয়াছি, তাহা নহে। পক্ষান্তরে মহামুনি-দেবর্ষি-নারদদেবের উপদেশ অনুসরণ-পূর্ব্বক আপনাদের উভয়ের অনুমতি-গ্রহণ করিয়া, তপোবনে সমাগতা হইয়াছি। আমার তপোবনে আগমনের অব্যবহিত-পূর্ব্বকালে ভবদীয়-মন্দিরে সমাগত-দেবর্ষি-নারদ আপনাকর্ত্তৃক-পূজিত ও বিসৃষ্ট হইয়া, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশান্তে মৎকর্ত্তৃক "পূজিতঃ সুখমাসীনঃ, পৃষ্টঃ প্রাপ্তৌ শিবস্যচ। উক্তবান্ বচনং হ্যেতৎ, তপঃ-সাধ্যো হরঃ স্বয়ম্।" কিঞ্চ, মহামুনি-নারদ আমাকে জ্ঞানশালিনী জানিয়া, সম্বোধন-পূর্ব্বক সর্ব্বজগতের হিতকর এইবাক্য বলিয়াছিলেন যে, হে দেবী-বৃন্দ-বন্দিতে! দেবি! কালি! আমি আপনাকর্ত্তৃক শ্রীশিব-প্রাপ্তিবিষয়ে পরিপৃষ্ট হইয়া, উপায়-নির্দ্দেশকল্পে যে সকল-যথার্থ-সত্যবচন-কথন করিতেছি, তৎসমুদয়-শ্রবণ-পূর্ব্বক অবধারণ করুন।

হে দেবি! মদনদেবের ভস্মতা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে আপনি প্রতিদিন শ্রীশিব-সমীপে উপস্থিতা হইয়া, রমণীয়তম-বিবিধ-পূজোপহার-সমর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাদেবের অর্চ্চনা, তথা বলি-পুষ্পাবচয়ন, বেদি-সমার্জ্জন, নিয়মবিধি-জল ও কুশ-সকলের উপনয়ন-প্রভৃতি-দ্বারা যথেষ্ট-সেবা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সেই সমর্চ্চন, বা সেবন বিধিবিহিত-তপস্যা-পূর্ব্বক না হওয়ায়, আপনি এতদিনপর্য্যন্ত শ্রীশঙ্কর-সঙ্গলাভে সমর্থা হন নাই। হে দেবি! আপনি শ্রীশঙ্করাশ্রমে নিবাসকালে কৃত্যান্তর-রহিতা হইয়া, যখন তাঁহার মুখাবলোকন-পূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেন যে, "কদা মামেব ভূতেশঃ, কর্ত্তা পাণিগৃহীতিকাম্?

কদা ময়া সমং রন্তা, নানা-সদ্‌ভাব-ভাবনৈঃ ?" তৎকালে ভূতেশ শ্রীশঙ্করদেব আপনার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াও, আপনাকে মহেশ্বর-ধ্যান-নিমগ্ন-মানসা, নিসর্গ-পরিস্থিতা, স্বভাব-সুন্দরী, তথা অগ্রগতা অবলোকন করিয়াও, ভার্য্যার্থে গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু, হে দেবি! আপনি অদ্যাপি যোনি-জাত, অতি-দূষিত, গর্ভ-গত-বীজ-পুষ্ট-শরীর ধারণ করিতেছেন, তথা অদ্যাপি আপনি গর্ভ-বীজ-দুষ্ট-নিজ-শরীরের বিশোধন-কল্পে ব্রতচর্য্যা, বেদ-বিহিত-সংস্কার, বা তপস্যার অনুষ্ঠান করেন নাই। এই সকল-কারণ-বশতঃ যদিচ অদ্যাপি শ্রীশঙ্করদেব আপনাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন নাই, তথাপি আপনি যখন মনে মনে শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবও আপনাকে দয়িতা-ভার্য্যা, বা প্রিয়তমা-পূর্ব্ব-পত্নী জানিয়াও, এইরূপ মনে করিতেন যে, "কথমেষা তপ-শ্চর্য্যা-ব্রতং কুর্য্যাদ্ গিরেঃ সুতা। কৃতব্রতাং গ্রহীষ্যামি গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতাম্। তস্মাদ্ ব্রতং যথা কালী, কুর্য্যাৎ তদ্ যুজ্যতে কথম্ ?" অতএব হে দেবি! আপনি অধুনা নিশ্চিতই অবগতা হইতেছেন যে, শ্রীশঙ্করদেব আপনার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেও, উক্ত কারণ-কলা-পাপাত-বশতঃ আপনাকে তৎকালে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে হে দেবি! ইহাও আপনি নিশ্চিতই জানিবেন যে, "ত্বামৃতে শঙ্করো নান্যাং, দ্বিতীয়াং সংগ্রহীষ্যতি।" এবং "ত্বঞ্চাপি নান্যং দয়িতং, গ্রহীষ্যসি বিনেশ্বরম্।" অপিচ, হে দেবি! শ্রীমহাদেব আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দয়িতা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন না এবং আপনিও শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না, ইহা যদিচ ধ্রুব সত্য; তথাপি শ্রীশঙ্করদেব আপনার সতীদেহ-পরিত্যাগের পরবর্ত্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, এযাবৎকাল-পর্য্যন্ত কঠোরতম-তপস্যা-সাহায্যে আপনাকে যেমন সমাকৃষ্টা, তথা সম্পূর্ণরূপে বশীভূতা করিয়াছেন, আপনি কিন্তু সেইরূপ প্রচুরতর-তপঃ-সাহায্যে অদ্যাবধি শ্রীশঙ্করদেবকে সমাকৃষ্ট, বা বশীভূত করিতে সমর্থা হন নাই। অতএব হে দেবি! একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবকেই যদি পতিরূপে

আপনার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আপনি অচিরকালমধ্যেই তপোযুক্তা হইয়া, সুচিরকাল-যাবৎ উৎকৃষ্ট-তপস্যা-দ্বারা পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা করুন। দীর্ঘকালব্যাপি-তপঃ-সাহায্যে আপনার শরীর সংস্কৃত এবং শ্রীশঙ্করদেবের গ্রহণযোগ্য হইলেই, তিনি আপনাকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

হে সুভগে! যে মন্ত্র সাহায্যে আরাধিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব অচির-কালমধ্যে আপনার প্রত্যক্ষভূত হইবেন, সেই এই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি-প্রদ-মন্ত্র আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে পিতঃ! এই কথা বলিয়া, দেবর্ষি-সত্তম-নারদদেব "সর্ব্বদা শঙ্করপ্রিয়ঃ" শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক আপনার পুত্রী পার্ব্বতীদেবীকে, বা আমাকে নিয়মস্থা হইয়া, শ্রীশিব-স্বরূপ-চিন্তন-পুরঃসর উক্ত-মন্ত্রের সহস্র-সহস্র-লক্ষ-লক্ষ-কোটি-কোটি-সংখ্যক-জপ করিতে পরামর্শ-দান করিলেন। কিন্তু, হে পিতঃ! যদবধি আমি মহামতি-মহামুনি-শ্রীমান্ নারদদেব-কর্ত্তৃক "চিন্তয়ন্তী তু তদ্রূপং, নিয়মস্থা ষড়ক্ষরম্। মন্ত্রং জপ ত্বং গিরিজে! তেন তুষ্টো ভবেদ্ধরঃ।" এইরূপে অভিহিতা, উপদিষ্টা, "তপঃ-পথি" প্রেরিতা, প্রবর্ত্তিতা হইয়াছি, তদবধি আমি শ্রীনারদদেবোপদিষ্ট-শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ ও ত্বদীয়-স্বরূপভূত অর্থ-বিভাবন-পুরঃসর এই পরম-দুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি। হে পিতঃ! হে মাতঃ! এক্ষণে যদি আপনারা স্নেহ-প্রযুক্ত আমাকে তপো-ব্রত হইতে মধ্যপথে বিরতা করেন, তবে সমধিক-নিরানন্দময়-গুরুভার-দুর্ব্বহ-জীবন-ধারণ যে আমার পক্ষে নিতান্ত-ক্লেশকর, তীব্রতর-তাপ-দুঃখ-যন্ত্রণা-দায়ক হইবে, বা তাদৃশ-মদীয়-শোচনীয়তম-জীবন যে বিবিধ-বিবুধ-বৃন্দ-বন্দিত-বহুবিধ-বিচিত্র-বিশিষ্টতর-সদ্-গুণোদার-রমণীয়তর-শ্রীশঙ্করদেবের বিপুল-বহুল-বিষম-বিরহ-দাব-বহ্নি-বিদগ্ধাবস্থায় অবশ্য পরিত্যক্তব্যরূপে বিবেচিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অপিচ, হে পিতঃ! ব্রহ্ম-নন্দন-নারদদেব-কৃত উপদেশ-প্রাপ্তির অনন্তর আমি যখন স্নেহময়ী-মাতা-মেনকাদেবীর নিকটে শ্রীশিব-সন্তোষণ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎকার-কল্পে তীব্রতম-তপোব্রতাচরণ-তৎপর-মানসে তপোবন-

গমনাভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্তরূপে অনুমতি-প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে স্নেহময়ী-মাতা মেনকাদেবী-কর্তৃক স্নেহ-প্রসারিত-কমল-কুসুম-কোমল-কমনীয়-কর-যুগল-সাহায্যে অনুরাগ-পূর্ণ-হৃদয়-দেশে সযত্নে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিতাবস্থায় "মা তপঃ কুরু বল্লভে", "মা তপো যাহি কর্কশম্", ইত্যাদি বাক্যে তপোবন-গমনে প্রতিষিদ্ধা হইয়া, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, মাতা, কিম্বা আপনি যদি আমাকে তপশ্চরণার্থ তপোবন-গমনে অনুমতি-প্রদান না করেন, তবে হে পিতঃ! হে মাতঃ! "প্রচ্ছন্নমপি যাস্যামি, নানুজ্ঞাতাপ্যহং ত্বয়া।" এবং প্রগাঢ়তর-দৃঢ়তার সহিত এরূপও বলিব ভাবিয়াছিলাম যে, "মা নিষেধয় মাং যাস্যে, তপসেহস্তু তপোবনম্।" পক্ষান্তরে হে পিতঃ! হে মাতঃ! পরম-কারুণিক-শ্রীপরমেশ্বরদেবের কৃপায় তথা মদীয়-সৌভাগ্য-দেবতার প্রসন্নতা-ফলে আমাকে যে পরম-গুরুজন-পিতা, বা মাতার আজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত-গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী হইয়া, তপস্যার্থ তপোবনে আগমন করিতে হয় নাই, প্রসন্নতা, বা সন্তোষের সহিতই হউক, অথবা অপ্রসন্নতা, অসন্তোষ ও দুঃখ-কষ্টের সহিতই হউক, আমি যে আপনাদের আজ্ঞানুসারে তপোবনে আগমন করিতে সমর্থা হইয়াছি, ইহাই আমার পক্ষে পরম আনন্দ ও পরম-গৌরবের বিষয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অতএব হে মাতঃ! কাতর-কণ্ঠ-নির্গত-বিনীত-বচনে আপনার শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে আমার প্রার্থনা এই যে, তপোবনে আগমনের পূর্ব্বকালে আপনি "স্ত্রীণাং তপোবনগতির্ন শ্রুতা স্বামিনা বিনা। তস্মাৎ ন যুজ্যতে পুত্রি! তপোযাত্রা বনং প্রতি।" ইত্যাদি-বচনে আমাকে যেমন তপোবনে আগমন-বিষয়ে বাধা-প্রদান-পূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছিলেন, অধুনা যেন পুনরপি সেইরূপ বন-বাস-বাসনা-বাসিত-বিলসিত-মানসা, তপোবনৈক-শরণা, প্রচুরতর-তীব্রতম-তপো-ব্রত-মাত্র-পরায়ণা, বিগতাভরণবসনভূষণা, মঞ্জুল-মুঞ্জ-মেখলা-মণ্ডিত-মধ্যা, জটাটবী-গলদ্-গাঙ্গ-সলিল-সিক্ত-শরীরাবয়বা, চীর-বল্কল-বিলাসিনী, বিশ্রুত-বিচিত্র-বিপুল-পুণ্য-প্রবণ-বিরোধ-বর্জ্জিত-বহুল-বিদ্বজ্জন-বিমণ্ডিত-তপোবন-বাসিনী, শ্রীশিব-সন্তোষণ-সম্পাদন-পূর্ব্বক-সর্ব্বজ্ঞ-শর্ব্ব-সাক্ষাৎকার-মাত্রাভিলাষিণী, পুত্রী-

পার্ব্বতীর প্রতি, আমার প্রতি "বনবাশ্চ তে পুত্রি! নেষ্টঃ শত্রু-গণৈরপি। তস্মাৎ ত্বং সম্পরিত্যজ্য, বনবাসোদ্ভবং তপঃ।" প্রচুরতর-পবিত্র-ভোগ-পূগ-পরিতৃপ্তান্তঃকরণে গৃহে অবস্থিতি-পুরঃসর "আত্মনো হ্যনুরূপেণ, তপস্তং কুরু যদ্ধিতম্।" ইত্যাদিরূপ-নিষেধগর্ভ আদেশ-প্রচার করিয়া, বিশাল-বিষয়-বাসনা-মল-মুক্ত মদীয়-মহার্হ-মহনীয়-মানস-মণিটীকে অকালে অর্দ্ধপথে মালিন্য-মল-মণ্ডিত করিবেন না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বাবিংশ অধ্যায়

হিম-নগ-নন্দিনী-দেবী-পার্ব্বতী জয়া ও বিজয়া-নাম্নী-সখী-দ্বয়-সমভিব্যাহারে পূততম-পুণ্যময়-তপোবনে সমাগতা হইয়া, দেবর্ষি-নারদের উপদেশ-বচনানুসারে যথাবিধি-তপশ্চরণার্থ আত্ম-নিয়োগ-পুরঃসর ক্রমে ক্রমে দেবমানে "ত্রীণি বর্ষ-সহস্রাণি", তথা "ষট্-ত্রি-বর্ষ-সহস্রাণি" অর্থাৎ দৈব-দ্বাদশ-সহস্র-সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন, অথচ গৃহে প্রত্যাগতা হইলেন না দেখিয়াই, শ্রীমতী জগজ্জন-জননী-জননী, হিমবন্মহিষী, সুমেরু-কন্যকা-মেনকাদেবী পবিত্রতর-তপোবনে নিবসনশীলা, সুশীলা, পূততমা, পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর শরদিন্দু-সুন্দরামল-বদন-কমল-মণ্ডলে কৃতাসন-পরিগ্রহ অশেষ-স্বর্গ সুধা-সার-সম্ভূত-সুন্দর-দর্শন-সৌন্দর্য্য-সন্দোহের নয়ন-মনঃ-প্রাণ-পরিতোষ-পর্য্যন্ত সন্দর্শন-মানসেই যে জয়া-বিজয়া-ভিন্ন অন্যান্য মাধবী, সুলোচনা, সুশ্রুতা, শ্রুতা, শুকী, প্রম্লোচা, সুভগা, শ্যামা,চিত্রাঙ্গী, চারুণী, তথা স্বধা-প্রভৃতি-পার্ব্বতী-সখীগণ এবং মেরু-মন্দর-মৈনাক-প্রভৃতি-পরমাত্মীয়-পিতা-পুত্র-পরিজন-পরিবৃতা হইয়া, ভর্ত্তা পর্ব্বত-প্রবর-হিমালয়ের সহিত আশ্রমকাননে আগমন করিয়াছিলেন, একথা অবশ্য পাঠকমহোদয়গণ পূর্ব্বগ্রন্থ-পাঠে অবগত হইয়াছেন, সুতরাং পাঠকমহোদয়গণকে বোধকরি, আর বিশেষ করিয়া, বলিয়া বুঝাইতে হইবে না যে, অত্যল্পমাত্র-কালের জন্য পুত্রীমুখ-মণ্ডল-মাধুর্য্য-নিরীক্ষণ-পরায়ণা-মাতা-মেনকা ও পিতা হিমালয় পার্ব্বতীদেবীর বিমল-বদন-বিম্ব-বিবর-বিনির্গত-বিনীত-পূর্ব্বোক্তরূপ-প্রার্থনা-পর-বচনমাত্র-শ্রবণে পরিতৃপ্তান্তঃকরণে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে প্রাণ-প্রতিমা-প্রিয়তমা-পার্ব্বতীদেবীকে তপোবনে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বিশাল-বিষয়-বাসনা-বিলাসাভিলাষে স্বর্গ-রাজ্য-সম-স্বীয়-সুধা-ধবল-রাজান্তঃপুরের প্রতি প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন না।

পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করদেব যে স্থানে বল-পূর্ব্বক লালাটিক-লোচনানলে মদনকে নির্দ্দগ্ধ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বাশ্রমভূত যে গঙ্গাবতরণ-প্রস্থ-পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব আশ্রমান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন, গঙ্গাবতরণ-প্রস্থ-প্রদেশস্থ-শ্রীশিব-শূন্য সেই আশ্রম-পদ-প্রদেশে ভামিনী-পার্ব্বতীদেবীকে তপঃ-ক্লেশ-পরিক্লিষ্ট-কৃশশরীরে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, দুঃখ-শোক-সন্তাপ-সমাহত-হৃদয়ে স্নেহময়ী-মাতা মেনকাদেবী, তথা পিতা-হিমালয় মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, এরূপ বিষম-সঙ্কটাবস্থায় বলবদসুস্থপ্রায়-শরীরাবয়বা পুত্রী-পার্ব্বতীকে তপোবনে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক আমরা দেবোপম-ভোগ-বিলাসে পরিপূর্ণ, অমরাবতী-নগরী-কল্প, অমর-নিকরোপভোগ-যোগ্য, ঔষধী-প্রস্থ-নগরে প্রস্থান করি কিরূপে ?

উক্তরূপ-বিচার-পূর্ব্বক তাঁহারা পূর্ব্ববৎ পুনরপি দেবী-পার্ব্বতীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন, "বালে ! এহি গৃহে শীঘ্রং, মা শ্রমং কর্ত্তুমর্হসি ।" হে পুত্রি ! তুমি নিজ-ভাগ্য-গৌরববশে, তথা পরমেশ্বর-প্রসাদবশে রাজরাজেশ্বরের কন্যা-জনোচিত-যথেষ্ট-রাজ্যৈশ্বর্য্য-বসন-ভূষণ-মাল্য-চন্দন-ধন-রত্ন-পান-ভোজনাদি-বিবিধ-স্বর্গীয়োপভোগ-যোগ্য-পদার্থ-সকলের উপভোগ-জনিত আনন্দে উল্লসিত-মানসে সর্ব্বোচ্চ ঐশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিত-কন্যান্তঃপুরে অবস্থিতি-পুরঃসর সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধন ও লোচনোৎসবসম্পাদন কর। হে বৎসে ! পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া, তপোবনে নিবাস-পূর্ব্বক তোমার এরূপ কঠোরতর-তপস্যা করিবার প্রয়োজন কি আছে ?

"উক্তা তাভ্যাং তদা তন্বী, গিরিজা বাক্যমব্রবীৎ।" অর্থাৎ তৎকালে তন্বীতপো-বন-গতা-গিরিরাজ-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী মাতা মেনকা ও পিতা পর্ব্বত-পতি-হিমালয়-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, এইবাক্য বলিলেন যে, "নাগচ্ছামি গৃহে মাতস্তাত ! মে শৃণু তত্ত্বতঃ। বাক্যং ধর্ম্মার্থ-যুক্তঞ্চ, যেন ত্বং তোষমেষ্যসি।" অর্থাৎ হে মাতঃ ! হে তাত ! আমি যে সম্প্রতি গৃহে গমন করিব না, তাহা আপনারা নিশ্চিত-রূপেই অবগত হইবেন ; পরন্তু অধুনা আমার গৃহে না যাওয়া প্রযুক্ত

আপনারা কোনরূপ দুঃখ, বা অসন্তোষ-পোষণ করিবেন না। হে মাতঃ! হে তাত! আমি আপনাদের মানস-সন্তোষ-সম্পাদন-কল্পে ও হৃদয়-গত-দুঃখাপনোদনার্থ ধর্ম্মার্থ-যুক্ত যে সকলবাক্য কথন করিতেছি, যথার্থতঃ কথিত আমার সেই বাক্য-সকল আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন। হে মাতঃ! হে পিতঃ! তত্ত্বতঃ কীর্ত্তিত আমার এই সকল-বাক্য শ্রবণ করিলে, অবশ্যই আপনারা মানস-সন্তোষলাভে সমর্থ হইবেন।

হে পিতঃ! হে মাতঃ! যে মহাযোগী মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক মহাবল-মদন সহসা অবলীলাক্রমে নির্দ্দগ্ধ হইয়াছে, যিনি মহাবল-পরাক্রম-সম্পন্ন-মদনকে তৃণের ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত করিয়া, এই গঙ্গাবতরণপ্রস্থ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আশ্রমান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই শ্রীশঙ্করদেব দেবের দেব, পরাৎপর-শ্রীপরমেশ্বর-স্বরূপ হইলেও, আমি যে অবশ্যই অত্যুগ্রতর-প্রচুরতর-তপোবলে তাঁহাকে আমার সন্নিধানে এই আশ্রম-পদ-প্রদেশে আনয়ন করিব, তাহা আপনারা নিশ্চিত জানিবেন। কিন্তু, হে পিতঃ! হে মাতঃ! প্রাণিগণ যখন শ্রীশঙ্কর-সেবন-ভজন-পূজন-চিন্তন-বিহীন হইয়া, নিতান্ত-দোষের আকর, বা কারণভূত-গৃহারম্ভের প্রতি আসক্ত হয়, তৎকালে তাহারা সমারব্ধ-গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া, গৃহ-সৌষ্ঠব-সম্পাদন-পূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-বধূ-বস্ত্র-গৃহ-ক্ষেত্র-যান-বাহনোপবন-প্রভৃতি-সাধন-সামগ্রী-সংগ্রহ-পুরঃসর প্রাসাদ-সৌধ-শিখরে, বা সমধিক-রমণীয়-সুধা-ধবল-হর্ম্ম্যতলে স্বর্গীয়-পরমানন্দে অত্যল্পকাল-বোধে দিন-যামিনী-যাপন করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে "রম্যং হর্ম্ম্যতলং, নবাঃ সুনয়নাঃ, গুঞ্জদ্বিরেফা লতাঃ, প্রোন্মীলন্নব-মল্লিকাঃ, সুরভয়ো বাতাঃ, সচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ", "স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদস্তরল-তর-তারাকুল-দৃশো, ভয়োৎকম্পোত্তুঙ্গস্তনযুগভরাসঙ্গসুভগঃ। অধীরাক্ষ্যা গুঞ্জন্মণি-বলয়-দোর্বল্লি-রচিতঃ পরিরম্ভঃ", ভুগ্নোন্নত-স্তন-মনোহরং ভুজ-নিপীড়িত-বাহুমূলং আয়তাক্ষ্যাঃ আলিঙ্গনং", "মদ-জল-প্রম্লান-গণ্ডস্থলাঃ দন্তিনঃ", "বাতব্যায়ত-পাতিনশ্চ তুরগাঃ", "কান্তেত্যুৎপল-লোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুন্নমৎ-পীনোত্তুঙ্গ-পয়োধরেতি, সুমুখাম্ভোজেতি

সুভ্রূরিতি, রমণিমণিরিতি-সুমধুর-শব্দোল্লেখঃ", "মুক্তাহার-লতারণন্মণিময়া, হৈমাস্তুলাকোটয়ঃ, রাগঃ কুঙ্কুম-সম্ভবঃ, সুরভয়ঃ পৌষ্পা বিচিত্রাঃ স্রজঃ", "বাসশ্চিত্র-দুকূলং", "নার্য্যস্তা নব-যৌবনাঃ, মধুকর-ব্যাহারিণস্তে দ্রুমাঃ, প্রোন্মীলন্নব-মল্লিকা-সুরভয়ো মন্দাস্তএবানিলাঃ", "কনক-সিকতিল-স্থলাঃ সুবর্ণসিকতাময়-পুলিন-শোভিতা নদ্যঃ", "মরকত-দল-কোমলা-বনপংক্তিঃ", "মুক্তাতঙ্ককুরঙ্গ-কাননভুবঃ", "শৈলাঃ স্খলদ্বারয়ঃ", "পুণ্যান্যায়তনানি", "করিবর-কর-কল্প-বরোরু-যুগল-ললিত-ললনা-কুল-ললামায়মানাঃ পৃথু-জঘনাঃ কমলাননাঃ নাগ-কিন্নর-কামিন্যঃ", ইত্যাদিরূপ-ভোগি-ভোগোপম-ভোগ্য-বিষময়-বিবিধ-বিচিত্র-বিষম-বিষয়-বিলাস- ব্যসন-ব্যাসক্ত-চিত্ত-প্রাণিগণ সতত-বিষয়-নিরত-ব্যাক্ষিপ্ত-মনস্কতাফলে সত্য-সত্যই নিত্যাবিকৃত-সচ্চিদানন্দময়-পরম-সুখ-ঘন-স্বরূপ-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে নিত্য-নিত্যই "দূরাৎ" দূরতর-প্রদেশে প্রস্থিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে।

কিঞ্চ, "অনুপাধি-রমণীয়ঃ পুরপ্রদেশঃ", "বিবিধ-বিলাস-লাবণ্য-পুণ্য-ময়ো মঙ্গলার্থ-ব্যগ্র-পাণিঃ প্রণয়-পেশলো বিদ্যাধরী জনঃ", "বীণা-নারী-মুখোদ্গতাঃ সুমধুরাঃ পীযূষরমণীয়াঃ শ্রুতি-সুখ-করাঃ শব্দাঃ", "মৃদুল-শয্যা-সারঙ্গ-লোচনা-সঙ্গ-সম্ভবাঃ সুখকরাঃ স্পর্শাঃ", "কনকাভানি নারী-রূপাণি", "চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-গতাঃ রসনা-সম্মেদ্যাঃ রসাঃ", "শিলাতল-বিশাল-ভালতল-লগ্ন-কস্তূরী-কুঙ্কুমচন্দন গন্ধাঃ", "মৌলি-মণ্ডল-মণ্ডনভূতাঃ কুসুম-মালিকাঃ"-প্রভৃতি অনন্তাসংখ্য-বিবিধ-বিচিত্র-বিষম-বিষয়-বিলাসো-পভোগে নিরন্তর-রতি-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব তাদৃশ-প্রচুরতর-বিষয়-বিলাসো-পভোগাসক্ত-প্রাণিগণের পক্ষে পরম-দুর্লভতর হইয়া থাকেন। হে মাতঃ! এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, শ্রীশিব-শঙ্করদেবের সাক্ষাৎকার-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি গৃহে গমন করিব না। কিঞ্চ, হে মাতঃ! সম্প্রতি আমি গৃহে গমন করিব না বলিয়া, আপনি কিছুমাত্র দুঃখিতা হইবেন না। পক্ষান্তরে আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশা হইয়া, মৎ-কথিত-বাক্য-সকল একবার বিচার করিয়া দেখিলে, বুঝিবেন যে, আমি যথার্থ-কথা বলিয়াছি? কি না?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গিরিরাজ-হিমালয় শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, তৎকালে স্বীয়-সুতার প্রতি এইবাক্য বলিলেন যে, হে পার্ব্বতি! তুমি যাঁহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছ, সর্ব্ব-দেব-নমস্কৃত-তেজস্বি-প্রবরোত্তম সেই শ্রীশঙ্করদেব সুরাসুর-নর-কিন্নরগণের পক্ষেও নিতান্তই দুরারাধ্য এবং তোমাব পক্ষেও তাদৃশ-সর্ব্বদেব-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়াও, নিতান্তই অশক্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব হে পুত্রি! তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, সত্বর আমাদের সহিত গৃহ-গমনে প্রবৃত্তা হও, পিতা ও মাতার বচন-গৌরব রক্ষা কর। মহা-তেজাঃ হিমবানের বাক্যাবসানে সেই স্নেহময়ী-মাতা মেনকা বাষ্প-পরি-পূরিত-কণ্ঠ-সাহায্যে স্বীয়-সুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি এইবাক্য বলিলেন যে, হে বৎসে! তন্বঙ্গি! পার্ব্বতি! "যাহি শীঘ্রং গৃহং প্রতি।"

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মাতা-মেনকাদেবীর মুখ-নির্গত "হে বৎসে! তন্বঙ্গি! পার্ব্বতি! তুমি অবিলম্বে আমাদিগের সহিত গৃহ-গমনার্থ প্রস্তুতা হও", এইরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকালমাত্রেই প্রকৃষ্ট-রূপ-হাস্য-পূর্ব্বক মাতা-মেনকার প্রতি এইকথা বলিলেন যে, "প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে মাতঃ! তপসা-পরমেণ হি। অত্রৈব তং সমানীয়, বরয়ামি বিচক্ষণম্।" তথা "নাশয়ামি চ রুদ্রস্য, রুদ্রত্বং বরবর্ণিনি।" তপশ্চর-ণার্থ কৃত-নিশ্চয়া শ্রীপার্ব্বতীদেবীর শ্রীবদনারবিন্দ-বিনির্গত উক্তরূপ-প্রতিজ্ঞা-বচন শ্রবণ-পূর্ব্বক পার্ব্বতী-সমানয়নার্থ সমাগত-সভার্য্য-সসুতা-মাত্য-হিমবান্ পুনরপি মহাসতী-পার্ব্বতীদেবীকে কহিলেন যে, হে মহাদেবি! ভামিনি! তুমি আর এরূপ উৎকট-তপস্যা-দ্বারা শিরীষ-কুসুম-সুকুমার-স্বীয়-শরীরকে খিন্ন করিও না। হে মহাদেবি! তুমি

যাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অথবা যাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য বাসনা করিয়াছ, সেই সর্ব্ব-জগদ্গুরু-সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব যে নিতান্ত-নিস্পৃহ, স্বাত্মারাম, মহাযোগী, মহাবিরাগী, ঐহিকা-মুত্রিক-সর্ব্ববিধ-সংসার-সুখ-ভোগ-বিলাস-বাসনা-বিবর্জ্জিত, আত্মধ্যান-পরায়ণ, মহাজ্ঞানী, ও পরম-পুরুষ, তাহা কি তুমি অবগতা নহ ?

কিঞ্চ, গুণ-বৈতৃষ্ণ্য-লক্ষণ-পরবৈরাগ্যবান্ সেই পুরুষোত্তম-শ্রীশঙ্কর-দেবের সাক্ষাৎকারলাভ কি তোমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভবপর নহে ? হে বালে ! তুমি কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থা হইবে ? কোন্ স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবে? হে পুল্রিকে! তুমি তন্বী, তরুণী, সুন্দরাতিসুন্দর-ত্রিলোক-রমণীয়-সর্ব্ব-জন-মনোহর-পরমোত্তম-রূপ-রত্নে বিভূষিতা, বিশেষতঃ এতাবৎকাল-পর্য্যন্ত তোমার বাল-স্বভাব দূরীভূত হয় নাই। অপিচ, এই দিব্য-দ্বাদশ-সহস্র-বর্ষ-পরিমিত-কালপর্য্যন্ত কঠোরাতিকঠোরতর-প্রচুরতর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, তুমি বিমোহিতাপ্রায় হইয়াছ। এইরূপ বিমোহিতাপ্রায় অবস্থায় হে পার্ব্বতি ! তুমি যদি পুনরপি "তীব্রাদপি" অতিতীব্রতর-তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তবে তোমার এই তপঃ-ক্লিষ্ট-শীর্ণ-বিশীর্ণ-পরিম্লান-শিরা-কঙ্কালময়-বিমোহিতপ্রায় অতিক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবসন্ন-শরীর যে নিতান্ত-শোচনীয়-দশা-প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হে পার্ব্বতি! তুমি আমার এই ধ্রুব-সত্য-বাক্যে কিঞ্চিৎমাত্রও অবহেলা, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, বা অনাদর-প্রদর্শন করিও না। আমি তোমাকে অতিসত্যকথা বলিতেছি, হে বালে ! তুমি আমার বাক্যে আস্থা-স্থাপন-পূর্ব্বক সত্বর সমুত্থিতা হও, চল, আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, একসঙ্গে গৃহে গমন করি।

আর এককথা এই যে, ত্রিজগতীতলে "অন্যে পরে কা কথা ?" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ও চন্দ্র-প্রভৃতি-সুর-শ্রেষ্ঠগণেরও অজেয়রূপে বিখ্যাত-বীরবর-কুসুমায়ুধদেবকে যিনি নির্ব্বিকারিত্ব-প্রযুক্ত নিমেষমধ্যে নেত্রপ্রান্ত-বিলোকন-মাত্র-সাহায্যে সর্ব্বদেব-সমক্ষে বিনির্দ্দগ্ধ করিয়া,

ললাটলোচনানল-নির্দ্দগ্ধ সেই পঞ্চশর-শরীরজ-ভস্মদ্বারা নিজ-শরীরে ভূতি-লেপ-ধারণ-পূর্ব্বক তোমাকে পরিত্যাগ-পুরঃসর অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছেন, সদা-নির্ব্বিকার মদন-নির্দ্দগ্ধা সেই শ্রীশঙ্করদেবকে তুমি পতিরূপে প্রার্থনা করিতেছ কেন? এবং হে অনঘে! সেই সতত-বিরক্ত-চিত্ত-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইলেই বা তাঁহার দ্বারা তোমার কীদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?

কিঞ্চ, পরিশেষে আমার এইমাত্র-বক্তব্য হইতেছে যে, "গগনস্থো যথা চন্দ্রো, গ্রহীতুং নৈব শক্যতে। তথৈব দুর্গমঃ শম্ভুর্জানীহি ত্বং শুচি-স্মিতে!" অর্থাৎ হে শুচি-স্মিতে! অগণিত-নক্ষত্র-নিকর, তথা তারা-রাজি-বিরাজিত-বিমল-গগন-গাত্র-গত-পূর্ণচন্দ্রকে গ্রহণ করিবার জন্য ধাত্রী-ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়াই, বালকগণ যেমন সুবর্ণ-বলয়-বিমণ্ডিত-রক্ত-রাগ-রঞ্জিত-কিশলয়-কল্প-কর-যুগল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে, অথচ সুধাকরদেবকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, তুমিও সেইরূপ গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-শশাঙ্ক-কল্প শ্রীশঙ্করদেবকে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছ বটে; কিন্তু হে পার্ব্বতি! তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বথা গ্রহণের অযোগ্য এবং নিতান্ত-দুর্গম।

অনন্তর ধরাধর-শ্রেষ্ঠ-হিম-ভূধরের পার্শ্ব-প্রদেশে সমুপবিষ্টা-সুমেরু-কন্যকা-মেনকাদেবী, তথা সহ্যশৈল, মাতামহ-সুমেরু, পরমাত্মীয়-মন্দর, ভ্রাতা-মৈনাক-প্রভৃতি এই সকল-স্বজন-কর্ত্তৃক গৃহ-গমনার্থ অনুরুদ্ধা হইয়া, সতী-শুচি-স্মিতা-পার্ব্বতীদেবী প্রকৃষ্টরূপ-হাস্য করিতে করিতেই, পিতা হিমবান্ ও মাতা মেনকাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া, তৎকালে এই বাক্য বলিলেন যে, হে অম্ব! হে তাত! কিছুকাল পূর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা-বচন-কথন করিয়াছি, তাহা কি আপনারা বিস্মৃত হইয়াছেন? অথবা হে বান্ধবগণ! অধুনাই আপনারা আমার প্রতিজ্ঞা-বচন পুন-রপি শ্রবণ করুন।

মহাবল-মদন যৎকর্ত্তৃক ক্রোধ-প্রযুক্ত রোষ-কষায়িত-লোচনে নিরী-ক্ষণ-মাত্রেই দগ্ধ, বা ভস্মীভূতাবস্থায় নিহত হইয়াছে, সেই এই মহা-দেব সর্ব্বথা-বিষয়-বিরক্ত হইলেও, আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে,

একমাত্র-কঠোরতর-পরম তপস্যা-সাহায্যে আমি সেই সর্ব্ব-লোক-শঙ্কর-শ্রীশঙ্করদেবকে পরিতুষ্ট করিব। অতএব আপনারা অধুনা এবিষয়ে আর কোনরূপ বিচারণার আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া, সন্তুষ্ট-মানসে নিজ-নিজ-গৃহের প্রতি প্রতিনিবৃত্ত হউন। যৎকর্ত্তৃক-মদন দগ্ধ হইয়াছে, মদন-ভস্মকালে যিনি মহাগিরির মহাবন দগ্ধ করিয়াছেন, কেবলমাত্র-তপস্যা-সাহায্যে আমি এইস্থানে অবশ্যই তাঁহাকে আনয়ন করিব। হে মহাভাগগণ! "দগ্ধো হি মদনো যেন, যেন দগ্ধং গিরের্ব্বনম্। তমানয়ামি চাত্রৈব, তপসা-কেবলেন হি।" এইকথা আমি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক কেন যে বারম্বার কীর্ত্তন করিতেছি, তাহার কারণ আপনারা অবগত হইয়াছেন কি? যদি অবগত না হইয়া থাকেন, তবে শ্রবণ করুন, আমি তাহা কথন করিতেছি।

হে মহাভাগগণ! আমি সত্য-সত্যই বলিতেছি, আপনারা নিশ্চিতই জানিবেন যে, ব্যলীক-বিবর্জ্জিত-মানসে, নৈষ্ঠিকী-ভক্তি-বারি-বিধৌত-সুধা-ধবল-নির্ম্মল-স্বর্গীয়-পবিত্র-হৃদয়ে, সতত-সর্ব্ব-শরণ-শ্রীশর্ব্ব-চরণ-ভজন-পূজন-সেবন-বন্দন-স্তবন-মনন-ধ্যান-চিন্তনাচিত-নিশ্চলচিত্তে, অজস্র-সমুৎপন্ন- সহস্র-সহস্র-প্রবলতর-তরলতরাশেষবিশেষবিপুল-বিবিধ-বিচিত্র-বিস্তৃত-বিষম-বিষয়-বাসনা-তুঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গ-সঙ্গ-বিরহিত, তথা দুর্ব্বিদগ্ধ-কাম-হতক-কৃত-কলুষ-শঙ্কা-পঙ্ক-কলঙ্কাঙ্কুর-পরিরহিত অন্তঃকরণে, অকারণা-কপট-প্রেমাশ্রু-পরিপূর্ণনয়ননলিনে, শতদল-দলায়ত-লোচন-যুগল-বিগলিত-প্রেমাশ্রু-সুধা-ধারা-ধৌত-গণ্ড-বক্ষঃস্থলে, প্রকৃষ্ট-প্রেম-প্রকর্ষ-কণ্টকিত-কলেবরে শ্রীশঙ্কর-চরণে মনঃ-প্রাণ-সমর্পণপূর্ব্বক যাঁহারা পরমোত্তম-তপো-বল-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে সন্তুষ্ট করিতে অগ্রসর হন, সদাকাল শ্রীসদাশিবদেব সেই সকল অনন্য-মানস ব্যভিচার-রহিত-সেবাভক্তি-পরায়ণ-ভক্তজনের পক্ষে সর্ব্বদা সুগম, সুখ-সেব্য, বা সুসেব্য হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রও বলিতেছেন যে, "তপসা প্রাপ্যতে সর্ব্বং, নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ।" তথা "তপোবলেন মহতা, সুসেব্যো হি সদাশিবঃ।" অতএব হে মাতঃ! হে তাত! হে মহাভাগ-বান্ধবগণ! আপনারা

আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, আমার রূপ, যৌবন, দেহ ও আপনাদের কুল-সাফল্য-সম্পাদনার্থ "তমানয়ামি চাত্রৈব, তপসা কেবলেন হি। অত্রৈব তং সমানীয়, বরয়ামি বিচক্ষণম্।" অনন্তর মহামহিমবতী-মহামতি-সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মাতা, পিতা ও বান্ধব-প্রভৃতি-স্নিগ্ধ-জনগণের প্রতি যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, সস্নেহসাদর-সম্ভাষণ, তথা হাসাবলোকনাদি-প্রয়োগ-পুরঃসর তাঁহাদিগকে নিজ-নিজ-গৃহগমনে অনুরোধ করিলেন।

তথা উক্তরূপে সম্ভাষমাণা মিত-ভাষিণী-বান্ধব-বর্গের নিকটস্থা পর্ব্বত-রাজ-কন্যা-পার্ব্বতীদেবীর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, তদানীং মাতা মেনকা-দেবী, পিতা হিমালয়, মাতামহ সর্ব্বতঃ কাঞ্চনময় সুমেরু, ভ্রাতা-মৈনাক ও মন্দর-প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণ অগত্যা অত্যন্ত-দুঃখিত অন্তঃকরণে "জয়া চ বিজয়া চৈব, মাধবী চ সুলোচনা। সুশ্রুতা চ শ্রুতা চৈব, তথৈব চ শুকী পরা। প্রম্লোচা সুভগা শ্যামা, চিত্রাঙ্গী চারুণী স্বধা" এই সকল এবং অন্যান্য অনেকানেক-সখীগণের প্রতি পার্ব্বতীদেবীর পরিরক্ষণ, বা পরিচর্য্যার ভার অর্পণ-পূর্ব্বক যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই নিজ-নিজ-নিলয়াভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সভার্য্য-সসুত-সামাত্য-হিমালয় আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত অগত্যা তপশ্চরণপরায়ণা পার্ব্বতীদেবীকে তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া, নিজ-রাজধানী ঔষধীপ্রস্থনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণসমা প্রিয়তমা পুত্রী পার্ব্বতীদেবীর অভাবে লক্ষ-পর্ব্বতের অধীশ্বর, শত-পুত্রের পিতা, মেনকাপতি-মহাত্মা-হিমালয় পার্ব্বতী-বিরহ-তাপ-পরিতপ্ত-হৃদয়ে কিছুমাত্র শান্তিলাভে সমর্থ না হইয়া, পুত্রী পার্ব্বতীদেবীর আবির্ভাব, বা জন্মাবধি তাঁহার চেষ্টিত-সকল, তথা রূপ, গুণ ও সৌভাগ্য-সমাগমাদি-বিষয়স্মরণ-পূর্ব্বক নিরন্তর-দুঃখ-শোক-সমাকুল-মানসে অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। আহারে, বিহারে, শয়নে ও স্বপনে সর্ব্বদা পর্ব্বতরাজ-হিমালয় একমাত্র পুত্রী-পার্ব্বতীর অভাবে সমগ্র-জগৎ-সাম্রাজ্য শূন্যপ্রায় মনে করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পুনরাগমন-বিষয়ে যেন নিরাশহৃদয়ে কখনও শোক, কখনও দুঃখ, কখনও দৈন্য, কখনও মানসীব্যথা, তথা কখনও পরিতাপ-প্রকাশ-পুরঃসর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বিলাপাবসরে কদাচিৎ হিমালয় কহিলেন,—হায়! সুভগ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তকালে জগন্মাতার জন্মদা-মেনকা গুহারণি-পার্ব্বতীদেবীকে প্রসব করিবামাত্র আমার রাজ্যস্থ-সমুদায়-স্থাণু অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমগণ, অথবা সর্ব্ব-লোক-নিবাসী জন্তুগণ সুখময়-ভাব ধারণ করিয়াছিল, নারক-জীবগণ স্বর্গসম-সুমহত্তর-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ক্রূর-সত্ত্ব-দেহিগণ চিত্তে শান্তভাবাপন্ন হইয়াছিল, জ্যোতির্গণ নিরতিশয়-তেজোভাব ধারণ করিয়াছিল, বনাশ্রিত ঔষধী-সকল সুরতোন্নতা-মূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিল, ফল-সকল সুস্বাদু, মিষ্ট, বা মনোজ্ঞ-মধুর-রস-পূরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, মাল্য-সমূহ প্রচুরতর-সদ্-গন্ধ-সম্পন্ন হইত, নভোমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে বিমল-ভাব

ধারণ করিয়াছিল, উদ্ভূত-ফলিত-পরিপাক-গুণোজ্জ্বল-দিক্-সকল মধুরতর-মনোহর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, সুখ-স্পর্শ-মধুর-মলয়-মারুত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীদেবী শালি-মালাকুলা হইয়াছিলেন।

কিঞ্চ, তাদৃশ বিলাপাবসরে কদাচিৎ খেদের সহিত হিমালয় কহিলেন,—হায়! মদীয়গৃহে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অবস্থিতিকালে প্রালেয়াচলবাসী নির্ম্মল-চিত্ত-ভাবিতাত্মা মহামুনিগণের সুদীর্ঘকাল-যাবৎ প্রকৃষ্ট-প্রযত্ন-সাহায্যে পরিচীর্ণ-তপস্যা-সকল যথাকালে সাফল্য-লাভ করিয়াছিল, চির-বিস্মৃত অস্ত্রসকল সহসা আমার মানসে প্রতিভাত হইয়াছিল, তীর্থ-মুখ্য-সকলের প্রভাব তৎকালে পুণ্যতমরূপে বিবেচিত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র-হিরন্ময়-বিমানবরে সমারূঢ়-দেবগণ সতত আমার রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিতেন, অন্তরীক্ষতলে বিমানারূঢ় "সমহেন্দ্র-হরি-ব্রহ্ম-বায়ু-বহ্নি-পুরোগমাঃ"দেবগণ নিরন্তর হিম-ভূধর-গাত্রে আমার রাজধানী-ঔষধী-প্রস্থ-নগরে পুষ্টবৃষ্টি-মোচন করিতেন, গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদা মদীয়-নগরে মধুরোদার-সঙ্গীতালাপ করিতেন, অপ্সরোগণ সর্ব্বদা নর্ত্তন-পুরঃসর শৃঙ্গে শৃঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেন, মেরু-প্রভৃতি-মূর্ত্তিমান্ মহাবল-পর্ব্বতগণ দিব্য-উপহার-নিচয় পাণি-যুগলে গ্রহণ করিয়া, আমার প্রাণ-প্রতিমা উমার জন্ম-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, সরিৎ-সাগর-প্রভৃতি মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক আমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অধিক কি? শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যতদিন আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ততদিন আমার এই রাজধানী দেব-গন্ধর্ব্ব-নাগ-যক্ষ-রক্ষঃ-প্রভৃতি-সকলেরই সেব্যা ও অভিগম্যা হইয়া, মদীয় এই বাহ্য-শরীর অচলোত্তম-হিমালয়কে পর্ব্বতরাজ-নামে প্রথিত করিয়াছিল, দেবগণ সকল-সময়েই আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া, উৎসব-সন্দর্শনান্তে স্ব-স্ব আলয়ে গমন করিতেন।

অপিচ, কদাচিৎ হিমালয় কহিলেন,—শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মদীয়-গৃহে অবস্থিতিকালে বহুবিধ আকার-ভেদ-সাহায্যে সর্ব্বত্র-গামিনী কাম-সাধনী-সিদ্ধি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, আমার গৃহে বিরাজমানা হইতেন, ব্রহ্ম-বাদী মহর্ষিগণ আমার পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর দর্শন-বাসনায় আমার গৃহে

শুভাগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে "ওঁকারবক্ত্রা গায়ত্রী" বলিয়া, স্তব-সাহায্যে সন্তুষ্টা করিতে চেষ্টা করিতেন, ঊর্জ্জিতাকারা আক্রান্তির স্বরূপে পার্ব্বতীদেবী আমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন বলিয়া, তাঁহার উপস্থিতি-কালে মহাবল-পরাক্রম মহাভুজ-রাজগণ-কর্ত্তৃক আমি আক্রান্ত না হইয়া, বৈপরীত্যে পার্ব্বতীদেবীর সহিত অভিপূজিত হইয়াছিলাম, বৈশ্যগণ "ত্বং ভূরিতি বিশাং মাতা", এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রতিদিন মদীয়-ভবনে আগমন-পূর্ব্বক আমার পুত্রী-পার্ব্বতীর অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখ-প্রভা-সমূহে প্রভাসিত-পাদ-যুগলে মাতৃ-বোধে পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান করিতেন, শূদ্রগণ এইস্থানে সমাগত হইয়া, প্রতিদিন আমার পুত্রী পার্ব্বতীদেবীর পূজান্তে শৈবী দেবী বলিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, অক্ষোভ্যা-ক্ষান্তি-বোধে মুনিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, নিয়মপরায়ণ-জনগণ দয়াস্বরূপে অবগত হইয়া, অবনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন এবং নীতি-মার্গানুসারী জনগণ মহোপায়-সন্দোহা-নীতিস্বরূপে অবগত হইয়া, আমার পুত্রী পার্ব্বতীদেবীর চরণ-কমলে প্রণিপাত করিতেন।

কিন্তু, তপোবন-প্রত্যাগত মহামতি-হিমালয় পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর অদর্শনে উন্মত্তপ্রায়-হৃদয়ে কত কি যে ভাবিতে লাগিলেন, কত কি যে বলিতে লাগিলেন, তাহা আমি আর কত বলিব? পুত্রীগত-প্রাণহিমালয় কখনও বলিতে লাগিলেন, হে পার্ব্বতি! তুমি যে কেবল আমারই পুত্রী পার্ব্বতী, তাহা নহে, পরন্তু তুমি অর্থ-সকলের পরিচ্ছিত্তি স্বরূপা, তুমি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়-শায়িনী ঈহা-স্বরূপা, তুমি ভূতসকলের মুক্তি-স্বরূপা, তুমি দেহধারী জীবগণের একমাত্র-পরমা-গতিস্বরূপা, তুমি কীর্ত্তিমান্ জনগণের সৎকীর্ত্তি-স্বরূপা, তুমি সর্ব্ব-দেহীর সর্ব্ববিধ-মূর্ত্তি, বা আকৃতি-স্বরূপা, তুমি রক্ত-চিত্ত-জনগণের রতি-স্বরূপা, তুমি হৃষ্ট-দর্শী জনগণের প্রীতি-স্বরূপা, তুমি বিবিধ-বিচিত্র-মহার্হ-বসনে ভূষণে সজ্জিত-ভূষিত-কৃতভূষ-জনগণের কান্তি-স্বরূপা, তুমি দুঃখ-পরিশ্রম-কর-কর্ম্ম-প্রবৃত্ত-জনগণের বিশ্রামাবসরে শান্তি-স্বরূপা, তুমি সর্ব্ববোধ-সম্পন্ন-পুরুষসিংহের পক্ষেও কদাচিৎ ভ্রান্তি-স্বরূপা, তুমি

ক্রতুযাজী জনগণের গতি-স্বরূপা, তুমি লীলা-বিলাসী জলধি-বলয়ের মহা-বেলা-স্বরূপা, তুমি যাবতীয়-পদার্থের সম্ভূতি-স্বরূপা, তুমি সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলের লোক-পালিনী স্থিতি-স্বরূপা, তথা তুমি নিঃশেষ ভুবনাবলি-বিনাশিনী-কালরাত্রি-স্বরূপা।

হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তুমি আমার গৃহে অবস্থিতিকালে উক্তরূপে, তথা অন্যান্য অনেকবিধরূপে প্রতিদিন-সমাগত-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-দেব-দানব-মানবগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়াছ। হে বরদে! পার্ব্বতি! প্রতিদিন কত কত মুনি-মহর্ষিগণ ও সুর-নর-কিন্নরাদি-মহাভক্ত-জনগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুতা ও পরিপূজিতা হইয়া, কতদিন তুমি তাঁহাদিগকে কতিবিধ বরপ্রদান করিয়াছ। মানব-দানবাদি যে কোন ভক্ত-জন আমার গৃহে সমাগত হইয়া, ভক্তিভরে অর্চ্চনান্তে তোমার স্তুতি করিয়াছেন, তাঁহারা যে তোমার বর-প্রভাবে সর্ব্ববিধ-কামনা-পূর্ত্তি-জনিত আনন্দ অনুভবে সমর্থ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? হে পার্ব্বতি! তুমি যখন আমার এই রত্নময়ী-পুরীমধ্যে রত্ন-ভিত্তি-সমাশ্রয়ে নব-দূর্ব্বাদল, পুষ্ট-পল্লব, তথা নীল-নীরদ-কল্প-শ্যামল-চ্ছবি-বক্ত্র-সরোরুহে মৃদু-মন্দ মধুর-হাস্য করিতে, তৎকালে আমি তোমার হাস্যানন দর্শন করিয়া, মানসে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতাম।

হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তুমি যখন আমার এই মহামণিময়-মহা-হর্ম্ম্যতলে রত্ন-সমাচিত, সুবর্ণ-সমুজ্জ্বল, পদ্মরাগ-পরিষ্কৃত-পাদপীঠ-বিভূষিত-পরমোত্তম-সিংহাসনে সমাসীনা হইয়া, নীল-শতদল-সমপ্রভ-স্বীয়-সৌন্দর্য্য-সন্দোহ-সমলঙ্কৃত-শরীর আন্দোলিত করিতে, তৎকালে তোমার কম্বু-কমনীয়-কণ্ঠদেশে দোদুল্যমান, মহৌষধিগণাবদ্ধ, মন্ত্ররাজ-নিষেবিত, উদ্বহৎ-কনকোন্নদ্ধ, মহোরগ-মস্তক-সম্ভূত-মাণিক্য-খচিত-মহামণিময়-রক্ষাকবচ ত্বদীয়-চন্দন-কুঙ্কুম-বিন্দু-বিলসিত-নীল-বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত হইয়া, তারা-রাজি-বিরাজিত অম্বরতলে সমুদিত-চন্দ্রের ন্যায় পরম-রমণীয়া যে শোভা ধারণ করিত, তদ্দর্শনে আমি মানসে সবিশেষ-সমুল্লসিত হইতাম। হে পুত্রি! রাত্রিকালে প্রজ্জ্বলিত-মণিময়-প্রদীপ-সকলের বিমল-জ্যোতি-র্মণ্ডল-মণ্ডিতমহত্তর আলোকময়-মদীয়-গৃহতল তোমার শরীর-নির্গত-

প্রচুরতর-প্রভা-পটল-সাহায্যে যেন অধিকতর আলোকিত প্রকাশিত হইত।

মণি-দীপ-গণের জ্যোতি-র্নিচয়-সাহায্যে প্রকাশিত, বিঘ্নাপসারণ-ভূত-বিনাশন-রক্ষো-নিবারণার্থ প্রকীর্ণ-বহু-সিদ্ধার্থ, বা শ্বেত-সর্ষপে পরিব্যাপ্ত, মনোজ্ঞ-সমুচ্চ-বিষয়-বাসনা-বিলাসানুমত-পরিবার, বা পরিচ্ছদ-সমূহে পরিশোভিত, শুচিত্ব-সম্পন্ন, সূক্ষ্মাংশুক-সংচ্ছন্ন-মহার্হ-মণি-কাঞ্চনময়-পর্য্যঙ্ক-শয্যাস্তরণোজ্জ্বল, ধূপ-ধূমামোদিত, মনো-নয়ন-রমণীয়, সর্জ্জ-গন্ধ-সমাকুল, সুখোদর্ক-মেনা-মহাগৃহে গমন-পূর্ব্বক হে পুত্রি! দেবি! পার্ব্বতি! তুমি কি আর দিবসের দূরে গমন ও বিভাবরীদেবীর সমাগম-নিবন্ধন সুধা-সম-ধবল, হিম-সমূহ-সম-শীতল, কমল-কুসুম-সম-কোমল, শারদ-তারকিত-আকাশ-সম-নির্ম্মল ও বিচিত্র-চিত্র-চিত্রিত-চীনাংশুক-পরিষ্কৃত-তল্পতলে শয়ন করিয়া, সুষুপ্তি-সুখ অনুভব করিবে না?

হে দেবি! পার্ব্বতি! তুমি যখন যথোপবর্ণিত-মেনা-মহাগৃহে যথোপবর্ণিত-অনল্প-তল্প-তলে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে, তৎকালে অর্থাৎ পুরুষগণ প্রসুপ্তপ্রায় হইলে, পরিচারিকাগণ নিদ্রা-গ্রস্ত হইলে, শশধর-দেব সুপরিস্ফুট আলোক-বিকীরণে তৎপর হইলে, সুধাকর-সমুদয়ে বিহঙ্গমগণের রাত্রিকালে দিবস-ভ্রান্তির আবির্ভাব হইলে, রজনীচর ও ভূতসকলের সঙ্ঘ-সমূহে চত্বর-প্রদেশ সমাবৃত হইলে, সুভগ ইষ্ট-জন-সকল গাঢ়তররূপে কণ্ঠাশ্লেষ-পূর্ব্বক লোচন-যুগলে লগ্ন-নিদ্রা-গ্রহ-কর্ত্তৃক গিলিত হইলে, নিদ্রা-নিবন্ধন মেনা-নেত্রাম্বুজদ্বয় কিঞ্চিদ্ ব্যাকুলতা-প্রাপ্ত হইলে, তোমার সেই সুন্দরাতিসুন্দর-দিব্যাতিদিব্য-দেবী-দেহ-প্রদেশ হইতে তোমারই বিভূতি-স্বরূপে নির্গত-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি-দেব-গণ-কৃত-মধুর-মধুরাতিমধুরতর-ত্বদীয়-স্তব-বচন-শ্রবণে আমি যে স্বর্গীয় আনন্দ-লাভ করিতাম, হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তাদৃশ-বিমল-বিশুদ্ধ আনন্দলাভ কি পুনরপি আমার ভাগ্যে সম্ভবপর হইবে না?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কিঞ্চ, পুনরপি কদাচিৎ দেবী-পার্ব্বতীর অদর্শনে শোক-ব্যাকুল-চিত্তে হিমালয় কহিলেন,—হে ত্রৈলোক্য-জননি! দুর্গে! ব্রহ্মস্বরূপে! সনাতনি! পুত্রি! পার্ব্বতি! তুমি যে মদীয়া-পত্নী-মেনা ও আমা-কর্ত্তৃক মহোগ্রতর-তপস্যা-সাহায্যে পুত্রীভাবে প্রার্থিতা হইয়া, আমা-দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমরা উভয়ে তোমারই প্রসাদে অবগত আছি। হে দেবি! সতী-বিরহ-দুঃখে নিতান্ত-দুঃখিত শ্রীমহেশ-দেব-কর্ত্তৃক-প্রার্থিতা হইয়া, তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মময়ী হইয়াও, তুমি যে মেনকা-গর্ভে আগমন করিয়াছ, তাহাও আমি শুভ-দিনে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যখন মেনা রাজীব-সদৃশাননা, দেবীরূপা, জগদম্বিকা, সুপ্রভাশালিনী-তনয়াকে প্রসব করিলেন, তৎকালে গগনাঙ্গন-গাত্র-গত-বিমানারূঢ়-ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবশ্রেষ্ঠগণকৃতা চতুর্দ্দিকে নিপতিতা দিব্য-পুষ্প-বৃষ্টি, পুণ্য-গন্ধ-বাহী মৃদু-মন্দ-পবন-প্রবাহ, দিগ্-দশকের প্রসন্নতা-প্রভৃতি-দিব্য-চিহ্ন-সাহায্যেই অবগত হইয়াছি।

পশ্চাৎ যখন আমি শ্রবণ করিলাম যে, মেনা-গর্ভে অঞ্জনাদ্রি-কোটি-নিভা, ত্রিনেত্রা, দিব্যরূপিণী, অষ্টবাহু-বিভূষিতা, বিশালাক্ষী, চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখরা, নীলোৎপল-দল-শ্যামা-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথা যখন আমি শ্রবণ করিলাল যে, "তস্যান্তু জাতমাত্রায়ং সর্ব্বং স্বাস্থ্যমপদ্যত, জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ, জগর্জ্জুশ্চ ঘনা ঘনম্। দেবাশ্চ হর্ষমতুলং প্রাপু-স্তত্র মুহুর্ম্মুহুঃ, তুষ্টুবুশ্চান্তরিক্ষস্থা, গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ", তৎকালেই আমি অবগত হইয়াছি যে, আমার এই কন্যা সামান্যা নহেন। কারণ, সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলের স্বাস্থ্য-প্রাপ্তি, শান্ত-ভাবাপন্ন অগ্নি-সকলের প্রজ্বলন, ঘন-সকলের ঘন-ঘন-মৃদুমন্দ-গর্জ্জন, দেবতা-সকলের অতুলনীয়-হর্ষলাভ

ও অন্তরীক্ষস্থ-গন্ধর্ব্বাপ্সরোগণের স্তবন, জাতমাত্রা-মদীয়া-কন্যার পূর্ণ-পরম-সূক্ষ্মাদ্য-প্রকৃতিত্ব প্রখ্যাপন করিতেছে।

কিন্তু, হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তুমি স্বীয়-লীলা-মাত্র-বশে সমুৎ-পন্না-শুভাননা-মদীয়া-কন্যারূপে আমার গৃহে আগমন করিয়াছ, শ্রবণ করিয়া, পরম-প্রহৃষ্ট-মানসে ব্রাহ্মণগণকে বহুতর-ধনরত্ন-বস্ত্র-দুগ্ধবতী-সবৎসা-গাভী-হিরণ্য-পত্র-পুষ্প-ফল -ভারাবনত -পাদপ- পরিশোভিত- ভূমি-দান-পূর্ব্বক আদ্যা-সূক্ষ্মা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি মনে করিয়া, তোমাকে দর্শন করিবার জন্য যখন আমি বন্ধু-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, সূতিকা-গৃহের দ্বারদেশে গমন করিয়াছিলাম, মেনা গিরীন্দ্র-হিমালয়কে অর্থাৎ আমাকে দ্বারদেশে সমাগত জানিয়া, যখন "প্রোবাচ তনয়াং পশ্য, রাজন্ রাজীব-লোচনাম্। আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূত-হিতায়চ।" তৎকালে হে উমে! কালি! পার্ব্বতি! আমিও তোমাকে অবলোকন করিয়া, এবং সাক্ষাৎ জগদম্বিকা-স্বরূপে অবগত হইয়া, শিরঃ-সাহায্যে ত্বদীয়-শ্রীচরণ-কমল-উদ্দেশে প্রণাম, তথা কৃতাঞ্জলি-পুটে ভূমিতলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক ভক্তি-গদ্গদ-বচনে এইবাক্য বলিয়াছিলাম যে, "কা ত্বং মাত-র্বিশালাক্ষি! চিত্ররূপা সুলক্ষণা। ন জানে ত্বামহং বৎসে! যথাবৎ কথয়স্ব মাম্।"

হে বৎসে! দেবি! পার্ব্বতি! আমার ভবদীয়স্বরূপাবগমেচ্ছা-প্রণোদিত উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণে তৎকালে তুমি বলিয়াছিলে যে, "জানীহি মাং পরাং শক্তিং, মহেশ্বর-কৃতাশ্রয়াম্। শাশ্বতৈশ্বর্য্য-বিজ্ঞান-মূর্ত্তিং সর্ব্ব-প্রবর্ত্তিকাম্। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং, বিধাত্রীং জগদম্বিকাম্। অহং সর্ব্বান্তরস্থা চ, সংসারার্ণবতারিণী। নিত্যানন্দময়ী নিত্যা, ব্রহ্ম-রূপেশ্বরীতি চ। যুবয়োস্তপসা তুষ্টা, পুত্রীভাবেন ভাবিতা। জাতা তব গৃহে তাত! বহুভাগ্য-বশাত্তব।" হে দেব-বন্দিতে! তুমি যে আমা-দিগের অত্যন্ত আগ্রহভরে অনুষ্ঠিত-তপস্যা-সাহায্যে পরিতুষ্টা হইয়া, তথা আমাদিগ-কর্ত্তৃক পুত্রীভাবে ভাবিতা হইয়া, আমার বহুতর-সৌভাগ্য-বশতঃ আমার গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং তুমি যে ব্রহ্মরূপা, পরমেশ্বরী, নিত্যা ও নিত্যানন্দময়ী, তথা তুমি যে

সংসারার্ণবতারিণী-সর্ব্বান্তরস্থা-জগদম্বিকা, অথবা তুমি যে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-বিধাত্রী সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকা, কিম্বা তুমি যে শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান-মূর্ত্তি, মহেশ্বর-কৃতাশ্রয়া-পরা-শক্তি-স্বরূপা, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি।

কিন্তু, হে মহেশ্বর-কৃতাশ্রয়ে! মাহেশ্বরি! আমি তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই উক্তরূপে অবগত হইয়াছিলাম বলিয়াই, তৎকালে বলিয়াছিলাম যে, "মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মম সুতা জাতাসি নিত্যাপি যৎ, ভাগ্যং মে বহু-জন্ম-জন্ম-জনিতং তেনৈব মন্যে মহৎ। দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎ-পরতরাং মূর্ত্তিং তবান্যামপি, মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি! তুভ্যং নমঃ।" হে মাতঃ! আমার উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়া, কৃপা-পূর্ব্বক তুমিও তৎকালে বলিয়াছিলে যে, হে পিতঃ! আমি আপনাকে দিব্য--চক্ষুঃ-প্রদান করিতেছি, আপনি তৎ-সাহায্যে আমার ঐশ্বর-রূপ অবলোকন করুন এবং নিজ-হৃদয়গত-সংশয় ছেদন করিয়া, আমাকে সর্ব্বদেবময়ীরূপে অবগত হউন।

অপিচ, এইকথা বলিয়া, হে দেবি! পার্ব্বতি! তুমি যখন আমাকে উত্তম-বিজ্ঞান-দান-পূর্ব্বক শশি-কোটিসম-প্রভ, চারুচন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখর, হস্তে ত্রিশূল-বর-ধারী, জটা-মণ্ডল-মণ্ডিত-মস্তক, কালানল-সম-প্রভাযুক্ত-বক্ত্র-পঞ্চকে বিশোভিত, নেত্র-ত্রয়ে সমুজ্জ্বল, নাগ-যজ্ঞোপবীত-ধারী, দ্বীপি-চর্ম্মাম্বরসাহায্যে কটিদেশে বেষ্টিত, নাগেন্দ্র-কৃত-ভূষণ-স্বীয়-দিব্য-দিব্য-মাহেশ্বর-রূপ দর্শন করাইয়াছিলে, তৎকালে আমি তোমার তাদৃশ-ঘোর-তর-ভয়ানক-মাহেশ্বররূপ দর্শন করিয়া, ভীত-ভীত বিস্মিত-চমৎকৃত-চিত্তে তোমাকে পুনরপি বলিয়াছিলাম যে, হে মাতঃ! তুমি আমাকে অন্যরূপ প্রদর্শন করাও। অপিচ, হে মাতঃ! তুমিও আমার উক্ত-রূপ-প্রার্থনা-পরবচন-শ্রবণ-সমনন্তর মাহেশ্বর-রূপসংহার-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শরচ্চন্দ্র-নিভ, চারুমুকুটোজ্জ্বল-মস্তক, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্ত, নয়ন-ত্রিতয়োজ্জ্বল, দিব্য-মাল্যাম্বর-বিভূষিত, দিব্য-গন্ধানুলেপনে সর্ব্বাবয়বে অনুলিপ্ত, যোগীন্দ্র-বৃন্দসংবন্দ্য-সুচারু-চরণাম্বুজ-যুগলে পরিশোভিত, সর্ব্বতঃ পাণি-পাদ-পরিলসিত, সর্ব্বতঃ শিরো-নয়ন-মুখ-মণ্ডিত, অষ্টবিধ-স্বীয় উত্তম ঐশ্বর-রূপ দর্শন করাইয়াছিলে।

হে বিশ্বরূপে! সনাতনি! আমি তৎকালে তোমার তথাবিধ-পরমোত্তম ঐশ্বররূপ অবলোকন করিয়া, বিস্ময়োৎফুল্লমানসে প্রণাম-পূর্ব্বক তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, হে মাতঃ! পরমেশ্বরি। আমি তোমার এই পরমোত্তম ঐশ্বররূপ-সমালোকনে মানসে পরম-বিস্মিত হইয়াছি। অতএব হে তনয়ে! তুমি আমাকে অন্যরূপ প্রদর্শন করাও এবং হে মাতঃ! তুমি যাহার পুত্রী, সেই সর্ব্বমহত্তর-সৌভাগ্যবান্ পুরুষপ্রবর যে সর্ব্বথা অশোচ্য ও ধন্যবাদার্হ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে পরমেশ্বরি! তুমি আমাকে পিতৃ-পদাভিষিক্ত করিয়া যে অশোচ্য, অথচ অশেষ-ধন্যবাদ-ভাজন করিয়াছ, একথা অতীব-সত্যবতী। হে মাতঃ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার-পূর্ব্বক তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি কৃপা-পরবশতা-প্রযুক্ত অন্যবিধ-রূপপ্রদর্শন-দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ কর।

কিঞ্চ, পুনরপি হিমালয় প্রবলতর-মানসোচ্ছ্বাস-বেগ-বশবর্ত্তী হইয়া, এইবাক্য বলিলেন যে, হে পুত্রি! পার্ব্বতি! তোমার পিতা শৈলরাজ-কর্ত্তৃক অর্থাৎ মৎ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা, প্রার্থিতা হইয়া, তৎকালেও তুমি আমার প্রতি পরমানুগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক পূর্ব্বোপবর্ণিত-রূপের সংহার-সাধন-পুরঃসর অন্যতম যে দিব্য-দিব্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলে, নীলোৎপল-দল-শ্যামল, বন-মালা-বিভূষিত, নয়ন-ত্রিতয়ে সমুজ্জ্বল, বাহু-যুগলে বিলসিত, রক্ত-পঙ্কেরুহ-রুচির-চরণ-সরসিজ-যুগলে সুশোভিত, ঈষৎ সহাস্য, বিধু-বিমল-বদন-বিম্বে বিরাজিত, দিব্য-লক্ষণ-সমূহে পরিলক্ষিত, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনোক্ষিত, রমণীয়তর-রত্ন-ভূষণ-নিচয়ে ভূষিত, তথা সর্ব্বজন-মনঃ-প্রাণ-বিমোহন সেই দিব্যতম-রূপ-বিলোকন করিয়া, আমি শৈল-সকলের অধিপতি দেবতাত্মা হিমালয়নামে বিখ্যাত হইলেও, মানসে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। হে পুত্রি! পার্ব্বতি! উক্তরূপে উপবর্ণিত-রূপ-বিলোকনের অনন্তর আমি তোমার গিরিরাজ-হিমালয়-নামা পিতা হইলেও, মহাহর্ষ-সংযুক্ত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিত হইয়া, দেবী-পরমেশ্বরী-বোধে তৎকালে তোমার যে স্তোত্র করিয়াছিলাম, হে মাতঃ! পরমেশ্বরি! সেই স্তোত্রটী কি কখনও তোমার মানসে স্মৃতি-পটে সমুদিত হইয়া থাকে? তুমি

ত মা! অশেষ-জগদীশ্বরী, আমার মত তোমার স্তোত্র-কর্ত্তা যে কত-শত-সহস্র আছে, এই জগতীতলে কে তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করিতে পারে ?

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে করুণার্ণবেশি! এই অকিঞ্চন-কৃত-স্তোত্রটী যদি মা! তোমার মানস-পট হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া থাকে, তবে মা! তুমি আর একবার আমাকে অনুমতি দান কর, আমি আর একবার সেই স্তবটী পাঠ করিয়া, তোমাকে আর একবার শ্রবণ করাই। যদিচ মা! তুমি অধুনা তপশ্চরণাভিলাষে তপোবন-বাসিনী হইয়াছ, তথাপি মা! তুমি যখম সর্ব্বান্তর্যামিণী-পরমা দেবতা স্বরূপা, তখন মা! তুমি অবশ্যই আমার এই স্তোত্রাধ্যয়ন-শব্দ-শ্রবণ করিতে সমর্থা হইবে। মা! আমার আশা এই যে, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমত্ত্ব-নিবন্ধন যদি মৎপঠিত-স্তোত্রশব্দ-শ্রবণে স্তোত্রের একটী অক্ষরও মা! তোমার কর্ণে প্রবেশ করে, মানসে অঙ্কিত হয়, তবে মা! তুমি তৎ-সাহায্যে কখনও না কখনও অবশ্যই একবারও আমাকে স্মরণ করিবে। এইকথা বলিয়া, মহাত্মা-হিমালয় সূতিকা-গৃহ-দ্বারে অবস্থিত হইয়া, পূর্ব্বকালে যে স্তোত্রটী পাঠ করিয়াছিলেন, সেই স্তোত্রটী পাঠ করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ— তপশ্চরণ-খণ্ড

ষড়্বিংশ অধ্যায়

হিমালয় কহিলেন,—হে মাতঃ! সর্ব্বময়ি! বিশ্বাশ্রয়ে! বিশ্বেশি! পরমেশ্বরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও, হে বিশ্বেশ্বরি! এই জগন্মণ্ডলে আমরা যে কোনরূপ বস্তু অবলোকন করিয়া থাকি, তৎ-সমস্তই তোমারই স্বরূপ। হে শিবে! তোমা-ভিন্ন এই ভুবন-নিবহে অন্য-কোনরূপ বস্তুরই সত্তার উপলব্ধি হয় না। হে দেবি! তুমি বিষ্ণু, তুমি গিরিশ, তুমি ধাতা এবং তুমিই নিতরাং পরা-শক্তি-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। অতএব হে দেবি! "কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্য-চরিতে! ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া?" হে জননি! তুমি অখিল-দেবগণের তৃপ্তি-জনিকা স্বাহা, তথা পিতৃ-গণেরও অশেষ-তৃপ্তি-হেতুকা-স্বধা-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। হে দেবদেবা-ম্বিকে! "হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা" এবং স্বর্গাদি-ফল-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, অতএব হে সমস্ত-ফলদে! বিশ্বেশি! "তুভ্যং নমঃ।" হে সমস্ত-ফলদে! বিশ্বেশি! "রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্ যোগিনো বিদ্যয়া, শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং শান্তং সুতৃপ্তং তব। বাচাং দুর্ব্বিষয়ং মনোঽতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে, ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি দেবি! বরদে! বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্।"

কিন্তু, হে দেবি! তুমি যখন সর্ব্বস্বরূপা, বা সর্ব্ব-বর্ণময়ী, তখন তুমি কৃষ্ণবর্ণে সম্প্রতি বিভূষিতা হইলেও, তোমাকে উদ্যৎ-সূর্য্য-সহস্রাভা, বা উদ্যৎ-কোটি-শশাঙ্ক-কান্তি-বিমলা বলিতে কোন দোষ নাই। হে দেবি! তুমি স্বয়ং নিজ-লীলাবশে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বরদে! বালেন্দু-কৃত-শেখরা, বিশাল-নয়না, অষ্টভুজ-শোভনা, বাল-ভাব-বিলসিতা, ত্রিনেত্রা, শুভা-শিবাদেবী-বোধে আমি "ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্বজননীম্", হে দেবি অম্বিকে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না

হও। হে দেবি! তুমি অষ্টভুজ-বিলসিত স্বীয়-শুভ বালরূপাতিরিক্ত অপর যে তিনটী রূপ আমাকে তৎকালে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদর্শন করাইয়াছিলে, আমি তোমার প্রসন্নতাপ্রার্থী হইয়া, ক্রমে ত্বদীয় সেই রূপত্রয়কে প্রণাম করিতেছি, এইকথা বলিয়া, পশ্চাৎ গিরিরাজ হিমালয় দৃষ্টপূর্ব্ব রূপত্রয়ের স্তুতি-অভিপ্রায়ে পুনরপি প্রবৃত্ত হইলেন।

হিমালয় কহিলেন,—"রূপং তে রজতাদ্রি-সন্নিভমলং নাগেন্দ্র-ভূষোজ্জ্বলম্, ঘোরং পঞ্চ-মুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাষিতম্। চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-মস্তকং ধৃত-জটা-জূটং শরণ্যে! শিবে! ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি! ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে! রূপং শারদ-চন্দ্র-কোটি-সদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং, দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। দিব্যৈর্ব্বাহুচতুষ্টয়ৈর্যুতমহং বন্দে শিবে! ভক্তিতঃ, পাদাব্জং জননি! প্রসীদ নিখিল-ব্রহ্মাদি-দেব-স্তুতে! রূপং তে নবনীরদ-দ্যুতি-রুচিং ফুল্লাব্জ নেত্রোজ্জ্বলং, কান্ত্যা বিশ্ব-বিমোহনং স্মিত-মুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্। বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিকসিতোরস্কং জগত্তারিণি! ভক্ত্যাহং প্রণতোহস্মি দেবি! কৃপয়া দুর্গে! প্রসীদাম্বিকে!" কিঞ্চ, "মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং, শক্তো দেবি! জগত্ত্রয়ে বহুযুগৈর্দেবোহথবা মানুষঃ। কোহয়ং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ, নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি! তুভ্যং নমঃ।"

এইকথা বলিয়া, গিরিরাজ-হিমালয় পুনরপি কহিলেন,—হে উমে! তুমি যখন আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তৎকালে আমি যেমন আত্ম-প্রসাদ ও জন্ম-সাফল্য অনুভব করিয়াছিলাম, অদ্যও আমি তদনুরূপ জন্ম-সাফল্য ও তপঃ-সাফল্য অনুভব করিতেছি। হে জগত্তারিণি "অদ্য মে সফলং জন্ম, তপশ্চ সফলং মম।" একথা বলিবার কারণ এই যে, তুমি স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বরী ত্রিলোকতারিণী ও ত্রিজগন্মাতা হইয়াও, আমার গৃহে আমার পুত্রীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছ। অপিচ, হে মাতঃ! তুমি নিজ-লীলাবশে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এজন্য আমি ধন্য, তথা কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে মাতঃ! তুমি নিত্যা চিৎস্বরূপা পূর্ণানন্দাত্মিকা হইয়াও, মৎ-পুত্রীত্ব-স্বীকার করিয়াছ, পুত্রীভাবে আমার গৃহে

শুভাগমন করিয়াছ, ইহা যে আমার পরম-সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে হে মাতঃ! আমার মনে হইতেছে যে, আমার সৌভাগ্য অপেক্ষা মেনকার সৌভাগ্য সমধিক। অথবা "কিং ব্রূমো মেনকায়াশ্চ, ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্। যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাভবত্তব।" গিরিরাজ-হিমালয় কহিলেন,—মাতঃ! গিরীন্দ্র-তনয়ে! তুমি উক্তরূপে মৎকর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া, যখন সহসা পূর্ব্ববৎ চারুরূপিণী হইয়াছিলে, তৎকালে মেনকাদেবীও তোমার তথাকথিত-নব-নব-রূপ-ধারণ-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, বিস্মিত-মানসে ভক্তি-সংযুক্ত-হৃদয়ে গদ্‌গদ-বাক্যে তোমাকে ব্রহ্মময়ী পুত্রী জানিয়া, এইবাক্য বলিয়াছিলেন যে, "মাতস্তুতিং ন জানামি, ভক্তিং বা জগদম্বিকে! তথাপ্যহমনুগ্রাহ্যা, ত্বয়া নিজগুণেন হি। ত্বয়া জগদিদং সর্ব্বং, সূয়তে জগদম্বিকে! ত্বং মমোদর-সম্ভূতা, ইতি লোক-বিড়ম্বনম্।" হে দেবি! তুমিও তৎকালে তোমার মাতা মেনকাদেবীকে বলিয়াছিলে যে, হে মাতঃ! আমি দেবাসুর নর-কিন্নরাদি-কৃত-শুভাশুভ-কর্ম্ম-সকলের যথোক্ত ফলদাত্রী দেবী। আমিই যাহার যাদৃশ-শুভাশুভ-কর্ম্ম, তাহাকে তদনুরূপ-শুভাশুভ-ফল-প্রদান করিয়া থাকি। হে মাতঃ! তুমি, তথা এই পিতা হিমালয়, তোমরা দুইজনেই আমাকে পুত্রীভাবে লাভ করিবার জন্য পরমেশ্বরী-বোধে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। আমি তোমাদিগের মহোগ্রতর-তপঃসাহায্যে আরাধিতা হইয়া, তোমাদিগের সেই তপস্যার যথোচিত-ফলদানার্থ নিত্যা হইয়াও, নিজ-লীলাবশে পিতা-হিমালয় হইতে তোমার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছি।

অপিচ, হে জগন্মাতঃ! এইসময়ে আমি পরমেশ্বরী-দেবী-বোধে তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, কর-যুগলে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক তোমার নিকটে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। হে মাতঃ! আমি তৎকালে তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, হে জগজ্জননি! তুমি ব্রহ্মাদি-দেবগণের পক্ষেও পরম-দুর্ল্লভা, যোগি-জনেরও দুর্গমা নিত্যা সত্যা সনাতনী হইয়াও, নিজ-লীলা-সাহায্যে আমার বহুতর-সৌভাগ্য-বশতঃ

মদীয়া-কন্যকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই সুযোগাবসরে হে মহেশ্বরি! আমি তোমার পদাম্ভোজ-যুগলে কাতরভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে মাতঃ! যাহাতে আমি অনায়াসে এই অপার-সংসার-পারাবারের পরপারে অবতীর্ণ হইতে পারি, তুমি কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে তাদৃশ উত্তম ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান কর।

হে গিরিরাজ-নন্দিনি! তুমি তৎকালে আমার তাদৃশ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, "শৃণু তাত! প্রবক্ষ্যামি, যোগ-সারং মহামতে। যস্য বিজ্ঞান-মাত্রেণ, দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।" ইত্যাদি, "মন্মনা ভব মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু মৎপরঃ। মামেবৈষ্যসি সংসার-দুঃখৈর্নৈবহি বাধ্যসে।" ইত্যন্ত যে ভগবতী-গীতার উপদেশ-প্রদান করিয়াছিলে, হে ভগবতি! তাহা অদ্যাপি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। হে পার্ব্বতি! আমি তোমাকে আর অধিক কি বলিব? তবে এইপর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হে দেবি! আমি তৎকালে তোমার শ্রীমুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃত-যোগ-সারভূতভগবতী-গীতোপনিষদ্‌গত-রহস্যময়-পরমোপদেশামৃত-রস-পান করিয়া, জীবন্মুক্ত-জনোচিত-সুখানুভবে সমর্থ হইয়াছিলাম।

পার্ব্বতীদেবীর অদর্শনে বিষাদ, খেদ, বা আক্ষেপ-পরায়ণ-হৃদয়ে উৎসাহানন্দশূন্যান্তঃকরণে বিষয়োপভোগ-বিলাস-বর্জ্জিত-বিরক্ত-মানসে কালী-উমা-পার্ব্বতী-প্রভৃতি-নামোচ্চারণ-সহ পুত্রী-চরিতালোচনা-চঞ্চল-চিত্তে কথঞ্চিৎ শোক-তাপোপশান্তি-অভিপ্রায়ে পুনরপি পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ-হিমালয় কহিলেন যে, হে মহেশ্বরি! আমার প্রতি ভগবতী-গীতা-ব্রহ্ম-বিদ্যোপনিষদ্-রহস্যভূত-যোগসার কথন করিয়া, পশ্চাৎ তুমি যখন নিজ-লীলাবশে স্বীয় ঐশ্বররূপ-পরিহার-পূর্ব্বক প্রাকৃতা-বালার রূপ-ধারণান্তে মাতৃ-স্তন্য-পানে প্রবৃত্তা হইয়াছিলে, তৎকালে মহাহর্ষ-পূর্ণ-হৃদয়ে আমি তোমার জন্ম উপলক্ষে যে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাদৃশ-মহোৎসব কেহ কখনও দর্শন, বা শ্রবণও করিয়াছেন? কি না? সন্দেহস্থল বলিতে হইবে।

কিন্তু, হে পর্ব্বতাধিপাত্মজে! তোমার জন্ম-দিবস হইতে ষষ্ঠ-দিবসে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া, দশম-দিবস সম্প্রাপ্ত হইলে, আমি

তোমার "পার্ব্বতী" এই সান্বয়-নাম-রক্ষা করিয়াছিলাম। হে দেবি! যদিচ তুমি নিত্যা উত্তমাপ্রকৃতি-স্বরূপা, তথাপি-তুমি মেনকা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, উক্তরূপে মদীয়-গৃহে অবস্থিতা হইয়া, আমার প্রতি তৎকালে যে উত্তম জ্ঞানযোগ কথন করিয়াছিলে, হে ত্রিজগন্মাতঃ! আশাকরি, সেই উত্তম-জ্ঞান-যোগ-সাহায্যে আমি অবশ্যই মহাজন-গণের পক্ষেও পরম-দুর্ল্লভা মুক্তিকে সুলভা-বোধে করতল-গতা করিতে সমর্থ হইব। হে জগন্মাতঃ! তোমারই পরমা-মায়াবশে এই সমগ্র-বিশ্ব-মণ্ডল পরিমোহিত হইতেছে। অতএব হে মহাদেবি! এই জগতী-তলে কে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্না ব্যক্তি আছেন? যিনি আপনার মায়া সম্যক্‌রূপে অবগতা হইতে পারেন? যিনি অনন্ত-কোটি-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী আদ্যা-শক্তি-স্বরূপা, সেই নিত্যা-সত্যা সনাতনী-পরমা-প্রকৃতিদেবীই অতিবালিকাভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক হিমবানের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি কেবল লোক-বিড়ম্বন নহে?

সে যাহা হউক, হে কালি! তুমি মদীয়-গৃহে অবস্থিতি-কালে বর্ষা-সময়ে স্বর্ণদী-গঙ্গার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইয়া, যখন শরৎ-কালীন-চন্দ্রিকার ন্যায় নিত্য-নিত্য-চারুতা ধারণ করিয়াছিলে, সখীগণের সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া, নিজ-লীলার পরিচয়-প্রদান করিয়াছিলে, স্বীয় অশেষ-সদ্‌গুণ-রাশি-সাহায্যে পিতা ও মাতার পরিতৃপ্তি-সম্পাদন করিয়াছিলে, তৎকালে কি আমি, কি তোমার মাতা মেনকা, আমরা উভয়েই তোমার শুক্ল-পক্ষে শশি-কলা-সম-বৃদ্ধিশীলসুন্দর-গঠিত-শ্যাম-শরীর-সৌন্দর্য্য এবং সুবিমল-কমনীয়তর-মুখ-কান্তি বারম্বার দেখিয়া দেখিয়াও মানসে সন্তোষ, বা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। অধিক কি বলিব? হে পার্ব্বতি! তোমার বিকসিত-শতদল-শোভী অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-মাধুর্য্য-মণ্ডিত আকর্ণ-বিস্তৃত-ফুল্লেন্দীবর-লোচন-সমুজ্জ্বল-মধুর-মধুরতর মনোজ্ঞ-মনো-নয়ন বিমোহন-মুখ-মণ্ডল ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি ক্ষণমাত্রকাল বা অণুমাত্রকালের জন্যও দৃষ্টি ব্যাপারিতা করিতে আমাদিগের মানসে ইচ্ছামাত্রেরও আবির্ভাব হইত না।

কিন্তু, হে উমে! "অপি ব্রহ্মাদিদেবানাং, যস্যা দুর্লভমীক্ষণম্" সেই পরিপূর্ণা পরা জগত্তারিণী প্রকৃতিদেবীরূপে তোমাকে তোমার মাতা মেনকা ও আমি, আমরা উভয়েই দিবারাত্র পুত্রীভাবে ক্রোড়-দেশে ধারণ করিয়া, কৌতুকাতিশয়সহ তোমার মধুর-মধুরাতি-মধুর-মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিবার সুবর্ণ-সুযোগ কেন যে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমরা অবগত নহি। অথবা সাধুজন-সেবাবসরে শাস্ত্রের বচনে শুনিয়াছি যে, "বিদ্যতে মুনিশার্দ্দূল! নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ। তপসা যন্ন চাপ্নোতি, বিদ্যতে নৈব তৎফলম্।" অতএব হে করুণার্ণবেশি! তোমাকে পুত্রী-রূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা যে যৎকিঞ্চিৎ তপস্যা করিয়াছিলাম, তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া, আমাদের সেই অত্যল্পমাত্র-তপস্যায় পরি-তুষ্টা হইয়া, তাহারই সুমহৎ-ফলস্বরূপে তোমাকে পুত্রীরূপে ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক দিবারাত্র ত্বদীয়-শ্রীমুখ-কমল-নিরীক্ষণে আমাদিগকে অধি-কারী করিয়াছিলে। হে জগদম্বিকে! যে সকল-ভক্ত নিরন্তর-ভক্তি-পূর্ব্বক তোমার ব্যভিচার-বর্জ্জিত-ভজন-সাধনে তৎপর হন, তুমিও স্নেহ-ময়ী-জননীর ন্যায় দয়া-স্নেহ-পরবশ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে অভীষ্টতম-ফল-দান করিয়া থাক। হে হিম-শৈল-সুতে! তুমি যদিচ বিষয়-বিলাসী ভোগ-লম্পট-সুরশ্রেষ্ঠগণের পক্ষেও দুর্গম্যা, বা দুর্লভতরা, তথাপি প্রকৃত-ভক্তজনের পক্ষে তুমি যে সুলভতরা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হে ভগবতি! তুমি যখন উক্তরূপে পিতা, মাতা, বা ভ্রাতা-প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণের অঙ্কে অঙ্কে, হৃদয়ে হৃদয়ে অবস্থিতি-পূর্ব্বক আদরা-নুরাগের সহিত লালিতা পালিতা বর্দ্ধিতা, তথা অশেষ-সদ্গুণ-সলিল-রাশি-সম্পূর্ণ-জ্ঞান-সুধা-সরোবরে সুস্নাতা হইয়া, "মাতৃ-প্রীতিকরী নিত্যং পিতৃ-প্রীণন-তৎপরা" হইয়াছিলে, সেই সময়ের মধ্যে কোন এক দিন আমি যখন পরমেশ্বরীদেবীজ্ঞানে তোমাকে অঙ্ক-প্রদেশে ধারণ করিয়া, "তনয়ৈশ্চ সুসঙ্গম্য", পরম-কৌতুকভরে আনন্দাতিশয়-সহকারে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তাদৃশাবসরে মুনি-পুঙ্গব-নারদ নভোমার্গাবলম্বনে শ্রীমতী-মহেশ্বরীদেবী-বোধে তোমাকে দর্শন করিবার জন্য সহসা সমাগত

হইয়াছিলেন, হে দেবি! তাহা কি তোমার মনে আছে? হে দেবি! সহসা "নভসা" সমাগত শ্রীমান্ নারদদেব শরন্নিশি সমুদিত-নিশানাথ, বা সুনির্ম্মল-জ্যোৎস্না-সুধাকর-শশাঙ্কদেবের অঙ্ক-গত-শশ-সদৃশী, অথবা তুষারশুভ্র প্রালেয়াচলের অঙ্কগত-নব-নীল-নীরদ-রেখার ন্যায় কালী-পরমেশ্বরীদেবীকে, বা তোমাকে আমার অঙ্কদেশে অবস্থিতা অবলোকন করিয়া, মানসে অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষড়্বিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অনন্তর গিরিরাজ কহিলেন,—হে দেবি! "কুশলস্যাঙ্কুরে তাবৎ, সম্ভূতে ভুবনত্রয়ে। তৎ-ফলোদ্ভব-সম্পত্তৌ, ত্বং ভবাতন্দ্রিতো মুনে। বেৎসি চৈতৎ সমস্তং ত্বং, তথাপি পরিচোদকঃ। নির্ব্বৃতিং পরমাং যাতি নিবেদ্যার্থং সুহৃজ্জনে। তদ্ যথা শৈলজা দেবী যোগং যায়াৎ পিনাকিনা। শীঘ্রং তদুদ্যমঃ সর্ব্বৈরস্মৎ-পক্ষৈর্বিধীয়তাম্।" এইরূপবচনে ভগবান্ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া, মহামুনি-নারদ ভূমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ-মদীয়-ভবনে সমাগত হইলে, আমি তাঁহাকে স্ব-গৃহাগত অবলোকন করিয়া, সম্পূজনান্তে "প্রাঞ্জলির্ভূত্বা", প্রণাম-পূর্ব্বক উপবেশনার্থ যখন হৈম-আসন প্রদান করিলাম, তৎকালে তিনি মৎ-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত-স্বর্ণময়-পরমাসনে উপবিষ্ট হইয়া, আমাকে প্রহর্ষিত করিয়া, এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে মহারাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা আপনাকে পূর্ব্বকালে আপনার জ্যেষ্ঠা-কন্যা-গঙ্গাদেবীর উৎপত্তির অনন্তর তাঁহাকে স্বর্গপুরে লইয়া যাইবার জন্য আপনার গৃহে আসিয়া, যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনার মনে আছে ত?

হে মহারাজ! "সা দেবী পূর্ণভাবেন, ভবিষ্যত্যপরা সুতা। তাং ত্বমেব মহেশায়, সম্প্রদাস্যসি সাদরঃ।" এইরূপ ব্রহ্মবাক্য, তথা "স্বয়ং প্রকৃতিরাদ্যা তে, তনয়া সম্ভবিষ্যতি।" এইরূপ মদীয়-বাক্য স্মরণ করিয়া, অধুনা আপনি অবগত হইতে পারেন যে, সেই পরমা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-দেবীই স্বয়ং আপনার তনয়ারূপে উৎপন্না হইয়াছেন। কিন্তু, হে মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্তই জানিবেন যে, আপনার এই কন্যা শ্রীশঙ্করদেবের দয়িতা-ভার্য্যা হইবেন, তথা আপনার এই কৃষ্ণবর্ণা-পুত্রী-কালী-পার্ব্বতীদেবী তপস্যা-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, সুবর্ণাভা-স্বর্ণ-গৌরী, বা বিদ্যুদ্-গৌরীরূপে পরিণাম

প্রাপ্তা হইয়া, পশ্চাৎ গৌরীনামে খ্যাতিলাভ করিবেন। অপিচ, হে গিরিরাজ! আপনার এই কন্যা গৌরীনামে খ্যাতিলাভের অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের শরীরার্দ্ধ নিজ-শরীরার্দ্ধে গ্রহণ করিবেন। হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা-কর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেবের শরীরার্দ্ধ নিজ-শরীরার্দ্ধে গৃহীত হইলে, শ্রীহরদেবও অর্দ্ধনারীশ্বর হইবেন। অতএব হে গিরিবর! আপনি অবশ্যই এই কন্যাটীকে শ্রীমহেশদেবের হস্তে সম্প্রদান করিবেন।

আর এক কথা এই যে, আপনি কদাপি এই কন্যাটীকে শ্রীশঙ্করদেব ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে দান করিবেন না। হে মহামতে! আপনার এই কন্যা যখন দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি সতী-নামে বিখ্যাতা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবকেই পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। এইজন্যই আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, হে মহারাজ! আপনার এই কন্যাটীকে শ্রীমহেশদেবের পূর্ব্ব-পত্নী জানিয়া, "নান্যস্মৈ ত্বমিমাং দাতুং, মনঃ কর্ত্তুমিহার্হসি।" তথা হে মহারাজ! আপনার এই কন্যা-কালী যেমন অবশ্যই "শম্ভোর্ভবিত্রী দয়িতা, প্রেম্না দেহার্দ্ধধারিণী", সেইরূপ "স চাপ্যেনাং বিনা জায়াং, নান্যামুদ্‌বাহয়িষ্যতি।" শ্রীশঙ্কর-দেবও আপনার এই কন্যা পার্ব্বতীদেবী-ভিন্ন অন্য কাহাকেও জায়ারূপে গ্রহণ, বা বিবাহ করিবেন না।

পুনশ্চ মহামুনি নারদ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনার এই কন্যা-কালীদেবী ও শ্রীশঙ্করদেব, অর্থাৎ পরমা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি এবং পরম-পুরুষ, ইহাঁরা দুইজনে পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে, ইহাঁদের দুইজনের যাদৃশ-প্রেম উপজাত হইবে, জগতীতলে "কয়োর্ন তাদৃশং ভূতং, বিদ্যতে বা ভবিষ্যতি।" তথা হে পার্ব্বতি! দিবাকরদেবের নিকটে অবস্থিতা কালিন্দীর ন্যায় আমার নিকটে তোমাকে অবস্থিতা অবলোকন করিয়া, তৎকালে মহামুনি-নারদ ইহাও বলিয়াছিলেন যে, হে গিরিরাজ! আপনার এই কন্যা যথাকালে বহুতর-দেবকার্য্যসাধন করিবেন, এবং এই কন্যার গর্ভে যথাকালে মহাবল-পরাক্রম-সম্পন্ন এরূপ একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহার তুল্যবল-যোদ্ধা আজ পর্য্যন্ত কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করে নাই, বা ভবিষ্যতেও করিবে না।

হে মহারাজ! এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, "নান্যস্মৈ ত্বমিমাং দাতুং, মনঃ কর্তুমিহার্হসি।"

হে পুত্রি! তোমাকে উপলক্ষ করিয়া, মহামুনি-মহামতি-নারদ যখন আমাকে উক্তরূপ-নানা-কথা বলিতেছিলেন, তৎকালে মুনি-দিদৃক্ষা-পরবশা, স্বল্পালি-পরিচারিকা, লজ্জা-প্রণয়ন-নম্রাঙ্গী, তোমার মাতা মেনকাদেবী আমাদিগের নিবেশনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, হে বৎসে! তোমার মাতা-মেনকা মদীয়-নিবেশনে প্রবেশ-পূর্ব্বক তেজোরাশি-সদৃশ-মুনিবর-নারদকে দর্শন করিয়া, গূঢ়-বদনে পাণি-পঙ্কজ-যুগলে অঞ্জলিবদ্ধাবস্থায় তাঁহার চরণ-যুগলে বন্দনা করিলেন এবং শিব-প্রিয়-শ্রীমান্ নারদদেবও তোমার মাতা-মেনকা-দেবীকে বিলোকনান্তে অমৃতোদ্‌গাররূপ আশীর্ব্বাদ-সাহায্যে বিবর্দ্ধিতা করিলেন। হে হিমবদ্-গিরি-পুত্রিকে! তুমি কিন্তু তৎকালে আমাদের নিকটে অবস্থিতা হইয়া, উক্তরূপ-ব্যবহার অবলোকনে বিস্মিত-মানসে একবারমাত্র অমিত-দ্যুতি-মহাভাগ-মহর্ষি অদ্ভুতরূপধারী নারদদেবকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলে।

এই সকলকথা বলিয়া, ধরাধর-নিকর-শিখর-মণি-মহাত্মা-হিমালয় গলদশ্রু-নয়নে, বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে, প্রেম-পীযূষ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে স্নেহ-সলিল-সিক্ত-গদ্‌গদ-বচনে পুনরপি বলিলেন যে, হে বৎসে! পার্ব্বতি! তুমি যখন আমাদিগ-কর্তৃক অভ্যর্থিত পরিপূজিত, দত্তপাদ্য, দত্তাসন, "শিরসা" অভিবন্দিত, তথা গৃহীতার্ঘ্য ও রত্নসিংহাসনে সুখে সমাসীন-মুনিশ্রেষ্ঠ-নারদদেবকে একটীবারমাত্র অবলোকন করিয়াছিলে, হে পুত্রি! তৎকালে তুমি "এহি বৎসেতি স্নিগ্ধয়া গিরা" মহামুনি-নারদকর্তৃক সমাহূতা হইয়া, আমাকে কণ্ঠপ্রদেশে গ্রহণ করিয়া, আমারই উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলে। তথা হে পুত্রিকে! তুমি যখন "কণ্ঠে গৃহীত্বা পিতরং", আমার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার মাতা-মেনকাদেবী তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, হে পুত্রিকে! তুমি ভগবান্ দেবর্ষি নারদদেবকে অভিবাদন কর, হে পুত্রিকে! দেবি! পার্ব্বতি! যদি তুমি ভক্তিভরে এই সর্ব্বজন-

বন্দিত-দেবর্ষি-নারদদেবকে অভিবাদন কর, তবে অভিবাদন-ফলে তুমি অবশ্যই সদেবাসুর-নর-বন্দনীয়-ধন্যতম-সর্ব্ব-সম্মত-দেব-দুর্ল্লভ-পতিলাভে সমর্থা হইবে।

"অভিবন্দয় পুত্রিকে! ভগবন্তং, ততো ধন্যং পতিমাপ্স্যসি", এই-রূপ-বচন-সাহায্যে মাতা-মেনকাদেবী-কর্ত্তৃক অভিহিতা হইয়া, হে দেবি! তুমি কিন্তু তৎকালে কোন কথাই বল নাই। প্রত্যুত কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কেশ-কলাপ-পরিশোভিত-মস্তক কিঞ্চিৎ কম্পিত করিয়া, চারুতর-বিবিধ-বিচিত্র-চিত্রাবলী-চিত্রিত-স্বর্ণ-রত্ন-খচিত-সূক্ষ্ম-সূত্র-নির্ম্মিত-বহ্নি-শুদ্ধ-কৌশেয়-বসনাঞ্চল-দ্বারা কমল-কুসুম-কোমল, রত্ন-কুণ্ডল-সমুল্লসিত-সমুন্নত-কপোলতল-রমণীয়, শুক-নাসা-সম-নাসিকাগ্রে স্বর্ণ-সূত্র-গ্রথিত-স্থূলতর সমুজ্জ্বল-মুক্তাফল-ললিত, আকুঞ্চিত-কৃষ্ণ-চূর্ণ-কুন্তল-কমনীয়, কনক-কিরীটাকলিত, মুকুটাধো মরকত-মণি-মুক্তা-মালা-মালিত, মধুরাতি-মধুর-সুন্দরতর-বিমলোজ্জ্বল-বদন-বিম্ব আচ্ছাদিত করিয়াছিলে।

তদনন্তর হে পুত্রিকে! পুনশ্চ যখন তোমার মাতা-মেনকা তোমাকে এইবাক্য বলিলেন যে, "বৎসে! বন্দয় দেবর্ষিং, ততো দাস্যামি তে শুভম্। রত্নক্রীড়নকং রম্যং, স্থাপিতং যচ্চিরং ময়া।" তৎকালেই না তুমি উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া ও আমার উৎসঙ্গ-দেশ হইতে বেগে সমুত্থিতা হইয়া, দেবর্ষি-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার চরণ-কমল-যুগল উদ্ধৃত করিয়া, তদীয়-পাদ-পঙ্কজ-পরাগ-গ্রহণান্তে স্বীয়-কর-কমল-কুড্মল মস্তক-মণ্ডলে সন্ধিত করিয়াছিলে? কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! তোমা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে দেবর্ষি-বন্দন-কার্য্য পরিসম্পাদিত হইলে, পশ্চাৎ তোমার মাতা-মেরুদুহিতা-মেনকা কৌতুক, তথা স্ত্রী-স্বভাব-প্রযুক্ত সখী-মুখ-সাহায্যে ধীরে ধীরে তোমার সৌভাগ্য-সম্পৎ-শংসী শরীর-লক্ষণ-সকলের বিজ্ঞানার্থ মহর্ষি-সমীপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

হে পার্ব্বতি! তৎকালে তোমার মাতার তাদৃশ ইঙ্গিত, বা অভি-প্রায় অবগত হইয়া, "রম্যমেতদুপস্থিতম্" মনে করিয়া, হৃদয়ে দুহিতৃ-চিন্তা বহন করিতে করিতে, আমিও তোমার মাতা মেনকার উক্তরূপ-প্রস্তাবে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম। অপিচ, হে পার্ব্বতি!

তোমার মাতা মেনকাদেবীর সখী-জন-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিচোদিত হইয়া, হাস্য-বিকসিত আননে মহাভাগ-মুনিবর-নারদ তোমার মাতাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তৎকালে এইবাক্য বলিয়াছিলেন যে, "ন জাতোঽস্যাঃ পতির্ভদ্রে! লক্ষণৈশ্চ বিবর্জ্জিতা। উত্তানহস্তা সততং, চরণৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বচ্ছায়য়া ভবিষ্যেয়ং, কিমন্যদ্ বহু ভাষ্যতে।" হে বৎসে! মহর্ষি-নারদ-কথিত উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সম্ভ্রমাবিষ্ট-ধ্বস্ত ধৈর্য্য-চিত্তে আমি অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে তৎকালে তাঁহাকে অনেক-বিধ-বাক্যই বলিয়াছিলাম।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, হিমালয় কহিলেন, —হে পার্ব্বতি! তোমার সৌভাগ্য-শংসী শরীর-লক্ষণ-সকলের যথাবৎ বিজ্ঞানার্থ-কৃতপ্রশ্নের উত্তরে মহামুনি-নারদ-কথিত উক্তরূপ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া, সম্ভ্রমাবিষ্ট-চিত্তে ধৈর্য্য-বিহীন-হৃদয়ে তৎকালে আমি তাঁহাকে এইসকলকথা বলিয়াছিলাম যে, হে মহাভাগ! সংসার যে অতিদোষের আকর-স্বরূপ এবং সংসারের গতিও যে নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়া, তাহা সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে ইহাও বিস্পষ্টরূপে অবলোকিত হইতেছে যে, সংসারী জনগণের জন্য শ্রীপরমেশ্বরদেব-প্রণীতা কাচিৎ মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। অণ্ডজ হইতে অণ্ডজেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং মানুষ, বা সরীসৃপ হইতে মানব, বা সরীসৃপেরই জন্ম পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই অনাদি-সংসার-মণ্ডলে বিবিধ-ভূতজাত নিজ-নিজ-কর্ম্মবশেই নিরন্তর-জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং কর্ম্মানুরূপ-সুখ-দুঃখ-ভোগান্তে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে।

হে মহামুনে! উচ্চাবচ-মধ্যম-জাতি-প্রাপ্তির প্রতি, বা জীবের সুখ-দুঃখ-সম্ভোগের প্রতি নিজ-নিজ-সৌভাগ্য, বা দৌর্ভাগ্যই যে এক-মাত্র-পুষ্কল-কারণ, তাহাও শাস্ত্রে অবধৃত হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎ-কর্ষাপকর্ষ, বা, তারতম্যবশে তারতম্যতঃ সুখ-দুঃখ-ভোগার্থ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাধিকার-সম্পন্ন-শ্রেষ্ঠ-জীবগণ শ্রেষ্ঠ-জাতি-মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্রমে আশ্রম-সম্প্রাপ্তি অবসরে ব্রহ্মচারি-ব্রত-পরিপালনের অনন্তর গৃহ-ধর্ম্মিজনগণের দার-পরিগ্রহ বিহিত হওয়ায়, আত্মানুরূপ, আত্মযোগ্য-কন্যাজনের পাণিপীড়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বকর্ত্তা যে পরমেশ্বরদেবের নিয়োগবশে এই সংসার-মণ্ডল বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই নিয়োগকর্ত্তা-শ্রীপরমেশ্বরদেবের অনুশাসনানুসারে "ব্রহ্মচারিব্রতাদনু" গৃহ-ধর্ম্মি-

জন-গণের দার-সংগ্রহ অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতেছে। অন্যথা সকলেই যদি দার-পরিগ্রহে বিরত হইয়া, অতিগ্রহ-পদবী অধিকারে আগ্রহ-প্রকাশ করে, তবে কোনরূপেই সংসারের বৃদ্ধি সম্ভবপরা হইতে পারে না। অতএব কর্ত্তা শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্তৃক স্বপ্রণীত-শাস্ত্র-সমূহে সুত-লাভ প্রশংসিত হইয়াছে।

কিঞ্চ, এই সংসারের বিবর্দ্ধন-কল্পে প্রাণিগণের বিমোহনার্থ নরক-ত্রাণ-লক্ষণ-কারণ-সংশ্রয়বশে সুত-লাভের প্রশংসা করিয়া, শ্রীভগবান্ স্ত্রী-জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যদি এই জগন্মণ্ডলে স্ত্রীজাতির সৃষ্টি না করিতেন, তবে স্ত্রী-বিরহিত অবস্থায় পুরুষগণ "নরক-ত্রাণ-সংশ্রয়াৎ", এই শাস্ত্র-প্রশংসিত-সুতলাভ ও কন্যাপ্রাপ্তির অনন্তরকাল-ভাবী সৃষ্টি-বর্দ্ধন-কার্য্যে কদাপি সমর্থ হইতেন না। অপিচ, "স্ত্রিয়া বিরহিতা সৃষ্টির্জন্তূনাং নোপপদ্যতে।" একথা অতিসত্যপূতা হইলেও, পরম-পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সৃষ্টি-বিবর্দ্ধন-কল্পে স্ত্রীজাতি পরমোপযোগিনী হইয়াও, শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্তৃক নানা-বিষয়ে প্রবঞ্চিতা হইয়াছে। কারণ, শ্রীপরমেশ্বরদেব স্ত্রীজাতিকে স্বভাবতঃ কৃপণা ও দৈন্য-ভাবিণী করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্ত্রীজন-সমাজে বিধাতৃ-পুরুষ-কর্তৃক শাস্ত্রালোচন-সামর্থ্য উজ্ঝিত, পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত, বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র-সমূহে যে কথা-সকল বারম্বার অভিহিত হইয়াছে, সেই সকলকথা যে মহাফল-প্রসবিনী ও সন্দেহ-সন্দোহ-শূন্যা, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, কন্যা যদি শীলবর্জ্জিতা না হয়, তবে সৎশীল-শোভনা পতি-পুত্র-ধনবতী একটীমাত্র কন্যা দশ-পুত্রের সমান-কার্য্য করিতে পারে। হে ব্রহ্মন্! শাস্ত্রের উক্তরূপ-বাক্য অর্থাৎ "দশ-পুত্র সমা-কন্যা, যা ন স্যাচ্ছীল-বর্জ্জিতা।" এইবাক্য যদি ধ্রুব সত্য হয়, তবে "কন্যা হি কৃপণা শোচ্যা, পিতুর্দুঃখ-বিবর্দ্ধিনী। যাপি স্যাৎ পূর্ণ-সর্ব্বাঢ্যা, পতি-পুত্র-ধনাদিভিঃ। কিং পুনর্দুর্ভগা হীনা, পতি-পুত্র-ধনাদিভিঃ।" এইবাক্য ফলভ্রষ্ট এবং পুরুষের পক্ষে পরম গ্লানিকর বিবেচিত হইবে না কেন? অপিচ, হে মহামুনে!

আপনি আমার পুত্রীর সম্বন্ধে মৎসমীপে ইতঃপূর্ব্বে বহুতরসৌভাগ্য-ফলের কথা কীর্ত্তন করিয়া, অধুনা শৈল-মহিষী-সখী-প্রচোদিত হইয়া, আমার পুত্রী-পার্ব্বতীর শরীরে বহুবিধদোষ-সংগ্রহের কথা বলিতেছেন কেন? অহো নারদ! অত্যন্ত আশ্চর্য্য, বিষাদ, বা শোকযুক্ত হৃদয়ে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমি আপনার উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, একবার মুগ্ধ হইতেছি, একবার বা পরিশুষ্ক হইতেছি, একবার গ্লানি, একবার বা অবসাদ অনুভব করিতেছি। হে মহামুনে! আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার কন্যাশ্রয়-দুঃখ-পাশ ছেদন করুন।

স্ত্রীজনগণের তাদৃশ-জন্মই শ্রেষ্ঠ, বা পরমোৎকৃষ্টরূপে বিবেচিত হইতে পারে, যাদৃশ-জন্ম সৎপতি-প্রাপ্তির অনন্তর পিতৃ-কুল ও শ্বশুর-কুল, এই উভয়-কুলেরই ঐহিক এবং আমুত্রিক-সুখের কারণ হইয়া থাকে। হে মুনে! ইহা নিশ্চিতই জানিতে হইবে যে, স্ত্রীজনগণের পক্ষে সৎপতি নিতান্তই-দুর্লভ এবং "বিগুণোঽপি পতিঃ কিল" স্ত্রীজনগণ কদাচন প্রভূত-পুণ্য-সঞ্চয়-বিনা লাভ করিতে পারে না। অপিচ, স্ত্রীজনগণের নিঃসাধন-ধর্ম্ম, পরিমাণোজ্ঝিতা-রতিঃ এবং জীবিত-পর্য্যাপ্ত-ধন একমাত্র পতিজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিঞ্চ, পতি সদ্গুণশালীই হউন, আর অসদ্গুণ-সম্পন্নই হউন, অথবা নির্ধন, দুর্ভগ, মূর্খ ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-বর্জ্জিতই হউন, স্ত্রীজনগণের পক্ষে পতিই যে সদা-কাল পরম দৈবত-স্বরূপ, তাহা শাস্ত্রে অসকৃৎ অভিহিত হইয়াছে। হে দেবর্ষে! আপনি কিন্তু বলিয়াছেন যে, "ন জাতোঽস্যাঃ পতিঃ কিল", পার্ব্বতীদেবীর পাণি-পীড়ন-কর্ত্তা পতি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

হে মুনে! এই চরাচর-ভূতসর্গমধ্যে মদীয়া-পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর পতি অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই, একথা আপনার শ্রীমুখ হইতেই বিনির্গতা হইয়াছে। হে নারদ! ইহা যে পুত্রী-পার্ব্বতী, তথা আমার অত্যন্ত-দৌর্ভাগ্য-পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিঞ্চ, হে দেবর্ষে! আপনার উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার মনঃ একদিকে যেমন নিতান্ত-ব্যাকুল হইয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ অতুলনীয়-অসংখ্য-গুরুতর-দুঃসহ-দুঃখভারে পরিপীড়িত হইয়াছে! হে ব্রহ্ম-নন্দন!

অষ্টবিধ-দেব-জাতির, তথা মানব-জাতির হস্ত-পাদাদি অবয়ব-প্রদেশে শুভাশুভ-নিবেদক-লক্ষণ-সকল বিহিত হইয়াছে। অথচ আপনি বলিতেছেন, আমার এই প্রাণসমা-প্রিয়তমা-পুত্রী-পার্ব্বতীদেবী বিহিত-সর্ব্ববিধ-লক্ষণ দ্বারা বিবর্জ্জিতা হইয়াছেন।

তথা হে মুনিপুঙ্গব! আপনি বলিয়াছেন যে, আমার এই পুত্রী-কালী-পার্ব্বতীদেবী সততই উত্তানহস্তা। হে ব্রহ্মন্! উত্তান-হস্ততা যাচক-লক্ষণ-নিচয়ের মধ্যেই পরিগণিতা হইয়াছে। অপিচ, হে মুনে! উত্তানহস্ততা যদি নিত্যদা যাচনা-পরায়ণ-জনগণের অন্যতম-লক্ষণরূপেই পরীগৃহীতা হয় এবং শুভোদয়, ধন্যতম, সতত-গো-ভূ-হিরণ্য-ধন-রত্ন-প্রভৃতি-দানশীল, মহাসৌভাগ্যবান্ পুণ্যবান্ সজ্জনগণের লক্ষণ-মধ্যে "কদাচিদপি" পরিগণিতা না হয়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উত্তান-হস্ততা পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর অতীব-দৌর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এইরূপ আপনি বলিয়াছেন যে, আমার পুত্রী-পার্ব্বতীর চরণ-যুগল স্বচ্ছায়া-ব্যভিচারী। হে মুনে! এইরূপ চরণ-বিবরণশ্রবণ করিয়াও, পার্ব্বতীদেবীর বিষয়ে আমার মানসে কোনরূপ শ্রেয়ঃ-সম্ভাবনা, ধর্ম্ম, সুখ, কল্যাণ, বা শুভাশা প্রতিভাতা হইতেছে না। তথা শরীর-গত-লক্ষণ-সকল পৃথক্ পৃথক্ ফল, অর্থাৎ সৌভাগ্য-ধন-পুত্রায়ুঃ-পতিলাভ-প্রভৃতির অনুশংসন করিয়া থাকে, অথচ হে মুনিপুঙ্গব! আপনি বলিতেছেন যে, আমার এই পুত্রী-পার্ব্বতী পৃথক্ পৃথক্ ফলনিবেদী সর্ব্ব-বিধ-শরীর-লক্ষণ-দ্বারা বিহীনা।

হে মুনে! আপনি আমার বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী সকল-বিষয়ই অবগত আছেন এবং আপনি সত্যবাক্, তপস্বী, সংযতাত্মা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-কুশল, প্রেম-ভক্তি-তত্ত্ব-বেত্তা ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া, জগতীতলে সুবিখ্যাত। অত-এব হে মহামুনে! আপনার বাক্য সর্ব্বথা সন্দেহ-শূন্য ; সুতরাং আপ-নার বাক্য বিনা-বিচারে বিশ্বাসযোগ্য ভাবিয়া, আমি মানসে নিতান্তই মুগ্ধ হইতেছি এবং আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে মুনি-শার্দ্দূল! আমি আপনাকে এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব? বিধাতৃ-পুরুষ যাহা আমার পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর ললাটতলে লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন, তাহা অবশ্য-ভোক্তব্য হইলেও, আশাকরি, আপনাদের ন্যায় বিশ্ব-বিদিত-মহাজনগণের আশীর্ব্বাদবশে আমার পুত্রী-পার্ব্বতীদেবী সৌভাগ্য-ধন-পুত্রায়ুঃ-পতিলাভানুশংসী শুভ-চিহ্ন-সমূহে অচিরাৎ পরি-চিহ্নিতা হইবেন। হে পুত্রি! পার্ব্বতি! এই সকলকথা বলিয়া, আমি তৎকালে তাদৃশ-মহাদুঃখ-বিচারণ হইতে অতিকষ্টে নিজ-মানসকে বিরত করিয়াছিলাম।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একোনত্রিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, গিরিরাজ-হিমালয় বিষম-শোক-সন্তপ্ত-মোহান্ধকারাচ্ছন্ন-হৃদয়ে শ্রীমান্ নারদদেবের স্মিত-বিকসিত-মুখ-কমল-স্মরণে যেন কিঞ্চিৎ আশার আলোক প্রাপ্ত হইয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে বৎসে! পার্ব্বতি! "শ্রুত্বৈতদখিলং তস্মাৎ, শৈল-রাজ-মুখাম্বুজাৎ। স্মিত-পূর্ব্বমুবাচেদং, নারদো দেবচোদিতঃ।" অর্থাৎ হে পার্ব্বতি! আমার মুখে উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, দেব-প্রেরিত মহামুনি-নারদ হাস্য-পূর্ব্বক তৎকালে এই সকল-কথা বলিয়াছিলেন যে, হে মহারাজ! অত্যধিক-হর্ষস্থানে উপস্থিত হইয়া, আপনি এরূপে দুঃখ-নিরূপণে তৎপর হইয়াছেন কেন? হে মহাগিরে! মদীয়-বাক্যার্থ সর্ব্বথা অপরিচ্ছিন্ন হইলেও, আপনি অকারণে মোহের আশ্রয়-গ্রহণ করিতেছেন কেন? হে মহাশৈল! মদুক্ত-বাক্যার্থের বিচরণাবসরে আপনি সমাহিত-চিত্তে আমার নিকট হইতে বক্ষ্যমাণ-রহস্য-পরিনিষ্ঠিত-বাক্য-সকল শ্রবণ করুন।

হে হিমাচল! আমি এইকথা বলিয়াছি যে, এই দেবী-পার্ব্বতীর পতি চরাচর-ভূতসর্গে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে মহারাজ! আপনি আমার এইবাক্য অর্থতঃ অপরিচ্ছিন্ন এবং মিথ্যা-দোষ-সম্পর্ক-শূন্য জানিয়া, চিত্তে ধৈর্য্য-ধারণ করুন। হে শৈলপতে! আপনি বিশেষ-বিচার করিয়া দেখুন যে, এই পার্ব্বতীদেবীর পতি ভূত-ভব্য-ভবোদ্ভব শ্রীমহাদেব এই চরাচর-বিশ্ব-সর্গমধ্যে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। "শরণ্যঃ শাশ্বতঃ শাস্তা, শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ" শ্রীমহাদেব কখনও কি জন্ম-মৃত্যু-জরার্দ্দিত হইতে পারেন? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ, দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ, দেবর্ষি-মহর্ষি-মুনি-মহামুনিগণ, তথা অন্যান্য-জীব-সমুদায়ই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহে পতিত হইয়া,

অশেষবিধ-সংসার-যাতনা-ভোগে বাধ্য হইয়া থাকে। হে মহাগিরে! "ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রমুনয়ো, জন্ম-মৃত্যু-জরার্দ্দিতাঃ" এবং ইঁহারা সকলেই এক-মাত্র পরমেশ্বর সেই শ্রীমন্মহাদেবের ক্রীড়নক-ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

স্বয়ং সর্ব্বলোকপিতামহ-ব্রহ্মা সর্ব্ব-জগদীশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছা-বশেই সম্ভূত হইয়া, ভুবন-প্রভুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুদেব জগতের পরিপালন-ছলে যুগে-যুগে নানা-জাতি-মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, কখনও মহাকায় মীন, কখনও মহাতনু কূর্ম্ম, কখনও মহাশরীর কোল, কখনও বিশালকলেবর নৃহরি, কখনও মহাদেহ পরশুপাণি পরশুরাম-রূপে নানাবিধ-কার্য্য-সাধন করিয়াছেন। "নানাজাতি-র্মহাতনুঃ" শ্রীবিষ্ণুদেব যে নিজ-ইচ্ছাবশে জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতের হিত-সাধনার্থ নানাবিধ-কার্য্য-সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু শ্রীশঙ্করদেবেরই মহীয়সী-মায়াবশে যুগে যুগে নব-নব-নানা-জাতীয়-শরীর-ধারণ করিয়া, বিবিধ-কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কিঞ্চ, হে ভূধরবর! ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত-শরীরে প্রবিষ্ট আত্মার বিনাশ কদাপি সম্ভাবিত নহে। এই সংসার-মণ্ডলে জায়মান, বা ম্রিয়মাণ-দেহীর দেহমাত্রই এইস্থানে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বেদাদি-শাস্ত্র-সমূহে আত্মার বিনাশ কদাপি কথিত হয় নাই।

হে শৈলাধিরাজ! ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত এই যে সংসার-মণ্ডল পরি-কীর্ত্তিত হইল, জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখার্ত্ত এই সংসার-চক্রই শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছা, বা মায়াশক্তিবশে অবশভাবে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পক্ষান্তরে যাঁহার জনক অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই কারণ-ত্রয়-হেতুভূত, অজাত, অজর, অমর, অচল, স্থাণু-শ্রীশঙ্করদেবই একমাত্র স্থির-স্বভাব, অক্ষর, অবিনাশী, পরম-পুরুষ-স্বরূপে কালত্রয়ে অবিকৃত-ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। হে অচলরাজ! সর্ব্বদা নিরাময়-শোক-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু-জরা-বর্জ্জিত-জগন্নাথ সেই শ্রীমন্মহাদেবই আপনার পুত্রী এই পার্ব্বতীদেবীর পতি হইবেন।

কিঞ্চ, হে মহামতে! হিমগিরে! "যদুক্তঞ্চ ময়া দেবী, লক্ষণৈর্ব্বর্জ্জিতা তব" অর্থাৎ আপনার পুত্রী-দেবী-পার্ব্বতী সর্ব্ববিধ-লক্ষণ-দ্বারা বর্জ্জিতা

হইয়াছেন, আমি এই যে বাক্য আপনার সমক্ষে ইতঃপূর্ব্বে কথন করিয়াছি, অধুনা আমি সেই বাক্যের সম্যক্‌রূপ বিচারণা করিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। শরীরাবয়বাশ্রিত-দৈবিক-অঙ্ক-বিশেষের নাম লক্ষণ। যাহাদের আয়ুঃ-পুত্র-বিত্ত-সৌভাগ্য-রত্ন-রাজ্যৈশ্বর্য্য-জ্ঞান-বিদ্যা-ধর্ম্ম-মৃত্যুসম্মানাপমান-পূজা-লাভ-হানি-প্রভৃতি পরিমিত, পরিমাণ-প্রকাশক-লক্ষণ-সমূহ-সাহায্যে তাহাদিগেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল-স্বরূপে আয়ুঃ-পুত্র-বিত্ত-সৌভাগ্য-প্রভৃতির পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যিনি অনন্ত ও অপ্রমেয়-স্বরূপা, যাঁহার সৌভাগ্যের অন্ত, বা পরিমাণ বেদ-পুরাণাদিশাস্ত্রে নিরূপিত হয় নাই, যিনি অনন্তাপ্রমেয়-সর্ব্ববিধ-সৌভাগ্যের একমাত্র-লীলা-নিকেতনভূতা, যাঁহার সৌভাগ্যের কণ-লেশ-মাত্র প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ুবরুণ-প্রভৃতি-দেবগণ সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বপালক-বিষ্ণুদেব বৈকুণ্ঠপতি হইয়াছেন, যাঁহার আদেশে ব্রহ্মলোকাধিপতি ব্রহ্মা অবিরতভাবে সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপিণী বেদাদি-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত, বা পুরাণাদি-বহুতর-প্রবন্ধ-নিবহে পরিপঠিত-সর্ব্বৈশ্বর্য্যের প্রসবিনী অনন্তাপ্রমেয়-স্বরূপা সেই অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর অনন্তাপ্রমেয়-সৌভাগ্যের অন্ত, বা কোনরূপ পরিমাণ নাই বলিয়া, তাঁহার শরীরাবয়বে সৌভাগ্যাদির পরিমাণ-প্রকাশক-লক্ষণাকার-দৈবিক অঙ্ক-সমূহ সন্নিবেশিত না হওয়ায়, আমি তাঁহাকে "লক্ষণৈশ্চ বিবর্জ্জিতা" বলিয়াছি।

হে মহামতে! শৈলপতে! নিষ্প্রয়োজন, বা অনাবশ্যক-বোধে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শরীরাবয়বে সৌভাগ্যাদি-পরিমাণ-প্রকাশক-লক্ষণাকার-দৈবিক-অঙ্ক-সকল সংবিহিত না হওয়ায়, আমি তাঁহাকে সর্ব্ব-লক্ষণ-বিবর্জ্জিতা বলিয়াছি বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁহাকে আপনার পুত্রী পার্ব্বতীদেবীকে সর্ব্ব-সৌভাগ্য-বিহীনা মনে না করিয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রসবিনী-স্বরূপে অবগত হইলেই, আমি পরমানন্দলাভে সমর্থ হইব। অপিচ "অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য, সৌভাগস্যাস্য ভূধর! নৈবাঙ্কো লক্ষণাকারঃ, শরীরে সংবিধীয়তে। অতোঽস্যা লক্ষণং গাত্রে শৈল!

নাস্তি মহামতে !" এইকথা বলিয়া, পুনরপি তৎকালে মহামুনি-নারদ শৈলাধিপতি-হিমালয়কে বলিয়াছিলেন যে, হে মহামতে ! অনন্তাপ্রমেয়-সৌভাগ্য-সম্পন্না-পার্ব্বতীদেবীর গাত্রে সৌভাগ্যাদি-সূচক কোনরূপ লক্ষণ না থাকা নিবন্ধন আপনি কোনরূপ দুঃখ করিবেন না।

কিন্তু, হে শৈলপতে ! আমি ইতঃপূর্ব্বে যে এই পার্ব্বতীদেবীর সদাকালের জন্য উত্তানকরতা কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, "উত্তানো বরদঃ পাণিরেষ দেব্যাঃ সদৈব তু। সুরাসুরমুনিব্রাত-বরদেয়ং ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ হে মহারাজ ! আপনার এই পুত্রী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অদূর-ভবিষ্যতে নিরন্তর সুরাসুর-নর-কিন্নরগণ-কর্ত্তৃক আরাধিতা, সংস্তুতা ও নমস্কৃতা হইয়া, তাঁহাদিগকে বর-প্রদানার্থ সদাকাল ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত-দক্ষিণ-হস্তে অবস্থিতি করিবেন। অতএব দেবী-পার্ব্বতীর এই দক্ষিণ-পাণি সর্ব্বদা দেব-দানব-মানব-মুনি-মহর্ষি-নিচয়কে অনুগ্রহ-কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উত্তান বর-দানার্থ ঊর্দ্ধমুখশয়িত, অথবা বরপ্রদ হইবে বলিয়া, আমি এই দেবী-পার্ব্বতীকে "উত্তানহস্তা সততং" বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছি।

অপিচ, হে শৈলসত্তম ! আমি যে তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর চরণ-সরোজ-যুগলকে স্বচ্ছায়া-ব্যভিচারি-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহারও কারণ-কথন-কল্পে আমি যে বাগ্‌যুক্তি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি তাহা সাবধানে শ্রবণ ও অবধারণ করুন। অত্রাপি বিষয়ে আমার বাগ্‌যুক্তি এই-রূপ হইতেছে যে, এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পঙ্কজ-সঙ্কাশ, কোটি-চন্দ্র-কান্তি-ভ্রান্তি-স্বচ্ছ-নখর-নিকরে সদা সমুজ্জ্বল, শ্রীচরণ-কমল-যুগলে প্রণমন-পরায়ণ-সুরাসুর-নর-কিন্নরগণের মৌলি-মণ্ডলস্থ-হেমময়-মণি-মুক্তা-মরকত-মাণিক্য-খচিত, তথা মহার্হ-মহারত্ন-মণ্ডল-মণ্ডিত-কিরীট-গত-নানারত্ন-নির্গত-বিবিধ-বিচিত্র-বর্ণ-রাজি-বিরাজিত, অথবা মুকুট-মণি-মুক্তা-কান্তি-রেখা-সহস্রে ভাসমান হইয়া, শ্রীচরণ-দ্বয় স্বগত-ছায়া, অর্থাৎ আত্ম-সংলগ্নদেবাসুর-নরকিন্নর-সম্বন্ধি-প্রণমন্মৌলি-মুকুট-মণি-নিঃসৃত-বিচিত্র-বর্ণবিশিষ্ট-কান্তি-কলাপ-কাসারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে এবং হইবে।

হে হিমশৈল ! এই কারণে আমি দেবীর চরণ-কমল-যুগলকে

স্বচ্ছায়া-ব্যভিচারী বলিয়া, কথন করিয়াছি। হে হিম-মহীধর! যদি শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শরীর-গত-সৌভাগ্য-শংসী লক্ষণ-সকলের নির্দ্দেশাবসরে কথিত "চরণৈর্ব্ব্যভিচারিভিঃ স্বচ্ছায়য়া ভবিষ্যেয়ং", এই অংশবিশেষের উক্তরূপ অর্থাৎ "চরণৌ পদ্মসঙ্কাশাবস্যাঃ স্বচ্ছনখোজ্জ্বলৌ। সুরাসুরাণাং নমতাং, কিরীট-মণি-কান্তিভিঃ। বিচিত্র-বর্ণৈর্ভাসন্তৌ, স্বচ্ছায়া-প্রতিবিম্বিতৌ।" এইরূপ পারিভাষিক অর্থ অসঙ্গত বিবেচিত না হয় এবং আপনার সন্তোষ-জনক হয়, তবে আর আপনার মহাদুঃখবিচারণবশে "মুহ্যামি মুনি-শার্দ্দূল! হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে।" এইকথা বলিয়া, সুবিপুল-শোক, দুঃখ, আক্ষেপ, অনাশ্বাস, বা মানসী-ব্যথা-প্রকাশ করিবার কারণ কি আছে?

হে মেনাপতে! আপনার এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পৎ-সমন্বিতা, সুলোচনা, কন্যা-কালী-পার্ব্বতীকে বৃষভ-বাহন, জগদ্-গুরু, জগৎ-পতি-শ্রীশঙ্করদেবের ভূতপূর্ব্বা, তথা ভবিত্রী-ভার্য্যা-স্বরূপা জানিবেন। অপিচ, হে হিম-ধরাধর! বর্ণে কৃষ্ণা হইলেও, ঔজ্জ্বল্যে প্রজ্বলিত-পাবক-প্রায়-দ্যুতি-সম্পন্না সমগ্র-লোক-ধর্ম্মের জননী, ভূত-ভাবনী-ভবানী-পার্ব্বতীদেবী আপনার ও মেনাদেবীর শত-জন্মার্জ্জিত-তপঃ-প্রসূত-সৌভাগ্য-ফলে ভবদীয়-ক্ষেত্রে অর্থাৎ মেনকাগর্ভে আপনার কুল-পাবনার্থ সম্ভূতা হইয়াছেন। অতএব হে শৈলেন্দ্র-সত্তম! আপনার এই শিবা-কন্যা-পার্ব্বতী যাহাতে আশুগতি আশুতোষ-শ্রীপিনাকিদেবের সহিত যোগপ্রাপ্তা হইতে পারেন, তাহাই এক্ষণে আপনার বিধিবদ্ বিধেয় হইতেছে। হে হিমভূধর! এই শ্রীশিব-শিবা-যোগ-সম্পাদন-লক্ষণ-কার্য্যটী যে ইন্দ্রাদি-দেবগণের পক্ষে সুমহান্ আনন্দজনক ও অত্যন্ত-হিতকর, তাহা আপনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। অতএব অধুনা আমার বিনীত-বিজ্ঞাপন এই যে, "তদ্ যথা শীঘ্রমেবৈষা, যোগং যায়াৎ পিনাকিনা। তথা বিধেয়ং বিধিবৎ, ত্বয়া শৈলেন্দ্র-সত্তম।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একোনত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ--তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, তপোবন-প্রত্যাগত, মহামতি, মেনাপতি, মহাত্মা-হিমালয় পার্ব্বতীবিরহকাতরহৃদয়ে কদাচিৎ এইবাক্য বলিলেন যে, হে পার্ব্বতি! মহামুনি-নারদদেবের শ্রীমুখ-বিনির্গত তোমার শরীর-গত-দৈবিক অঙ্ক-বিশেষরূপ-লক্ষণ-চতুষ্টয়ের উক্তরূপ-পরিভাষিক-বিবরণ-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকালে আমি নিজ আত্মাকে পুনর্জ্জাতপ্রায় মনে করিয়াছিলাম এবং সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি-বৃষভবাহন শ্রীশঙ্করদেবের উদ্দেশে প্রণামান্তে সংহৃষ্টান্তঃকরণে ধীমান্ শ্রীমান্ নারদদেবকে এইকথা বলিয়াছিলাম যে, হে মহামুনে। আপনি অতিদুস্তর-ঘোরতর-মহানরক-প্রদেশ হইতে আমাকে সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। তথা আপনি আমাকে পাতালতল হইতে উদ্ধৃত করিয়া, সপ্ত-লোকাধিপতিরূপে পরিণত করিয়াছেন।

হে মুনিবর! আমি চিরকালযাবৎ এই পৃথিবীতলে, অথবা চতুর্দ্দশ-ভুবন-কোষাভ্যন্তরে হিমাচল-নামে বিখ্যাত রহিয়াছি। পরন্তু হে মুনে! অধুনা আপনি হিমাচলে চল-গুণা-সমুন্নতির সঞ্চার করিয়াছেন। হে মুনে! অদ্য এই আনন্দময়-দিনে দিবসাহার-গ্রহণকল্পে আপনি এত অধিক-মাত্রায় আমাকে প্রচুরতর আনন্দভোজন করাইয়াছেন যে, আহারের গুরুত্ব-প্রযুক্ত অলসভাবাপন্ন-মদীয়-হৃদয় রাজকীয়-কৃত্য-সকলের প্রবিভাগ-বিচারণ-বিষয়ে অধ্যবসায়, বা কোনরূপ নিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে না। হে দেবর্ষে! আমি যদি অধুনা কোনরূপ অলৌকিক-শক্তিবশে বাক্য-সকলের অধীশ্বর হইতে পারি, হে মুনে! তাহা হইলেও, নিশ্চিতই আমি ত্বদীয় অশেষ-সদ্‌গুণ-সকলের বিচারণে সমর্থ হইব না। হে মহামুনে! আপনাদিগের দর্শন যে অমোঘ, তাহা আমি ইদানীং সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এইকথা বলিয়া, পুনরপি মহাত্মা হিমালয় এই সকল-বাক্য

বলিলেন যে, হে পার্ব্বতি! মহামুনি শ্রীমান্ নারদদেবকে প্রশ্নবচনে পুনরপি তৎকালে আমি বলিয়াছিলাম যে, হে মহর্ষে! আপনি আমাকে বিনীত-বিজ্ঞাপন-বচনে বলিয়াছেন বটে যে, হে শৈল-সত্তম! যাহাতে এই পার্ব্বতীদেবী শীঘ্রতার সহিত শ্রীশঙ্করদেবসহ মিলিতা হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আপনি বিধিবদ্ যত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক সুব্যবস্থা-প্রণয়ন করুন; পরন্তু হে মুনে! আমি শুনিতেছি যে, ত্যক্ত-সঙ্গ মহাযোগী মহেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব দেবতাদিগেরও অগোচরে অত্যুগ্রতর-তপস্যা করিতেছেন। তথা শ্রীশঙ্করদেব অত্যন্ত-নিশ্চল-মানসে কেবলমাত্র নিজান্তর্হৃদয়ে স্বীয়-পরম-ব্রহ্মরূপ অবলোকন করিতেছেন। কিঞ্চ, স্বীয় শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব-পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপে মানস-সমর্পণ-পূর্ব্বক বাহ্য-দৃষ্টি, বা বাহ্য-জ্ঞান-রহিত অবস্থায় শ্রীশঙ্করদেব সম্প্রতি নির্ব্বিকার-নিত্য-নিরঞ্জন নিষ্কলাত্মরূপ ধ্যান করিতেছেন।

হে মহামুনে! এরূপ অবস্থায় কে এমন অভাবনীয়াচিন্তনীয়-শক্তিমান্ পুরুষ-প্রবর আছেন, যিনি শ্রীশঙ্করদেবের পরম-ব্রহ্মার্পিত-নিশ্চল-চিত্তকে ধ্যেয়-স্বরূপ হইতে বিভ্রষ্ট করিতে পারেন? এই জগন্মণ্ডলে কে এমন উৎসাহ-সম্পন্ন সৎসাহসী মহাবীরপুরুষ আছেন, যিনি শ্রীশঙ্করাখ্য-পরমেশ্বরদেবের আত্ম-স্বরূপার্পিত-তথাবিধ-নিশ্চল-মানসের বিভ্রংশ-সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন? হে মহর্ষে! শ্রীশঙ্কর-দেব যদি এইরূপ সর্ব্বথা ত্যক্ত-সঙ্গ ও দুঃসাধ্য হন, তবে তিনি আমার তনয়া শ্রীমতী প্রাণসমা উমাদেবীকে ভার্য্যার্থে সংগ্রহ করিবেন কিরূপে? হিমালয় কহিলেন, হে দেবি! পার্ব্বতি! আমার উক্তরূপ-প্রশ্ন-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকালে মহামুনি-নারদদেব আমাকে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে পর্ব্বত-পুঙ্গব! সেজন্য আপনি কোনরূপ চিন্তা করিবেন না। পক্ষান্তরে হে হিমালয়! যেরূপে শ্রীশঙ্করদেবের তপোভঙ্গ ঘটিবে, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

এইকথা বলিয়া, হে পার্ব্বতি! পুনরপি শ্রীমান্ নারদদেব তৎকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দক্ষনন্দিনী শ্রীমতীসতীদেবীর শরীর-ত্যাগের অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব সতী-শোক-কাতর-হৃদয়ে বিরহ ব্যাকুল-

ব্যথিতান্তঃকরণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মৎকর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ পরিসান্ত্বিত হইলেও, অপর কোনরূপ উপায়ে শান্তিলাভে সমর্থ না হইয়া, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপিনী-তপস্যার দ্বারা শান্তি-লাভ-প্রত্যাশায় যোগযুক্ত হইলে, তাদৃশ অবসরে ব্রহ্ম-দত্ত-বর-দৃপ্ত অসুরেন্দ্র-তারক মদ-বলাশ্রয়বশে সংগ্রামে সবাসব-দেবগণকে পরাজিত করিয়া, ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য, তথা অন্যান্য-দেবগণের তত্তদাধিপত্য-হরণ-পূর্ব্বক সম্প্রতি স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর-স্বরূপে একাকী অবস্থিতি করিতেছে। তারকাময়-সংগ্রামে দানবেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, হৃতাধিকার, উৎপীড়িত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, বিতাড়িত, দাস্যে নিযুক্ত, নির্ব্বাসিত, রণোপকরণ-বিহীন-সবাসব-লোকপালগণ, তথা কেশব-প্রমুখ-দেব-শ্রেষ্ঠ-গণ দূয়মান-চিত্তে একদা জগদ্‌গুরু, কমলোদ্ভব-ব্রহ্মাকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর দ্বারপাল-কর্ত্তৃক নিবেদিত-শক্রাদি-সুরশ্রেষ্ঠগণ লোকপিতা-মহ-ব্রহ্মার আদেশে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, "শিরোভির্ধরণিং গতাঃ", অথবা জানুদ্বয়ে ধরণিতলগতাবস্থায় হৃদয়-দেশে কর-কমল-যুগলে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক সারগর্ভ, অল্পাক্ষর, পরিস্ফুট, অনাবিল, অতিমধুর, অথচ স্পষ্ট-বর্ণার্থ-বাক্য-নিচয়-সাহায্যে তাঁহার স্তুতি করিয়া, ইষ্টার্থ-সম্প্রাপ্তি-পরায়ণ-মানসে অবস্থিত হইলে, দেবগণকৃত-স্তুতি-বচনে সংস্তুত, "প্রসাদং পরমং গতঃ", অবিকারী ব্রহ্মা "অমরান্ বরদেনাহ বাম-হস্তেন নির্দ্দিশন্।" পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া, তৎকালে ব্রহ্মা এই সকল-বাক্য বলিয়াছিলেন যে, হে শক্র! অকস্মাৎ অভর্ত্তৃকা নারীর ন্যায় ত্যক্ত-ভূষণা ম্লান বক্ত্র-শিরোরুহা তোমার এই তনু দীপ্তি-বিহীনা হইয়াছে, হে হুতাশন! তুমি ধূম-বিমুক্ত হইয়াও, "ভস্মনেব প্রতিচ্ছন্নো দগ্ধ-দাবশ্চিরোষিতঃ" অনলের ন্যায় নিতান্তই প্রভাহীন হইয়াছ।

তথা হে যম! তুমিও ত দেখিতেছি, আময়ময়-শরীরে বিশেষরূপে বিরাজিত হইতেছ না, হে রজনীনাথ! চন্দ্র! তুমি এরূপ ভীত-জন-প্রায় ভাষণ করিতেছ কেন? হে বরুণ! অনল পরিবেষ্টিতা ব্যক্তির শরীরের ন্যায় তোমার শরীর বিশুষ্ক পরিলক্ষিত হইতেছে কেন? হে

বায়ো! তুমি স্নিগ্ধ-জন-কর্তৃক নির্জ্জিত-জনের ন্যায় এরূপ বিচেতস্ক হইয়াছ কেন? হে ধনদ! "সংন্যস্যৈব কুবেরতাম্", তুমি এরূপ ভীত হইতেছ কেন? রুদ্রাস্ত্রিশূলিনঃ সন্তঃ! তোমাদের কি এমন বহু-শূলতা, বা দুঃখভাব উপস্থিত হইয়াছে? কে তোমাদের তাদৃশ-দুঃসহ-তেজঃ হরণ করিয়াছে? তাহা বল। হে মধুসূদন! তোমার হস্ত-চতুষ্টয় এরূপ অকিঞ্চিৎকরতা প্রাপ্ত হইয়াছে কি জন্য? এবং তোমার নীলোৎপলাভ-সুদর্শন-চক্রই বা বিভাসিত হইতেছে না কেন? হে বিশ্বতোমুখ! তুমি কি সম্প্রতি অনুদরলীন অর্থাৎ বহিঃ-প্রকটিত-ভুবনকোষ-বিলোকনে তৎপর হইয়া, স্তিমিত অক্ষ-যুগলে অবস্থিতি করিতেছ?

লোকপিতামহ-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, দেবগণ-কর্ত্তৃক তারকাসুর হইতে সমুৎপন্ন আত্ম-দুঃখ নিবেদিত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের দুঃখ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তৎকালে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে সুরগণ! দৈত্যেশ্বর-তারক যে সুরাসুর-প্রভৃতি-সকলেরই অবধ্য হইয়াছে, তাহা আমি অবগত আছি। দৈত্যেন্দ্র-তারক যাঁহার বধ্য হইবে, সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অদ্যাপি জগতীতলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। দৈত্যরাজ-তারকাসুরকে বর-প্রদান-পূর্ব্বক আমিই প্রবঞ্চনা-সাহায্যে ত্রৈলোক্য-দহনাত্মক-তপশ্চরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বামরত্বের পরিবর্ত্তে অসুররাজ-তারক আমার নিকট হইতে তৎকালে সপ্ত-বাসর-বয়স্ক-শিশুর হস্তে নিজ-বধ-লক্ষণ-বর প্রার্থনা করিয়াছিল। হে সুরগণ! শ্রীশঙ্করদেবের ঔরসে ভাস্করাভ যে পুত্র উৎপন্ন হইবেন, সপ্ত-দিবস-বয়স্ক অমিতদ্যুতি-সম্পন্ন সেই বালকই তারকাসুরের নিহন্তা হইবেন।

পক্ষান্তরে সম্প্রতি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব অপত্নীকাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। ত্যক্ত-দেহা দক্ষ-সুতা-সতীদেবী অচিরকাল-মধ্যেই হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। হিমালয়ের কন্যা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীর গর্ভে শ্রীশর্ব্বদেব হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া, তারকাসুর অবশ্যই অভিভূত হইবে। হে

দেবগণ! যে উপায়ে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, সেই উপায়ও আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। অতএব হে সুরগণ! তোমরা "স্তোককালং প্রতীক্ষধ্বং নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা।" এইকথা বলিয়া, ব্রহ্মা "স্বতনোঃ পূর্ব্বসম্ভবা" নিশার সমুচিত শ্রীপরমেশ্বর-স্বরূপ-চিন্তন-স্মরণাদি-কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত-মানস হইলে, দেবগণ ব্রহ্মলোক হইতে যথাযোগ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

পুনশ্চ, হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! এই সকল-কথা বলিয়া, পুনরপি মহামুনি-নারদ তৎকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হে হিমবন্! শ্রীশঙ্করদেবের ঔরস-জাত অমিততেজাঃ পুত্রের দ্বারা লোকপিতামহ-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সেই দুরাত্মা তারকের মৃত্যু কল্পিত হইয়াছে জানিয়া, তদবধি ইন্দ্রাদি-দেবগণ ব্রহ্ম-শাসনানুসারে শ্রীশঙ্করদেবের ধ্যান-যোগ, বা তপো-ভঙ্গে, অথবা বিমোহনার্থ মানসে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং যাবৎ শ্রীমন্মহা-দেবের বিমোহন-কার্য্য পরিনিষ্পন্ন না হয়, তাবৎ-পর্য্যন্ত সুসংযত্ত সমুদ্যুক্ত, বদ্ধপরিকর ইন্দ্রাদিদেবগণ ব্রহ্মশাসনতঃ "সর্ব্বে ব্যাপারয়িষ্যন্তি, মহাদেব-বিমোহনে।" কিঞ্চ, হে পর্ব্বতর্ষভ! লৌকিক--নিমিত্তমাত্রের কথন-কল্পে আমি দেবতাদিগের এই শ্রীমন্মহাদেব-বিমোহন-বিষয়ক উদ্‌যোগ, বা আয়োজন-ব্যাপারের আরম্ভ-মাত্র কীর্ত্তন করিলাম বটে; পরন্তু হে শৈলকুলপতে! "বস্তুতস্তে সুতৈবৈষা, হরং সম্মোহয়িষ্যতি।"

হিমালয় কহিলেন,—হে দেবি! মহামুনি নারদ তৎকালে আমাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, হে নগাধিরাজ! আপনি এই সর্ব্ব-সৌভাগ্য-শালিনী নিজনন্দিনী-শ্রীমতীকালীপার্ব্বতীদেবীকে সামান্যা কন্যামাত্র মনে করিবেন না। পক্ষান্তরে হে হিমবন্! "ইয়ং স্বয়ং মহামায়া, জগন্মোহন-কারিণী। বিষ্ণু-সম্মোহিনী লক্ষ্মীঃ, শিব-সম্মোহিনী শিবা"—স্বরূপা-বিশ্ব-প্রসবিনী হইয়াও, আপনার কন্যারূপে মেনকা-জঠরে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এবং সম্যক্‌রূপে আপনাদিগকে ধন্যবাদার্হ, বা সমধিক-গৌরবান্বিত করিয়া, আপনাদিগের পূর্ব্বকৃত-সুকৃত, বা সুমহতী-তপস্যার যথোক্ত-অভীষ্ট-তম-ফল-প্রদান করিতেছেন। কিঞ্চ, হে হিমবন্! এই শিব-সম্মোহিনী-শিবা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যাবৎ লীলা-গৃহীত-পূর্ব্ব-শরীর অর্থাৎ সতী-তনু

ত্যাগ করিয়াছেন, "তাবদারভ্য", শ্রীশঙ্করদেব সতী-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অধুনা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরূপে সেই মহামায়া পূর্ণা-পরা-শ্রীশঙ্কর-বিরহ-কাতরা-প্রকৃতিরূপিণী-দক্ষ-দুহিতা-সতীদেবী আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অবগত হইয়া, আশুগতি আশুতোষ-শ্রীশঙ্করদেব "তব প্রস্থে তপস্তপ্তুং, সমায়াস্যতি নিশ্চিতম্।" তথা হে হিমবন্! শ্রীমন্মহাযোগী মহাকাল-মহেশ্বরদেব দেবতাদিগের অগম্য অতি-নির্জ্জনপ্রদেশে নিতান্ত-নিশ্চল-মানসে সমাধিস্থাবস্থায় এই অন্তর্যামিণী, মহাকালী, মহাদেবী-মহেশ্বরীকে নিত্যকাল নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং এই পার্ব্বতীদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্যই অদ্যাপি তপশ্চরণ করিতেছেন।

অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব নিশ্চলমানসে সমাধিস্থ হইয়া, অবগত হইয়াছেন যে, ব্রহ্মরূপা-সনাতনী-সতীদেবী পার্ব্বতীরূপে আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে হিমবন্! সেইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, অচিরে-ণৈব ভগবান্, ধ্যান-যোগেন শঙ্করঃ। জ্ঞাত্বৈনাং ত্বদ্গৃহে জাতাং, ব্রহ্ম-রূপাং সনাতনীম্। তব প্রস্থে তপস্তপ্তুং, সমায়াস্যতি নিশ্চিতম্।" এবং হে হিমবন্! "এনাং প্রাপ্য পূর্ব্বপত্নীং, ত্যক্ত-যোগো ভবিষ্যতি।" অতএব হে মহারাজ! "শ্রূয়তে ত্যক্ত-সঙ্গঃ স, মহাযোগী মহেশ্বরঃ।" "কেবলং পরমং ব্রহ্ম, সোঽহন্তঃ পশ্যতি নিশ্চলঃ।" "তস্যৈবং নিশ্চলং চেতঃ, কো ভ্রংশয়িতুমুৎসহেৎ ?" এবং "দেবানামপ্যগোচরঃ", "শুদ্ধ-ব্রহ্মণ্যর্পিতমানসঃ", ত্যক্ত-সঙ্গ-শ্রীশঙ্করদেব "কথং বা তনয়ামেনাং, ভার্য্যার্থে সংগ্রহিষ্যতি ?" ইত্যাদিরূপা-বৃথা-চিন্তা করিয়া, আপনি অকারণে নিজ-মানসে খিন্ন, বিষণ্ণ, বা দুঃখিত হইবেন না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একত্রিংশ অধ্যায়

হিমালয়-মেনকা-মৈনাক-মেরু-মন্দর-মলয়-মাল্যবান্-গন্ধমাদন-সহ্য-প্রভৃতি-পর্ব্বত-প্রবর অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পরিজনভূত আত্মীয়-জনগণ-কর্ত্তৃক আদরাভ্যর্থনা, অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়, বিনয়, প্রেম ও অনুরাগ-পূর্ব্বক বারম্বার প্রার্থিতা হইয়াও, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপোবন হইতে প্রতিনিবৃত্তা না হওয়ায়, অগত্যা পরিজন-পরিবেষ্টিত-পর্ব্বতাধিরাজ স্বগৃহাগমনে বাধ্য হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অনাগমন, বা অদর্শন-জনিত-শোক-সন্তাপ-সন্তপ্ত-মানসে খেদ, বা দুঃখ-প্রকাশাবসরে খিন্ন-বিষণ্নান্তঃকরণে প্রিয়তমা-পুত্রী, তপোবন-বাসিনী-কালীদেবীকে সম্বোধনপুরঃসর আপন-মানসে শোকাবেগ-বশে আপনা আপনি পরিতাপ-ভরে বলিলেন যে, হে পুত্রি! পার্ব্বতি! "মধ্যাহ্নার্ক-সমপ্রভঃ" মহামুনি-নারদ আমাকে উক্তরূপ-বাক্য-সকল-কথন-পূর্ব্বক বৈহায়সী-গতি-অব-লম্বনে শীঘ্রতার সহিত যে সময়ে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তাহার কিছুকাল পরেই বিশেষরূপ-বিচার ও আলোচনা-সাহায্যে তুমি যে কেবলমাত্র আমার সামান্যা কন্যা নহ, পরন্তু তুমি যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পূর্ব্ব-পত্নী-ভব-মোহিনী-সতী-শরীরে পিতা-প্রজাপতি-কৃত পতি-নিন্দাবচন-শ্রবণে অপমানাভিমানভরে নিজ-শরীর-পরিত্যাগান্তে কৃপা-প্রদর্শনাভিলাষে আমার গৃহে কন্যা-পার্ব্বতীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি পত্নী, ও পুত্রগণ-সহ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

কিন্তু, হে পুত্রি! পার্ব্বতি! আমরা সকলে যখন তোমাকে ভব-মোহিনীরূপে অবগত হইয়া, মনে মনে পরমানন্দ-অনুভব করিতেছিলাম, তাদৃশাবসরে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পূর্ব্বাশ্রম-ত্যাগ করিয়া, আমার এই বাহু-বিশালতর-স্থাবর-শরীর-প্রদেশে যেখানে পূর্ব্বকালে আমারই জ্যেষ্ঠা-কন্যা এবং তোমার অংশ-স্বরূপিণী, মহেশ-মোহিনী, ব্রহ্মলোক-গতা, স্বয়ং

ভগবতী-গঙ্গাদেবী মহারাজ-ভগীরথ-কর্তৃক ব্রহ্ম-শাপবশে ভস্মীভূত-পূর্ব্বতন-পিতামহ-গণের সমুদ্ধরণার্থ সমারাধিতা হইয়া, ব্রহ্ম-লোক হইতে সুমেরু-পর্ব্বতে নিপতনক্রমে নিপতিতা হইয়াছিলেন, মদীয় সেই গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে সুদুশ্চর-তপশ্চরণ-তৎপর-মানসে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। অপিচ, হে দেবি! পার্ব্বতীরূপিণি! ভগবতি! আমার সেই গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে সমাগত, স্ব-স্বরূপ-পূর্ণ-ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ, ধ্যানানন্দ-সমুৎসুক, পরমযোগী শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব মদীয়-গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে তদবধি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে ধ্যানাসক্ত হইলে, তাঁহার সেবক-প্রমথ-পুঙ্গবগণের মধ্যে কেহ কেহ ধ্যানপর হইয়াছিলেন, কেহ কেহ প্রভু-সেবা-পরায়ণ হইয়াছিলেন, কেহ কেহ সম্ভাবিত-তপো-বিঘ্ন-বিনিবারণে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য-বহুসংখ্যক-প্রমথ শ্রীশঙ্করদেবের কিঞ্চিৎ দূরে ব্যবস্থিত হইয়াছিলেন। হে পার্ব্বতি! দূরে ব্যবস্থিত-প্রমথ-নায়ক-গণের মধ্যে কেহ কেহ ফল-পুষ্পাবচয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ গীত-নৃত্য-পরায়ণ হইয়াছিলেন, কেহ কেহ ঘৃষ্ট-গৈরিক-বিলেপনে অঙ্গ-সমূহ বিলিপ্ত করিয়া, সমুৎসুক-হৃদয়ে ক্রীড়ারম্ভ করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ পদ্মরাগ, চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত ও নীলকান্তাদি-মণি-নিচয়-চয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! মদীয়-বিষয়-নিবাসী গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ শ্রীশঙ্করদেবকে গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে সমাগত হইতে দেখিয়া, একদা মৎসমীপে আগমন-পূর্ব্বক আমাকে শ্রীশঙ্করদেবের শুভ-সমাগম-সমাচার জ্ঞাপন করিয়াছিল।

কিঞ্চ, তাহারা তৎকালে আমাকে বলিয়াছিল যে, হে প্রভো! মহাত্মন্! গিরীন্দ্র! আপনি যে আপনার শরীর-সন্নিবেশে সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি অবতারিত করিয়াছেন, এজন্য আমরা হৃদয়দেশে নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। হে মহাগিরে! আপনার স্থাবর-কলেবর-গত-কন্দর-সকলের পৃথুতা, বিপুলতা, বা বিশালতা গুহাবাসী তাপস-প্রভৃতি-জনগণের মনোহভিলাষানুরূপই হইয়াছে। তথা হে অচলরাজ! আপনি স্বীয়-সদ্-গুণৌঘ-গুরুত্বে স্থাবর-সকলের অতিরিক্ত হইয়াছেন।

হে অদ্রিরাজ! আপনার অধিকারস্থ-সলিল-সকল শ্রীপরমেশ্বর-দেবের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত-মহামুনি-মহর্ষি-জনগণের মানস অপেক্ষাও অধিকতর-প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছে। তথা হে শৈলেন্দ্র! আপনার কন্দরোদর-বিবর-প্রদেশ হইতে অধিকতর-রমণীয় আবাসস্থান অন্যত্র কুত্রাপি আছে? কি না? তাহা অদ্যাপি আমরা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হই নাই।

হে মহারাজ! এইজন্যই বুঝি ভগবতী-লক্ষ্মীদেবী আপনার ত্রিলোক-রমণীয়-কন্দরোদর-গৃহ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গে, বা অন্যত্র কুত্রাপি অধিকতর-সময় অবস্থিতি করেন না। হে মেনাপতে! নানা-বিধ-তপশ্চরণ-পরায়ণ, "জ্বলনার্ক-সমপ্রভঃ", ত্বদীয়-কন্দরোদর-মন্দিরে সমাস্থিত, পাবন-মুনি-মহর্ষি-জনগণ-কর্ত্তৃক আপনি নিতান্তই পাবিত হইয়াছেন। অপিচ, হে শৈল-কুল-পাবন! আপনার এই পূততম-স্থাবর-কলেবর-প্রদেশে নিবাসার্থ স্বর্গ-বাস-বিরাগী দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ বিশ্বতোমুখ-সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল-বিমান-সকলে অবজ্ঞান-প্রদর্শন-পুরঃসর পিতৃ-গৃহ-প্রায়-বোধে সন্নিহিত হইয়াছেন। হে ভূধরবর! আমরা আর আপনার অধিকতর-সৌভাগ্যের কথা কি বলিব? আশাকরি, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "অহো ধন্যোঽসি শৈলেন্দ্র! যস্য তে কন্দরং হরঃ। অধ্যাস্তে লোকনাথোঽপি, সমাধান-পরায়ণঃ।" অর্থাৎ হে প্রভো! গিরীন্দ্র! ভগবন্! আপনার ঔষধি-প্রস্থ-নামা নগরের অবিদূরে গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে "মহাত্মা জটিলো যোগী, চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত-মস্তকঃ।" শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সমস্ত-প্রমথগণ-সহ তপশ্চরণার্থ সমাগত হইয়া, ভবদীয়-মনো-মোহন-গুহা মন্দিরে গুহা-নিবাসাশ্রয়ণে সমাধান-পরায়ণ-মানসে স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন।

এই মহাযোগী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সমীপে "প্রমথাশ্চাপি বহবঃ" সংস্থিত রহিয়াছেন। তথা হে মহারাজ! এই সকল শ্রীশিব-গণের মধ্যে কেহ কেহ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়াছেন, কেহ কেহ শ্রীশিব-শুশ্রূষণ-পরায়ণ হইয়াছেন, তথা অন্যান্য কোটিশঃ প্রমথগণ শ্রীশঙ্করদেবের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল-প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ

নৃত্য, কেহ কেহ গীত, কেহ কেহ ক্রীড়া এবং কেহ কেহ হাস্য করিতেছেন। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতীপিতঃ! এই সকল-প্রমথগণের মধ্যে "কেচিৎ দিগম্বরাঃ", "কেচিৎ ব্যাঘ্রাজিনাম্বরাঃ", এবং "বিভূতি-ধবলাঃ সর্ব্বে, জটা-মুকুট-মণ্ডিতাঃ।" হে পর্ব্বতর্ষভ! আমরা শ্রীভূতনাথদেবের তাদৃশ-বিচিত্র ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্মিত-মানসে আপনাকে সমাচার-জ্ঞাপনার্থ আপনার সমীপে সমাগত হইয়াছি।

হে মহারাজ! আপনি একদিন অবসরমত তথায় গমন করিয়া, স্বয়ং নিজ-নলিন-লোচন-যুগলে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সরোজ-যুগল অবলোকন করুন। হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! মদীয়-সাম্রাজ্যে নিবসন-শীল-গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-সুরাসুর-সমারাধিত-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগল দর্শন করিয়া, প্রমোদমান-মানসে রাজ-সভাতলে উপস্থিত হইয়া, যখন উক্তরূপে আমার নিকটে শ্রীসদাশিব-সমাগম-বার্ত্তা-কীর্ত্তন করিতেছিল, তাদৃশ অবসরে আমার একজন দূত শীঘ্রগতি সভা-মণ্ডপে সমাগত হইয়া, কর-যুগলে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষর-মধুর-বচনে মদগ্রে এইবাক্য বলিয়াছিল যে, "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শৈলেন্দ্র! গচ্ছাক্ষয়-বটান্তিকম্। আজগাম মহাদেবঃ, সগণো বৃষ-বাহনঃ। মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা, ভক্তি-নম্রাত্ম-কন্ধরঃ। পূজনং কুরু শৈলেন্দ্র! দেবেন্দ্রং তমতীন্দ্রিয়ম্। সিদ্ধি-স্বরূপং সিদ্ধেশং, যোগীন্দ্রাণাং, গুরোর্গুরুম্। মৃত্যুঞ্জয়ং কালকালং, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। পরমাত্ম-স্বরূপঞ্চ, সগুণং নির্গুণং বিভুম্। ভক্তধ্যানার্থমমলং দধানং দেহমীশ্বরম্।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর সর্ব্ব-সৌভাগ্যবান্ হিমবান্ কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণের, তথা মদীয়-দূতবরের মধুর-মধুর-মঞ্জু-মনোহর উক্তরূপ মনঃ-শ্রবণ-রসায়ন-বচন শ্রবণ করিয়া, আমি তৎকাল-মাত্রেই মুদান্বিত-মানসে সভা-ভবন-পরিত্যাগান্তে চরাচরাচরিতাচার-বিচার-চর্চ্চাঞ্চিত-চুম্বিত-চিচ্চন্দন-চর্চ্চিত-চঞ্চল-চটুল-চিত্ত-চকোর-প্রসূন-সহ পাদ্যার্ঘ্য-মধুপর্কাদি-পূজোপকরণ-সামগ্রী-সম্ভার-সংগ্রহ-পুরঃসর যেখানে শ্রীশঙ্করদেব সুদুশ্চর-তপশ্চরণ করিতেছিলেন, সেই শ্রীহর-রুদ্র-পিনাকপাণিদেবের শুভ আশ্রমপদে সকল-লোকপতি, সতীপতি-শ্রীসদাশিবদেব-সমীপে গমন করিয়াছিলাম। হে পার্ব্বতি! আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তুমি তখন অষ্ট-বর্ষ-বয়স্কা বালিকামাত্র। অপিচ, হে পার্ব্বতি! তুমি তৎকালে বয়সে অষ্টবর্ষ-বয়স্কা-বালিকামাত্র হইলেও, সর্ব্বতঃ কুশল-প্রাজ্ঞতম-বিচক্ষণ-বর্ষীয়ান্ বা বিশিষ্ট-শিষ্ট-জনগণোচিতাশেষ-সদ্-গুণ-গণ-গরীয়স্ত্বে কিন্তু তুমি সর্ব্ব-সদ্-গুণ-প্রসবিনী, সর্ব্ব-রূপ-জননী, দিব্য-রূপ-ধারিণী, সর্ব্ব-জন-মনো-মোহিনী, মধুরতরাকৃতি-মনোহরা হইয়াছিলে।

হে পার্ব্বতি! বিধাতার বিচিত্রতরা-সৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান-সময়েও এমন কোন মধুরতাময়, অশেষ-বিশেষ-সৌন্দর্য্যময়, রমণীয়তর-স্বর্গীয়-পরম-শোভার চরমাধারভূত-বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না, যাহার সাহায্যে হে পার্ব্বতি! আমি তোমার সেই দিব্য-রূপের উপমা-সংগ্রহ করিতে পারি। হে দেবি! তোমার সেই অতীব-সুমনোহর-দিব্য-দিব্য-নিরুপম-স্বর্গীয়-রূপকে যদি একান্তই বর্ণনার বিষয়ীভূত করিতে হয়, তবে আমি এইপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "সর্ব্বাশ্চ দেবপত্ন্যস্ত্বৎ-কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।" অর্থাৎ সমস্ত-দেব-পত্নীগণের মিলিত একত্রীকৃত-রূপ-সৌন্দর্য্য তোমার রূপ-সৌন্দর্য্যের ষোড়শ-কলার

অন্তর্গত একটীমাত্র কলারও যোগ্য হইতে পারে না। শুক্ল-পক্ষে দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শশিকলার ন্যায় আমার গৃহে রূপ-সৌন্দর্য্যসম্পদে ও সুকুমারতর-দেহাবয়বে তুমি যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইতেছিলে, হে পার্ব্বতি! তাদৃশ অবসরেই আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণদর্শন-মানসে অক্ষয়-বট-মূলে তদীয়-আশ্রমপদে গমন করিয়াছিলাম।

অনন্তর পুনরপি শৈলেশ্বর কহিলেন,—হে হিম-নগ-নন্দিনি! তৎকালে আমি তথায় গমন করিয়া দেখিলাম, শ্রীশঙ্করদেব স্নানাদি-কার্য্য-সমাপনান্তে রমণীয়-স্বর্ণদী-পুলিন-প্রদেশ হইতে সমাগত হইয়া, অক্ষয়বট-বৃক্ষ-মূলে ক্ষীরোদ-সমুদ্র-সমুত্থ-সুধাফেন-পুঞ্জ-সম-সুশুভ্র, শ্বেতাচল-শৃঙ্গ সঙ্কাশ, মণি-কাঞ্চন-নির্ম্মিত-বিবিধ-বিচিত্র-রত্নালঙ্কার-নিচয়ে সমলঙ্কৃত, কমল-কুসুম-কোমল-বিপুলোন্নত-পৃষ্ঠ-প্রদেশে শত-সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল, প্রতপ্ত-জাম্বুনদ-রম্য-বর্ণে বিভূষিত, বিবিধ-মণিরত্ন-খণ্ড-খচিত-বিচিত্র-সিংহাসনে আবদ্ধ-বৃষভবরাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। শ্রীশঙ্করদেব কণ্ঠদেশে, বক্ষঃ-স্থলে ও উদর-প্রদেশে বিলম্বিত-সুসংস্কৃত-মাল্য-দাম ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীমুখারবিন্দে নিজ-নাম, বা স্ব-স্বরূপ-বাচক-প্রণব-মহামন্ত্র অনুলোম-বিলোম-ক্রমে জপ করিতেছেন। তাঁহার মস্তক-মণ্ডল তপ্ত-স্বর্ণ-প্রভা-মুষ্ট-জটা-রাজি-সাহায্যে বিরাজিত, কর-কমল প্রদীপ্ত-পাবক-প্রভ, গগন-স্পর্শী, দিব্য-ত্রিশূলবরে শোভিত, গাত্রাবয়ব-সমূহ সর্প-ভূষণে ভূষিত এবং কটি-দেশ বিচিত্র-ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরে আবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ, বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ, তরলতর-গরল-নীল-গলে অস্থিমালামালিত, বক্ত্র-পঙ্কজে বিভাসিত-লোচন-ত্রিতয়ে বিলসিত, সূর্য্য-কোটি-সম-প্রভ, চন্দ্র-কোটি-সুশীতল, দিগম্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের চতুর্দ্দিকে ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে প্রজ্বলিত-প্রায় রুদ্রগণ পরিভ্রমণ করিতেছেন, শ্রীশিব-বাম-ভাগে শ্রীমহাকালদেব অবস্থিতি করিতেছেন, দক্ষিণ-ভাগে নন্দিকেশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন, তথা পুরোভাগে ভূত-প্রেত-পিশাচ-কুষ্মাণ্ড-ব্রহ্মরাক্ষস-বেতাল-ক্ষেত্রপাল-ভীমবিক্রম-ভৈরব-সনক-সনন্দ-সনৎ-কুমার-সনাতন-জৈগীষব্য-দেবল-কণাদ-গৌতম-পিপ্পলাদাপিসাঙ্গ-বোঢ়ু-

পঞ্চশিখ-কচ-জাবালি-করথ- কণ্ব-লোমশ- কাত্যায়ন- পাণিনি -শঙ্খ- দুর্ব্বাসঃ-শাতাতপ-পারিভদ্রাষ্টাবক্র-প্রভৃতি-মহামহিম-মহর্ষিগণ অবস্থিতি করিতেছেন।

হে দেবি! পার্ব্বতি! আমি তৎকালে অগ্রে পুরোগমা এই সকল মহানুভব-ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া, পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম করিয়াছিলাম। কিঞ্চ, দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতিত হইয়া, মস্তকমণ্ডলে সুবিন্যস্ত-কর-যুগলে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক প্রণামান্তে উত্থিতাবস্থায় ভক্তি-ভরে তাঁহার শ্রীচরণ-কমল-যুগল ধারণ করিয়া, আমি তৎকালে সাশ্রু-নেত্রে পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহে ধর্ম্ম-প্রদত্ত-স্তোত্র-সাহায্যে শ্রীপরমেশ্বরদেবের তুষ্টি-সাধন-কল্পে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং "ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা চ, ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ। ত্বং শিবঃ শিব-দাতান্তে, সর্ব্ব-সংহার-কারকঃ" ইত্যাদি, "বাক্ ত্বং বাগধিদেবী ত্বং, তৎকর্ত্তা তদ্‌গুরুঃ স্বয়ম্। অহো সরস্বতী-বীজং, কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।" ইত্যন্ত-স্তোত্রাবসানে আমি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পুরোভাগে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হইয়াছিলাম।

কিঞ্চ, অনন্তর পরম-ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে মধুপর্কাদি-প্রদান করিয়া, যথাবিধি পূজা-পুরঃসর শ্রীসদাশিবদেবের পার্ষদ ও পার্ষদ-স্থানীয়-মহামুনি-জনগণের অর্চ্চনার অনন্তর মৎকর্তৃক সমাদিষ্টা হইয়া, হে দেবি! পার্ব্বতি! তুমি যখন শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলের রজো-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়াছিলে, হে দেবি! আমি কিন্তু "দৃষ্ট্বা তদানীং সকলেশ্বরং প্রভুং, তপোজুষাণং বিনিমীলিতে-ক্ষণম্। কপর্দ্দিনং চন্দ্র-কলা-বিভূষণং, বেদান্ত-বেদ্যং পরমাত্মনি স্থিতম্।" জগদেকমঙ্গল-শ্রীশঙ্করদেবকে শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে পুনরপি অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া, এইকথা বলিয়াছিলাম যে, "সভাগ্যোঽহং মহাদেব! প্রসাদাত্তব শঙ্কর! প্রত্যহঞ্চাগমিষ্যামি, দর্শনার্থং তব প্রভো! অনয়া সহ দেবেশ! অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি।" হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেব কিন্তু আমার উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণে তৎকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "আগন্তব্যং ত্বয়া নিত্যং, দর্শনার্থং মমাচল! কুমারীঞ্চ

গৃহে স্থাপ্য, নান্যথা মম দর্শনম্।" অর্থাৎ হে অচল! তুমি প্রতিদিন আমার দর্শনার্থ এই আশ্রমপদে আগমন করিতে পার; কিন্তু একটী কথা হইতেছে যে, তুমি প্রতিদিন আসিবার সময়ে তোমার এই কুমারী কন্যাটীকে গৃহে অবস্থাপিতা করিয়া আসিবে। পক্ষান্তরে হে অচলরাজ! তুমি যদি প্রতিদিন কন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, এখানে আগমন কর, তাহা হইলে, আমার সাক্ষাৎকারলাভ তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

হে বালে! শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীমুখ-বিনির্গত উক্তরূপ উত্তর-বচন শ্রবণান্তে মৎকৃত অদর্শন-কারণ-প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃষ্ট-হাস্য-সহকারে ব্রতী শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে পুনরপি বলিয়াছিলেন যে, "ইয়ং কুমারী সুশ্রোণী, তন্বী চারু প্রভাষিণী। নানেতব্যা মৎসমীপে, বারয়ামি পুনঃ পুনঃ।" হে পার্ব্বতি! তুমি তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বথা নিরাময়, অথবা নিস্পৃহ-নিষ্ঠুর-বাক্য-শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক তপোনিরত-শ্রীশঙ্করদেবকে আমার উপদেশক্রমে প্রণাম-পূর্ব্বক অতি যুক্তিযুক্ততমা যে সকল-কথা বলিয়াছিলে, তোমার বিবেক-বিচার-পূর্ণ-সারগর্ভ সেই বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, দেবদেব ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব হাস্য-পুরঃসর তৎকালে তোমার প্রতি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "প্রত্যহং কুরু মে সেবাং, গিরিজে! সাধুভাষিণি।"

পুনশ্চ, হিমালয় কহিলেন,—হে গিরিজে! কৃপা-সাগর শ্রীশঙ্করদেব তোমার প্রতি নিত্য-পূজার্থ উক্তরূপে অনুজ্ঞাবচন-কথন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "অত্রৈব সোঽহং তপসা পরেণ, চরামি ভূম্যাং পরমার্থভাবম্।" তথা শ্রীশঙ্করদেব আরও বলিয়াছিলেন যে, তপস্তপ্তুমনুজ্ঞা মে, দাতব্যা পর্ব্বতাধিপ! অনুজ্ঞয়া বিনা কিঞ্চিৎ, তপঃ কর্ত্তুং ন পার্য্যতে।" হে দেবি! শূলি-শ্রীশঙ্করদেব-কথিত উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, আমি তৎকালে তাঁহাকে এইবাক্য বলিয়াছিলাম যে, "ত্বদীয়ং হি জগৎ সর্ব্বং, সদেবাসুরমানুষম্। কিমহং তু মহাদেব! তুচ্ছো ভূত্বা দদামি তে।" কিন্তু, হে দেবি! ভক্তি-সংযুক্ত অন্তঃকরণে মৎকর্ত্তৃক-সম্পূজিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব সাদরে

মদনুষ্ঠিত-পূজা-প্রতিগ্রহণ করিয়া, আমাকে একথাও বলিয়াছিলেন যে, হে মহারাজ! তোমার এই মহাপুণ্যময়-নির্জ্জন-প্রস্থ-প্রদেশে আমি সমস্ত-প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া, তপস্যা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি।

হে গিরিরাজ! তুমি এখানে মহারাজ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ, সুতরাং আমি এই পুণ্যময়-প্রদেশে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, হে পুণ্যাত্মন্! যাহাতে আমার নিকটে কোনসময়ে কেহ আসিতে না পারে, তোমাকে এরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। হে ভূধর! জন-সঙ্গ-বশতঃ তপো-হানি ঘটিবার সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী, এইজন্য সঙ্গ-ভয়ে ভীত-হৃদয়ে যোগিগণ অত্যন্ত-নির্জ্জন-স্থানে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু, হে হিমাচল! এক্ষণে দেখিতেছি, একমাত্র তুমিই মুনীন্দ্র-যক্ষ-কিন্নর-দেব-রাক্ষস-দ্বিজাতিগণের আশ্রয়, বা তপস্যার স্থান-স্বরূপে পরিণত হইয়াছ। ধর্ম্মবিৎ-প্রবরতানিবন্ধন হে ভুধরবর! তুমি সকলেরই ব্যবহার সম্যক্‌রূপে অবগত আছ। হে হিমালয়! তুমি যখন স্বয়ং মহামতি এবং ধর্ম্মজ্ঞ, তখন তোমাকে আর প্রস্তাবিত-বিষয়ের সমর্থন-কল্পে অধিককথা বলিবার আবশ্যক নাই। পরিশেষে কেবলমাত্র এইকথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "ত্বমত্র রাজা পুণ্যাত্মন্! গিরি-রাজ! তথা কুরু। যথা মন্নিকটে কোঽপি, নৈবায়াতি জনঃ কদা।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর বিনয়ান্বিত-হিমালয় কিঞ্চিৎ স্মিত-বিকসিত আননেই যেন বনস্থা-পার্ব্বতীদেবীকে উদ্দেশে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপ-বাক্য-সকল-কথন করিয়া, তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলে, আমি তৎকালে তাঁহাকে এইকথা বলিয়াছিলাম যে, হে দেবদেব! জগন্নাথ! আপনি আমার পূর্ব্বতন-বহুতর-ভাগ্য-গৌরব-বশেই এখানে তপস্যার্থ আগমন করিয়াছেন। হে দেবদেব! আপনি ব্রহ্মাদিদেবগণের পক্ষে পরম-দুর্ল্লভ হইয়াও যে আমার এই প্রস্থ-প্রদেশে তপস্যা করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন, এজন্য আমার মনে হইতেছে যে, "ন ময়াস্তি সমঃ কশ্চিদপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।" হে জগদীশ্বর! আপনি আমার এই নির্জ্জন-প্রস্থ-প্রদেশে যথেচ্ছ-তপস্যার আচরণ করুন। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি যেহেতু কামচারতঃ প্রমথগণের সহিত মদীয়-প্রস্থ-প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়াছেন, এজন্য আমি মনে করিতেছি যে, "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ, ন মত্তোঽস্তীহ পুণ্যবান্।"

এইকথা বলিয়া, পুনরপি মহামতি-হিমালয় কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি পরম-কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যেহেতু আমার এই প্রস্থ-প্রদেশে তপশ্চরণার্থ শুভাগমন করিয়াছেন, অতএব আমি পুনরপি নিজ-সুবিপুল-ভাগ্য-গৌরব অনুভব-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, "তপস্ব ত্বং মহাদেব! রহস্যত্র যথেপ্সিতম্। নাত্রায়াস্যতি বৈ কশ্চিজ্জন স্বন্নিকটে প্রভো!" গিরিরাজ-হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! এই সকল-কথা বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের অনুমতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালে আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া, নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন-পুরঃসর সমস্ত-জানপদ-জন, তথা আত্মীয় অন্তরঙ্গ-পরিচারক-জনগণকে আহ্বানান্তে "সংনিয়ম্য মুহুর্ম্মুহুঃ", তাহাদিগের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা-প্রদান করিয়া-

ছিলাম যে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের তপঃস্থল-গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে অদ্যাবধি আমার আদেশব্যতীত তোমাদিগের মধ্যে কেহ যেন গমন না করে। কিঞ্চ, আমার আজ্ঞা বিনা তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে গমন করে, তবে "স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ, ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।"

হে পার্ব্বতি! আমার এইরূপ নিষেধাজ্ঞা-বশতঃ ভীত হইয়া, তদবধি দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-পিশাচ-রাক্ষস-মানব-পশুপক্ষিগণের মধ্যে অন্য কেহই আর শ্রীশঙ্করদেবের তপঃ-স্থল-গঙ্গাবতরণপ্রস্থে গমন করিত না। কেবলমাত্র তুমি ও আমি, তথা তোমার জয়া ও বিজয়া-নাম্নী দুইজন সখী, আমরা এই চারিজনমাত্র প্রতিদিন শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন ও সম্পূজনার্থ একবার করিয়া, গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে গমন করিতাম। হে পার্ব্বতি! এইরূপে আমাদিগের শ্রীশিব-সম্পূজন-কার্য্য সমারব্ধ হইলে, একদিন শ্রীশিব-সম্পূজনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সহসা এইরূপ আকাশ-ভবা-সরস্বতী আমাদিগের শ্রুতি-গোচরীভূতা হইলেন যে, "শিবে! শিবঞ্চ তপসা, কঠোরেণ লভেতি চ। বিনেশ্বরং ন তপসা, প্রাপ্তা হি গর্ভ সম্ভবা।"

পক্ষান্তরে হে পার্ব্বতি! তুমি কিন্তু তৎকালে নব-যৌবন-বনে প্রবেশ-নিবন্ধন উক্তরূপা আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়াও, যৌবন-গর্ব্বিত-হৃদয়ে হাস্য-পূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে যে, যিনি আমার জন্মান্তরীণ-ভস্ম ও অস্থি অদ্যাপি নিজ-শরীরে ধারণ করিতেছেন, তিনি অত্র বর্ত্তমান-জন্মাবসরে আমাকে অতিরূপিণী নব-যৌবনবতী অবলোকন করিয়া, কেন না গ্রহণ করিবেন? যিনি আমার পূর্ব্ব-শরীর-ত্যাগ-নিবন্ধন সঞ্জাত-শোকানলতাপে সন্তপ্ত-বিদগ্ধ-হৃদয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে নিরন্তর-পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, "স কথং মাং ন গৃহ্লাতি? দৃষ্ট্বা পরম-সুন্দরীম্?" যে কৃপানিধি আমার জন্য দক্ষ-যজ্ঞ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, "স কথং মাং ন গৃহ্লাতি? পত্নীং জন্মনি জন্মনি?" অপিচ, শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে স্ব-স্ব-প্রাক্তনতঃ যিনি যাঁহার পত্নী, বা যিনি যাঁহার ভর্ত্তৃ-স্বরূপে বিহিত হইয়াছেন, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা সেই শ্রীবিধিদেববিরচিত এই বিশ্ব-মণ্ডলে তাঁহাদিগের পরস্পরের ভেদ

কদাপি সম্ভাবিত হইতে পারে না। তথা "নিষেকাল্লভ্যতে পত্নী, গুরু-র্ভর্ত্তা শুভাশুভম্। মন্ত্রশিল্পমপত্যঞ্চ, সর্ব্বমেতন্ন যত্নতঃ।" ইত্যাদি-শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে তাহাদিগের নিষেকও অন্যথা হইবার নহে।

হে পার্ব্বতি! তুমি তৎকালে অর্থাৎ আকাশ-বাণী-শ্রবণকালে মনে মনে উক্তরূপা চিন্তা করিয়া এবং নিজ-শরীরকে সর্ব্বরূপ-গুণাধাররূপে অবগতা হইয়া, সুবিপুল অভিমানভরে শ্রীশঙ্করদেবকে পরমেশ্বর-স্বরূপ জানিয়াও, তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য কোনরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান কর নাই। কিঞ্চ, হে স্বর্গাপবর্গদে! সাধ্বি! "সুন্দরীষু চ সর্ব্বাসু, মত্তো নাস্ত্যেব সুন্দরী।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, গর্ব্বভরে তুমি তৎকালে তপস্যার অনুষ্ঠান না করিয়াই, হে শিবে! পুরুষগণ স্ত্রীজন-সকলের রূপ-যৌবন-বেশভূষাগত-পারিপাট্য, বা সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন-গ্রহণে সর্ব্বদা অভিলাষী, এইরূপ স্থির করিয়া, তুমিও তৎকালে মনে করিয়াছিলে যে, "শিবো মচ্ছ্রুতিমাত্রেণ মাং গৃহ্নাতি বিনা তপঃ।"

হে গিরিজে! তুমি যখন উপরিভাগে কথিতানুরূপা ধারণার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া, কেবলমাত্র প্রাতঃকালে সখীগণ-সমভিব্যাহারে গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে গমন-পূর্ব্বক শ্রীশিব-সম্পূজন-কার্য্য-সম্পাদনান্তে গৃহে আগমন করিতে এবং আহারাদির অনন্তর সহচরীগণমধ্যে নিরন্তর ক্রীড়োন্মত্তা-বস্থায় অবস্থিতি করিতে, তৎকালে আমি নিশ্চিতরূপেই অবগত হইয়া-ছিলাম যে, এরূপে তুমি কদাচ শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে সমর্থা হইবে না। পক্ষান্তরে হে পার্ব্বতি! তোমার কিন্তু হৃদয়গত-পূর্ব্বোক্ত-ধারণার পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। হে পার্ব্বতি! তোমার হৃদয়গত-পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তনের কথা দূরে থাকুক, তুমি ক্রমে অতীব-যৌবনস্থা হইয়া এবং "রূপ-যৌবন-বেশানাং, পুমান্ গ্রাহীতি যোষিতাম্" এইরূপ পূর্ব্ব-ধারণার অনুবর্ত্তিনী হইয়া, তথা আমারই জন্য শ্রীশঙ্করদেব গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে সমাগত হইয়াছেন, এইরূপ সুদৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া, প্রসন্ন-বদনে বিকসিত-নলিন-নয়নে স্বকীয় অতুলনীয় বেশ-রচনায় মনো-নিবেশ করিয়াছিলে।

হে পার্ব্বতি ! রত্ন-জাল-জড়িত-বহ্নি-বিশুদ্ধ-দিব্য-দিব্য-সর্ব্বোত্তম-বস্ত্র, রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মিত-বিবিধ অলঙ্কার, কাঞ্চন-মণি-রত্নময়ী দিব্যতমা-হারা-বলী, মনোহরা-রত্নমালা, চন্দন-সংযুতা-পারিজাত-প্রসূন-মালা-প্রভৃতি ধারণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবার্থে নিজ-মনোরথানুরূপ-নানাবিধ-বেশ-বিন্যাস ও কেশসংস্কারের অনন্তর রত্ন-রাজি-বিজড়িত-সুবর্ণময়-সিংহাসনে সুখে সমা-সীনা হইয়া, সম্মুখস্থ-মণি-রত্ন-জাল-জড়িত, অত্যন্ত-সমুজ্জ্বল-দর্পণোদরে প্রতিবিম্বিত-স্বীয়-সুন্দরাতি-সুন্দর-রূপ-মাধুর্য্য-অবলোকনে স্বয়ংই মুগ্ধ-হৃদয়ে তুমি তৎকালে মনে করিয়াছিলে যে, "অনেন চারুরূপেণ, মোহয়িষ্যামি শঙ্করম্ ।"

বাস্তবিকপক্ষে হে পার্ব্বতি ! মার্জ্জিত-মুকুর-মধ্যে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট, অলি-পংক্তি-পরিবেষ্টিত-শরন্মধ্যাহ্ন-কালীন-প্রভিন্ন-কমলোপম, নির্ম্মলাঞ্জন-শোভিতারক্ত-লোচন যুগলে সমুজ্জ্বল, ললাট-প্রদেশস্থ-কস্তূরী-বিন্দু-সকলের সহিত ভ্রূ-যুগ্ম-মধ্যে ও সীমন্ত-প্রদেশে সিন্দুর-বিন্দু-বিভূষিত-সুচারু-মুখমণ্ডলে ললিত, পরিপক্ক-বিম্বফলপ্রায় অতীব-সুন্দর, নিতান্ত-রমণীয়, তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত-সুকোমল ওষ্ঠ-যুগলে সমুদ্ভাসিত, সূর্য্যোদয়ে প্রজ্জ্বলিতপ্রায় সুমেরু--শিখরের ন্যায় রত্নময়-কুণ্ডল-দীপ্তি-নিচয়-সাহায্যে গণ্ডস্থলে বিরাজিত, জলদাগমে সজল-সমূহাত্মক-মুক্তা-ফলের ন্যায় সুন্দর-দর্শন, অথচ অত্যনির্ব্বচনীয়-দন্তপংক্তি-দ্বয়ে অতীব-সুমনোহর, সমুন্নত-সুচারু-নাসিকাগ্রে মালিন্য-মুক্ত-গজ-মুক্তাফল সমাযুক্ত হওয়ায়, "স্বর্ণদী-জল-ধারয়া" সুশোভিত-সুমেরু-শৃঙ্গাকারে প্রতিভাত, মালতী-কুসুম-মালা-পরিবেষ্টিত-কবরী-ভারে বক-পংক্তি-সুশো-ভাঢ্যনবীনজলদপ্রায় অতীব-রমণীয়-দর্শন, তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ-বিশিষ্ট-বসনে বেষ্টিত, রত্নেন্দ্র-সারহারাক্ত-চারুতর উরঃস্থলে "স্বর্ণদী-জলধারয়া" বেষ্টিত-সুমেরু-বক্ষঃস্থলের ন্যায় নিতান্তসমুজ্জ্বল, চারু-চম্পক-বর্ণাভ-স্তন-কঞ্চুক-যুগলে সমাবৃত, অথচ মধ্যদেশে বদরী-ফল-তুল্যপত্রকা-বলী-সাহায্যে শোভিত, সুদৃঢ়, স্থূলোন্নত, অগ্রে শ্যাম-চুচুকাঞ্চিত, চারুতর-কুচযুগ্মে সুমনোহর, মধ্যদেশে ক্ষীণ, নিম্ন-নাভিস্থলে সমুজ্জ্বল, সুতরাং অতীব-রমণীয়, বর্ত্তুলাকৃতি উদর-প্রদেশে "অতীব সুন্দরং রম্যম্",

রম্ভা-স্তম্ভ-বিনিন্দ্যেক উরুযুগ্মে মুনিমানসমোহন, অংশুক-সাহায্যে নিগূঢ়-সুকঠিন-কামালয়ে বিলসিত, রত্ন-পাষক-সংযুক্ত, স্নিগ্ধালক্তক-রাগ-রঞ্জিত, রত্ন-মঞ্জীর-ধারণে শোভনতর, রাজহংসানুকারী পাদভূষণে ভূষিত, স্থল-পদ্ম-প্রভামুষ্ট-পাদ-পঙ্কজ-যুগলে মধুর-দর্শন, বিশ্ব-কর্ম্ম-বিনির্ম্মিত-রত্নেন্দ্র-সারাভরণে সমুল্লসিত, কনকাভরণ-প্রভা-সমুজ্জ্বল, রত্ন-কঙ্কণ-কেয়ূর-শঙ্খ-ভূষণে বিভূষিত-সুকোমলতর-কর-কমল-যুগলে অতিসুন্দর, সদ্রত্ন-মুকুট ও লীলা-কমল-ধারণে উজ্জ্বলতর, অতুলনীয়-রত্নাঙ্গুরীয়-ধারণে সুমনোহর, স্বীয়-নিরুপম-রূপরাশি অবলোকন করিয়া, তুমি তৎকালে হৃদয়-কমল-মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীশঙ্করদেবকে চিন্তা করিয়াছিলে।

কিন্তু, হে পার্ব্বতি! তুমি তৎকালে "বিশিষ্য মনসা শশ্বৎ, ভর্ত্তুশ্চরণপঙ্কজম্", এরূপ ধ্যান-নিমগ্না হইয়াছিলে যে, শ্রীশঙ্করদেবভিন্ন "পিতরং মাতরং বন্ধুং, সাধ্বীবর্গং সহোদরম্।" অথবা অন্য কিঞ্চিৎ মাত্রবস্তুও তুমি অন্তরে স্মরণ করিবার অবসর প্রাপ্তা হও নাই। হে অতীব-যৌবনলাবণ্যময়ি! রুচিরাননে! পার্ব্বতি! তৎকালে তুমি যে সর্ব্বথা পাণি-গ্রহণ-যোগ্যা হইয়াছিলে, তাহা আমি সন্দেহলেশ-সম্পর্ক-শূন্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু হে চারুতর-যৌবন-লাবণ্য-বিকসিতাবয়বে! পার্ব্বতি! আমি সেই মহামুনি-নারদের কথিত-বাক্য-সকল অর্থতঃ সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া, তোমার বিবাহার্থ "কুত্রচিদপি স্থানে" কোনরূপ চেষ্টা করি নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

মহামতি-গিরীন্দ্র-হিমালয় কহিলেন,—হে রুচিরপ্রভে! চার্ব্বঙ্গি! পার্ব্বতি! দেবি! জগদ্ধাত্রি! অনন্তর তুমি একদা স্বয়ংই আমাকে এবং তোমার মাতা মেনকাদেবীকে বলিয়াছিলে যে, হে মাতঃ। হে পিতঃ! যদি আমাকে একান্তই তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবে উত্তরকালে আমি সর্ব্ব-লোক-সন্তাপকর-সুতীব্রতর-তপশ্চরণ করিব, সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে হে মাতঃ! হে পিতঃ! অধুনা আমি পিতৃ-গৃহ হইতে প্রতিদিন যাতায়াত পরিহার করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে নিরন্তর অবস্থিতি-পুরঃসর দৈনন্দিন অর্চ্চনা, বা সেবাবসরে শ্রীমহেশান-দেবকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। কারণ, হে মাতঃ! হে পিতঃ! কামবিমোহিত ব্রহ্মা যেসময়ে স্বীয়-তনয়া-সন্ধ্যা দেবীকে সন্ধর্ষিতা করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, সেইসময়ে গগনস্থ শ্রীশঙ্করদেব "নিনিন্দ তং মুহুর্দ্দেবং, ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্।" কিঞ্চ, তৎকালে শ্রীহরদেব-কৃত-নিন্দা-বচন-শ্রবণে লজ্জয়োপেতবিবর্ণবদন-বিভু-ব্রহ্মা আমাকে জগোন্মহিনী-শিবাদেবী-বোধে তপস্যা-পূর্ব্বক আরাধনা-সাহায্যে সুপ্রসন্না করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অনন্তর দিব্য-শতসম্বৎসরান্তে আমি, যখন লোকপিতামহ-ব্রহ্মার প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রসন্না হইয়াছিলাম, তৎকালে তিনি আমার নিকটে এই বাঞ্ছিত-বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে মাতঃ! তুমি সর্ব্ব-সুন্দরী-শিরোমণি-চারুরূপিণী-পত্নীরূপে "মোহয়স্ব মহেশানং, সংসার-বিমুখং প্রভুম্।" অপিচ, তৎকালে সেইস্থানেই প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে একথাও বলিয়াছিলেন যে, "ত্বামৃতে তস্য নো কাচিৎ, ভবিষ্যতি মনোরমা।" হে মাতঃ! একমাত্র তুমিভিন্ন জগতীতলে কামিনী-কুলে এমন কোন রমণী-মণিই পরিদৃষ্ট হন না, যিনি

শ্রীহর-মনোরমা হইতে পারেন। অতএব হে মাতঃ! তুমি স্বয়ং শ্রীশঙ্কর-মোহিনী-স্ত্রীরূপে জন্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীহরদেবের মনোরমা পত্নী হও।

হে মাতঃ! শ্রীমন্মহেশ্বরদেব মদীয়-কান্তাভিলাষ-মাত্র-দর্শনে আমার প্রতি যে অতিমাত্র-নিন্দা-বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই নিন্দাবাক্য-শ্রবণে আমি অত্যন্তলজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া, নিতান্তদুঃখিত-হৃদয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। অতএব আমি কাতরকণ্ঠে বর-স্বরূপে প্রার্থনা করিতেছি যে, হে মাতঃ! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর এবং আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক চার্ব্বঙ্গী-রমণীরূপে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পরিমোহিত কর। কিঞ্চ, হে শিবে! যখন যখন শ্রীশঙ্করদেব ত্যক্ত-সঙ্গাবস্থায় নির্জ্জন-তপোবন-প্রদেশে অবস্থিতি করিবেন, হে মাতঃ! তত্তৎকালেই তুমি পরম-রমণীয়-রমণীরূপ-ধারণ-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবকে পরিমোহিত করিবে। হে মাতঃ! হে পিতঃ! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক মৎসমীপে উক্তরূপ অভীপ্সিত-বর যাচিত হইলে, আমিও বিধিকৃত-তপস্যা-প্রভাবে পরিতুষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্বকালে তৎকৃত-প্রার্থনানুরূপ-বর-প্রদানে অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধা হইয়াছি। হে মাতঃ! হে পিতঃ! এই কারণবশতঃ আমি প্রজা-পতি-পতি-দক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, সতীরূপে প্রাকৃতা-বরাঙ্গনা যেমন প্রাকৃত-পুরুষকে সহসা মুগ্ধ করে, সেইরূপ একবার মাত্র শ্রীশঙ্করদেবকে পরিমোহিত করিয়াছিলাম।

পশ্চাৎ দক্ষের সুকৃত পরিক্ষীণ হইলে, তৎ-প্রদত্ত-সতী-শরীর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপনাদিগ-কর্ত্তৃক তীব্রতর-তপঃ-সাহায্যে পুত্রীভাবে সমুপাসিতা হইয়া, প্রজাপতি-দক্ষের গৃহ হইতে চির-বিদায়-গ্রহণান্তে শ্রীহর-মোহিনী হইব বলিয়া, আপনাদিগের গৃহে পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে মাতঃ! হে পিতঃ! সেই সতী-বিরহ-দুঃখার্ত্ত-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবও আমাকেই পুনরপি পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য অদ্যাপি নির্জ্জনে তপোবনে গঙ্গাবতরণে সুচিরকাল-যাবৎ সযত্নে সাগ্রহে তপস্যা করিতেছেন। অপিচ, আমি পূর্ব্বতনকালে সতী-শরীরে শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে এরূপ প্রতিশ্রুতিও করিয়াছি যে, আমি নব-কলেবরে পুনরপি তাঁহাকেই পতিরূপে প্রাপ্তা হইব। অতএব হে

মাতঃ! হে পিতঃ! আমি এক্ষণে এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি যে, সমস্ত-প্রমথগণে পরিবৃত-শ্রীশঙ্করদেব যেস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইস্থানে গমন করিব এবং সুনির্জ্জন-প্রদেশস্থ-তপোনিষ্ঠ-চন্দ্রশেখর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সমীপে অবস্থান-পূর্ব্বক আমি এরূপভাবে তাঁহাকে সম্মোহিত করিব, যাহাতে তিনি যোগ-পরিত্যাগ করিয়া, আমাকেই সাগ্রহে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করেন।

মহামতি-হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! আমি তৎকালে তোমার উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, তথা মহামুনি-নারদদেব-কথিত-বাক্য-সকল মনে মনে স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তোমাকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীশিব-সন্নিধানে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পক্ষান্তরে হে পার্ব্বতি! ত্বদীয়-মুখারবিন্দ-বিনির্গত-তথাকথিত-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, তোমার মাতা মেনকা তৎকালে তোমাকে ক্রোড়দেশে গ্রহণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ-বিলোচনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে, বিবৃদ্ধ-বাষ্প-বেগবশে গদ্‌গদ-বচনে তোমাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিয়াছিলেন যে, "হা মাতঃ! প্রাণ-তুল্যাপি, কমনীয়-কলেবরা। মাং বিহায় কথং তীব্রং, কাননং গন্তুমর্হসি?" হে পার্ব্বতি! অনন্তর তুমিও তৎকালে তোমার মাতা-মেনকাদেবীকে মুহুর্ম্মুহুঃ সান্ত্বনা-প্রদান-পূর্ব্বক স্বীয়-সুন্দর-কর-কমল-সাহায্যে তাঁহার অশ্রুপূর্ণ-নয়ন-দ্বয় বিমার্জ্জিত করিয়া, তাঁহাকে বলিয়াছিলে যে, হে মাতঃ! তুমি সুমতি-শালিনী-স্ত্রীজনগণের অগ্রগণ্যা; সুতরাং হে মাতঃ! আমার জন্য তোমার এরূপ অনুশোচনা করা কোনরূপেই সমুচিত হইতেছে না।

হে মাতঃ! সতী-শরীরে অবস্থিতিকালে আমার নিকটে প্রথমতঃ শত-পুত্রলাভ-বিষয়ক-বর-প্রার্থনা করিয়া, পশ্চাৎ তুমি যে কুলদ্বয়ানন্দ-করী অশেষ-সদ্‌গুণশালিনী ভুবন-ত্রয়-দুর্ল্লভা অতীব-রূপবতী একটী কন্যা-প্রার্থনা করিয়াছিলে, হে মাতঃ! আমাকেই তুমি সেই কুল-দ্বয়ানন্দ-করী কন্যা-স্বরূপে অবগতা হইয়া, অধুনা শোক-পরিত্যাগ কর। হে মাতঃ! আমাকে তুমি অশোচ্যা-সুতা-স্বরূপে অবগতা হইয়াও, অধুনা এরূপে মুগ্ধা হইতেছ কেন? হে মাতঃ! "অহং প্রকৃতিরাত্মাস্মি

নিত্যানন্দময়ী স্বয়ম্। ন মেঽস্তি দুঃখং কুত্রাপি, কাননে বা গৃহেঽপি বা।" তথা "অহং শ্মশান-সংবাসা, মহাকালী শবাসনা। ন মেঽস্তি নির্জ্জনে ভীতির্মাতস্ত্বং সুস্থিরা ভব।" কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! তুমি তৎকালে তোমার মাতা মেনকাদেবীকে আরও বলিয়াছিলে যে, হে মাতঃ! আমি অবিলম্বে সেই শ্রীমহাদেবকে বিমোহিত করিয়া, পুনরপি নিশ্চিতই তোমার নিকটে আগমন করিব। অনন্তর তুমি যখন আমাকে শ্রীশঙ্করদেবের করকমলে সম্প্রদান করিবে, তৎকালেই আমি শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীশিবসন্নিধানে গমন করিব।

হে পার্ব্বতি! সুমহদ্-ভয়প্রদ তোমার এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া, তোমার মাতা-মেনাদেবী বিস্মিত-শোকাকুল-মানসে তৎকালে আমাকে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, আমার কন্যা-পার্ব্বতী যদি একান্তই শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে গমন করে, তবে এই জয়া ও বিজয়া-নাম্নী দুইটী সখী আমার কন্যার সহিত গমন করুক এবং প্রতিদিন ফল, পত্র, কুশ, পুষ্প, সমিধ্ ও সলিলাদি আহরণ-পূর্ব্বক আমার পুত্রী-পার্ব্বতীর তপশ্চরণ-বিষয়ে সাহায্য-দান করুক। পাঠক-মহোদয়গণ! পুনশ্চ আপনাদিগকে একথা বলিতে হইবে কি যে, তৎকালে "শ্রুত্বৈতদ্—বচনং সুমেরুদুহিতুস্তাভ্যাং সখীভ্যাং সুতাং, নীত্বা পর্ব্বত-পুঙ্গবঃ সমগমৎ শ্রীবিশ্বনাথান্তিকম্। সর্ব্বে দেবগণাঃ সমীক্ষ্য মুদিতা হর্ষেণ যুক্তাস্তদা, বৃষ্টিং পুষ্পময়ীং মহেশ-বিপিনে চক্রুঃ সমন্তাদ্দ্রুতম্।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ পর্ব্বত-পুঙ্গব-হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তোমার মাতা স্থমেরু-দুহিতা-মেনকাদেবীর উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, আমি তৎকালমাত্রেই তোমার সেই জয়া ও বিজয়া-নাম্নী সখীযুগলের সহিত তোমাকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীবিশ্বনাথদেবের অন্তিকে গমন করিয়াছিলাম। হে পার্ব্বতি! আমি যখন সখীদ্বয়ের সহিত তোমাকে সঙ্গে করিয়া, শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবের আশ্রম-কাননে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তৎকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি-দেব-শ্রেষ্ঠগণ আমাদিগকে তথায় উপনীত হইতে দেখিয়া, মুদিত অন্তঃকরণে হর্ষ-সংযুক্ত-হৃদয়ে শীঘ্রতার সহিত চতুর্দ্দিক্ হইতে "শ্রীমহেশবিপিনে" বিপুলতর-পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর হে পার্ব্বতি! আমি তৎকালে মহামতি-মহাযোগী শ্রীমন্মহাদেবকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া, বিনয়-বিনম্রভাবে তাঁহাকে এইকথা বলিয়াছিলাম যে, হে ভগবন্! শিব! আমার এই পুত্রী-পার্ব্বতীদেবী ত্বৎ-সন্নিধানে অবস্থিতি-পুরঃসর ভবদীয়-শুশ্রূষণ-পরায়ণ-মানসে সখীদ্বয়ের সহিত বলি-পুষ্পাবচয়ন, বেদি-সম্মার্জ্জন, নিয়ম-বিধি-জল, ফল, বা সমিধ্ ও কুশাদির আহরণ-প্রভৃতি-কার্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক নিত্যকাল আপনার যথাভীষ্ট-সেবাকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। হে পার্ব্বতি! মহাযোগী শ্রীমন্মহেশ্বরদেব আমার উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, জ্ঞান-নয়ন-সাহায্যে একবারমাত্র অবলোকনান্তে তোমাকে স্বরূপতঃ অবগত হইয়া, প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে আমাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা-মাত্র বলিয়াছিলেন যে, হে গিরিশ্রেষ্ঠ! তুমি মঙ্গলময়, শুভতর, অথচ অতি উত্তম-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছ।

অনন্তর হে পার্ব্বতি! মহাযোগী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীমুখারবিন্দ-

বিনির্গত, সম্মতি-সূচক, উক্তরূপ-বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক অতীবানন্দিতচিত্তে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নিকটে তোমাকে সংস্থাপিতা করিয়া, আমি আত্মীয়-ভবনোত্তমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং তুমিও তৎকালে স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক তপস্যা-সাহায্যে প্রার্থিতা হইয়া, ভক্তানুগ্রহতৎপর-হৃদয়ে শ্রীমহেশ-বিপিনে সংস্থিতা হইয়াছিলে। হে ভক্তানুগ্রহ-তৎপরে! দেবি! তুমি পূর্ব্বকথিতরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক তপঃ-সাহায্যে প্রার্থিতা হইয়া, শ্রীমহেশ-বিপিনে নিবাস-পরায়ণা হইলেও, শ্রীশিবদেব কিন্তু তোমাকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবীরূপে স্বীয়-হৃৎ-পুণ্ডরী-কাভ্যন্তরে অবস্থাপিতা করিয়া, ধ্যান করিতেছিলেন বলিয়া, তৎকালে সমুৎসুক-মানসে সহসা তোমাকে মহেশ্বরী-স্বরূপে অবগত হইয়াও, ভার্য্যা-রূপে গ্রহণ করেন নাই।

হে মহাদেবি! মহেশ্বরি! তুমি যখন দেখিলে যে, "শিবস্তু স্বান্ত-রস্থাং ত্বাং, ধ্যায়মানঃ সমুৎসুকঃ। জগ্রাহ সহসা নৈব, ভার্য্যাত্বেন মহেশ্বরীম্।" তৎকালে তুমি স্বয়ংই শ্রীমন্মহাদেবের বিমোহনার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলে। হে দেবি! তুমি যখন উক্তরূপে স্বয়ং শ্রীমহাদেব-বিমোহনে যত্নবতী হইয়াছিলে, তৎকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদি-দেবগণ তোমার সহায়তাকল্পে যত্ন-সাফল্য-সম্পাদনার্থ সমুদ্‌যোগ-পরায়ণ হইয়া-ছিলেন। হে দেবি! দেবগণ যে তোমার জন্য কিরূপ যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহা কি তুমি অবগতা আছ? হে পার্ব্বতি! তোমাকে সাহায্য-দান-কল্পে দেবগণের তৎকালানুষ্ঠিত-ব্যাপার-সকল তুমি যদি অবগতা না হইয়া থাক, তবে আমি তোমারই প্রসাদ-প্রদত্ত-দিব্য-দৃষ্টি-প্রভাবে স্বগৃহে অবস্থিত হইয়াই, দেবগণের অনুষ্ঠিত যে সকল-ব্যাপার অবগত হইয়াছিলাম, তাৎকালিকী সেই সমস্ত-ঘটনাবলী দীর্ঘ-কাল-যাবৎ তোমার এখানে অনুপস্থিতি ও অদর্শন-জনিত-শোকে দুঃখে নিতান্ত আচ্ছন্ন-খিন্ন-বিষণ্ণ-গ্লান-ম্লান-মানসে এই দীর্ঘতরা আক্ষেপোক্তির অবসরে কীর্ত্তন করিতেছি; আশাকরি তুমি দূর-দূরাতিদূরবর্ত্তি-ঘনকানন-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী হইয়াও, দূরাতিদূর-শ্রুতি-শক্তিমত্ত্ব-নিবন্ধন, তথা শ্রোত্রেরও শ্রোত্রাত্মতা-প্রযুক্ত অবশ্যই শ্রবণ করিতে সমর্থা কুশলিনী হইবে।

হে দেবি! তৎকালে পুনরপি প্রজাপতি-কৃত উপদেশানুসারে দীর্ঘ-কালযাবৎ প্রতীক্ষার অনন্তর "তারকেণার্দ্দিতা দেবাঃ প্রযযুর্ব্রহ্ম-সন্নিধিম্। প্রণিপত্যাথ তং প্রাহুর্ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিম্। তারকার্দ্দিত-দেব-গণ ব্রহ্ম-সমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে এই সকলকথা বলিয়াছিলেন যে, হে প্রভো! ব্রহ্মন্! ত্রিলোকেশ! দৈত্য-পুঙ্গব-তারক আমাদিগকে সম্মুখ-সমরে নির্জ্জিত করিয়া, বল-পূর্ব্বক স্বয়ং ইন্দ্রাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্বদ্দত্ত-বর-দর্পিত অসুররাজ তারক ত্রিদিববাসী সর্ব্বজাতীয়-দেবগণকে ভ্রষ্ট-রাজ্য ও ভ্রষ্ট-কলত্র করিয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, অগ্নি নির্ঋতি, কুবের ও বায়ু, এই দেব-শ্রেষ্ঠগণও তারকাসুরের সদাকাল আজ্ঞা-পরিপালকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা যে যে সময়ে যে যে স্থানে গমন করিতেছি, হে ত্রিজগৎপতে! সেই দুরাত্মা মহাসুর-তারকও সেই সেই স্থানে গমন-পূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছে।

এই তারকাসুরের ক্রৌঞ্চনামে প্রসিদ্ধ মহাবলবান্ সেনাপতি পাতালতলেও প্রবেশ করিয়া, অহর্নিশকাল প্রজাসকলকে বাধা-প্রদান করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে সেই বলশালী তারকাসুর-কর্ত্তৃক-সমস্ত-ত্রৈলোক্য অপহৃত হইয়াছে। হে ত্রিজগৎপতে! এই তারকা-সুরের দমনকল্পে একমাত্র আপনিভিন্ন আমরা অপর কোনরূপ উপায় অবলোকন করিতেছি না। অতএব হে পিতামহ! আপনি হয়, দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুরের বধোপায় চিন্তা করুন, আর না হয়, আমাদিগের জন্য একটী পৃথগ্ বাসস্থানের নির্দ্দেশ করুন। হে দেব! আপনি যখন জগতের কর্ত্তা, বা পতি-স্বরূপ, তখন এ বিষয়ে যাহা বিধেয়, শীঘ্র তাহার বিধান, বা ব্যবস্থা-প্রণয়ন করুন।

হে পার্ব্বতি! দেবগণের উক্তরূপ্ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা তৎ-কালে সুরগণকে বলিয়াছিলেন যে, হে সুরগণ! মৎকর্ত্তৃক-বর-দান-প্রভাবে অসুররাজ-তারক বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিষ-বৃক্ষকেও স্বহস্তে বিবর্দ্ধিত করিয়া, নিজ-হস্তে কুঠার-ধারণ-পূর্ব্বক ছেদন করা, যেমন নিতান্ত অসাম্প্রত, অসঙ্গত বা অযুক্ত, সেইরূপ মৎকর্ত্তৃক-বিবর্দ্ধিত-তারকা-সুরের

মরণ-বিষয়েও আমার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কিঞ্চ, হে সুরগণ। আমি যেহেতু সর্ব্বলোক-পিতামহ, অতএব তোমাদের দুঃখের প্রতিকার করা যদিচ আমার পক্ষে নিতান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া, বিবেচিত হইতে পারে, তথাপি আমার দ্বারা সম্যক্ প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, আমি তারকাসুর-কর্ত্তৃক তপঃ-সাহায্যে সম্যক্ সন্তোষিত হইয়াছি। পক্ষান্তরে হে সুরসত্তমগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি এক উপদেশ-বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"ন হরির্ন হরো নাহং, ন যূয়ং তস্য ঘাতকাঃ। ঋতে মহেশতনয়ং, ন হন্তা তস্য বিদ্যতে।" অতএব হে সুরগণ! যাহাতে সর্ব্ব-দেবেশ্বর-শ্রীমন্মহাদেব যোগ-চিন্তা-পরিত্যাগ করিয়া, শীঘ্র দার-পরিগ্রহ করেন, তোমরা দ্রুতগতি তাদৃশ উপায় অবধারণ কর। স্বয়ং আদ্যা-পরা-প্রকৃতিদেবী লীলা-বশতঃ হিমালয়গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। সেই পার্ব্বতীদেবীও অধুনা শ্রীমহেশদেবের পুরোভাগে শ্রীমহেশ-বিপিনে অবস্থিতি করিতেছেন। কিঞ্চ, সেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও অবশ্যই তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন। অতএব হে সুরগণ! যাহাতে অচিরাৎ শ্রীমহেশদেবের ধ্যান-যোগ ভঙ্গ হয়, শ্রীমন্মহাদেবের বিমোহন-কল্পে, হে ত্রিদশগণ! তোমরা তথাবিধ-যত্ন অবলম্বন কর। পরমাত্মা ব্রহ্মার তাদৃশ উপদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, ত্রিদশগণ স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মাও ত্রিদশগণকে উক্তরূপ উপদেশ-দান করিয়া, সহসা তারকালয়ে গমনপূর্ব্বক তারকাসুরকে এইকথা বলিলেন যে, ভোঃ তারক! তুমি সমস্ত-জগতের প্রতি শাসন-দণ্ড-পরিচালন কর, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতির কারণ নাই। হে তারক! তুমি যে জন্য তপস্যা করিয়াছিলে, আমি তোমার উদ্দেশ্যানুরূপ-তাদৃশ-বরই প্রদান করিয়াছি। হে তারক! বর-গ্রহণ-কালে তুমি আমার নিকটে স্বর্গলোকে অধিবসতি প্রার্থনা কর নাই। তথা আমিও ক্বচিদপি তোমাকে চিরকালের জন্য স্বর্গে বাস-লক্ষণ বর-প্রদান করি নাই। অতএব হে মহাসুর! তুমি অবিলম্বে স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া, মর্ত্ত্যে গমন-পূর্ব্বক সমস্ত-রাজ্য শাসন কর, এবং আমার আজ্ঞা কদাপি মৃষা করিও না।

হে দেবি! পার্ব্বতি! মহাবল-পরাক্রম সেই দেব-কণ্টক-তারকও বর-প্রদাতা-ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্তরূপ আদেশ-বচনে অভিহিত হইয়া, তৎ-ক্ষণাৎ স্বর্গ-রাজ্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে গমন করিয়াছিল। হে দেবি! মহাসুর-তারক ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বথা অপরাজেয় এরূপ প্রভুত্ব ও প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল যে, ইন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণও প্রতিদিন এই মর্ত্ত্যধামে সমাগত হইয়া, অসুররাজ-কৃত-ভীতি-প্রপীড়িত-হৃদয়ে উপায়ন-দ্রব্য-প্রদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাবল-পরাক্রমশালী দৈত্যবর-দুর্দ্ধর্ষ-তারক বসুমতী-বক্ষঃস্থলে এইরূপে অবস্থিত হইয়া, ত্রিদিবালয়বাসী দেব-বৃন্দকে সর্ব্বদা সন্তাপিত করিতে অগ্রসর হইলে, অনন্তর তারকার্দ্দিত-সুর-সমূহ এক অতিনির্জ্জন-স্থানে সকলে সম্মিলিত হইয়া, শ্রীমহাদেব-বিমোহনার্থ মন্ত্রণা করিবার জন্য স্ব-স্ব-নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! এইরূপে দেব-সভার আহ্বান-পূর্ব্বক সুরগণ মন্ত্রণার্থ উপবিষ্ট হইলে, বিনয়ান্বিত-দেবরাজ-বাসব প্রাজ্ঞতম-সুরগুরু-বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া, দেব-সভা-মধ্যে ক্ষেম-কারণ এই বচন বলিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! গুরো! বিধি-কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাদেবাত্মজ হইতে দুরাত্মা দানবেন্দ্র-তারকের মৃত্যু কল্পিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হে গুরো! সেই মহাযোগী শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব স্বয়ং সংসার-বিমুখাবস্থায় সদাকাল কঠোরতর-তপশ্চরণে ব্রতী রহিয়াছেন। সেই শ্রীমহারুদ্রদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগের মধ্যে কে এমন সাহসিক-প্রধান-পুরুষ আছেন, যিনি নির্ভয়ে বলিতে পারেন যে, হে পরমেশ্বর! আপনি ভার্য্যা গ্রহণ করুন। হে সুরগুরো! লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা কিন্তু আমাদিগকে শ্রীশঙ্করদেবের বিমোহন-কল্পে যত্নানুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। হে গুরো! শ্রীমহেশ-মোহনে কই কোন উপায় ত পরিদৃষ্ট হইতেছে না। হায়! কে তাঁহাকে সম্মোহিত করিবেন?

বিবুধাধিপতি-শচীপতি ইন্দ্রের বচনাবসানে দেবাচার্য্য-বৃহস্পতি বলিয়াছিলেন যে, হে মহারাজ! শ্রীমহাদেব-বিমোহন বিষয়ে একটী সুন্দরাতিসুন্দর অমোঘ উপায় আছে। হে দেবেন্দ্র! যে উপায় অবলম্বিত হইলে, অচিরকালমধ্যেই শ্রীমহেশদেবের ধ্যানভঙ্গ হইবে, আমি তাদৃশ উপায়-নির্দ্দেশ করিতেছি, অবধারণ কর। স্বয়ং পরা-প্রকৃতি-স্বরূপিণী যে দেবী দক্ষ-তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বকালে শ্রীমহেশদেবের গৃহিণী হইয়াছিলেন, সেই সতীদেবী দেহ-ত্যাগের পরে হিমালয়-সুতারূপে অধুনা মেনকা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এদিকে শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবও সেই পার্ব্বতীদেবীকেই পুনরপি পত্নীরূপে লাভ

করিবার জন্য কঠোরতর-তপশ্চরণ-কল্পে তপোবনে অবস্থিতি করিতেছেন। হে মহামতে! শ্রীশঙ্করদেব যদি পার্ব্বতীদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহারই পরম-রূপ সম্যক্‌রূপে ধ্যান করিয়া, তপস্যা না করিবেন, তবে সেই সর্ব্ব-যোগি-জন-ধ্যেয়, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-ভূত্তাবাস, সর্ব্বথা বিদিতাত্মা, দেবদেব-শ্রীপরমেশ্বরদেবের উগ্রতর-তপস্যানুষ্ঠান-দ্বারা অপর কীদৃশ অভিপ্রায়ের সিদ্ধি সম্ভাবিতা হইতে পারে? কিঞ্চ, হে সুরপতে! ভক্তবৎসলা-পার্ব্বতীদেবীও পরিতুষ্ট অন্তঃকরণে শ্রীমহেশ-দেবের নিকটে সমুপাগতা হইয়া, শ্রীশঙ্করান্তিকে সদাকাল অবস্থিতি করিতেছেন।

অপিচ, চিরকাল-যাবৎ যোগ-বিচিন্তন-প্রযুক্ত শ্রীমহেশদেবের কাম-ভাব বিনষ্ট হইয়াছে। হে দেবেন্দ্র! এই কারণ-বশতঃ শ্রীশঙ্করদেব কদাচন শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। অতএব হে বাসব! তুমি অবিলম্বে সর্ব্বলোক-বিমোহনকারী কুসুমধন্বা মদনদেবকে আহ্বান করিয়া, শ্রীমহেশদেবের ধ্যানভঙ্গার্থ নিযুক্ত কর। হে মহেন্দ্র! কুসুমশরের শর-নিকর-সাহায্যে অতিমাত্র-বিদ্ধ-গাত্রে যোগ-চিন্তা-পরাঙ্মুখ-মানসে শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি অবশ্যই শ্রীমতীপার্ব্বতীকে অচিরকালমধ্যে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন।

দেবগুরু-বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক উক্তরূপে উপদিষ্ট-মহামতি-দেবরাজ আচার্য্য-বচন-প্রমাণানুসারে তৎক্ষণাৎ কুসুমধন্বা কামদেবকে আহ্বান করিলেন। সুনাসীর-দেবের দূত-মুখে প্রভুর আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, কামদেব ত্বরান্বিত-মানসে অমরাবতী-নগরী-মধ্যে দেবরাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলে, সুরপতি-ইন্দ্র দূত-কর্ত্তৃক সাদরে সমানীত-কামদেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে সখে! বহুল উপদেশ-বচন-কথন-পূর্ব্বক আমি আর তোমাকে অধিকতর কীদৃশ প্রিয়সংবাদ বিজ্ঞাপন করিব? তুমি স্বয়ং অন্বিতার্থ-মনোভব-নাম ধারণ করিয়া, সর্ব্বভূতের মনোগত-সমস্ত অভিপ্রায়ই অবগত আছ। অতএব হে সখে! তুমি নিজ-শক্তি-সাহায্যে স্বীয়-নামের সার্থকতা-সম্পাদন-পুরঃসর নাক-নিবাসী দেবগণের প্রিয়-কার্য্য সাধন কর। হে দুর্জ্জয়! মনোভব! তুমি ঋতুরাজ-বসন্তের সহিত

সংযুক্ত হইয়া, ক্ষিপ্রগতি গিরিপুত্রীপার্ব্বতী-দেবী-সহ শ্রীশঙ্করদেবকে সংযোজিত কর।

স্বার্থসিদ্ধি অভিপ্রায়ে শতক্রতু-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, পঞ্চ-বাণ-মদন পঞ্চসায়কে সংযুক্ত অবস্থায় স্বীয়-সহায়কগণের সহিত ভূতভর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেবের জগতীসার-সরল-দ্রুম-বেদিক আশ্রমপদে গমন করিলেন। তথা শান্তসত্ত্বগণে সমাকীর্ণ ও নানাপুষ্পলতা-জালে সমাবৃত-শ্রীশঙ্করা-শ্রমে গমন-পূর্ব্বক মনোভবদেব শক্তি-সমন্বিত-শ্রীশিবদেবকে অবলোকন করিয়া, অন্তরীক্ষ-প্রদেশে অবস্থিতি-পুরঃসর এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি গগন-গাত্রে যেরূপে আত্ম-সংগোপন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছি, এরূপ অবস্থায় আমাকে অবগত হইতে পারেন, এমন কোন অতিপণ্ডিতব্যক্তি ত আমার দৃষ্টিগোচরীভূতা হইতেছে না। আমি প্রথমতঃ শ্রীশঙ্করদেবের মহাবলা-ধৈর্য্য-ধারাকে চাপল্য-মস্তকে নিপাতিতা করিয়া, বিধ্বস্তা করিব। পশ্চাৎ শ্রীমহেশদেবের মানসে পরা-বিকৃতিকে সঞ্চারিতা করিব। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের ধৈর্য্য-দ্বার-সকলকে সমাবৃত করিয়া, তাঁহার সন্তোষ অপহরণ করিব। শ্রীশঙ্করদেব ধৈর্য্যধারা ও সন্তোষরূপা অমৃতধারা-দ্বারা বিহীন হইয়া, যখন বিকল্পমাত্রে অবস্থিতি করিবেন, তৎকালেই তাঁহার মানসে বৈরূপ্য আবির্ভূত হইবে। শ্রীমহেশদেবের মানসে চাঞ্চল্য, অসন্তোষ, ও বৈরূপের আবির্ভাব সাধিত হইলে, পশ্চাৎ গম্ভীরাবর্ত্ত-দুস্তর-মূল-ক্রিয়ারম্ভ হইতে অধিকতর বিলম্ব হইবে না। কিঞ্চ, আমি শ্রীশঙ্করদেবের ইন্দ্রিয়-গ্রাম সমাবৃত করিয়া, স্থিরাত্মা সেই শ্রীশঙ্করদেবের রম্য-সাধনা-সংবিধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতা-তপস্যা হরণ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, চূতাঙ্কুরাস্ত্রশোভী মকরধ্বজদেব পুনরপি বিপক্ষে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাঁহার বক্ষঃ-স্থলে ইন্দ্রের বজ্র, বা শ্রীবিষ্ণুদেবের করস্থিত শ্রীশঙ্করদেব-দত্ত-সুদর্শন-চক্রও বিশীর্ণ হইয়া যায়, "তং ভিন্দন্তি শরাঃ পঞ্চ, মম পুষ্পময়াঃ ক্ষণাৎ।" অথবা অধিক বলিব? "তাদৃশা হি ইমে পঞ্চ, বাণা মেঽব্যর্থসংজ্ঞকাঃ। তথা পুষ্পময়ং চাপং, ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভ-কারকম্। মন্ত্রী বসন্তঃ পবনো,

যন্তা মলয়-সম্ভবঃ। মিত্রং শশাঙ্কঃ, পত্নী মে, রতিস্ত্রৈলোক্য-মোহিনী। সেনাধিপো মে শৃঙ্গারো, হাবা ভাবাশ্চ সৈনিকাঃ।” সর্ব্বথা জগতীতলে সর্ব্বজাতীয়-জনগণের অজেয় হইলেও, এবং এই ভ্রমরাত্মিকা শিঞ্জিনী, পুংস্কোকিল-কলারাব, মধুকর-সকলের মধুর গুঞ্জন, বা ঝঙ্কার, বিবিধ-জাতীয়-বিকসিত-প্রস্যন্দন্মধুগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-বিমল-ললিত-কুসুমচয়, সর্ব্বোপভোগ-সারা, স্বর্গ-সম্ভবা, কল-কল-প্রলাপিনী, সুন্দরী-শিরোমণি-রমণীমণিমালা, মদকলকাকলী, কোমলালাপিনী-কাশ্মীর-কিন্নর-কিশোরী, নব-বর-বধূ-বক্ত্রামৃত, মালতী-কুসুম-মালা, কর্ণ-গতসুবর্ণ-পল্লব, চন্দন-কুঙ্কুম-কস্তূরী-তিলক, হারাবলি-বিলসিত-ঘন-কঠিনোন্নত-স্তন-মণ্ডল, বলয়াবলী-বাচাল-সমুচ্ছ্রিত-বাহু-লতিকা, প্রেমানুরাগ-প্রণয়-প্রসারিত-করকল্প-লতিকা-পাশ-সাহায্যে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন, কুঙ্কুম-প্রলেপ-কমনীয়-রুচির-কায়শোভা, বিপুল-নিতম্ববিম্ব-বিলম্বি-মণি-রত্ন-জড়িত-কাঞ্চনময়-চন্দ্রহার, সিন্দুর-চ্ছটা-চ্ছুরিত-মুখ-মুদ্রা, রতিকরী-কুসুমময়ী-কোমলস্পর্শা-সুখদায়িনী-শয্যা, তথা কমল-কুসুম-কোমল-কিন্নরাপ্সরঃ-কিশোরী-কামিনীকুলের কমনীয়তর-কর্ণরসায়ন-পাদাভরণধ্বনি, বা মাধুরী-মণ্ডিত-মদ-বিঘূর্ণিত-লোল-লোচন-যুগল-ললিত-মধুরতর-মধুময়-মুখ-মণ্ডল-নির্গত-সঙ্গীতালাপ ও সুগন্ধ-সম্পূর্ণ-মধুরতম-মারুত-প্রভৃতি এইসকল দেব-দানব-মুনি-মানব-ভীমা দেবসামগ্রী-সাহায্যে আমি ক্ষণকালমধ্যে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলকে কর-তল-গত করিতে সর্ব্বথা সমর্থ হইলেও, এই সকল-সামগ্রী-সাহায্যেও শ্রীশঙ্করদেব যে নিতান্তই দুঃসাধ্য, তাহাও অবশ্যই সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বিশেষতঃ আমি সেই দেবদেব-জগৎপ্রভু-শ্রীশঙ্করদেবের করণ, কারণ, কার্য্য, বা স্বভাব সম্যক্‌রূপেই অবগত আছি। আর “দুঃসাধ্যঃ শঙ্করো দেবঃ”, একথাই বা কে না অবগত আছেন? পরম-মহান্ আশুতোষ-শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদ দুর্ল্লভ না হইলেও, কিঞ্চিন্মাত্র ন্যায়-বিগর্হিত-বিরুদ্ধাচরণ-বশতঃ তাঁহার প্রসাদও ত অত্যল্প-কালমধ্যেই পরম-কোপরূপে পরিণত হইতে পারে। অপিচ, সুমহান্ জনগণের প্রসাদও যেমন মহান্, তাঁহাদিগের কোপও যে, সেইরূপ সুমহানই

হইয়া থাকে, একথা শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, "প্রায়ঃ প্রসাদঃ কোপোঽপি, সর্ব্বোহি মহতাং মহান্।" আরও কথা হইতেছে যে, দেব-কার্য্য-সাধনার্থ আমি শ্রীমহাদেব-বিমোহনে প্রবৃত্ত হইয়া, কি অধুনা পূর্ব্বকাল হইতে অধ্যাশ্রিত-সুধা-সম-সুস্বাদু-স্বর্গ-সৌখ্য-সম্ভোগ হইতে নষ্টচেষ্টিতাবস্থায় অকাণ্ডে বিভ্রষ্ট হইব? প্রমাদ বশতঃ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি কুসুমশরসন্ধান করিয়া, আমি মদীয় অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসম্ভার হইতে বিভ্রষ্ট হইব? কিনা? তাহা কি চিন্তা পূর্ব্বক আমার বিচার করিয়া, দেখা সমুচিত নহে?

অথবা বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-জনগণের মতানুসারে ভূত-সকলের কার্য্য-সম্ভব প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখা উচিত। কারণ, অনেক সময়ে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে, অসন্তুষ্ট, বা অপরিতৃপ্ত-মানসে বিশিষ্ট উচ্চতর ঐশ্বর্য্যা-কাঙ্ক্ষা-বশবর্ত্তী অসমীক্ষ্যকারী জনগণ প্রমাদ-প্রযুক্ত গুরুতর-কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্বাধিকৃত-সামান্য ঐশ্বর্য্য হইতে বিভ্রংশ-লক্ষণ দুঃখময়-ফলভোগে বাধ্য হইয়া থাকে। অথবা সুররাজ ইন্দ্রের আদেশ শিরো-দেশে ধারণ করিয়া, আমি যখন শ্রীশঙ্কর-বিমোহন-কার্য্য-সাধনার্থ এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি, তখন প্রভুর আদেশপরিপালন-পূর্ব্বক অনু-জীবী জনগণের জীবন-বিসর্জ্জনও অনুচিত-কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না জানিয়া, আমারও স্বামি-কার্য্য-সম্পাদনে তৎপর হওয়াই যুক্তি-যুক্ত হইতেছে।

কিন্তু, শ্রীশিব-পার্ব্বতী-সংযোজন-কার্য্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বা সপ্তর্ষিগণই পরিনিষ্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই সত্য; পরন্তু সন্দংশ-সাহায্য-ব্যতীত অয়স্কারের যেমন লৌহময়-যন্ত্রাদি-বিনির্ম্মাণে সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ মৎকৃত-সহায়তা অর্থাৎ শ্রীশিবসম্মোহন-বিনা শ্রীহর-পার্ব্বতী-পরিণয়-কার্য্য কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্বজনের সর্ব্বত্র সামর্থ্য পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু কার্য্যবিশেষেই ব্যক্তি-বিশেষের সামর্থ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। আমার কার্য্য মহেন্দ্র, মহেন্দ্রের কার্য্য চন্দ্র, চন্দ্রের কার্য্য সূর্য্য, সূর্য্যের কার্য্য যম, যমের কার্য্য বরুণ, বরুণের কার্য্য বায়ু, বায়ুর কার্য্য বহ্নি, বহ্নির কার্য্য

জল, বা জলের কার্য্য পৃথিবী কি কখনও সম্পাদন করিতে পারেন ? কখনই নহে।

পূর্ব্বকালে আমি বারম্বার ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেবকে বিমুগ্ধ করিয়াছি, এমন কি আমি একবার সতী-পরিণয়ের অব্যবহিত-পূর্ব্বকালে শ্রীশঙ্করদেবকেও পরিমোহিত করিয়াছি। অতএব "কস্যচিচ্চ ক্বচিদ্‌দৃষ্টং, সামর্থ্যং নতু সর্ব্বতঃ।" এই শাস্ত্রীয়-বাক্য-প্রমাণানুসারে আমার কেবলমাত্র সর্ব্বজন-বিমোহন-কার্য্যে সামর্থ্য পরীক্ষিত, বা পরিদৃষ্ট হওয়ায়, সুররাজ ইন্দ্র আমাকে পুনরপি শ্রীশিব-বিমোহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু, আমাকে যখন এই শ্রীশিববিমোহনকার্য্য অবশ্যই সুসিদ্ধ করিতে হইবে, তখন আর বৃথা চিন্তা করিয়া, লাভ কি আছে ?

সম্প্রতি কথা হইতেছে যে, "মহার্থা যে হি নিষ্কম্পা, মনস্তেষাং সুদুর্জ্জয়ম্।" এই প্রমাণ-বচনানুসারে কম্পন-শূন্য, অনন্তাপ্রমেয়-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শ্রীশঙ্করদেবের সুদুর্জ্জয়-মানসকে জয় করিতে হইলে, অগ্রে আমাকে শ্রীশঙ্করদেবের মানস-মোহন-কার্য্য-সিদ্ধি-কল্পে উপায়-পূর্ব্বিকা চিন্তা করিতে হইবে। তথা উপায়-পূর্ব্বিকা চিন্তা-সাহায্যে প্রথমতঃ স্বীয়-মানস সংশোধিত হইলেই, নিয়ত-সুজয়, বা সিদ্ধি-লাভে সমর্থ হইব, নিশ্চয় করিয়াই, ইতঃপূর্ব্বে আমি তাদৃশী উপায়বিষয়িণী-চিন্তা করিয়া রাখিয়াছি। অধুনা আদিতঃ সংক্ষোভ-সমুৎপাদন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের মানস-মোহনার্থ উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং এক্ষণে সুর-কার্য্য-সম্পাদনে অগ্রসর হওয়াই, আমার পক্ষে নিতান্ত সমুচিত হইতেছে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

হিমালয় কহিলেন,—হে সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদে! অবচিত-বলি-পুষ্পে! বেদি-সমার্জ্জন-দক্ষে! শ্রীশিব-সেবা-শুশ্রূষণ-সম্পূজন-কারিণি! নিয়ম-বিধি-জল-পুষ্প-কুশ-কাশ-সমিধাদ্যুপনেত্রি! সুকেশি! শ্রীশিব-মহেশ-মৌলি-মুকুট-মণ্ডন-চন্দ্র-পাদ-সমাশ্রয়ণ-নিয়মিত-পরিখেদে! দেবি! পার্ব্বতি! বসন্তসময়োচিত-সর্ব্ববিধ-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত-হিমবদ্-গিরি-প্রস্থে গঙ্গাবতারে অন্তরীক্ষতলে অবস্থিত হইয়া, পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-সর্ব্ববিধ উপকরণে উপকৃত, অনুচর-পরিজনে পরিবৃত, সহচর-মধু-হস্ত-ন্যস্ত-চূতাঙ্কুরাস্ত্র-পুষ্পধন্বা মনোভবদেব যখন শ্রীশিব-বিমোহনার্থ নিজ-মানসে পূর্ব্বোক্তরূপা উপায়-পূর্ব্বিকা চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে তুমিও শ্রীশিব-বিমোহন-তৎপর-মানসে "বেশং কৃত্বা মনোরমম্", সখীদ্বয়ের সহিত শ্রীপরমেশ্বর-পূজনার্থ শ্রীশঙ্কর-সন্নিধানে উপস্থিতা হইয়াছিলে।

কিন্তু, হে দেবি! পার্ব্বতি! তুমি যখন ভাবানুরক্ত-হৃদয়ে হাব-সহ শ্রীশিব-সমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রসন্ন-বদনেক্ষণ-শান্ত-শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিয়া, সস্মিত-বদনে সপ্তধা প্রদক্ষিণান্তে তাঁহাকে ভক্তিভরে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়াছিলে, তৎকালে, আশুতোষ শ্রীসদাশিবদেব তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, এইরূপ বর-প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে সুন্দরি! তুমি অনন্যভাক্, অগণ্য-সদ্গুণ-গণ-গরীয়ান্, অমর-প্রবর-পূজিত, "জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ", কোটি-কন্দর্প-সুন্দর-পতি লাভ কর। উক্তরূপ আশীর্ব্বাদ-লক্ষণ-বর-প্রদানান্তে পুনরপি শ্রীশঙ্কর-দেব তোমার প্রতি এইরূপ আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, হে সুন্দরি! তুমি এই ত্রিজতীতলে অতুলনীয়-স্বামি-সৌভাগ্য লাভ করিবে এবং হে শুভে! গুণে নারায়ণ-সমান তোমার একটী পুত্র হইবে।

কিঞ্চ, হে সাধ্বি! এই ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে তোমার সর্ব্বোপচার-সম্পূর্ণা পরমা-পূজা সর্ব্বাগ্রে সম্পাদিতা হইবে। হে জগদম্বিকে! তুমি আমার আশীর্ব্বাদপ্রভাবে "ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষু, সর্ব্বেষাঞ্চ পরা ভব।" কিঞ্চ, হে সুন্দরি! "সপ্ত-প্রদক্ষিণীকৃত্য", যেহেতু তুমি আমাকে অবনত-মস্তকে ভক্তি-পূর্ব্বক সপ্তবার-প্রণাম করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি সপ্ত, বা সর্ব্ব-জন্ম-কৃত-শ্রীশিব-পূজন-প্রদক্ষিণ-প্রণমন-জনিতা তুষ্টি অনুভব করিয়া, পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি। কিঞ্চ, হে গিরীন্দ্র-তনয়ে! তুমি মৎ-কথিত-বর-দান-বাক্যে কোনরূপ অশ্রদ্ধা, বা অবিশ্বাস করিও না। পক্ষান্তরে হে শুভে! তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, "তীর্থে কান্তেঽভীষ্টদেবে, গুরৌ মন্ত্রে তথৌষধে! আস্থা চ যাদৃশী যাসাং, সিদ্ধিস্তাসাঞ্চ তাদৃশী।" অপিচ, হে পার্ব্বতি! তোমার প্রতি উক্তরূপে আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ-পূর্ব্বক যোগীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব শীঘ্রগতি স্ব-স্বরূপভূত-নিষ্কল-পরাৎপরতর-পরম-ব্রহ্ম-জ্যোতি-র্ধ্যানার্থ ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে যোগাসন-রচনা করিয়া, সমাহিত-মানসে অবস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তুমি তাঁহার অশেষ-সুরাসুর-নর-কিন্নর-বৃন্দ-বন্দিত-ভব-ভয়-বারণ-তারণ-চরণ-সরোজ-যুগল প্রক্ষালিত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-দেব-দানব-মানব-দুর্ল্লভ সেই শ্রীচরণোদক পান করিয়াছিলে। অনন্তর হে দেবি! তুমি বহ্নি-শৌচ-বাসঃ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সংলগ্ন-জল-সকলের ভক্তি-পূর্ব্বক পরিমার্জ্জনান্তে উপবেশনার্থে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত-রম্য-রত্ন-সিংহাসন প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ অপূর্ব্ব-কাংস্য-পাত্রস্থ-মধুর-মধু প্রদান করিয়াছিলে। হে দেবি! পার্ব্বতি! তৎপশ্চাৎ অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে অর্ঘ্যদান করিতে ইচ্ছা করিয়া, "অর্ঘ্যং দত্মাচ্ছিরোপরি" এইরূপ বিধি-বচন-সত্ত্বেও, তুমি কিন্তু তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলেই মন্দাকিনী-তোয়-সংযুক্ত-যথাবিধি-বিরচিত অর্ঘ্যদান করিয়াছিলে।

অনন্তর ললাট-ফলকে, অংস-যুগলে ও বক্ষো-দেশে কস্তূরী-কুঙ্কুমান্বিত-সুগন্ধ-সম্পন্ন-চারু-চন্দন অর্পণ-পূর্ব্বক হে পার্ব্বতি! পশ্চাৎ তুমি তাঁহার গরল-সুন্দর-গলদেশে মালতীমালা স্থাপিতা করিয়াছিলে।

তদনন্তর হে পার্ব্বতি! তুমি পুষ্প-মুষ্টি-চতুষ্টয়-সাহায্যে ভক্তি-পূর্ব্বক-শ্রীশঙ্করদেবের পূজা করিয়া, পীযূষ-পূর্ণ-পাত্রস্থ-নৈবেদ্য দান করিয়াছিলে। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! "রত্ন-প্রদীপ-শতকং, সমন্তাদ্ধূপমুত্তমম্। ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভং বস্ত্রং, স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীতকম্।" প্রভৃতি পূজোপহারদ্রব্য দান করিয়া, পশ্চাৎ তুমি শ্রীশঙ্করদেবকে পানার্থে অতি-উত্তম-সদ্-গন্ধ-বিশিষ্ট-শীতল-সলিল দান করিয়াছিলে। তৎপশ্চাৎ হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গের শোভা-সম্পাদন-কল্পে তুমি রত্ন-সারেন্দ্র-নির্ম্মিত অতীব-সুন্দর-রমণীয়তর-বিবিধ-বিভূষণ দান করিয়া, তথা স্বর্ণ-শৃঙ্গ-সমন্বিতা দুর্ল্লভতরা কামধেনু-প্রদান-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবকে স্নানীয়-তীর্থজল ও মুখ-শোধনার্থে মুখ-মণ্ডনভূত-মনোহর-তাম্বূল দান করিয়াছিলে।

অনন্তর যথারীতি, যথাবিধি, যথাক্রম-ষোড়শোপচার প্রদান করিয়া, হে পার্ব্বতি! সর্ব্বশেষে তুমি প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছিলে। হে পার্ব্বতি! পুনঃ পুনঃ প্রণামান্তে তুমি যখন সখী-দ্বয়ের সহিত শ্রীমহেশদেবের সম্মুখে হাব-ভাব-রূপ-লাবণ্য-যৌবন-লীলা-বিলাস-বিলসিত-বেশ-ভূষা-বিভূষিত-কমনীয়-কলেবরে অবস্থিতি করিতেছিলে, তৎকালে তোমারই মোহিনী-শক্তিবলে শ্রীশঙ্কর-দেব মানসে-সমাকৃষ্ট হইয়া, ধ্যান-পরিত্যাগ করিয়া, উন্মীলিত-চারু-লোচন-ত্রিতয়ে তোমাকে বিলোকন করিতেছিলেন। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! ত্রিলোচন-শ্রীমন্মহাদেব যখন তোমার সুচারু-নয়নোজ্জ্বল-সুন্দর-সুবিমল-সুকোমল-মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিয়া, নিশ্চল-লোচনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালেই প্রহৃষ্টাত্মা-হাস্যানন-শ্রীচন্দ্রশেখর-দেবকে অবলোকন করিয়া, "পুষ্পধন্বা পুষ্পবাণং, সমুদ্যম্য হরং যযৌ।"

কিঞ্চিৎ মাত্রও ভয় না করিয়া, কামদেব যখন অগ্রসর হইয়া, ত্রৈলোক্যকান্ত, ত্রিলোক-রমণীয়, ত্রিভুবন-সুন্দর, প্রসন্ন-বদনেক্ষণ, শক্তি-যুক্ত, শান্ত, শ্রীমান্ শঙ্করদেবের প্রতি আনন্দের সহিত সর্ব্ব-জন-দুর্নিবার্য্য, অমোঘ, পুষ্প-মালা-বিভূষিত, পুষ্পময়, সম্মোহন-নামা-বাণ পরিত্যাগ করি-লেন, তৎকালে হে দেবি! পার্ব্বতি! কামদেব-প্রেরিত-পুষ্প-মালা-বিভূষিত সেই সর্ব্বজন-দুর্নিবার্য্য অব্যর্থ সম্মোহন-নামা সপত্র-শর "আকাশ ইব

নির্লক্ষ্যে, নির্লিপ্তে সর্ব্বসাক্ষিণি” পরমাত্মভূত-শ্রীশঙ্করদেবে পতিত হইয়া, উপল-তলে নিপতিত ক্ষুরধারার ন্যায় কুণ্ঠীভাব ধারণ করিল। হে পার্ব্বতি! এইরূপে স্বীয়-কুসুমময় অস্ত্র মোঘীভূত হইলে, মন্মথদেব মানসে অত্যন্ত-ভয়প্রাপ্ত হইলেন। অপিচ, ভয়-বিহ্বল-কামদেব পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া, বিভু-মৃত্যুঞ্জয়-শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন-পূর্ব্বক কম্পান্বিত-কলেবরে মনে মনে শক্রাদি-ত্রিদশগণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত-ভীতি-বিহ্বল-সসহচর-সভার্য্য-কামদেব-কর্ত্তৃক হৃদয়ে স্মৃত হইবামাত্র শক্রাদি-সুরগণে পরিবৃত-লোকপিতামহ-ব্রহ্মা প্রভৃতি-সমস্ত-দেবতা শীঘ্রগতি হিমবদ্‌গিরিশিখরে গঙ্গাবতার-প্রদেশে সমাগত হইয়া, কোপ-কম্পিত-শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন-পূর্ব্বক দেবদেব-শ্রীমন্মহাদেবের কোপ-প্রশমন-কল্পে ত্রিদশেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে কিন্তু হে পার্ব্বতি! অত্যন্ত আশ্চর্য্য, দুঃখ, খেদ, বা বিষাদের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কপাল-লোচন হইতে কোপানল উদ্‌গীরণকারী শ্রীশঙ্করদেবকে সুবিপুল-কোপ-বহ্নি-বমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য শক্রাদি-সুরগণ যখন তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে অর্থাৎ “স্তুতিং কুর্ব্বৎসু দেবেষু” শ্রীশম্ভুসম্ভব সেই বহ্নি “জজ্বালোর্দ্ধশিখোদ্দীপ্তঃ, প্রলয়াগ্নি-শিখোপমঃ।” কিঞ্চ, ভবনেত্রজন্মা সেই বহ্নি বিপুল-বেগবশে বিঘূর্ণিতাবস্থায় একবার গগন-গাত্রে উৎপতিত, একবার বা ধরণীতলে-নিপতিত হইয়া, “ভ্রামং ভ্রামঞ্চ পরিতঃ, পপাত মদনোপরি।” অপিচ, হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেবের ললাট-লোচন-নির্গত সেই কোপানল পরিতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, যাবৎ মদনোপরি পতিত হইল, তাবৎ “বভূব ভস্মসাৎ কামঃ, ক্ষণেন হরকোপতঃ।” এইরূপে মদনদেব ভস্মতা প্রাপ্ত হইলে, একদিকে দেবগণ যেমন বিষণ্ণ হইলেন, হে পার্ব্বতি! অপরদিকে সেইরূপ তুমিও স্বীয়-রূপ-যৌবনাভিমান-পরিহার-পূর্ব্বক লজ্জাবশতঃ বিমল-বিধু-বিম্ব-বিড়ম্বী স্বীয়-বদন-বিম্ব অবিলম্বে অবনত করিয়াছিলে।

হে দেবি! পার্ব্বতি! এইসময়ে কামপত্নী-রতি শ্রীশঙ্করদেবের

সম্মুখে বহুতর-বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভয়বিকম্পিত-কলেবরে দেবগণ শ্রীচন্দ্রশেখরদেবের নানাবিধ-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা শক্রাদি-দেবগণ কাম-শোকে অধীর-হৃদয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ রোদন করিতে করিতে, নিতান্ত-শোক-কাতর-মানসে রোরুদ্যমানা-মদন-মোহিনী-রতি-দেবীকে বিবিধ-বিবোধকর-বচনে বহুবিধ-প্রবোধদান-পূর্ব্বক পরিশেষে মনোভব-শরীরজ কিঞ্চিদ্ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া, কামপত্নী-রতির হস্তে সমর্পণ-পুরঃসর "রক্ষ মাতঃ", এইকথা বলিয়া, পুনশ্চ বলিয়াছিলেন যে, হে মাতঃ! তুমি সর্ব্বথা ভীতি-পরিত্যাগ কর, হে মাতঃ! আমরা অবশ্যই মদনদেবকে পুনর্জ্জীবিত করিব এবং তুমিও পুনরপি নিজ-প্রিয়তম-পতিকে লাভ করিতে সমর্থা হইবে। হে মাতঃ! শ্রীহর-কোপাপনয়নকল্পে যেদিনে আমাদিগের পরম-সুপ্রসন্ন-দিন সমাগত হইবে, সেই দিনেই তোমারও দিন সুপ্রসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

হে পার্ব্বতি! তুমি কিন্তু তৎকালে অতিসুন্দরী-রতিদেবীর তথা-বিধ-বিলাপ-বচন-শ্রবণে কাতর-হৃদয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া, ভূতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্যভূতা হইয়াছিলে। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! কিছুকাল পরে সখীযুগলের যত্নে চেতনা সম্প্রাপ্তা হইয়া, রোদন করিতে করিতে, তুমি স্তুতি-সাহায্যে যখন শ্রীশঙ্করদেবের প্রসন্নতা-সম্পাদনে যত্নবতী হইয়াছিলে, তৎকালে সর্ব্বগুণাতীত অতীন্দ্রিয়-চন্দ্রশেখর-শ্রীশিবদেব তোমাকে রোদন করিতে দেখিয়াও, সহসা সেই স্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আশ্রমান্তরে গমন করিয়াছিলেন। হে দেবি! পার্ব্বতি! এইরূপে তোমার দর্প-বিমোক্ষণান্তে শ্রীশঙ্করদেব অন্যত্র প্রস্থিত হইলে, তুমি সেই স্থানেই সদ্যঃ স্বীয়-রূপ-যৌবন-গর্ব্ব-পরিহার করিয়াছিলে এবং সখীজন-সমক্ষে নিজ-মুখ-মাত্র-প্রদর্শনেও লজ্জাবোধ করিয়াছিলে। হে কন্যকে! অনন্তর সুরগণ শোক-প্রযুক্ত উদ্বিগ্ন-মানসে কাম-কামিনী-রতিকে সমাশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীরুদ্রদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, স্ব-স্ব-মন্দিরে গমন করিলে, ত্রৈলোক্য-মোহিনী-রতিও কোপ-রক্তেক্ষণ-শ্রীরুদ্র-দেবকে অবলোকন করিয়া, ভয়ে ও পতি-নিধন-জনিত-শোকে ব্যাকুল-

মানসে শ্রীশঙ্করদেবের স্তুতি করিয়া, রোদন করিতে করিতে, তৎকাল-মাত্রেই স্বালয়ে গমন করিয়াছিলেন। হে পার্ব্বতি! তুমি কিন্তু তৎকালে লজ্জাবশতঃ নিজালয়ে আগমন করিতে ইচ্ছা কর নাই। পক্ষান্তরে সখী-জন-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বার্য্যমাণা হইয়াও, তপশ্চরণ-তৎপর-মানসে বনে গমন করিয়াছিলে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অথবা কল্লান্তরাভিপ্রায়ে হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! মদন-দাহের অনন্তর রতি-সমাশ্বাসনান্ত-ব্যাপারাবসানে ব্রহ্মা-প্রভৃতি-দেবগণ যদৃচ্ছাক্রমে নিজ-নিজ আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলে, তুমি কিছুক্ষণ-যাবৎ বিস্মিতা ও স্তম্ভিতার ন্যায় সেই সুনির্জ্জনে শ্রীশঙ্করাশ্রমকাননে অবস্থিতি করিয়াছিলে। অনন্তর হে ত্রিজগজ্জননি! রুচিরাননে! পার্ব্বতি! তুমি স্বয়ং মনে মনে বিচার করিয়া, সেই নির্জ্জন আশ্রম-কানন-প্রদেশস্থ-শ্রীশঙ্করদেবকে কিঞ্চিৎ স্মিত-পূর্ব্বক তৎকালে এই কথা বলিয়াছিলে যে, হে মহাদেব! আমি আদ্যা প্রকৃতি-স্বরূপিণী সর্ব্ব-লোকজননী দুর্গা। আপনি আমাকেই পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য দীর্ঘকাল-যাবৎ সুমহতী-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। চিরকাল-ব্যাপী যোগ-বিচিন্তন-ফলে আপনার কামভাব বিনষ্ট হওয়ায়, ব্রহ্মা-প্রভৃতি-দেবগণ আপনার কামভাবোদ্দীপনার্থ এবং আমার সাহায্য-করণার্থ দেবকার্য্য-সাধনাভিপ্রায়ে কামদেবকে এইস্থানে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। অতএব হে দেববর! আপনি আমাকে আপনার নিকটে সমাগতা দেখিয়াও, আমাদিগের পরমোপকারী কামদেবকে বিনষ্ট করিলেন কেন? হে দেব! কামদেবই যদি বিনষ্ট হইল, তবে আর পুরুষের পত্নী-সংগ্রহ এবং স্ত্রীজনের পতি-প্রাপ্তিদ্বারা কীদৃশ-প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আর এক কথা এই যে, যোগি-জনেরও ত এরূপ ধর্ম্ম কুত্রাপি বিহিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তিনি অপর ব্যক্তিকে বিনষ্টা করিতে পারেন।

হে পার্ব্বতি! তোমার উক্তরূপ অধিক্ষেপ-সূচক-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে কিঞ্চিৎ চকিত-চঞ্চল-চিত্তে কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপ-ধ্যান-সাহায্যে তোমাকে

পর্ব্বতাত্মজা আত্মা পরমা প্রকৃতিরূপে অবগত হইয়াছিলেন এবং হে পার্ব্বতি! প্রহর্ষ-পুলকান্বিত-কলেবরে শ্রীশঙ্করদেব চারুতর-লোচনত্রয় উন্মীলিত করিয়া, তোমাকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক এইকথা, বলিয়াছিলেন যে, হে দেবি! তুমি যে পরমা-পূর্ণা-প্রকৃতি-স্বরূপিণী হইয়াও, নিজ-লীলাবশে হিমবদ্-গিরিগৃহে আবির্ভূতা হইয়াছ, তাহা আমি অবগত আছি। তথা হে সর্ব্ব-লোকৈক-সুন্দরি! আমি তোমাকেই পুনরপি পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য শত-শত-বর্ষীয়-বিরহ-জ্বালা-প্রজ্বলিত-হৃদয়ে সুদীর্ঘ-কাল-যাবৎ ধ্যানস্থাবস্থায় সুনির্জ্জন-কানন-প্রদেশে গিরি-গহ্বরে অবস্থিতি করিতেছি। হে দেবি! দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী গিরি-গুহা-গৃহোদর-বিবরাদি-সর্ব্ব-ভূত-রুত-বিবর্জ্জিত-নির্জ্জন-প্রদেশে বাস-পূর্ব্বক বহুবিধ-বিপুল-তপঃ-ক্লেশানুভবের অনন্তর অদ্য আমি কৃতকৃত্য হইলাম। হে পর্ব্বতাত্মজে! অদ্য আমি "সতীমিব মম প্রিয়াম্" তোমাকে লোচন-ত্রিতয়-বিষয়-বর্ত্তিনীরূপে অবলোকন করিতেছি। হে পরাৎপরে! চার্ব্বঙ্গি! কত-শত-সহস্র-বৎসরকাল পরে এই যে আমি তোমাকে আমার পূর্ব্ব-পত্নী-সতীর ন্যায় মনোরথারূঢ়প্রিয়ারূপে প্রাপ্ত হইয়া, পুনরপি প্রত্যক্ষতঃ কথোপকথন ও অবলোকন করিতেছি, ইহাই কি মদীয়-পরম-কৃত-কৃত্যতার চরম-নিদর্শন নহে?

হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেব-কথিত উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, উত্তরপ্রদানাবসরে তুমি তৎকালে তাঁহাকে বলিয়াছিলে যে, হে প্রাণাধিক! প্রাণবল্লভ! প্রাণাধিদেবেশ! প্রাণেশ! প্রাণাধার! মনোহর! পরাৎপর! আমি ভবদীয়-সর্ব্ব-বিভব-ভব্য-মহা-ভাবে পরিতুষ্টা হইয়া এবং হিমবদ্-গৃহে মেনকা-গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, পার্ব্বতীরূপে আপনাকেই পুনরপি পতিরূপে লাভ করিবার জন্য আপনার সমীপে সমাগতা হইয়াছি। হে মহেশ্বর! যিনি যাদৃশ-ভাবে ভক্তি-পূর্ব্বক অন্তরে অন্তরে সম্যক্‌রূপে অতীব-প্রণিধান-সহকারে আমাকে প্রার্থনা করেন, আমি তাদৃশভাবেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। হে শম্ভো! পূর্ব্বকালে প্রজাপতি-পতি-দক্ষের মহাধ্বরে যাইতে ইচ্ছা করিয়া, যে সতী ত্রৈলোক্য-মোহিনী-ভীমা-কালীরূপে

আপনাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই সতী-স্বরূপা হইলেও, অধুনা কালী-পার্ব্বতীরূপে আপনার নিকটে সমাগতা হইয়াছি।

হে পার্ব্বতি! তোমার উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, হে চারুলোচনে! তুমি যদি আমার প্রাণতুল্যা সেই সতীই হও, তবে পূর্ব্বকালে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশার্থ সেই সতীদেবী যেমন মহামেঘ-প্রভা-ভীমরূপিণী-দিগম্বরী-কালী হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভৈরবীশ্যামা-কালী-স্বরূপে তুমি আমাকে আত্ম-স্বরূপ-প্রদর্শন করাও। হিমালয় কহিলেন,—হে দেবি! পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, তুমি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধাঞ্জন-পুঞ্জ-সমপ্রভা, দিগম্বরী, ভূষণ-ভূষিত-ভুজ-চতুষ্টয়ে শোভমানা, গলদাপাদ-সংলম্বি-কেশভারভয়ানকা, ললজ্জিহ্বা, বিচিত্র-রত্ন-বিভ্রাজন্মুকুটোজ্জ্বল-মস্তকা "আজানুলম্বি-মুণ্ডালীমালয়াতিবিশালয়া" বিরাজমানা, "স্ফূরদ্রক্তভীমায়ত-বিলোচনা", "পীনোন্নত-কুচদ্বন্দ্ব-চারু-শোভিতবক্ষসা" তথা "জ্বলদ্দন্ত-নখর-নিকরৈরুপশোভিতা", অম্বরতলগতা, "উদ্যচ্ছশাঙ্ক-নিচয়ৈর্বিভূষিতা", "মহামেঘ-পংক্তিরিব পরিদৃশ্যমানা", মহাপ্রভা-মহাকালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে।

হে সুতে! শ্রীমন্মহাদেব তৎকালে তোমাকে মহাকালীরূপে অবলোকন করিয়া, রোমাঞ্চিত-কলেবরে নিরতিশয়-ভক্তিভরাবনত-হৃদয়ে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গদ্‌গদ-বচনে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে সতি! দীর্ঘ-কাল-যাবৎ তোমার বিরহানলে আমার এই হৃদয় নির্দ্দগ্ধ হইয়াছে। হে মহেশ্বরি! তুমি আমার হৃদয়স্থা অন্তর্যামিণী শক্তি-স্বরূপে সম্পূর্ণ-রূপেই মদীয়-মনোভাব অবগতা আছ। হে দেবি! আমি অধুনা এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি যে, মদীয়-হৃদয়পঙ্কজ-মধ্যে তোমার পাদারবিন্দ-যুগল-ধারণ-পূর্ব্বক আরাধনা-সাহায্যে ত্বদ্বিচ্ছেদ-সমুত্তপ্ত-নির্দ্দগ্ধ-হৃৎ-কন্দর সুশীতল করিব। হে পার্ব্বতি! এইকথা বলিয়া; শ্রীমন্মহাদেব পরম-যোগ-সমাশ্রয়ণ-পুরঃসর উত্তানভাবে শায়িত অবস্থায় তৎকালে নিজ-হৃদয়-পঙ্কজে ত্বদীয়-পদাম্ভোজ-যুগল-ধারণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে ধ্যানানন্দ-সাগরে নিমগ্নাবস্থায় নিস্পন্দ-শরীরে শবরূপ-প্রায় অবস্থিত হইয়া, ব্যাঘূর্ণমান-নয়ন-ত্রিতয়ে পরমানন্দ-ভরে কেবলমাত্র তোমাকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চানন শ্রীশঙ্করদেব অংশতঃ পুরতঃ অবস্থিত হইয়া, পঞ্চমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কালী-পরমেশ্বরী-বোধে ত্বদীয়-মানস-সন্তোষ-সম্পাদনার্থ, হে পার্ব্বতি! "অনাদ্যা পরমা বিদ্যা, প্রধানা প্রকৃতিঃ পরা। প্রধান-পুরুষারাধ্যা, প্রধানপুরুষেশ্বরী।" ইত্যাদি, "মহাকাল-প্রিয়া কালকলৈকবিধায়িনী। অক্ষোভ্যপত্নী সংক্ষোভ-নাশিনী তে নমো নমঃ।" ইত্যন্ত-সহস্রনাম-স্তোত্র-দ্বারা তৎকালে তোমার এক অপূর্ব্ব-স্তুতি করিয়াছিলেন।

অপিচ, হে পর্ব্বতাত্মজে! এইরূপে সহস্রনাম-স্তোত্রদ্বারা শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া, তুমি তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবকে এইবাক্য বলিয়াছিলে যে, হে মহেশ্বর! আমি আপনারই জন্য শৈলেন্দ্রতনয়াত্ব অঙ্গীকার করিয়াছি। হে ত্রিদশাধিনাথ! আপনি আমার প্রাণসম-ভর্ত্তা এবং আমিও আপনার অনন্যচিত্তা অঙ্গনা প্রিয়তমা পূর্ব্বপত্নী। হে প্রাণাধিদেব! আপনি আমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য সুচির-কালব্যাপী তীব্রতর-তপশ্চরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমিও তীব্রতম-তপোঽনুষ্ঠান-পূর্ব্বক সবিশেষারাধনা-সাহায্যে আপনাকে পুনরপি পতি-রূপে লাভ করিব।

হে পার্ব্বতি! তোমার উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে তোমাকে এইবাক্য বলিয়াছিলেন যে, হে চারুপ্রভাষিণি! পার্ব্বতি! এই ত্রিজগতীতলে, তথা সর্ব্ব-শাস্ত্রসিদ্ধান্তে একমাত্র তুমিই সর্ব্ব-জননী-পরা-প্রকৃতিরূপে পরিচিতা হইয়া, সাধক-সত্তম উত্তমাধিকার-সম্পন্ন-সর্ব্বসজ্জনগণের সমারাধনীয়তমারূপে অবস্থিতি করিতেছ। অতএব হে দেবি! স্বতঃ এইরূপ প্রশ্ন মদীয়-মানসে বিলসিত হইতেছে যে, এই অনন্তকোটি অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে কে এমন সর্ব্বসৌভাগ্যবান্ পূজনীয়তম-পুরুষ-প্রধান আছেন? যিনি তোমারও আরাধনার বিষয়ীভূত হইতে পারেন?

হে মহেশ্বরি! আমি যেন চিরদিন তোমারই অশেষ-বিশেষ-

বিশিষ্টনিজ-নির্ম্মল-নিখিল-নিতান্ত-রমণীয়-সদয়োদারতর-গুণ-গণ-সাহায্যে তোমারই অনুগ্রাহ্যরূপে অবস্থিতি করিতে পারি। হে শিবে! তোমার নিকটে বর-প্রার্থনা করিতে হইলে, এই একটীমাত্র বর আমার প্রার্থনীয়-স্বরূপ জানিবে। তথা হে মহেশ্বরি! সম্প্রতি এইরূপ আরও একটী বর মদীয়-মানসে প্রার্থনীয়রূপে পরিলসিত হইতেছে যে, তোমার এই কালী-রূপ যে যে স্থানে আবির্ভূত হইবে, সেই সেই স্থানেই আমি শবরূপে উত্তানভাবে শয়ান হইলে, তুমি আমার হৃদয়োপরি অবস্থিতি করিবে এবং কথিতরূপে "শবরূপস্থ মে হৃদি" অবস্থান-প্রযুক্ত; হে দেবি! তুমি "শববাহনা মহাকালী" নামে সর্ব্বলোকে খ্যাতিলাভ করিবে। হে দেবি! মহাকালি! জগদম্বিকে! তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না হও।

হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তুমি কাল-মেঘ-সম-প্রভা, করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মহাকালীরূপে তৎকালে মহাকাল-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা, প্রার্থিতা হইয়া, "তথা", এই অঙ্গীকার-বচন-কথন-পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় নগরাজ-নন্দিনী পার্ব্বতী-রূপে মহাযোগী মহাতপস্বী শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়াছিলে। হে পার্ব্বতি! অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব কামদেব-শরীরজ সেই ভস্মরাশি-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয়-সর্ব্বদেহাবয়বে বিভূতি-বিলেপন-বিধানান্তে পুনরপি শৈলেন্দ্র-শিখরোপরি ভূতগণে পরিবৃত হইয়া, তপশ্চরণ-পরায়ণ-মানসে উপবিষ্ট হইলে, তুমিও তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া, অপর একটী শৃঙ্গোপরি তপস্যার্থ উপবিষ্টা হইয়াছিলে।

হায়! পার্ব্বতি! একদিকে আমি যেমন তোমার অভাবে, অদর্শনে শোক-দুঃখ-বিষাদ-ক্ষোভ-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে নিতান্ত-নিরানন্দে দিন-যামিনী-যাপন করিতেছি, সেইরূপ অপরদিকেও আমারই বহিঃপ্রকটিত-স্থাবর-পর্ব্বত-শরীরাবয়ব-সহস্রের অন্তর্গত একটী শৃঙ্গাবয়বে সর্ব্বলোক-প্রপিতামহ অশেষ-জগদীশ্বর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যভূতাবাস, সর্ব্ব-যোগি-জন-মানস-রাজহংসাস্বাদিত-চরণ-কমল-চিন্মকরন্দ, ত্রিদশ-নায়কাধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেব উপবিষ্ট হইয়া, অশেষ-জগদীশ্বরী, সর্ব্ব-লোক-জননী, পরমা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতিদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে হৃদয়-সরসিজ-

সিংহাসনে সন্নিবেশিতা করিয়া, যথাবিধি ধ্যান-যোগ-তপঃ-সমাধিভাবনার সাহায্য বিনা মানসে মনোময়ী-প্রতিমারূপে ধারণ করিয়া, বিরহকাতর-হৃদয়ে কালযাপন করিতেছেন।

অথচ, হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখবর্ত্তী অপর একটী শৃঙ্গে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকেই পুরোবর্ত্তী করিয়া, সমুপবিষ্টা গিরিশ-প্রাণ-তুল্য-মনোরমা, প্রসন্ন-চারু-বদনা, শিব-প্রাণা, পতি-প্রাণা, মৃগাক্ষী, চপলাপাঙ্গী, সুদৃষ্টি-সম্পন্না, হংস-গামিনী, সত্য-বিজ্ঞান-রূপা, তত্ত্বজ্ঞানৈক-কারণা, ত্রৈলোক্য-সাক্ষিণী, লোক-ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শিনী, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিধাত্রী, শ্রীকণ্ঠ-কণ্ঠহারা, শ্রীকণ্ঠ-হৃদয়-স্থিতা, শ্রীকণ্ঠ-কণ্ঠ-জপ্যা, নীল-কণ্ঠ-মনো-রমা, নিত্যানন্দাভিনন্দিতা, বর্ণতঃ নীলোৎপল-দল-শ্যামা, নামতঃ শ্যামা, মহেশ-মোহিনী, কলুষ-নাশিনী, কালী, কল্পলতিকারূপে তুমিও শ্রীমন্মহা-দেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোরাতিকঠোর-বিপুলতর-তপঃ-সাহায্যে তাঁহার অপার-ভব-পারাবার-পার-সাধনভূত-সর্ব্ব-যোগীন্দ্র-জন-ধ্যেয়-জগতীসার-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে আত্মসমর্পণ করিয়াছ দেখিয়া, তোমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হৃদয়ানুরাগ, বা প্রগাঢ়-প্রেম-প্রণয়-প্রবণতা অনুভব-পূর্ব্বক আমি পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইতেছি।

পাঠক-মহোদয়গণ! উক্তরূপে পরস্পরের পুরোবর্ত্তী শৈলেন্দ্র-শিখর-দ্বয়ে যথারীতি যোগাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক সর্ব্ব-জগদীশ্বর শ্রীমান্ "শম্ভুঃ সন্ধ্যায়তাং দেবীং, দেবী তমপি শঙ্করম্।" "মনসা সন্ধ্যায়" দিব্য-বর্ষ-সহস্র-ত্রয়-পরিমিত-কালই হউক, অথবা তদধিক-কালই বা হউক, তপস্যা করিতে থাকুন; পরন্তু আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, দেখি, আমরা অবলম্বিত-প্রসঙ্গানুসরণে অপর কোনরূপ নূতন-তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারি কি না?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অথবা কল্পান্তরাভিপ্রায়ে হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে স্বীয়-সহচরগণে পরিবৃত হইয়া, যেখানে তুমি ধ্যানানন্দ-নিমগ্ন-চেতাঃ শ্রীশঙ্করদেবের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্তা ছিলে, সেইস্থানে গমন-পূর্ব্বক কামদেব তৎকালে প্রিয়সখা-বসন্তের প্রতি তদীয়-ধর্ম্ম-বিস্তার-কল্পে উপদেশ-দানান্তে শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন করিয়া এবং শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, সহসা শ্রবণ-বিবর-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের মনো-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সময়ে মদনদেব কর্ণ-রন্ধ্র-পথে শ্রীমহেশদেবের মানসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইসময়ে মদনাশ্রয়-মধুর-ভ্রমর-ঝঙ্কার ও পুংস্কোকিল-কলারাব-প্রভৃতি-মধুরতর অব্যক্তাস্ফুট-শব্দ-সকল শ্রবণ করিয়া, বিরহ-কাতর-হৃদয়ে, প্রেমানুরাগ-রক্ত-মানসে শ্রীশঙ্করদেব দক্ষ-দুহিতা-দয়িতা-শ্রীমতী-সতীদেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু, হে দেবি! পার্ব্বতি! মদনদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে হৃদয়দেশে সমাক্রান্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব যখন "সস্মার দক্ষ-দুহিতাং, দয়িতাং রক্ত-মানসঃ", তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয় হইতে চিরকালাভ্যস্তা সেই অতি-নির্ম্মল-সমাধি-ভাবনা শনৈঃ শনৈঃ তিরোভূতা হইয়া, লক্ষ্যাপ্রত্যক্ষরূপিণী-রূপে অবস্থিতা হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব কিঞ্চিৎকালের জন্য মদন-মথিত-মানসে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইলেও, অত্যল্পমাত্র-সময়ের জন্য অন্তঃ-করণে কাম-কৃত-প্রত্যূহ-ব্যূহে পিহিত হইলেও, "বশিত্বেন বুবোধেশো, বিকৃতিং মদনাত্মিকাম্।" বশিত্ব-প্রযুক্ত মদনাত্মিকা-বিকৃতি ক্ষিপ্রগতি অবগত হইয়া, হৃদয়ে ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক ঈষৎ-কোপ-সমাবিষ্টমানসে ধূর্জ্জটি-শ্রীশঙ্করদেব মদন-স্থিতি-নিরাসে ইচ্ছা করিয়া, তৎকালে সহসা স্বীয়যোগমায়াকে আহ্বান-পূর্ব্বক হৃদয়-দেশে সমাবৃত হইয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীমহেশ্বরদেব যোগমায়া-সমাবৃত হইলে, শ্রীমহেশ-মানসে প্রবিষ্ট সেই দুরাত্মা-মদন তৎকালে শাঙ্করী সেই যোগমায়া-সাহায্যে সহসা সমাবিষ্ট হইয়া, সর্ব্ব-শরীরে প্রজ্বলিতাবস্থায় শ্রীমহেশ্বর-মানস-ক্ষেত্র হইতে বিনির্গত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু, যদিচ "স তয়া মায়য়াবিষ্টো, জজ্বাল মদনস্ততঃ।" তথাপি সর্ব্বজীবে সুদুর্জ্জয়, রোষদোষ-মহাশ্রয় সেই মদন শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়দেশ হইতে নির্গত হইয়া, ইচ্ছাময়শরীরে বাসনা-ব্যসনাত্মক-কলেবরে বহিঃ-স্থূল-সমবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে অবস্থিত হইয়াছিলেন। অপিচ, হৃষ্ট-মিত্র-মধুর সহিত অনুযাত-মকরধ্বজ-মদন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, "সহকারতরৌ" মৃদু-মারুত-নির্ধূতচূতাঙ্কুরস্তবক অবলোকন করিয়া, একটী চূতাঙ্কুর-স্তবক-গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর সম্মোহন-বাণাবির্ভাব-সাধন-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, সুরম্য সেই সম্মোহন-নামা মার্গণ শ্রীমহেশ্বরদেবের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিয়াছিলেন। অনন্তর কামদেবের কৌসুম-কোদণ্ড-গুণ-নির্ম্মুক্ত নাশশালী সেই মহাশর, পরুষ-প্রাংশু-বিমোহন-নামা পুষ্পবাণ শ্রীশঙ্করদেবের বিশুদ্ধ-হৃদয়ে পতিত হওয়ায়, পর্ব্বতৌপম্য-ধৈর্য্যশালী হইয়াও, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব ক্ষণমাত্রকালেরজন্যও "বভূব মদনোন্মুখঃ।"

অপিচ, প্রত্যূহ-ব্যূহ-প্রসবাত্মক-বাহ্য-বহুভাব প্রাপ্ত হইয়াও, কামো-দ্দীপক-বাহ্য-ভাব-সকলের প্রতি প্রভুত্ব-শক্তি-পরিচালন-বিষয়ে নৈপুণ্য-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব কাম-কৃত-ভাবাবেশ-বশে অনাক্রান্ত-হৃদয়ে কাম-দেবের প্রতি যথোচিত-দণ্ড-প্রদানাভিপ্রায়ে কোপানলোদ্ভূত-ঘোর-হুঙ্কার-ভীষণ-বদনে ভ্রূকুটী-বন্ধন-পূর্ব্বক কুটিল-নয়নে অবজ্ঞাভরে একবারমাত্র তৎকালে কামদেবকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। হে পার্ব্বতি! এই সময়ে রৌদ্র-শরীরধারী শ্রীমহারুদ্রদেবের ভ্রূকুটী-কুটিল-মুখ-মণ্ডলের শোভা-সম্বর্দ্ধনকারী, বিশাল-শ্বেত-শিলাতল-সদৃশ-ললাট-ফলকস্থ, অনলা-কুল, জগৎ-সংহার-ভৈরব-তৃতীয়-লোচন বিশেষরূপে বিস্ফারিত হওয়ায়, সহসা সেই অনলাকুল-কোপ-বিস্ফারিত-ললাট-চত্বরস্থ-রোষ-কষায়িত-তৃতীয়-লোচন হইতে বিনির্গত, মেরু-মন্দর-প্রমাণ, স্থূল-স্থূলতর-স্থূলতম-

সিকতা-রাশি-সম-সুমহান্ বহ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-চয় শ্রীশঙ্করদেবের সমীপস্থ-মদনোপরি পতিত হইয়া, কামি-দর্পক-কন্দর্পদেবকে "অদহৎ তৎক্ষণা-দেব, ক্রোশতাং নাকবাসিনাম্।"

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের ললাট-লোচন-নির্গত-বহ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-কর্ত্তৃক কামি-দর্পক-কন্দর্পদেব শীঘ্রগতি ভস্মাবশেষতা প্রাপিত হইলে, নাক-নিবাসী দেবগণের "ক্রোধং প্রভো! সংহর, সংহরেতি" করুণ-প্রার্থনা ও কাম-পত্নী-রতির কাতর-কণ্ঠে করুণ-বিলাপাবসরে শ্রীহর-নেত্রোদ্ভব সেই অনল "ব্যজৃম্ভত জগদ্দগ্ধুং, জ্বালা-হুঙ্কার-ঘস্মরঃ।" অপিচ, হে পার্ব্বতি! অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব এই জগন্মণ্ডলের পরিরক্ষণকল্পে জ্বালা-হুঙ্কার-সাহায্যে জগদ্ভক্ষক সেই স্ব-নেত্রোৎপন্ন জাতবেদাকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব "সহ-কারে মধৌ চন্দ্রে, সমনঃসু পরেষ্বপি। ভৃঙ্গেষু কোকিলাস্যেষু, বিভা-গশঃ স্মরানলকে অবস্থাপিত করিয়া, পশ্চাৎ মন্মথ-নির্ম্মুক্ত-মোহনাখ্য যে শর-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব হৃদয়-দেশে বাহ্যাভ্যন্তরভাগে বিদ্ধ হইয়া-ছিলেন, সেই স্মর-মার্গণ শ্রীহরদেব-কর্ত্তৃক উৎপাটিতাবস্থায় বহির্দ্দেশে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তৎকালমাত্রেই রাগ-স্নেহ-সমিদ্ধ-জনগণের অন্তঃকরণাভি-মুখে ধাবিত হইয়াছিল। অপিচ, হে পার্ব্বতি! "বিভক্ত-লোক-সংক্ষোভ-করো দুর্ব্বার-জৃম্ভিতঃ" সেই তীব্র-স্মরানল-পরিব্যাপ্ত-কামবাণ কামী জনগণের স্নেহানুরাগ-সংপৃক্ত-হৃদয় সম্প্রাপ্ত হইয়া, অদ্যাবধি "জ্বলত্যহর্নিশং ভীমো, দুশ্চিকিৎস্যঃ সুখাত্মকঃ।

সেযাহাহউক, কাম-পত্নী-রতি কিন্তু তৎকালে "বিলোক্য হর-হুঙ্কার-জ্বালা-ভস্মকৃতং স্মরম্", "বন্ধুনা মধুনা সহ" বহুশঃ বিলাপ করিয়া, পরিশেষে বান্ধবের-বসন্ত কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিতা হইয়া, ইন্দু-মৌলি শ্রীত্রিলো-চনদেবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর হে পার্ব্বতি! "ভৃঙ্গানু-যাতাং সংগৃহ্য, পুষ্পিতাং সহকারজাম্। লতাং পবিত্রকস্থানে, পাণৌ পরভৃতাং সখীম্। নির্ব্বধ্য তু জটাজূটং, কুটিলৈরলকৈরতিঃ। উদ্ধূল্য গাত্রং শুভ্রেণ, হৃদ্যেন স্মর-ভস্মনা। জানুভ্যামবনীং গত্বা, প্রোবাচেন্দু-বিভূ-ষণম।" হে পার্ব্বতি! কামদেব-বিরহ-কাতরা-রতি পতি-রতিকান্তদেবের

পুনর্জ্জীবনলাভ-প্রত্যাশা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সন্তোষ, বা প্রসন্নতা-সম্পাদনমানসে জানুদ্বয়-সাহায্যে ভূমিতলে পরিগতা হইয়া, তৎকালে এইরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন যে, হে সর্ব্ব-বিবুধ-বৃন্দ-বরেণ্য ! ত্রিভুবনৈকরমণীয় ! ত্রিদশ-নায়কাধিনাথ ! দেব-দেবেশ্বর ! হর ! ত্রিপুরহর ! দুঃখ-দারিদ্র্য-শোক-সন্তাপহর ! ভব-হর ! শশি-শেখর ! ত্রিনয়ন ! শম্ভো ! আপনি সর্ব্বথা সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দময়-পরম-মধুর-নিরাময়-স্বভাব-শ্রীসদাশিবস্বরূপ, অতএব আপনার শ্রীপদ-পঙ্কজ-যুগলে আমি প্রণাম করিতেছি।

হে দেবদেব ! আপনি মনোময়-শিব-স্বরূপ, অতএব আমার "প্রণতি রহিল পুনঃ ও পদ পঙ্কজে।" হে দেব ! আপনি সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-নিকর-কর্ত্তৃক সদাকাল সাদরে, সাগ্রহে, সম্মান-সহ সবিনয়ে সমর্চ্চিত হইয়া, সর্ব্বদা ভক্তানুরক্ত-জনগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া থাকেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব এবং ভবোদ্ভবরূপে বেদশাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে দেব ! বিপ্রিয়াচরণ-বশতঃ আপনার রোষরক্ত-তৃতীয়-ললাট-লোচন-নির্গত-প্রচুরতর-প্রবল-পাবক-প্রতাপবশে আমার ভর্ত্তা মনোভবদেব বিধ্বস্ত হইয়াছেন, অতএব আমার "প্রণতি রহিল পুনঃ ও পদ পঙ্কজে।" হে দেব ! আপনি অতিগূঢ়ভাবে সদাকালের জন্য মহাব্রত ধারণ করিয়াছেন, অতএব আমার "প্রণতি রহিল পুনঃ ও পদ পঙ্কজে।" হে প্রণবার্থ-বিধায়িন্ ! আপনি মায়া-গহনের একমাত্র আশ্রয়, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মাদি-দেব-দেবর্ষি-কিন্নর-গণ-গীয়মান ! আপনি শর্ব্ব, আপনাকে নমস্কার। হে বেদান্তার্থ-স্বরূপ ! আপনি সাক্ষাৎ শিবময়, আপনাকে নমস্কার। হে বেদান্তার্থ-বিধায়িন্ ! আপনি পুরাতন-সিদ্ধ-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে পরমাত্ম-স্বরূপিন্ ! আপনি কাল ও কলস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।

কিঞ্চ, হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি ! উক্তরূপে, তথা অন্যরূপে মন্মথ-কান্তা-রতি-দেবী-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, ত্রিভুবন-নাথ, উন্মূলিত-ভক্ত-ভীতি, দোষাকর-খণ্ড-ধারী, প্রণীত-পর্য্যায়-পরাপরার্থ শ্রীশঙ্করদেব দয়ালুতা-

নিবন্ধন কাম-কান্তা-রতিকে অবলোকন করিয়া, মধুর-বাক্যে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে মনোভব-মনঃ-প্রিয়ে ! তোমার কান্ত-কামদেব আমার প্রসাদে অচিরকালমধ্যেই নব-শরীর প্রাপ্ত হইবে এবং নূতন-কলেবর প্রাপ্ত হইলেও, তোমার পতি-কামদেব চিরদিনই সর্ব্বলোকে "অনঙ্গ", এইনামে বিখ্যাতি লাভ করিবে। কিন্তু, হে মদন-মোহিনি ! আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, যতদিনপর্য্যন্ত তোমার পতি-কামদেব অভিনব-দেহ-লাভে সমর্থ না হইবে, ততদিনপর্য্যন্ত অমূর্ত্ত হইলেও, তোমার পতি-কামদেব রতিকাল উপস্থিত হইলে, অবশ্য তোমার অভিমত-সমস্ত-কার্য্যই সম্পন্ন করিবে। হে ভদ্রে ! তুমি আমার এইবাক্যে কিছু-মাত্র সংশয় করিও না।

হে পার্ব্বতি ! শ্রীগিরিশদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, কাম-বল্লভা-রতি শিরঃ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম করিয়া, হিম-ভূধরের কোন একটী নির্জ্জন উপবন-প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক কাম-শোকে কাতর-হৃদয়ে জীবন-বিসর্জ্জনে কৃত-সঙ্কল্পা হইলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্কর-দেবের আজ্ঞাবশে মরণ-ব্যবসায় হইতে নিবৃত্তা হইয়া, কাম-কামিনী-রতি সেই সুরম্য উপবন-স্থলে দীন-নয়নে বহুশঃ রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চত্বারিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! অনন্তর মহামুনি মহর্ষি-নারদ সহসা সেইস্থলে সমাগত হইয়া, আমাকে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে হিমভূধর! আপনি আর কিঞ্চিৎমাত্র-কালও বিলম্ব না করিয়া, কৃতাভরণ-সংস্কারা, কৃত-কৌতুক-মঙ্গলা, স্বর্গ-পুষ্প-কৃতাপীড়া, শুভ্র-চীনাংশুকাম্বরা, সখী-দ্বয়-সংযুতা, স্বীয়-সুতা-পার্ব্বতীদেবীকে গ্রহণ করিয়া, নিজ-গৃহে গমন করুন। হে পার্ব্বতি! আমি যে সময়ে তোমাকে দেখিবার জন্য শ্রীশঙ্করাশ্রমে গমন করিয়াছিলাম, তাদৃশ অবসরে সমাগত-দেবর্ষি-নারদের উক্তরূপ-বাক্যদ্বারা পরিচোদিত হইয়া, তথা মদনের ভস্মতা-প্রাপ্তি, কাম-কামিনীর শ্রীশঙ্করদেব-সকাশাৎ বর-প্রাপ্তি, রতির অন্যত্র প্রস্থান, শ্রীমন্মহাদেবের আশ্রমান্তরে গমন-প্রভৃতি-বৃত্তান্তনিচয় অবগত হইয়া এবং মহামুনি-নারদ-কথিত-সমাশ্বাস-বচন ও শুভাবহা-ভবিষ্যদ্‌-বাণী-শ্রবণ-পূর্ব্বক হৃদয়ে ধৈর্য্য-ধারণ করিয়া, সম্পূর্ণ-মানসে শুভ-যোগে তোমাকে সঙ্গে লইয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম।

কিঞ্চ, স্বগৃহে প্রত্যাগমনকালে বহুতর-কুঞ্জ-কানন-বনোপবন-সকল অতিক্রমণান্তে আমি স্বর্ণদী-তীর-পুলিনাশ্রিত কোন এক কুঞ্জ-কাননে অপ্রতর্ক্য-তেজো-দীপ্তি-শালিনী, রোদন-পরায়ণা, রমণী-মণিভূতা, কোন এক নারীকে অবলোকন করিয়াছিলাম। হে পার্ব্বতি! "রম্যেষু-বন-সানুষু "লোকে রূপেণাসদৃশী" রোরুদ্যমানা সেই কামিনীমণিকে অবলোকনান্তে কৌতুক-প্রযুক্ত পরামর্শ-স্থির করিয়া, তাঁহার সমীপে উপসর্পণ-পূর্ব্বক তৎকালে আমি তাঁহার প্রতি এইসকলপ্রশ্ন-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলাম যে, "কাসি? কস্যাসি? কল্যাণি! কিমর্থঞ্চাপি রোদিষি?" কিঞ্চ, আমি আরও বলিয়াছিলাম,—হে লোক-সুন্দরি! তোমার এই দীন-হীন-মলিনাবস্থার প্রতি আমি সামান্য, বা অল্পতর কোন কারণের অনুমানে

সমর্থ হইতেছি না। পক্ষান্তরে আমার নিশ্চয়াত্মক এইরূপ বোধ হইতেছে যে, হে রমণীয়তমে! তোমার এই আকস্মিকী-দুর্দ্দশার প্রতি অবশ্য কোন গুরুতর-কারণ ঘটিয়া থাকিবে।

হে পার্ব্বতি! সহানুভূতি, বা সমবেদনামূলক আমার উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, বনদেবী, কাননবালা, বা স্বর্গীয়-সুর-সুন্দরী-সমা সেই মনোরমা-রামা শোকজনন-রোদন, তথা দৈন্য বর্দ্ধন ঘন-ঘন-শ্বাস-পরিত্যাগ-সহ তৎকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "কামস্য দয়িতাং ভার্য্যাং, রতিং মাং বিদ্ধি সুব্রত!" কিঞ্চ, হে মহাভাগ! শ্রীশঙ্করদেব এই হিমালয়-পর্ব্বত-প্রস্থে তপস্যা করিতেছিলেন, সুর-কার্য্য-সাধনার্থ শতক্রতু-প্রমুখ-দেবগণের অনুরোধে আমার পতি-কামদেব তাঁহার যোগ-ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব প্রত্যুহ-রুষ্ট শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক বিস্ফারিতানলপূর্ণ-লালাটিক-তৃতীয়-লোচন-সাহায্যে আমার পতি নির্দ্দগ্ধ-ও ভস্মীভূত হইয়াছেন।

হে মহাভাগ! আমার অতিবল্লভ-কান্ত-ঝষকেতু-কামদেব উক্তরূপে বিনষ্ট হইলে, আমি অত্যন্ত-ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে সর্ব্ব-শরণ্য সেই দেবদেবের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি শ্রীশঙ্করদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্তা হইলে, মৎকৃত সংস্তুতি-সাহায্যে শ্রীমহেশদেব পরিতুষ্ট হইয়া, আমাকে এইকথা বলিয়াছিলেন যে, হে কাম-দয়িতে! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সুভগে! তোমার পতি-কামদেব আমার প্রসাদে অচিরকালমধ্যেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। হে মন্মথপ্রিয়ে! তুমি সম্প্রতি এই মরণ-ব্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্তা হও, আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, তুমি অচিরাৎ তোমার কাঙ্ক্ষিত-পতি-কামদেবকে লাভ করিতে সমর্থা হইবে। অতএব হে মহাদ্যুতে! অধুনা আমি আশাবেশাদি-কারণবশে শ্রীশঙ্করদেব-কথিত-বাক্যের সফলতাপ্রতীক্ষা করিয়া, কিছুকালযাবৎ "শরীরং পরিরক্ষিষ্যে", মনে করিয়া, রোদন-পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেছি, জানিবেন।

হে পার্ব্বতি! তৎকালে আমি কাম-পত্নী-রতি-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, সম্ভ্রম-ভীষিত-হৃদয়ে ক্ষিপ্রগতি তোমাকে পাণি-যুগলে

গ্রহণ করিয়া, স্বকীয়-পুরবরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অনন্তর হে পার্ব্বতি! আমার পুরবরে উপস্থিতির কিঞ্চিৎকাল পরে লজ্জমান-মানসে স্বয়ং বলিতে সমর্থা না হইয়া, তুমি সখী-মুখ-সাহায্যে আমাকে বলিয়াছিলে যে, হে পিতঃ! হিম-গিরিবর! ভাবী অর্থ-সকলের অবশ্যম্ভাবিত্ব-নিবন্ধন আমি স্বয়ং পরম-প্রযত্নাবলম্বনে অদূর-ভবিষ্যতে ভূতনাথ-ভূত-ভাবন-ভাবিনী হইতে ইচ্ছা করিয়া, মদীয়বর্ত্তমানাবস্থানুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, অতীব-দুর্ভাগ্য-সম্পন্ন এই শরীর-দ্বারা আমার অভিমত কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। কারণ, তাদৃশ সর্ব্ব-জন-সমারাধ্য, অশেষ-জগদীশ্বর, সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নরপরিগীত-পুণ্যগুণ-গণ-গরীয়ান্, কৃপানাথ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব মৎকর্ত্তৃক কখনই সুখতঃ পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহেন।

সর্ব্বলোকপতি-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে হইলে যে, সর্ব্বাগ্রে কঠোরতর-সুবিপুল-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, একথা আমি অধুনা বিস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছি। হে পিতঃ! বিপুলতর-বহুবিধ-তপস্যা-সাহায্যেই অভীষ্টতম-বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই জগন্মণ্ডলে এমন কোন দুর্ল্লভতর-বস্তু নাই, যাহা তপঃ-সাধ্য নহে। তপস্যা-পরায়ণ-জনগণ যে সর্ব্ববিধ অভীষ্টতম-বস্তু লাভ করিতে পারেন এবং এজগতে যে তাঁহাদিগের অসাধ্য, অপ্রাপ্য কোন বস্তুই নাই, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। হে পিতঃ! তপো-লক্ষণ এরূপ সর্ব্বোত্তম-সাধনসত্ত্বেও, কেন যে জগতের লোক-সকল বৃথা দুর্ভগত্ববহন করে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা অত্যন্ত-সুকঠিন।

কিঞ্চ, দুর্ভগ-জীবিতভার-বহন অপেক্ষা তপো-বিহীন জনগণের মরণ যে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, তাহা কি বিচার-বিবেক-কুশল-বুদ্ধি-সম্পন্ন-লোক-সকলকে পরকীয় উপদেশ-সাহায্যে অবগত হইতে হইবে? হে পিতঃ! যাবৎ আমি আমার এই গর্ভ-সম্ভব-শরীর-সাহায্যে সুদুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান না করিতেছি, তাবৎ আমার এই অপবিত্র-শরীরের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের বিশুদ্ধতম-শরীরের যোগ কদাপি সম্ভাবিত

হইতে পারে না। তথা দেবগণ ও নারদাদি-দেবর্ষি-মহর্ষিগণ আমার এতাদৃশ-গর্ভবীজ-বিবর্দ্ধিত অবিশুদ্ধতম-শরীরের সহিত অস্মৎ-শরীর-বিপরীত-সুবিশুদ্ধতম-শ্রীশাঙ্কর-শরীরের যোগ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। অতএব তপস্যা বিনা যদি কথঞ্চন শুদ্ধ-দেহই না হওয়া যায়, তবে তপো-বর্জ্জিত আমার এই অশুদ্ধ-দেহের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের দৈহিক-সংযোগ যে হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত।

অপিচ, হে পিতঃ! এই ভূমণ্ডলে, অথবা সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলে যে সকলকর্ম্ম সুমহৎ বলিয়া বিখ্যাত, সেই সমস্তসুমহৎ-কর্ম্মেরই মূলে যে অতিসুদুশ্চর-সুবিপুল-তপস্যা কারণরূপে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তপশ্চরণ-রহিত-জনগণের অনুষ্ঠিত-সুমহৎ-কর্ম্ম-সকল কদাপি সুসিদ্ধ হইতে পারে না। হে পিতঃ! এই কারণ-বশতঃই শ্রীশঙ্করদেব দর্পিত সেই মদনদেবকে দগ্ধ করিয়াছেন এবং এই কারণ-বশতঃই মদন-দাহের অনন্তর অবনত-বদনে ব্রীড়িত-মানসে কুণ্ঠিত-ভাবে অবস্থিতা দেখিয়াও, আমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সগণ-শ্রীশঙ্করদেব কৈলাসালয়ে গমন করিয়াছেন।

কিন্তু, হে পিতঃ! শ্রীশঙ্করদেবের কৈলাসাভিমুখে প্রস্থানের অনন্তর আমি যখন উদ্বিগ্ন-মানসে স্খলিত-পদে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তখনই না আপনি আমাকে স্নেহের সহিত গৃহে লইয়া আসিবার জন্য শ্রীশঙ্কর-কাননে গমন করিয়াছিলেন? অতএব হে পিতঃ! নিষ্প্রয়োজন-দুর্ভগ-দুর্ব্বহ এই শরীর-ভার-ধারণ করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না। হে পিতঃ! হয়, আমি অধুনা এই কুৎসিত-কলেবরে বাস পরিত্যাগ করিব, আর না হয়, আমি উৎকৃষ্ট-তপস্যা করিয়া, অভিমত-প্রতিলাভ করিব। হে পিতঃ! যাহা সর্ব্বথা সর্ব্বজনের অসাধ্য, অথচ অভীষ্টতম, তাহা কি কখনও বিনা তপস্যায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? অতএব হে পিতঃ! আমার প্রতি যদি আপনার কিঞ্চিৎমাত্রও করুণা থাকে, তবে অবিলম্বে আমার প্রতি তপশ্চরণার্থ অনুজ্ঞা-প্রদান করুন। আমি আপনার শ্রীমুখ-পঙ্কজ-

বিনির্গত আদেশবচন-শ্রবণের অনন্তর বিবিধ-নিয়ম-অবলম্বন-পূর্ব্বক কঠোরতরতপঃ-সাহায্যে কলেবর-শোষণাভিপ্রায়ে তপোবনে যাত্রা করিব।

হে পিতঃ! অভিমত উৎকৃষ্টতম অর্থ-বিজিগীষা-বশবর্ত্তী, অশেষ-সদ্‌গুণাধার, সদেকনিষ্ঠ, সাধুশীল, বিচক্ষণ-সজ্জনগণ বিবিধ-নিয়ম-সাহায্যে শরীরেন্দ্রিয়-শোষণাদি-লক্ষণ-তপশ্চরণ-বিষয়কসুদৃঢ়সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী সম্যক্‌রূপ উদ্যম-সাহায্যে অবশ্যই অভীপ্সিত অর্থের প্রাপ্যতা-বিষয়ে ভ্রষ্ট-সন্দেহ হইতে পারেন। অতএব হে পিতঃ! আমি অবশ্যই তপস্যার অনুষ্ঠান করিব, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে অনুমতি-প্রদান করুন। হে পিতঃ! আমি নিজ-দেহের, রূপের, তথা আপনার কুলের সাফল্য-সম্পাদনকল্পে অদ্যই তপোবন-গমনে ইচ্ছা করিতেছি। হে পিতঃ! আপনি নিশ্চিতই জানিবেন যে, শ্রীশঙ্করদেব একমাত্র তপস্যা-সাহায্যেই আরাধনীয়, অন্যথা তিনি কখনও কাহারও বশ্যতা-স্বীকার করিতে পারেন না। হে পার্ব্বতি! এইরূপ তুমি তৎকালে তোমার মাতার নিকটেও তপোবন-গমনে অনুমতি-প্রার্থনা করিয়াছিলে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একচত্বারিংশ অধ্যায়

হিমালয় কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তোমার তপোবন-গমন-বিষয়িণী-প্রার্থনা-বাণী শ্রবণ করিয়া, স্নেহ-বিক্লব-হৃদয়ে স্নেহ-গদ্‌গদ-বর্ণ-বিশিষ্ট-বাক্যে আমি তৎকালে তোমাকে এইকথা বলিয়াছিলাম যে, "উমেতি চপলে! পুত্রি! ন ক্ষমং তাবকং বপুঃ। সোঢ়ুং ক্লেশাত্মরূপস্য, তপসঃ সৌম্য-দর্শনে।" অর্থাৎ "উ ভো মা তপঃ কুরু", অয়ি সৌম্য-দর্শনে! চপলে! পুত্রি! তোমার এই কুসুম-কোমল-কমনীয়-কলেবর গুরুতর-ক্লেশাত্মক-তপোভারসহনের যোগ্য, বা উপযুক্ত নহে। হে পুত্রি! ভাবী বস্তু, বা ভাব-সকল সর্ব্বথা অনিবার্য্য। অর্থাৎ তুমি প্রযত্নের আশ্রয়-গ্রহণ কর, আর না কর, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে, কেহই তাহার গতি-রোধে সমর্থ হইবেন না। মনুজগণ, বা দেব-দানবগণ ইচ্ছা করুন, আর না করুন; অবশ্যম্ভাবী অর্থ, বা ভাব-সকল যদি সর্ব্বথা সর্ব্বকালের জন্য অনিবার্য্যই হয়, তবে কোন বুদ্ধিমান্ জন কি কখনও অকারণতপঃ-ক্লেশ-সহনে ইচ্ছা করিতে পারেন? অতএব হে বালে! তোমারও তপস্যা করিবার কোনরূপ প্রয়োজন পরিদৃষ্ট না হওয়ায়, আমি তোমার মাতার সহিত একযোগে তোমাকে তপশ্চরণ-ব্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইতে, অনুরোধ করিতেছি।

হে পার্ব্বতি! তৎকালে তুমি মদীয় "ভাবিনোঽর্থা ভবন্ত্যেব, হঠেনানিচ্ছতোঽপি বা। তস্মান্ন তপসা তেঽস্তি, বালে! কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্।" এইরূপ ও অন্যরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, বলিয়াছিলে যে, হে পিতঃ! আমার মতি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনানুসারে এইরূপ মনে হইতেছে যে, আপনি এইমাত্র যে সকলকথা বলিয়াছেন, আপনার ঐ সকলবাক্য যথার্থ, অভ্রান্ত, যুক্তিযুক্ত, বা সম্যগ্-বোধে গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। কারণ, হে পিতঃ! আপনি নিজ-বুদ্ধিবিভবানুসারে

বিচার করিয়া দেখিতে পারেন যে, একটীমাত্র পক্ষ-সঞ্চালনে বিহঙ্গমগণ যেমন নভো-গমনে সমর্থ হয় না, পক্ষান্তরে গগনাঙ্গনে বিচরণকালে তাহারা যেমন উভয়-পক্ষ-সঞ্চালনে বাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন একটী, বা একাধিক অসাধ্য, অপ্রাপ্য, বা দুষ্প্রাপ্য অর্থ, বা বিষয় লাভ করিতে হইলে, কেবলমাত্র দৈব-সাহায্যে অর্থাৎ "ভাবীন্যপ্যনিবার্য্যাণি, বস্তুনি চ সদৈব তু। ভাবিনোঽর্থা ভবন্ত্যেব, নরস্যানিচ্ছতোঽপি হি।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে স্থির হইয়া, বসিয়া থাকিলে চলিবে না; পরন্তু দৈব, পুরুষকার ও কাল, এই কারণ-ত্রিতয়ের আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়া, তাদৃশ-বস্তু-লাভে সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে।

অথবা হে পিতঃ! যদিচ এইরূপই স্বীকার করা যায় যে, সাধারণতঃ পুরুষগণ "কিঞ্চিদ্দৈবাৎ, হঠাৎ কিঞ্চিৎ, কিঞ্চিদেব স্বভাবতঃ।" ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং এইরূপ ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে উক্ত-কারণ-ত্রিতয়াতিরিক্ত অপর চতুর্থ-কারণের সম্ভাব নাই, তথাপি হে পিতঃ! ইহাও ত শাস্ত্রালোচনাবশে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, "ব্রহ্মণা চাপি ব্রহ্মত্বং, প্রাপ্তং কিল তপোবলাৎ।" হে পিতঃ! ব্রহ্মা যেমন তপোবলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ ইন্দ্রোপেন্দ্রযম-পবন-বরুণ-হুতাশনাদি-দেবগণ যে কেবলমাত্র তপোবলে ইন্দ্রত্বাদি লাভ করিয়াছেন, তাহাও ত পুরাণাদি-প্রবন্ধ-সমনুশীলনে বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব হে পিতঃ! ইচ্ছা না থাকিলেও, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তপস্যারও অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অভিমতাভিনব-ফল-প্রসবিনী একটী অভিনবা-শক্তি আছে।

হে পিতঃ! অভিনব-তপো-জনিতাভিনব-শক্তিবলে অন্যান্য কতলোকে যে কত অসাধ্য-সাধনে, কত অপ্রাপ্য-বস্তু-লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করিতে কে উৎসাহ-সম্পন্ন, বা সমর্থ হইবে? অপিচ, অধ্রুব-শরীর লাভ করিয়া, যদি এই অচিরস্থায়ী শরীরদ্বারা চিরস্থায়ী অসাধ্য, অভীষ্টতম-ফলসাধনে সমর্থ না হওয়া যায়, তবে অবশ্যই পশ্চাৎকালে অর্থাৎ "পতিতেঽস্মিন্ শরীরকে" মন্দ-মূঢ়-জনকে শোকে ও তাপে মুখমণ্ডলে বিশুষ্কভাব ধারণ করিতে হয়। হে পিতঃ! যে দেহের ধর্ম্মই এইরূপ হইতেছে যে, কখন জন্ম গ্রহণ করে, কখন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়,

কখন গর্ভগত অবস্থায় বিনষ্ট হয়, তথা কখন জাতমাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কখন বাল্যাবস্থায় কাল-গ্রাসে নিপতিত হয়, কখন যৌবনবনে প্রবেশ করিয়াই, বৃকী-মুখে উরণের ন্যায় যম-মুখে প্রবিষ্ট হয় এবং কখনও বা বার্দ্ধক্য-পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, এই দেহ কর্ণ-ঘ্রাণাক্ষি-হীন, প্রগলিতদশন, ক্ষুৎপিপাসাভিভূত, শ্বাসকাসাতিসারাদি-রোগবশে কৃশ ও বিবশাবস্থায় করাল-কাল-কবলে পতিত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে পিতঃ! এবম্ভূত চঞ্চল-দেহ-দ্বারা যদি স্বীয় অভিমত অর্থই সুসিদ্ধ না হয়, তবে এতাদৃশ নলিনীদল-গত-জলবৎ তরল-চপল-শরীর-ধারণে প্রয়োজন কি আছে?

হে পার্ব্বতি! সখী-মুখেরিত-সুধা-সম-সুমধুর তোমার উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, তৎকালে আমি মানসে চিন্তাবিষ্ট হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তোমার দৃঢ়তর-সঙ্কল্প, বিবেক, বিচার, বা জ্ঞানের ভূয়সী-প্রশংসা না করিয়াও, আমি থাকিতে পারি নাই। সেযাহাহউক, হে পার্ব্বতি! তুমি শ্রীশঙ্করদেবার্থে তপশ্চরণ-কল্পে নিশ্চিতই বনে গমন করিবে জানিয়া, আমি যখন মনে মনে তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম, তৎকালে অন্তরীক্ষ-প্রদেশে অশেষ-ভুবনের মঙ্গলের জন্য এইরূপ দিব্যা অশরীরিণী বাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল যে, হে মেনকে! যেহেতু তুমি তোমার পুত্রী পার্ব্বতীর প্রতি 'উ-মা', এই বলিয়া, সম্ভাষণ করিয়াছ, অতএব তোমার পুত্রী জগতীতলে "উমা", এই আখ্যা প্রাপ্তা হইবেন, তথা হে হিমালয়! যেহেতু তোমা-কর্ত্তৃক তোমার পুত্রী পার্ব্বতীদেবী "উমেতি চপলে! পুত্রি" বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন, অতএব তোমার পুত্রী ভুবন-নিবহে "উমা", এইনামে বিখ্যাতা হইবেন। কিঞ্চ, হে হিমালয়! "সিদ্ধিঞ্চ মূর্ত্তিমত্যেষা, সাধয়িষ্যতি চিন্তিতাম্।"

হে পার্ব্বতি! আকাশ-প্রদেশ হইতে আবির্ভূত উক্তরূপ-বচন-শ্রবণ করিয়া, অগত্যা আমি তৎকালে তোমার মাতার সহিত একযোগে তোমার প্রতি তপোবন-গমনে অনুজ্ঞাপ্রদানে বাধ্য হইয়াছিলাম। পশ্চাৎ হে পার্ব্বতি! তুমি আমাদিগের নিকট হইতে উক্তরূপে অনুজ্ঞালাভ করিয়া এবং আমাদিগ-কর্ত্তৃক অশ্রু-পূর্ণ-বিলোচনে

বিলোকিতা হইয়া, মাতৃ-প্রদত্ত-স্বীয়-সখী-দ্বয়ের সহিত তৎক্ষণাৎ নানাশ্চর্য্য-সমন্বিত পুণ্য-প্রদ, পুণ্য-জন-নিষেবিত-হিমবৎ-শৃঙ্গে গমন করিয়াছিলে।

অপিচ, হে পার্ব্বতি! দৈবতগণেরও অগম্য, নানা-ধাতু-বিভূষিত, দিব্য-পুষ্প-লতাকীর্ণ, সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত, নানা-জাতীয়-মৃগগণে পরিব্যাপ্ত, ভ্রমরোদঘুষ্ট-পাদপ-সমূহে পরিশোভিত, দিব্যতম-প্রস্রবণ-সহস্রে সমুপেত, দীর্ঘিকা-শতে সমলঙ্কৃত, নানা-জাতীয়-পক্ষিগণে পরিবৃত, চক্রবাকোপশোভিত, জলজ-স্থলজ-প্রোৎফুল্ল-পুষ্প-সমূহে সমুল্লসিত, চিত্র-কন্দর-সংস্থানে সুন্দর-দর্শন, গুহাগৃহ-সহস্রে সুমনোহর, বিহঙ্গ-সঙ্ঘ-সংজুষ্ট, কল্প-পাদপ-শতে সমাচিত, পুণ্যময়-হিমভূধরশৃঙ্গে গমনান্তে তথায় সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমোপেত, মনোরথ-শতোজ্বল, নানা-পুষ্প-সমাকীর্ণ, নানাবিধ-ফলান্বিত-মহাশাখা-সহস্রে সুশোভিত, হরিত-চ্ছদ-সমূহে সমাচ্ছন্ন, এক মহাপাদপ অবলোকন করিয়া, সেই মহাবৃক্ষের নিম্নতলে গিরিরাজ-কুমারীজনোচিত অম্বর ও বিচিত্রাভরণ-সকলপরিত্যাগ-পূর্ব্বক তুমি অত্যন্ত-দৃঢ়তর-সঙ্কল্পের সহিত তীব্রতর-তপোব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।

অনন্তর হে শৈলজে! কল্প-পাদপ-প্রসূত-বল্কল-বস্ত্রে নিজ-দিব্য-বপুঃ সংবীত করিয়া, কটি-দেশে কুশ-নির্ম্মিত-মেখলাধারণ-পুরঃসর শ্রীমান্ নারদের উপদেশানুসারে তপোব্রতানুষ্ঠান-সহ দিব্য-দ্বাদশ-সহস্র-বৎসর-কাল অতিবাহিত করিয়াও, তুমি সিদ্ধিলাভে সমর্থা হইলে না, বা স্বীয়-মন্দিরে প্রত্যাবৃত্তা হইলে না দেখিয়া, আমি অতীব-ব্যাকুল-হৃদয়ে পত্নী, পুত্র, পরিজন, বা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বর্গের সহিত তোমাকে আনয়ন করিবার জন্য তপোবনে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু হায় পার্ব্বতি! আমি অনেকবিধ-চেষ্টা, বা প্রযত্ন-গৌরব অবলম্বন করিয়াও, তোমাকে গৃহানয়নে সমর্থ না হইয়া, ব্যর্থ-মনোরথে ভগ্ন-হৃদয়ে শূন্য-প্রাণে বিষণ্ণ-বদনে শোক-কাতর-মানসে যথাগত-পথে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, তোমারই বিভিন্ন-কল্পীয়-বিভিন্নচরিতানুচিন্তন-সাহায্যে কোনরূপে দিন-যামিনী যাপন করিতেছি মাত্র।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ হিমালয় কহিলেন,—হে গুহারণিভূতে! শৈলজে! দেবি! পার্ব্বতি! সম্পূর্ণাবয়ব-শশি-মণ্ডল হইতে ভগবতী শ্রীশিব-শিরো-বিহারিণী-গঙ্গার ন্যায়, অথবা ক্ষীর-পয়োনিধি হইতে সর্ব্বলোক-মনোরমা-রমা-লক্ষ্মীর ন্যায় তুমি মেনকা-গর্ভ-সাগর হইতে বসন্ত-সময়ে মৃগশিরো-নক্ষত্র-যুক্ত-নবমী-তিথিযোগে অর্দ্ধরাত্রে, অথবা সুভগ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উৎ-পন্না হইয়া, জঠর-সাগর হইতে নির্গমনাবধি যতদিন-পর্য্যন্ত আমার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলে, অর্থাৎ হে বৎসে! তোমার তপোবন-গমনের পূর্ব্ব-সময়-পর্য্যন্ত আমি আমার সাম্রাজ্য-নিবাসী সর্ব্বজাতীয়-জীব, বা প্রজা-বর্গের সহিত রাজ্যে ও রাজ্যাঙ্গাধিকারে সর্ব্বতোমুখ যে সকল-সুখ-সৌভাগ্য-সম্পৎ-সম্ভোগ করিয়াছি, হে বিধি-শৌরিশিবা-ত্মিকে! পুনরপি কি আমি তাদৃশ-দেব-দানব-মানব-দুর্ল্লভ-সর্ব্বতোমুখ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ-সুখ-সৌভাগ্য-সম্পৎ-সম্ভোগে নিরঙ্কুশ অধিকার লাভে সমর্থ হইব?

হে ভক্ত-শোক-বিনাশিনি! জগৎ-পতি-প্রাণ-হেতু-হিমগিরি-প্রিয়া-মেনকাদেবীর গর্ভ-গৃহ হইতে নির্গমনের অনন্তর তোমাকে জায়মানা, বা সমুৎপন্না অবগত হইয়া, আমার সর্ব্ব-রাজ্য-নিবাসী স্থাণু-জঙ্গম-সর্ব্ব-জাতীয়-জন্তুগণ যেমন সুখী হইয়াছিল, হায় পার্ব্বতি! তাহারা কি পুনর্ব্বার তোমার তপঃ-সাফল্য-লাভান্তে গৃহাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তদনুরূপ সুখী হইতে পারিবে না? হায়, সর্ব্ব-কামার্থ-সাধনি! পার্ব্বতি! মদীয়-কারাগারে অবরুদ্ধ অপরাধিগণ কি তোমার পুনরা-গমন উপলক্ষে মুক্তি-লাভ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত-মহোৎসবে যোগদান করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গ-সম-সুমহত্তর-সুখ-লাভে সমর্থ হইবে না? হায় সর্ব্ব-লোক-ধারিণি! পার্ব্বতি! তোমার আগমন-সংবাদ-শ্রবণ-মাত্রেই

আমার অধিকারস্থ কঠিন-ক্রূর-সত্ত্ব-সম্পন্ন-দেহি-গণেরও চিত্ত কি পূর্ব্ববৎ শান্তভাব-ধারণ করিবে না ?

হায় জাতবেদো-গত-শক্তি-স্বরূপে ! পার্ব্বতি ! তোমার অবস্থিতিকালে মদীয়-সাম্রাজ্যান্তর্গত উপরিতন-প্রদেশে নীলবর্ণানুরঞ্জিত, অশেষবিধ-মণি-মাণিক্য-খচিত, সুবিস্তৃত-বিতানাকারে বিততগগনাঙ্গনগাত্রে সমুদিত-জ্যোতির্ম্ময়-জ্যোতিষ্কগণের যেমন নির্ম্মল-প্রদীপ্ত-তেজোভাব প্রকটিত হইত, সেইরূপ পুনরপি কি তাহাদের সেই সুনির্ম্মল-তেজঃ-প্রদীপ্ত-ভাব পরিস্ফুট হইবে না ? হায় দিব্য-চন্দন-চর্চ্চিতে ! পার্ব্বতি ! তোমার অবস্থিতিকালে যেমন মদীয়-বনাশ্রিত ঔষধী-সকলের সুরতোন্নতা-মধুরতা-ময়ী-মূর্ত্তি দর্শক-বৃন্দের লোচন-মহোৎসব-সম্পাদন করিত, পুনরপি কি আমরা তাহাদিগের তাদৃশী মাধুর্য্যময়ী-মূর্ত্তি অবলোকনে সেইরূপ মানসোল্লাসানুভবে সমর্থ হইব না ? হায় দিব্য-কেশ-বিলাসিনি ! পার্ব্বতি ! পূর্ব্বকালে তোমার শ্রীমুখে সুপক্ক-ফল-সকল-সমর্পণ-পূর্ব্বক পশ্চাৎ ফল-ভোজন করিয়া, আমি যে সুমধুর-রসানুভবে সমর্থ হইতাম, অধুনা আমি তোমার অভাবে ফল-ভোজন-কালে আর পূর্ব্বের ন্যায় সেই মধুররসের আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থ না হইয়া, কেবল-মাত্র তোমারই যে শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহা কি তুমি সর্ব্বান্তরস্থা হইয়াও, অবগতা হইতেছ না ?

হায় দিব্য-শ্বেত-চামর-বীজিতে ! পার্ব্বতি ! অতীব-সুমনোহর-দিব্য-গন্ধ-বিশিষ্ট-চন্দন-চর্চ্চিত-মধুর-দর্শন এই যে কনক-চম্পক-কুসুম-মালা উপস্থিতা হইয়াছে, ইহা কাহার জন্য ? হায় দিব্য-পুষ্প-মাল্যবিলাসিনি ! পার্ব্বতি ! শারদ-সুনির্ম্মল-নীল-গগনাঙ্গন-গাত্র-গতা নিশাসুন্দরীর বিপুল-বিশাল-বিরাট্ বক্ষঃস্থলে বিলম্বিত-হারাকারে বিরাজিততারারাজির ন্যায় বিমলোজ্জ্বল-নক্ষত্র-নিকর-কল্প-কনক-চম্পক-কুসুম-রচিত এই মুনি-জন-মনোহারিণী-মালা অদ্য যদি তোমার নীলোৎপল-দল-শ্যামল-বিমল-বিপুল-বক্ষঃস্থলে হারাকারে বিলম্বিতা হইত, তবে এই কনক-কুসুম-মালার কি যে অনির্ব্বচনীয়া, অপূর্ব্বতরা শোভা, বা সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যের আধাররূপে পরিণতি ঘটিত ? তাহা আর আমি কি বলিব ? হায়

দেবেন্দ্র-বন্দ্য-পাদাব্জে! পার্ব্বতি! সম্প্রতি দিব্য-মলয়-মারুত বহমান হইতেছে বটে; কিন্তু কই আমি ত এই বসন্তানিলের রমণীয়তা, বা সুখ-স্পর্শ-জনকতানুভবে সমর্থ হইতেছি না।

হায় সর্ব্ব-জগচ্চৈতন্য-রূপিণি! পার্ব্বতি! উদ্ভূত-ফলিত-পরিপাক-গুণোজ্জ্বল-দিক্-সকল অন্যের নিকটে রমণীয়রূপে প্রতিভাত হইলেও, আমার নিকটে তাহাদের রমণীয়তা উপলব্ধা হইতেছেনা কেন? স্বয়ং পৃথিবীদেবী শালিমালাকুলা হইয়াছেন বটে; কিন্তু কই তাঁহার সেই পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতেছেনা কেন? হায় ব্রহ্মাদি-ত্রিদশারাধ্যে! সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনি! পার্ব্বতি! নির্ম্মল-মানস, ভাবিতাত্মা সেই মহা-মুনিগণের দীর্ঘ-চীর্ণ-তপঃ-সকল কবে আবার তোমার শুভসমাগমবশতঃ আত্ম-সাফল্য-লাভে সমর্থ হইবে? হায় সর্ব্ব-দুঃখ-দারিদ্র্য-হারিণি! পার্ব্বতি! তোমার জন্মগ্রহণের অনন্তর আমার মানসে বিস্মৃত অস্ত্র-সকল যেমন প্রতিভাত হইয়াছিল, সেইরূপ তোমার তপোবনে গমন-প্রযুক্ত বিস্মৃত সেই সকল অস্ত্র পুনরপি তোমার শুভাগমন-নিবন্ধন কবে আবার আমার মানসে আবির্ভূত হইবে?

হায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে! পার্ব্বতি তোমার শুভ-সমাগম বশতঃ কবে আবার আমার স্থাবর-শরীর-গত-পুণ্যতম-তীর্থ-মুখ্য-সকলের পবিত্র-প্রভাব পরিস্ফুট হইবে? হায় মহাযোগেশ্বরেশ্বরি! পার্ব্বতি! কবে আবার তোমাকে দর্শন করিবার জন্য শত-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল-সহস্র-সহস্র-বিশ্বতোমুখ-বিমানবরে আরোহণ-পূর্ব্বক সুরগণ মদীয়বিষয়ান্তর্গত অন্তরীক্ষ-প্রদেশে সমাগত হইবেন? হায় বিশ্বেশ্বর-মনোরমে! পার্ব্বতি! কবে আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম ও হুতাশন-পুরোগম-দেবগণ অম্বরতলে অবস্থিত হইয়া, আমার ভুবনোত্তম-ভবনবরে দিব্যপুষ্পবৃষ্টি-মোচন করিবেন? হায় বিশ্ব-প্রাণাত্মিকে! পার্ব্বতি! তপঃ-সিদ্ধির অনন্তর তোমার সমাগমবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কবে আবার তোমারই সম্বর্দ্ধনাভিনন্দন-কল্পে অনুষ্ঠিত-মহামহোৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক তোমার মাতামহ-পর্ব্বতরাজ-সুমেরু তোমাকে কুল-প্রথানুসারে ক্রোড়ে ধারণান্তে নানাবিধ-মহার্হ-মণি-রত্ন-খচিত-সুবর্ণ-সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হইলে,

তোমার মানস পরিতোষ-সম্পাদনার্থ গন্ধর্ব্ব-মুখ্যগণ সুললিত-সংগীতালাপ করিবেন? অপ্সরঃ-প্রধানগণ নৃত্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন? নদ, নদী ও সাগর-সমূহ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, প্রভূত-দিব্য-দিব্য উপহার অর্পণ-পুরঃসর কর-জোড়ে তোমার স্তুতিগান করিবেন? অন্যান্য-মহাবল-পরাক্রম পর্ব্বত-পতি-গণ স্ব-স্ব-দিব্য-মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক তোমার অশেষসদ্‌গুণ-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন?

হায় সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রদে! পার্ব্বতি! কবে আমি আবার তোমার শুভ-সমাগম-বশতঃ চরাচর-সকলের অভিগম্য ও সেব্য হইয়া, সর্ব্ব-সজ্জন-সমাজে শ্রেষ্ঠ, বা অচলোত্তম বলিয়া, পরিগীত হইব? হায় বিশ্ব-বন্দ্যবিলাসিনি! পার্ব্বতি! আর কি আমি দিগ্‌-দশকের প্রসন্নতা, বা রমণীয়তা অনুভবে সমর্থ হইব না? আর কি আমি শুভ-গন্ধবান্ গম্ভীরানুকুল-পবনের প্রবহন-জনিত-সুখস্পর্শানুভবে সমর্থ হইব না? আর কি আমার রাজ্যে দেবগণ তোয়বৃষ্টি-ধারার ন্যায় অপরা পুষ্প-বৃষ্টি-ধারা-মোচন করিবেন না? আর কি আমি মৃদু-মধুর-গম্ভীর ঘন ঘন ঘন-গর্জ্জন-শ্রবণে শ্রুতি-সুখলাভে সমর্থ হইব না? আবার কি আমার যজ্ঞশালাস্থ-শান্তভাবাপন্ন অগ্নিসকল ঊর্দ্ধশিখ হইয়া, প্রজ্জ্বলিত হইবে না? হা শম্ভু-প্রাণাত্মিকে! পরে! পার্ব্বতি! তোমার শুভাগমনে আবার কি আমার পুর-বাসি-বর্গ, অথবা সমগ্র-জগদ্‌বাসী চরাচর-ভূত-জাত পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্য-সুখানুভবে সমর্থ হইবে না?

হা মৈনাক-ভগিনি! পার্ব্বতি! তপস্যান্তে বর-লাভ-পূর্ব্বক তুমি কতদিনে আবার স্বীয়-ভবনবরে সমাগতা হইবে? হা ধর্ম্ম-শাস্ত্রার্থ-পারগে! পার্ব্বতি! কতদিনে আবার তোমার মাতা-মেনকাদেবী নীলোৎ-পল-দলানুগা-তনয়াকে সমাগতা দেখিয়া, পরমপ্রহৃষ্টান্তঃকরণে তোমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ তোমার বিকচলীল-কমল-কল্প-বিমলোজ্জ্বল-শ্রীবদন-বিম্বে চুম্বন-পূর্ব্বক বিপুল আমোদ অনুভব করি-বেন? হা অধ্যাত্ম-বিদ্যা-শাস্ত্রার্থ-কুশলে! পার্ব্বতি! তোমাকে স্বগৃহে সমাগতা হইতে দেখিয়া, কবে আবার অন্তরীক্ষতলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কৃতাঞ্জলি-পুটে তোমার স্তুতি

করিবেন ? হা নীলোৎপল-দল-শ্যামলে ! পার্ব্বতি ! কবে আবার আমি তোমাকে সমাগতা দেখিয়া, দেবগণের ন্যায় বিপুলহর্ষ-প্রাপ্ত-হৃদয়ে আনন্দভরে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া, "কালীতি" নাম-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্নেহ-সুমধুর-স্বরে তোমাকে আহ্বান করিব ?

হা গিরীন্দ্র-বালিকে ! কালিকে ! পার্ব্বতি ! কবে আবার তোমার পরমাত্মীয়-বান্ধবগণ অতি আদর-সহকারে তোমাকে কখনও কালী এবং কখনও বা পার্ব্বতি বলিয়া, আগ্রহভরে আহ্বান করিবেন ? হা বিদ্যাবিদ্যাত্মিকে ! পার্ব্বতি ! কবে আবার তুমি তপোবন হইতে সমাগতা হইয়া, গিরিরাজ-গৃহে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তপঃ-কৃশ-কলেবরে বর্ষা-সময়ে সুর-তরঙ্গিণী-গঙ্গার ন্যায়, অথবা শরৎকালে নির্ম্মল-নীল-গগন-গাত্রে বিচরণ-শীল-চন্দ্র-কিরণ, বা চন্দ্রিকার ন্যায় অনুদিবস এধমানা হইয়া, চারু অঙ্গ-সমুদায়ে মুহুর্ম্মুহুঃ চারুতা ধারণ করিবে ? হা স্থূলাণীয়ঃ-স্বরূপিণি ! পার্ব্বতি ! চন্দ্র-বিম্ব যেমন অনুদিন নব-নব-কলা ধারণ করে, সেইরূপ তুমিও কবে আবার প্রতিদিন বর্দ্ধমান-দেহে নব-নব-চারুতা-ধারণ-পূর্ব্বক বালাভাব অতিক্রান্ত হইলেও, সখীগণ-সহ যুবতী-জনোচিত-ক্রীড়ারসে নিমগ্না হইয়া, সরিৎ-সমূহ-সহ সম্মিলিতা-কালিন্দীর ন্যায় স্বয়ং বিপুল-প্রীতি অনুভব-পুরঃসর আমাদিগকেও সুবিপুল আনন্দ প্রদান করিবে ?

হা স্বপ্রকাশাপ্রকাশ-স্বরূপে ! পার্ব্বতি ! রাজহংসকুল যেমন প্রাবৃট্-কালে, অথবা শরৎ-সময়ে স্বয়ং সমাগত হইয়া, গঙ্গা-প্রবাহে ভাসমান হয়, কিম্বা মহৌষধী-সকল যেমন রাত্রিকালে আত্ম-দীপ্তি-নিচয়-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও পূর্ব্ব-জন্ম-বশীকৃত-স্বয়মাগত অশেষ-সদ্‌গুণের আশ্রয়ভূতা হইয়া, কবে আবার স্বীয়-সদ্-গুণ-রাশি-সাহায্যে দেব-কন্যকা-গণকে অতিক্রম করিবে ? হা মোক্ষ-সংসার-কারিণি ! পার্ব্বতি ! তুমি কবে আবার স্বীয় অতুলনীয়-রূপ-রাশি-সাহায্যে অপ্সরোগণকে এবং গীত-বিদ্যা-সাহায্যে গন্ধর্ব্ব-কন্যকা-সকলকে অতিক্রম করিয়া, আমাদিগের প্রীতি-বর্দ্ধন করিবে ? হা বন্ধুবর্গপ্রিয়ে ! শুভে ! পার্ব্বতি ! তুমি কবে আবার স্বীয় অনন্ত-সদ্‌গুণ-রাশির

পরিচয়-প্রদান-দ্বারা বন্ধু-বান্ধব, পিতা ও মাতাকে পরিতুষ্টা করিবে? হা সংসার-সাগরোত্তার-তরণিভূতে! সুখ-মোক্ষদে! পার্ব্বতি! তুমি কবে আবার স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্তা হইয়া, মাতার স্তুতি ও পিতার পূজনে তৎপর, বা অনুরক্ত-হৃদয়ে ভ্রাতৃ-গণের সহিত সর্ব্বদা সন্নীতি, সুশিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক বিমল-মানসে সম্মিলিতা হইবে?

হা সাঙ্গোপাঙ্গ-সর্ব্ব-যোগ-বিভাবিনি! পার্ব্বতি! তুমি যদিচ সর্ব্ব-জগতের মাতা, তথাপি তুমি কন্যারূপে যখন আমার গৃহে সমুপস্থিতা হইয়াছ, তখন আমি অবশ্যই তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারি যে, হে সর্ব্বজগন্মাতঃ! বিভাবসুর সমীপে কালিন্দীর ন্যায় তুমি কবে আবার আমার সমীপে সদাকাল বসতি করিবে? হা সর্ব্বানুগ্রহকারিণি! পার্ব্বতি! আমি কবে আবার তোমাকে নিকটে স্থাপিতা করিয়া, তনয়গণের সহিত সঙ্গত হইয়া, পরম-কৌতুকভরে অবস্থিতি করিব? হা ইষ্টানিষ্ট-বিপাকজ্ঞে! পার্ব্বতি! তুমি কবে আবার তপোবন হইতে সমাগতা হইবে? এবং কবে আমি তোমাকে দেবলোক হইতে সমাগতা সুরকন্যার ন্যায় সুখোপবেশনার্থ মণিরত্নময়-মহার্হ-সুবর্ণ-সিংহাসন-প্রদান-পূর্ব্বক শত-পুত্রের সহিত অপরিতৃপ্ত অনিমিষ-নয়নে সুখাসনে সমাসীনা অবলোকন করিয়া, আত্ম-প্রসাদ লাভ করিব?

হা সমস্ত-সম্ভোগ-রাগাদি-গলিতাশয়ে! পার্ব্বতি! সূর্য্য-সমীপে কালিকা, বা কালিন্দীর ন্যায়, তথা "শরন্নিশি" সম্যগ্‌বৃদ্ধা, বৃদ্ধি-প্রাপ্তা-সুধাংশু-জ্যোৎস্নার ন্যায় মৎসমীপে তোমাকে অবস্থিতা দেখিয়া, পরিপূজিত, কৃতাসন-পরিগ্রহ, ত্বদীয়-পরমাত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ কবে আবার তোমাকে তপো-বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন? হা সর্ব্ব-জগৎ-প্রবৃত্তি-স্থিতি-নিবৃত্তিরূপে! পার্ব্বতি! অনন্তর আমরা সকলে কবে আবার তোমার শ্রীমুখ-বিম্ব-বিনির্গত-সুধাসম-সুমধুর-তপো-বিবরণ-বচন-শ্রবণে ত্বদীয়-তপোবৃত্তান্ত বিশেষরূপে বিদিত হইয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তোমারই শুভ-সমাগম-সমাচার-জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে যথোচিত-লক্ষণ-সম্পন্ন, বাক্য-বিশারদ-দূত-প্রেরণ-পূর্ব্বক তোমার মাতা-মেনকা দেবীর হর্ষ-সমুৎপাদনে সমর্থ হইব?

কিঞ্চ, পুনরপি হিমালয় কহিলেন,—হে সর্ব্ব-শুভ-লক্ষণ-শালিনি ! পার্ব্বতি ! তুমি যে অতিকঠোরতর-দুশ্চর-তপঃ-সমাশ্রয়ণে শ্রীশঙ্কর-দেবের সন্তোষ-সম্পাদনান্তে তাঁহার নিকট হইতে অভিমত-বরলাভ করিয়া, তাঁহারই দয়িতা ভার্য্যা হইবে এবং সর্ব্বদা শ্রীশম্ভুদেবের অনুকূল-বর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিজ-বশীভূত করিবে, তাহা আমি অবগত আছি। তথা হে ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনি ! পার্ব্বতি ! আমি ইহাও অবগত আছি যে, সেই শ্রীশঙ্করদেবও সুধাংশুদেবের আদ্যা-কলার ন্যায় পরম-রমণীয়া-পরা-পূর্ণা-প্রকৃতিরূপে অবগত হইয়া, একমাত্র তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না এবং পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পরবর্ত্তীকালে এই তোমাদের দুইজনের পরস্পরের প্রতি সুসদৃশ-যাদৃশ সুমহান্, সুদৃঢ়তর অনুরাগ, বা পরম-প্রেমা উৎপন্ন হইবে, তাদৃশ অবিচ্ছিন্ন-পরম-প্রণয় অন্য কোন দম্পতীর কস্মিন্ কালে হয় নাই, হইবে না, বা বর্ত্তমানকালেও বিদ্যমান নাই।

অপিচ, হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি ! সর্ব্ব-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রদায়িনি ! পার্ব্বতি ! ইহাও আমার অবিদিত নহে যে, উত্তরকালে অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে তোমাকে বহুতর-সুরকার্য্য-সাধন করিতে হইবে, তোমার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব অর্দ্ধনারীশ্বররূপ ধারণ করিবেন, অর্থাৎ জ্যোৎস্নার সহিত অমৃতাত্মা চন্দ্রের ন্যায় তোমার সহিত শ্রীশঙ্করদেবের নিরতিশয়-সৌহার্দ্দ উপস্থিত হইলে, তুমিই প্রণয়-বাহুল্য-বশতঃ একদিন শ্রীশঙ্করদেবের শরীরার্দ্ধ নিজ-দেহাস্পদে ধারণ করিবে এবং তুমি আমার নীলোৎপল-দল-নিভা, মহামেঘ-প্রভা, শ্যামা-কালী-পুত্রী হইয়াও, তপস্যা-সাহায্যে শ্রীচন্দ্রশেখর-শঙ্করদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহারই প্রদত্ত-বর-প্রভাবে, বা তদীয়াভিপ্রায়ানুসারে স্বর্গ-গঙ্গাজলে নিমজ্জন-মাত্রেই সুবর্ণাভা-স্বর্ণ-গৌরী, বা বিদ্যুদ্-গৌরীরূপ-ধারণ-পুরঃসর পশ্চাদ্বর্ত্তীকালে "গৌরী", এই নামে জগতীতলে বিখ্যাতি লাভ করিবে।

কিঞ্চ, মস্তক-মণ্ডলে মুকুট-মণ্ডিতে ! গণ্ডস্থলে মণিময়-কুণ্ডল-সংঘৃষ্টে ! মৃণালায়ত-সুবৃত্ত-পীন-সুকোমল-শুভ-ভুজ-যুগলে রত্ন-কেয়ূর-ধারিণি ! বক্ষোদেশে কঞ্চুকোপেত-পীনোন্নত-পয়োধর-শোভনে !

সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ-মণি-মাণিক্য নাগহার-বিরাজিতে ! হে পার্ব্বতি ! শ্রীমন্-নারদদেব-কথিত-বচন-প্রমাণানুসারে আমি তোমার এই সকল ভাবী বৃত্তান্ত অবগত আছি বলিয়াই, অন্য কোন সৎপাত্রের পাণি-পঙ্কজে তোমাকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা না করিয়া, অতিকষ্টে কোনরূপে তোমার দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী অদর্শন-জনিত-শোক-বিরহ-কাতর-হৃদয়ে কেবলমাত্র তোমার তপঃ-সিদ্ধির প্রতীক্ষা-পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছি। হায় সর্ব্ব-জন-মনোরমে ! পুত্রি ! পার্ব্বতি ! আমার সেই শুভ দিন কবে উপস্থিত হইবে ? যে দিনে তপঃ-সাফল্য-লাভান্তে তুমি গৃহে উপস্থিতা হইয়া, আমার আলোকশূন্য, বা অন্ধকারাচ্ছন্ন-ভবনোত্তম আত্মশরীর-গত-বিমল-প্রভাপুঞ্জ-সাহায্যে আলোকিত, উদ্ভাসিত করিবে এবং আমি অতীব আনন্দভরে বান্ধব-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া, তোমার বিবাহ-মহোৎসবের সুষ্ঠুতর আয়োজনে প্রবৃত্ত হইব ?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

মহাভাগ, মহামতি, সর্ব্ব-সৌভাগ্য-ভোগ-ভাগ্যবান্ হিমবান্ পূর্ব্বোক্ত-রূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শোকে অধীর-হৃদয়ে বিরহ-কাতরান্তঃকরণে অদর্শন-সমুত্থসন্তাপ-সন্তপ্ত-মানসে আক্ষেপ-প্রকাশ করিতে থাকুন এবং দূরারোহিণী আশালতার সমাশ্রয়ে সমবস্থিত হইয়া, অদূর-ভবিষ্যতে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর তপঃসাফল্য-লাভান্তে স্বগৃহ-প্রত্যাগমনের অনন্তর তাঁহার ভাবী পরিণয়-মহোৎসবের কিরূপ উদ্‌যোগ, বা আয়োজন করিবেন, তদ্বিষয়ে পারিপাট্য-চিন্তনে দিন-যামিনী-যাপন করিতে থাকুন; পরন্তু পাঠক-মহোদয়গণ। আপনারা এদিকে আসুন; দেখি, আমাদের সেই চির-পরিত্যক্তা, বিজন-তপোবন-বাসিনী, কঠোরতর-তপো-ব্রতাবলম্বিনী, বল্কল-মুঞ্জমেখলা-ধারিণী, স্থণ্ডিল-শায়িনী, ভাবিনী-ভব-ভাবিনী, শ্রীশিব-মানস-সন্তোষ-সম্পাদন-পরায়ণা, পরমা, পূর্ণা, পরা-প্রকৃতিরূপিণী-পার্ব্বতীদেবী তপোবনে কি করিতেছেন।

পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা পূর্ব্বতন-গ্রন্থ-পাঠে অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে, সভার্য্য-সসুতামাত্য-মহাভাগ-হিমালয়-কর্ত্তৃক "মা খিদ্যতাং মহাদেবি! তপসানেন ভামিনি! ক্ক রুদ্রো দৃশ্যতে বালে! বিরক্তো নাত্র সংশয়ঃ। ত্বং তন্বী তরুণী বালা, তপসা চ বিমোহিতা। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো, সত্যং প্রতিবদামি তে। তস্মাদুত্তিষ্ঠ যাহ্যাশু, স্বগৃহং বর-বর্ণিনি! কিং তেন তব রুদ্রেণ? যেন দগ্ধঃ পুরানঘে! মদনো নির্ব্বি-কারিত্বাৎ, তং কথং প্রার্থয়িষ্যসি? গগনস্থো যথা চন্দ্রো, গ্রহীতুং নৈব শক্যতে। তথৈব দুর্গমঃ শম্ভুর্জানীহি ত্বং শুচিস্মিতে!" ইত্যাদিরূপে অভিহিতা হইয়া এবং "তথৈব মেনয়া চোক্তা, তথা সহ্যাদ্রিণা সতী। মেরুণা মন্দরেণৈব, মৈনাকেন তথৈব চ" বারম্বার গৃহ-গমন-বিষয়ে অনু-রুদ্ধা হইয়াও, "তপসি স্থিতা", শুচিস্মিতা, তন্বী-পার্ব্বতীদেবী প্রকৃষ্টরূপ

হাস্য করিতে করিতে, তৎকালে মাতা, পিতা ও বন্ধুগণের প্রতি প্রতিজ্ঞা-বচন-কথন করিয়াছিলেন।

কিঞ্চ, "পুরা প্রোক্তং ত্বয়া তাত! অম্ব! কিং বিস্মৃতং ত্বয়া? অধুনৈব প্রতিজ্ঞাঞ্চ, শৃণুধ্বং মম বান্ধবাঃ। বিরক্তোঽসৌ মহাদেবো, মদনো যেন বৈ হতঃ। তং তোষয়ামি তপসা, শঙ্করং লোক-শঙ্করম্। সর্ব্বে যূয়ঞ্চ গচ্ছন্তু, নাত্র কার্য্যা বিচারণা। দগ্ধো হি মদনো যেন, যেন দগ্ধং গিরের্বনম্। তমানয়ামি চাত্রৈব, তপসা কেবলেন হি। তপোবলেন মহতা, সুসেব্যো হি সদাশিবঃ। তং জানীধ্বং মহাভাগাঃ, সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।" এতাদৃশ পার্ব্বতী-কথিত প্রতিজ্ঞা-বচন-শ্রবণান্তে অগত্যা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মাতা, পিতা, তথা বন্ধু-বান্ধবগণ যে পথে তপোবনে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই পথাবলম্বনেই নিজ-নিজ-নিকেতনাভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হইলে, সতী-পার্ব্বতীদেবীও তাঁহাদিগের সকলকেই প্রস্থিত হইতে দেখিয়া, পূর্ব্বোক্তনামা-সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, পরমার্থ-সত্য-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-স্মরণ করিয়া, পুনরপি অতিতীব্র-দুশ্চরতর-তপশ্চরণে আত্মনিয়োগ করিলেন।

মহামহিম-শ্রীরুদ্রদেব-কর্ত্তৃক যে স্থানে মদন দগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই পূর্ব্ব-নির্ম্মিত-বেদির উপরিভাগে সুসংস্থিতা হইয়া, আহার-বিষয়ে ফল-মূলের কথা দূরে থাকুক, ক্রমে বালা-পার্ব্বতীদেবী জলাশন-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবলমাত্র পর্ণ-ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্ব্বতীদেবী আর্দ্র-পত্র-ভোজন-পরিত্যাগ করিয়া, শুষ্ক-পর্ণ-ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পার্ব্বতীদেবী যখন শুষ্ক-পর্ণ-ভোজন-পরিহার করিলেন, তৎকালেই যে তনু-মধ্যমা পার্ব্বতীদেবী ধরণীতলে "অপর্ণা", এইনামে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্ব্ব-গ্রন্থে বলিয়া আসিয়াছি। অপিচ, জলপান, বা অম্বু-পান-বর্জ্জন, সরস-পত্র-ভোজন, বা আর্দ্র-পর্ণ-ভোজন-বর্জ্জন, শুষ্ক-পত্র-ভোজন ও তৎপরিহারের অনন্তর "কালক্রমেণ মহতা" সতী-শিরোমণি গিরিজা-পার্ব্বতীদেবী ক্রমে বায়ু-পানরতা হইয়া, পরিশেষে "একাঙ্গুষ্ঠেন চ তদা, দধার চ নিজং বপুঃ।"

এইরূপে একটীমাত্র পাদাঙ্গুষ্ঠ-সাহায্যে তৃণ-তূল-তুল্য-লঘু-নিজ-ক্ষীণতর-শরীরের ভার ধারণ করিয়া, উগ্রতর-তপঃ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের সুমহতী আরাধনায় মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ-পুরঃসর শ্রীমতীসতীপার্ব্বতীদেবী ক্রমে ক্রমে দেবমানে এক-সহস্র-বর্ষ-পরিমিত-কাল অতিবাহিত করিলেন। প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ, স্বকৃত-বহু-বিচিত্র-স্তবাবলী ও সর্ব্বার্থ-প্রদ শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ-প্রভৃতি-পরম-ভাব-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক জগন্মঙ্গল-মঙ্গলা-পার্ব্বতীদেবী পরম-পরিতুষ্টান্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেবের প্রীত্যর্থে শ্রীমন্মহেশ-দেবের পরিতুষ্ট্যর্থই যে তাদৃশী অত্যুগ্রতরা দিব্য-বর্ষ-সহস্র-ব্যাপিনী পরম-দুশ্চরা তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বোধকরি, আর বিশেষ করিয়া, বলিতে হইবে না।

অথবা দর্ভ-মেখলা-ধারিণী, বল্কল-সংবীত-শরীরাবয়বা, সংযত-মানসা, প্রণবাভ্যসন-পরায়ণা পার্ব্বতীদেবী পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে স্বীয়-হৃদয়-কমল-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, তৎকালে এরূপ ঘোরতর-তপস্যা করিয়া-ছিলেন যে, তিনি তৎপ্রভাবে মহামুনিগণেরও সম্মান-পাত্রী হইয়াছিলেন। এইসময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী প্রতিদিন ত্রিসবন-স্নান-পূর্ব্বক শ্রীপরমেশ্বর-দেবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, দৈনন্দিন-আহারকল্পে একটীমাত্র পাটলা-পত্র-ভোজনে দিব্য এক-শত-বৎসর-পরিমিত-কাল অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ এক-শত-বৎসর-পর্য্যন্ত পাটলা-পত্র-ভোজনের অনন্তর শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী দিব্য এক-শত-বৎসর-কাল স্বয়ং-বিশীর্ণ একটীমাত্র বিল্ব-পত্র-ভোজন করিয়া, অতিবাহিত করিলেন। কিঞ্চ, দিব্য এক-শত-বৎসর-কাল একটী মাত্র-শীর্ণ-বিল্ব-পত্র-ভোজনের অনন্তর পার্ব্বতীদেবী দিব্য-শত-বৎসরকাল জল-ভক্ষণ করিয়া, পশ্চাৎ বায়ু-মাত্র-ভোজনে দিব্য-শত-সম্বৎসর-কালযাপন করিলেন। অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতী যখন বিশেষরূপ-নিয়ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠে শরীর-ভার ধারণ করিয়া, অবস্থিতি-পূর্ব্বক নিরাহারাবস্থায় তীব্রতম-তপস্যারম্ভ করিলেন, তৎকালেই ত্রিজগন্নিবাসী জনগণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তীব্রতর-তপঃপ্রভাবে পরিতপ্ত হইয়া উঠিলেন। উক্তরূপে পার্ব্বতীদেবী-ত-তপঃ-প্রসূত-পাবক-প্রভাবে জগতীতলস্থ-জীব-জাত উদ্বেজিত

হইলে, ব্রহ্মা, বা শতক্রতু-প্রমুখ-দেবগণও মানসে পরম-চিন্তাবিষ্ট হইলেন।

অথবা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীমান্ নারদদেব-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট-শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ-পরায়ণা হইয়া, স্বর্গ-গঙ্গা-জলে স্নানান্তে শ্রীশিব-চরণা-শ্রিত-চিত্তে স্বীয়-শক্তি অনুসারে সম্পূর্ণরূপে আহার-বর্জ্জন-পুরঃসর ভক্তি-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে কেবলমাত্র-শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপ-ধ্যান করিতে করিতে, দিব্য-শত-সম্বৎসর-কাল যাপন করিলেন। কিন্তু, জগদম্বিকা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী গ্রীষ্মকালে দিবারাত্রি পরিতঃ প্রচণ্ড-পাবক প্রজ্বালিত করিয়া, তন্মধ্যে অবস্থিতি-পূর্ব্বক নিরন্তরকাল শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মনুজপ করিতে লাগিলেন। তথা শিবা-পার্ব্বতীদেবী বর্ষাকালে শশ্বৎ শ্মশানে যোগাসন-রচনা করিয়া, প্রবল-জলধারা ও দুঃসহ-শিলা-বৃষ্টি-সাহায্যে সতত-সংসিক্ত-শরীরে নিরন্তর শ্রীশিবষড়ক্ষর-মনু-জপে মানসে সংসক্তা হইলেন। তথা গিরিরাজ-কুমারী-পার্ব্বতী শীতকালে ভক্তি-পূর্ব্বক নিরন্তর জলান্তরে অবস্থিতি করিয়া, শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মনু-জপে সমগ্র-শীত-ঋতু অতিবাহিত করিলেন।

অপিচ, সতী-পার্ব্বতীদেবী "অনাহারা শরদ্রৌদ্রে, নীহারেষু নিশাসু চ" পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীশিবষড়ক্ষর-মনুজপ-সহ কঠোরতর-তপস্যা করিয়াও, যখন শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থা হইলেন না, তৎকালে তিনি নিতান্ত-শোক-সন্তপ্তা হইয়া, মানসে শ্রীমহেশ-মন্ত্র-জপ করিতে করিতে, হৃদয়-পঙ্কজে শ্রীশিব-স্বরূপ-ধ্যান করিতে করিতে, চিত্তে শ্রীশঙ্কর-চরণ-চিন্তন করিতে করিতে, শ্রীশিব-ভাব-ভাবিত অন্তঃকরণে একটী অতিবিস্তৃত অনল-কুণ্ড-রচনা করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমুদ্যতা হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

এইরূপে কুণ্ড-নির্ম্মাণান্তে তন্মধ্যে প্রচণ্ড-পাবক প্রজ্বালিত করিয়া, নগরাজজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন সেই মন্ত্র-সংস্কৃত অনলমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন, তৎকালেই তপশ্চরণাসক্তা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর পরিপালনে, নিত্যকাল বাধা, বিপৎ, বিঘ্ন ও দানব-প্রভৃতি-সমুত্থ-ভীতি-নিবারণে, তথা তাঁহার শরীরাপ্যায়নে নিযুক্ত শ্রীশঙ্করদেবের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মানসী-গতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতা হইল। সহসা মানসী-গতির পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন তৎ-কালে শিব-সমর্পিত-মানসা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অত্যন্তশোক-দুঃখ-বিষাদ-পরিতাপ-যুক্ত-হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য আমি এই যে এতদিনপর্য্যন্ত শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তপশ্চরণপূর্ব্বক তাঁহার চরণ-যুগল-চিন্তা করিতেছি, ইহাতেও কি তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না? কিঞ্চ, প্রথমতঃ দিব্য-দ্বাদশ-সহস্র-বৎসর কঠোরতর-তপস্যা করিয়া, পশ্চাৎ পুনরপি "দৈবেন বিধিনা" ষট্-ত্রিংশদ্বর্ষ-সহস্র-পর্য্যন্ত তপস্যা করিলাম, এখনও কি আমার শরীর শ্রীশঙ্করদেবের গ্রহণ-যোগ্য হয় নাই? এখনও কি আমার এই দেহ গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিত, সুসংস্কৃত, বা পবিত্র হয় নাই? এইরূপ চিন্তা করিয়া, পশ্চাৎ যে স্থানে শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বকালে তপস্যা করিতে করিতে, তপোবিঘ্নকারী কুসুমায়ুধ-দেবকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে অর্থাৎ স্বীয় আশ্রম-কাননে ক্ষণকাল-মাত্র অবস্থান-পূর্ব্বক পুনরপি ভব-ভাবিনী, ভামিনী, কামিনী-মণি, কালীপার্ব্বতীদেবী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অতীব-কঠোরতর-নিয়ম-সকল-প্রতিপালন-পূর্ব্বক আমি যে সুদীর্ঘকালযাবৎ এই তপোবনে বাস করিতেছি, তাহা কি শ্রীমন্মহাদেব "অধুনাপি" অবগত হইতে পারেন নাই?

যেহেতু আমি সুচিরকাল-যাবৎ তপো-নিরতা হইয়া, তপোবনে বাস করিয়াও, অদ্যাপি শ্রীশঙ্করদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাতা হইতেছি না, এইজন্য এক একবার আমার মনে হইতেছে যে, বুঝি বা শ্রীগিরিশদেব আর ইহলোকে নাই। অথবা এরূপও ত হইতে পারে না। কারণ, শুনিয়াছি যে, তিনি নিত্য-সত্য-সনাতন-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-পুরাতন-পরম-পুরুষ এবং কালের কাল, যমের যম, মৃত্যুর মৃত্যু, মৃত্যুঞ্জয়-মহাকাল-স্বরূপ ; সুতরাং এই জগন্মণ্ডল হইতে তাঁহার অভাব কদাপি সম্ভবপর নহে। আর এক কথা এই যে, মহামুনি-মহর্ষিগণ ও ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শত-ক্রতু-প্রমুখ-দেবগণ স্তুতি-অবসরে শ্রীহরদেবকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, দেব-দেব, মহাদেব, নীল-কণ্ঠ ও মহেশ্বর বলিয়া, তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন। শ্রীশঙ্করদেব যদি বাস্তবিক-পক্ষে এইরূপই হন, তবে দেব-মুনি-মহর্ষি-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক বেদ-পুরাণ-সংহিতাদি-শাস্ত্রে উক্তরূপে নিগদিত "স সর্ব্বগস্তু সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব-হৃদ্-গতঃ। সর্ব্ব-ভূতি-প্রদো দেবঃ, সর্ব্ব-ভাবন-ভাবনঃ" শ্রীশঙ্করদেব যে আর ইহলোকে নাই, এরূপ মনে করাও নিতান্ত অন্যায়সঙ্গত, বা প্রচুরতর-মহাপাপজনক-কার্য্য-মধ্যে পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই।

অতএব আমি অধুনা শপথ, বা প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বাস্তবিক-পক্ষে শ্রীশঙ্করদেব যদি সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ব-হৃদ্-গত, সর্ব্ব-ভূতি-প্রদ, দেবদেব, সর্ব্ব-ভাবন-ভাবন, একাদ্বিতীয়, অজরামর, অনন্ত-চিদেকরসময়-পরাৎপর-পরম-পুরুষ হন, আমার মাতা-মেরু-দুহিতা-মেনকাদেবী যদি যথার্থরূপে সতী-সাধ্বী-পতিব্রতা-শিরোমণি-রমণী-মণি হন, আমি যদি একমাত্র শ্রীবৃষধ্বজদেবে অনুরক্তা হই এবং শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-ভিন্ন অন্য কোন সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-জাতীয়-পুরুষের প্রতি জাগরণে, স্বপ্ন-যোগে, কালত্রয়ে, জন্ম-জন্মান্তরে, দিবসে, বা রাত্রি-কালে, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অনন্ত-কোটি-যুগ-মন্বন্তর-কল্প-কল্পান্তরে, অতি সূক্ষ্মতম-সময়ের জন্যও যদি আমি অন্তরের অন্তঃস্তরে কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুরাগ-পোষণ না করিয়া থাকি, তবে ক্ষণমাত্র-কাল-বিলম্ব না করিয়া, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-ভূতাবাস-শ্রীশঙ্করদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

যদি মহামুনি নারদের বক্ত্রোত্থ এই শ্রীশিবষড়ক্ষর-মহামন্ত্র বাস্তবিক-পক্ষে সর্ব্বার্থসাধক হয়, আর আমি যদি পরম-ভক্তির সহিত এই মহামন্ত্র-জপ করিয়া থাকি, তবে শ্রীশঙ্করদেব অবিলম্বে মন্ত্র-জপ ফলে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সত্যের সহিত যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি, সত্যের সহিত যদি আমি শ্রীহরদেবের আরাধনা করিয়া থাকি এবং আমার সত্য-পূতা তপস্যা যদি সত্য-সত্যই সত্য-ফল-প্রদা হয়, তবে আমি ত্রিসত্য-পূর্ব্বক পুনরপি বলিতেছি যে, সত্য-ব্রত, সত্যপর, ত্রিসত্য, সত্যযোনি, সত্যে নিহিত, সত্যের সত্য, ঋত-সত্য-নেত্র ও সত্যাত্মক যে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে আমি শরণাপন্না হইয়াছি, সেই "শ্রীহরস্তেন প্রসীদতু" শ্রীশঙ্করদেব অচিরাৎ মদনুষ্ঠিত-তপঃ-সাফল্য-সম্পাদন-কল্পে মৎকৃত-সত্যপূত-সম্যক্-সেবাবশীকৃত-মানসে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জটা-বল্কল-মণ্ডিত-কলেবরে, দীন-বেশে, অধোমুখে, শ্রীহর-কাননা-শ্রমে অবস্থিতিকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্কর-বিরহকাতর-হৃদয়ে ক্ষণমাত্র-কালের জন্য উক্তরূপে চিন্তা করিয়া, সম্মুখে প্রজ্বালিত-মন্ত্র-পূত-সুসংস্কৃতানলরাশি-পরিপূর্ণ অগ্নি-কুণ্ডে আত্মসমর্পণে সমুদ্যতা হইয়া, মানস-সিংহাসনে সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নরারাধ্য-শ্রীশিব-চরণ-যুগল-ধ্যান করিতে করিতে, "আমার উক্তরূপ-প্রতিজ্ঞা-বাক্য-সকল যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই জীবন-বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে আমি শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-দর্শনলাভে সমর্থা হইব," এই কথা-কয়টী বলিতে বলিতে, অনল-কুণ্ড-তীরে গমন-পূর্ব্বক সহসা বহ্নি-কুণ্ডে পতনোন্মুখী হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

পাঠক-মহোদয়গণ! আপনাদের অবগতির জন্য আমি একথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ-পরায়ণা শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী যে সময়ে তপোবনে নিবসতি-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের সন্তোষ-সাধন-কল্পে অবিচলিত-চিত্তে কঠোরতর-তপস্যা করিতেছিলেন, তৎকালে "তাং তপশ্চরণে সক্তাং, ররক্ষ শঙ্কর স্বয়ং। আপ্যায়তি স্ম স তদা, ভয়াদ্রক্ষতি হর্ষিতঃ।" যে শ্রীশঙ্করদেব তপশ্চরণে সমাসক্তা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর পরিপালন, আপ্যায়ন, বা ভয়-বিনিবারণ-কল্পে প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে স্বয়ং আত্ম-নিয়োগ, করিয়াছিলেন, অশেষ-করুণা-সাগর সেই শ্রীশঙ্করদেব কি কখনও "প্রাণাদপি" প্রিয়তমা, পূর্ব্ব-পত্নী, বর্ত্তমান-শরীরে ভবিত্রী-ভার্য্যা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে প্রজ্বলিত-প্রচণ্ড-পাবক-মুখে প্রবেশ করিতে, বা পতনোন্মুখী হইতে দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারেন? কখনই নহে। অতএব শোকভরে অগ্নিকুণ্ড-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তন্মধ্যে প্রবেশোদ্যতা হইলে, "তামগ্নি-কুণ্ডং বিশতীং, তপসাতি-কৃশাং সতীম্। দৃষ্ট্বা শিবঃ কৃপাসিন্ধুঃ, কৃপয়া চাজগাম হ।"

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পরিরক্ষণ, তথা তদীয়া-শ্রীশিব-ভক্তি-পরীক্ষণার্থ তৎসমীপে আগমনকালে শ্রীশঙ্করদেব শ্বেত-শিলাতল-বিশাল-ললাট-ফলকে উজ্জ্বল-তিলকধারী, দক্ষিণ-কর-কমলে শ্বেতাব্জ-বীজ-মালা-শোভিত, বিমল-বিধু-কল্প-বিশুদ্ধ-বদন-বিম্বে সস্মিত, কটিদেশে পরিহিত-শুক্ল-বাসাঃ, বাম-স্কন্ধে ও বক্ষোদেশে শুক্ল-যজ্ঞোপবীত-শোভী, মস্তক-মণ্ডলে স্বর্ণ-বর্ণ-জটা-মুকুটে মণ্ডিত, দিবাকরদেবের খরতর-কর-নিকর-নিবারণার্থ ছত্র-শোভিত, আশ্রম-লিঙ্গ-জ্ঞাপন-কল্পে আষাঢ়-দণ্ড ও অজিনধারী, মানসে পরম-প্রহৃষ্ট, স্বকীয়-কমনীয়-কলেবর-গত-কান্তি-কলাপ, বা

তেজঃ-প্রাচুর্য্যে প্রজ্বলিত-প্রচণ্ড-পাবকপ্রায়, অতীব-বামন-বালকরূপে সহসা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

অতিনির্জ্জন-গিরি-কানন-প্রদেশে সর্ব্ব-জন-মনোবিমোহন, অতীবাশ্চর্য্য-জনক-বালককে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়া, শ্রীমাহেশী-মোহিনী-মায়া-মোহিত-মানসে সমাকৃষ্ট-হৃদয়ে স্নিগ্ধ-প্রহৃষ্টাত্মান্তঃকরণে শ্রীশাঙ্কর-তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশে অতিপ্রচ্ছন্ন-কলেবরে শ্রীশঙ্করদেব-কৃত আপ্যায়ন-সাহায্যে যেন এককালে তীব্রতর-তপশ্চরণ-জনিত-বিপুল-শ্রমভার-পরিহার-পুরঃসর মহেশ্বর-মনো-মোহিনী, গিরিরাজ-কুমারী, কালী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী অত্যন্ত-হাস্য করিলেন এবং পরমাদরভরে সম্মুখাগত, পরম-রমণীয়, ত্রিভুবনৈক-সুন্দর সেই বামন-বালককে "মনসালিঙ্গনং "কর্ত্তুমিচ্ছন্তী" শ্রীপার্ব্বতীদেবী "কো ভবানিতি পপ্রচ্ছ, তং শিশুং পুরতঃ স্থিতম্।"

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পুরতঃ অবস্থিত, শিশুরূপী, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবও শৈল-সুতা-প্রশ্ন-বচন-শ্রবণ করিয়া, প্রকৃষ্টরূপ-হাস্য-পূর্ব্বক পীযূষপ্রায় অতীব-সুমধুর-শ্রুতি-সুখকর এইবাক্য বলিলেন যে, হে তন্বি! চারু-প্রভাষিণি! আমি স্বরূপতঃ যে হই, সে হই না কেন? পরন্তু তুমি অধুনা আমাকে ইচ্ছা-গামী, তপস্বী ও বিপ্র-বালক বলিয়াই জানিবে। মৃণালায়ত-পর্য্যন্ত-বাহু-যুগ্ম-মনোরমে! হে কান্তে! এক্ষণে আমি ত্বদীয়-প্রশ্নের উত্তরপ্রদানান্তে নিঃসঙ্কোচে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, তুমি কে? এবং কেনই বা এই নির্জ্জন-কান্তার-প্রদেশে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তুমি পরম-দুশ্চরতপশ্চরণে নিযুক্তা রহিয়াছ? রাজীব-কুড্মলাকার-নিরন্তর-ঘন-পীনোন্নত-স্তন-মণ্ডলে! হে সুন্দরি! তুমি কোন্ কুলে কুল-দ্বয়ানন্দকরীরূপে উৎপন্না হইয়াছ? কাহার ক্ষেত্রে কুল-পাবনী-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং তুমি কোন্ নামে জগতীতলে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছ? তাহা বল। ক্ষীণ-মধ্য-ধারিণি! রক্ত-পাণি-তল-দ্বয়ে! হে দেবি! তোমার স্বর্গীয়দিব্যরূপ-দর্শনে মনে হইতেছে যে, তুমিই অনেকানেক-ভক্ত-সাধক-সজ্জনগণের তপস্যার ফল-দাত্রী-স্বরূপা। স্থল-পদ্ম-প্রতীকাশ-পাদ-যুগ্ম-মনোরমে! হে

কল্যাণি ! যদি আমার উক্তরূপ অনুমানই সত্য হয়, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে "কস্মাদ্ধেতোস্তপস্তব ?"

হে মহাসত্ত্ব-সম্পন্নে ! দেবি ! আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য, বা পরম-বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তুমি কি তপো-রাশি স্বরূপা ? অথবা স্বয়ং মূর্ত্তিমতী-সতী-তপোঽধিষ্ঠাত্রীদেবী ? কিম্বা তুমি স্বয়ং তেজঃ-স্বরূপা-মূল-প্রকৃতিভূতা-পরমেশ্বরী-দেবী হইয়াও, ভক্ত-জনগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-কল্পে ভক্ত-ধ্যানার্থ বিগ্রহ-বিধান-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? বৃত্ত-স্থূল-ঘনোজ্জ্বল-সুজঙ্ঘা-শোভনে ! হে দেবি ! তুমি কি জগদ্‌বিধাতার উপদেশ অনুসারে স্বয়ং সম্পদ্‌রূপা-সনাতনী-ত্রিলোক-লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হইয়াও, জগৎ-সাম্রাজ্যের রক্ষা-বিধানার্থ হিম-ভূধরান্তিকে তপোবনে সমাগতা হইয়াছ ? নাগ-নাসোরু-যুগল-শোভনে ! নিম্ন-নাভি-বিভূষিতে ! হে দেবি ! কিম্বা তুমি বেদ-সকলের অম্বিকা, বা জননী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী-সতী-সাবিত্রী-স্বরূপিণী হইয়াও, স্বেচ্ছাবশে ভারত-ভূমণ্ডলে জন্ম-লাভার্থ সমাগতা হইয়াছ ?

ত্রিগম্ভীরে ! ষড়ুন্নতে ! হে দেবি ! অথবা তুমি বাগধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং সাক্ষাৎ সরস্বতীদেবী-স্বরূপিণী হইয়াও, সর্ব্ববিধ-জ্ঞান-বিদ্যার প্রকটন-কল্পে স্বেচ্ছাবশে কর্ম্ম-ক্ষেত্র-ভারত-মণ্ডলে জন্মলাভ করিয়াছ ? সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পূর্ণে ! লোক-ত্রিতয়-দুর্ল্লভে ! হে দেবি ! মন্নির্দ্দিষ্ট এই দেবী-সকলের মধ্যে তুমি যে কে ? তাহা আমি তর্ক-সাহায্যেও স্থির করিতে, ঈশ্বর, প্রভু, বা সমর্থ হইতেছি না। ধ্যান-পঞ্জর-নির্ব্বন্ধ-মুনি-মানসেরও দর্শন-মাত্রেই শীঘ্রগতি বিভ্রংশন শক্তে ! যোষিদ্‌-গণ-শিরো-মণিভূতে ! হে দেবি ! কল্যাণি ! তুমি যে হও, সে হও, তদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে আমার কোনরূপ প্রয়োজন নাই সত্য ; পরন্তু আমার অন্তরে একান্ত প্রার্থনা এই যে, তুমি আমার প্রতি দয়া-প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরিতুষ্টা হও।

কারণ, "ধ্যানিনাঞ্চ" মনোহরে ! তপো-বিঘ্ন-হেতুভূতা হইয়াও, দর্শন-মাত্রেই অনুরাগ-বর্দ্ধিনি ! কামরূপিণি ! নীলোৎপল-দল-শ্যামলে ! শ্যামে ! হে কালি ! আমার এইরূপ দৃঢ়তর-বিশ্বাস হইতেছে যে,

তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হও, তবে অবশ্যই শ্রীপরমেশ্বরদেবও আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, পতিব্রতা-জন যাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন, সেই সৌভাগ্যবান্ জনের প্রতি স্বয়ং শ্রীপরমেশ্বরদেবও পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু, যাঁহার প্রতি শ্রীপর-মেশ্বরদেব প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হন, তাঁহার প্রতি নিরন্তর-কালের জন্য এই জগত্রয়ও পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। অত্রাপি কারণ এই যে, হে প্রিয়ে! তরুমূল-সকল পরিষিক্ত হইলে, অবশ্যই তাহাদের শাখা-প্রশাখা-সকলও অভিষিক্ত ও রস-পুষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

শিশুরূপী শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, প্রকৃষ্টরূপ-হাস্যপূর্ব্বক পরমেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কর্ণ-পীযূষ-প্রায়-সুচারুরূপ এই বচন বলিলেন যে, আমি বেদ-প্রসূ সাবিত্রী নহি, তথা আমি সম্পদ্‌-রূপা-সনাতনী-ত্রিলোক-লক্ষ্মী-স্বরূপাও নহি, অথবা আমি বাগধিষ্ঠাত্রী-সরস্বতী-দেবতাও নহি। পক্ষান্তরে আমি সম্প্রতি এই ভারতবর্ষে হিমালয়-গৃহে শৈল-কন্যকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অপিচ, আমি পূর্ব্বকালে দক্ষ-প্রজাপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সতীনামে প্রসিদ্ধি-লাভের অনন্তর শ্রীশঙ্কর-কামিনী হইয়াছিলাম। পশ্চাৎ আমি তাত-কৃত-ভর্ত্তৃ-নিন্দাবাদ-শ্রবণ করিয়া, যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক সতীশরীর-পরিত্যাগান্তে বর্ত্তমান-জন্মে বহু-পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে পর্য্যেষণার্থ শ্রীশঙ্করদেবকে সম্প্রাপ্তা হইলে, কিছুকাল পরে শ্রীশঙ্করদেব রতি-পতির দাহ, বা ভস্মাবশেষতাসম্পাদনাবসানে আমাকে পরিত্যাগ-পুরঃসর আশ্রমান্তরে গমন করেন।

শ্রীশঙ্করদেব মদন-দাহান্তে স্থানান্তরে প্রস্থিত হইলে, শ্রীশঙ্কর-বিরহ-তাপ ও ব্রীড়াবশতঃ আমি পিতৃ-গৃহ হইতে নির্গতা হইয়া, স্বর্ণদী-তটে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া, তপশ্চরণার্থ মনোযোগদান করিয়াছিলাম। হে দ্বিজবর! পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, সুচিরকালযাবৎ কঠোরতর-তপস্যা করিয়াও, প্রাণবল্লভ-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রাপ্তা না হইয়া, আমি মনো-দুঃখ-বশে অগ্নি-প্রবেশে সমুদ্যতা হইয়াছি এবং আপনাকে দর্শন করিয়া, অপেক্ষা-বুদ্ধি-প্রণোদিত-মানসে ক্ষণ-মাত্রকালের জন্য অবস্থিতি করিতেছি। হে বিপ্র-শ্রেষ্ঠ! আপনি অধুনা যথেচ্ছ গমন করুন, আমার প্রলয়াগ্নি-শিখোপম এই পাবক-মধ্যে প্রবেশ-সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব

হে বিপ্র! সম্প্রতি আমি আমার হর-প্রাপ্তিরূপা মনীষিতা-কামনাটীকে হৃদয়ে প্রদীপিতা করিয়া, অগ্নি প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে বিপ্র! আমি যত্র তত্র জন্মলাভ করিয়া, প্রতি জন্মাবসরে সেই প্রাণাধিক-প্রিয়কান্ত-বিভু-শ্রীশিবদেবকে বররূপে লাভ করিব।

অপিচ, হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! সকল-স্ত্রীলোকেই নিজ-নিজ-বাঞ্ছিত-প্রিয়-পতি-লাভ করিবার জন্যই জন্ম-লাভ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক-সকলের পতি-লাভার্থই যে তাদৃশ-জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা শ্রুতি-শাস্ত্রে অসকৃৎ পরিশ্রুত হইয়াছে। যে যে পুরুষ যে সকল স্ত্রীজনের প্রাক্তন-ভর্ত্তা, সেই সকল-পুরুষই সেই সকল-স্ত্রীজনের প্রতি-জন্মাবসরে পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ যে সকল-স্ত্রীজন যে সকল-পুরুষের পূর্ব্ব-জায়া, সেই সকল-স্ত্রীজনই সেই সকল-পুরুষের "প্রতিজন্মনি" পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! যে দেববরকে "ইহজন্মনি" ঘোরতর-তপস্যা করিয়াও, আমি পতিরূপে প্রাপ্তা না হইয়া, মানসে পরিতপ্তা হইতেছি, অগ্নি-কুণ্ড-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশান্তে তাঁহাকেই হৃদয়ে পতিরূপে কামনা করিয়া, শরীর-ত্যাগ-পূর্ব্বক "পরজন্মনি" পতিরূপে লাভ করিব। এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সেই বিপ্র-বালকের সমক্ষেই প্রলায়াগ্নি-সদৃশ প্রজ্বলিত-প্রচণ্ড-পাবক-রাশি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রচণ্ড-পাবক-রাশি-মধ্যে প্রবেশ-কালে ব্রাহ্মণ-বালক-বেশধারী শ্রীশঙ্কর-দেব-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নিষিধ্যমানা হইয়াও, পুরতঃ অবস্থিত ব্রাহ্মণরূপী শ্রীশঙ্করদেবের নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া, পরমেশ্বরী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী তৎকালে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে; কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছামাত্রেই হউক, আর শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর তীব্রাতিতীব্রতর-কঠোরতম-তপঃ-প্রভাবেই বা হউক, বহ্নি-প্রবেশ-কারিণী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পক্ষে সেই প্রলয়াগ্নিকল্পপ্রজ্বলিত-প্রচণ্ড-পাবক-রাশি তৎক্ষণাৎ সুশীতল-চন্দন-কর্দ্দম-রাশিরূপে পরিণত হইল। দাহক-পাবক দাহ্য-পদার্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে দগ্ধ করিতে পারেন বটে; কিন্তু দাহক-পাবকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে যেমন দগ্ধ করিতে পারেন না, সেইরূপ কুণ্ড-মধ্যে প্রজ্বলিত-প্রলয়ানল কল্প-পাবকরাশি

পাবক-প্রসবিনী-পার্ব্বতীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়াও, দগ্ধ করিতে সমর্থ না হইয়া, পাবকরূপিণী, বা পাবক-প্রসূ-বোধে তৎকালে সমাদর-পূর্ব্বক উপবেশনার্থে তাঁহাকে মণিরত্নখণ্ডখচিত-স্বর্ণ-সিংহাসন প্রদান করিলেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ক্ষণ-কাল-যাবৎ সেই প্রচণ্ড-পাবক-রাশি-মধ্যে অনলদেব-প্রদত্ত-রত্ন-জড়িত-স্বর্ণসিংহাসনে অবস্থিতি করিয়া, পুনরপি উপরি-প্রদেশে উৎপতিতা হইলে, সেই বিপ্র-বালকরূপী শ্রীশঙ্করদেব শিবা-স্বরূপা-পার্ব্বতীদেবীকে সহসা বক্ষ্যমাণরূপ-প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাদেব কহিলেন,—হে ভদ্রে! অধুনা আমাকে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সহিত তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিতে হইতেছে যে, তোমার এই তপশ্চর্য্যা-কীদৃশী? এরূপ তপস্যার আচরণে, হে দেবি! তোমার ত কিঞ্চিৎমাত্রও বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কারণ, তুমি তপঃ-সাফল্য-লাভে সমর্থা না হইয়া, তপঃ-ফল-লাভ-প্রত্যাশায় প্রচণ্ড-পাবক-সাহায্যে নিজ-দেহকে দগ্ধ করিতে উদ্যতা হইয়াছিলে; পরন্তু তোমার দেহও দগ্ধ হইল না, অথচ তুমি মনীষিতবর, বা তপঃ-ফল-লাভেও সমর্থা হইলে না।

কিঞ্চ, হে শোভনে! তুমি কল্যাণরূপ শ্রীশিবদেবকে ভর্ত্তা করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? বিগ্রহ-বিহীন শ্রীশিবদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়াই বা তোমার কীদৃশ-বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ হইবে? হে শুচিস্মিতে! তুমি যদি সর্ব্ব-সংহর্ত্তা শ্রীশঙ্করদেবকেই ভর্ত্তা করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলেও, তোমার প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে যে, "কান্ত-মিচ্ছতি কা বা স্ত্রী, সর্ব্বসংহারকারণম্?" হে দেবি! তুমি যদি সর্ব্বদা মুক্ত-স্বভাব-শ্রীশঙ্করদেবকে কান্ত-স্বরূপে লাভ করিয়া, মনে মনে মোক্ষ-বাঞ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলেও, অবশ্যই এরূপ বলা যাইতে পারে যে, তুমি যখন স্বয়ং সর্ব্ব-মুক্তি-প্রদা, তখন অবশ্যই তোমার এই কঠোরতরা-তপস্যা বিফলা হইতেছে।

অপিচ, হে তনু-রোমাবলী-বৃতে! চারুদর্শনে! মঙ্গল ও মোক্ষরূপ অর্থাভিপ্রায়েই "শিব" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, পরন্তু সর্ব্ব-জগৎ-সংহর্ত্তৃরূপ অর্থাভিপ্রায়ে ত কুত্রাপি "শিব" শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট

হয় না। কিন্তু, হে দীর্ঘনয়নে! চারুহাসিনি! "শিব" শব্দের মঙ্গল ও মোক্ষরূপ অর্থ ভিন্ন অন্যবিধ অর্থও ত বেদে নিরূপিত হয় নাই। হে সুন্দরি! তুমি যদি সর্ব্ব সংহার-কর্ত্তাকেই পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে, অবশ্যই তোমার ভাগ্যে সর্ব্ব-লোক-ভয়ঙ্কর-রুদ্র-রূপ-পতিলাভই ঘটিবে। অপিচ, হে সস্বেদ-বদনে! তোমার ভাগ্যে যদি সত্য-সত্যই সর্ব্ব-লোক-ভয়ঙ্কর-রুদ্ররূপ-পতিলাভই ঘটে, তবে তোমার স্বাভীষ্টদেব-সেবন ও মোক্ষলাভ কদাপি সম্ভবপর হইবে না।

হে পূর্ণ-চন্দ্র-নিভাননে! আর আমি তোমার সঙ্গে অধিক-বাগ্-ব্যবহার করিব না, তুমি শীঘ্রগতি পিতৃ-গৃহে গমন কর, হে দেবি! তুমি নিজকৃত-সুষ্ঠুতরতপস্যার ফলে এবং আমার আশীর্ব্বাদে স্ব-গৃহে অবস্থিতা হইয়াই, সুদুর্ল্লভ-শ্রীশঙ্করদেবের দর্শনলাভে সমর্থা হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এইকথা বলিয়া, বিপ্রবালক-রূপী শ্রীশঙ্করদেব সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং দুর্গতি-হারিণী-দুর্গা-পার্ব্বতীদেবীও মহাদেব! মহাদেব! বলিতে বলিতে, পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

অথবা যে সময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কঠিনাঙ্গ-মহামুনি-মহর্ষিগণেরও অনাচরণীয়-পরম-দুষ্কর-সুদুশ্চর-তপস্যা করিতেছিলেন, শীত-গ্রীষ্ম-ক্ষুধা-পিপাসা-প্রভৃতি সহ্য করিয়া, তোয়-বৃষ্টি-শিলা-বর্ষণ-ঝঞ্ঝাবাতাদি-বিবিধ দুঃখের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যে সময়ে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ-পুরঃসর সমাধি-যোগে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যে সময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপঃ-প্রভাবে, অথবা তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য-সিদ্ধিবশে তদীয়-তপোবনস্থ-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদগণ, বা গো, মেষ, মহিষ, অহি ও নকুলাদি-বন্য-জীবগণ পরস্পর-বিরোধ-পরিহার-পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, সেইসময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর আশ্রম-কাননস্থ-স্বহস্তা-রোপিত-পুণ্য-দর্শন-পাদপ-সকলও পত্রে, পুষ্পে ও ফলভরে শাখা-প্রশাখাগ্রে অবনতভাব ধারণ করিয়াছিল।

কিন্তু, মুনিগণেরও দুরনুষ্ঠেয়-তপো-বার্ত্তা-শ্রবণে তাদৃশ-তপঃ পরায়ণা-পার্ব্বতীদেবীকে দর্শন করিবার জন্য তত্রত্য-মহামুনি-মহর্ষিগণ পার্ব্বতী-দেবীর সমীপে আগমন-পূর্ব্বক পরস্পর-সম্ভাষণ, অশেষবিধ-ধর্ম্ম-জ্ঞান-চর্চ্চা ও যথোচিত-সৎকারলাভান্তে স্ব স্ব আশ্রমাভিমুখে গমনাবসরে পরম-বিস্মিত-মানসে "কি আশ্চর্য্য! পার্ব্বতীদেবী রাজাধিরাজকুমারী হইয়াও, যাদৃশী-তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, অন্যান্য মুনি-মহর্ষিগণও কি কখনও তাদৃশী-দুশ্চরতরা তপস্যা করিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! পার্ব্বতীদেবীর তপস্যাপ্রভাবে তদীয় আশ্রমগত "সিংহা গাবস্তথান্যে চ" হিংস্রজন্তুগণ রাগাদি-দোষ-সংযুত হইয়াও, পরস্পরের প্রতি কোনরূপ বাধা-প্রদান করিতেছে না, আহা! শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপো-মহিম-বলে তদীয় আশ্রম-কাননটী যেন সফল-বৃক্ষ-নিবহ, বিবিধ-তৃণ, বিচিত্র-

পুষ্প-সমূহ, তথা সুর-তরঙ্গিণীর অবিরত-কল্লোল-কলরবে কৈলাসালয়ের সমান-স্বর্গীয়-রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে, এইরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন।

তাদৃশ অবসরে দেব, ঋষি, ও গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ, তথা নারদাদি-মহামুনিবৃন্দ পার্ব্বতীদেবীর তাদৃশ-তপো-দর্শনে তদীয়-তপস্তেজঃ-পরিব্যাপ্ত-শরীরে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, হে দেববর! শঙ্কর! যাদৃশী তপস্যা কেহ কখন করেন নাই, বা করিতে পারেন না, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তাদৃশ অভাবনীয় অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, দেব-দানব-দুর্ল্লভ, সর্ব্ব-লোক-শোষণ, দারুণতর-তপশ্চরণ করিতেছেন। অতএব হে সদাশিব! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, অবিলম্বে পার্ব্বতী-দেবী-কৃত-তপস্যার সফলতা-সম্পাদন করুন। অন্যথা হে জগদ্-গুরো! পার্ব্বতীদেবী-কৃত-বিপুলতর-তপঃ-প্রসূত-প্রচণ্ড-পাবক-প্রভাবে এই সমগ্র-জগৎ অচিরাৎ জ্বালা-মালাবৃত হইবে।

দেবর্ষি-নারদ-প্রভৃতির উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, সর্ব্ব-লোক-শঙ্কর শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—পরম-দুষ্কর-তপঃ-সাহায্যেও আমি যে দেবগণের পক্ষেও সহসা দর্শন-যোগ্য নহি, হে দেব-মুনি-মহর্ষিগণ! তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। পক্ষান্তরে, হে সুরাসুর-মুনি-মহর্ষিগণ! আমি অধুনা পর্ব্বতরাজতনয়া-পার্ব্বতীদেবীর চিরানুষ্ঠিত-বিমল-বিপুল-ব্যলীক-বর্জ্জিত-বিশুদ্ধ-তীব্রতর-মহামূল্য-তপো-মূল্যে-পরিক্রীত হইয়াছি; সুতরাং ভক্তাধীনতা-নিবন্ধন একদিকে আমি যেমন তোমাদিগের প্রিয়াচরণ করিব, অপরদিকেও সেইরূপ সম্যক্ তপঃ-সাধ্যতা-বশতঃ অবশ্যই পর্ব্বত-রাজ-পুত্রী পার্ব্বতীদেবীর বর-প্রার্থনা-বচনানুসারে আমাকে বরপ্রদান করিতে হইবে। আমি এই যে সকল-কথা বলিলাম, অবশ্যই এতদনুরূপকার্য্য সত্বর সাধিত হইবে। হে দেব-দানব-মানব-মুনি-মহর্ষি-সত্তমগণ! এবিষয়ে তোমাদিগের কোনরূপ বিচারণা-পরবশ হইবার আবশ্যক নাই। তোমরা অধুনা স্ব-স্ব-নিলয়াভিমুখে গমন কর, তোমাদের প্রিয়-কার্য্য-সম্পাদন ও পর্ব্বত-রাজ-পুত্রী-পার্ব্বতীদেবীর বর-বচন-প্রতিপালন-কল্পে যাহা করিতে হয়, তাহা আমি

সংযত-মানসে যথাসম্ভব সত্বরই করিব। এই সকল-কথা বলিয়া, তথা সমাগত-সুর-দানব-মানব-মুনি-মহর্ষিগণকে আশ্বাস-প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে বিদায়-দানান্তে শ্রীশঙ্করদেব তৎক্ষণাৎ "জটিলং রূপমাস্থায়, জগাম পার্ব্বতী-বনম্।"

জটিল-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব পার্ব্বতী-বনে উপস্থিত হইলে, শিবা-পার্ব্বতীদেবীও তৎকালে তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, যথোচিত, বা যথা-সম্ভব পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও আসন-দান-পুরঃসর তাঁহার পূজা করিয়া, পরিশেষে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী-কর্ত্তৃক পরমানন্দের সহিত অর্পিত-ফল-পুষ্পাদি-দ্বারা পূজিত হইয়া, জটিলদেব তৎপ্রদত্ত-বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আসনে অবস্থিত পথ-পর্য্যটন-জনিত-পরিশ্রম বশতঃ নিদ্রা-ব্যাপ্ত, জরা-জর্জ্জরিত-কলেবর, বৃদ্ধ-জটিলরূপধারী শ্রীশঙ্করদেবকে কুশল প্রশ্ন করিয়া, পশ্চাৎ তিনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন।

পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, জটিল-দেব স্বীয়-পরিচয়-প্রদান-পুরঃসর নিজ-দিব্য-দিব্য-পরমোত্তমরূপ গোপন করিয়া, কাপট্যাবলম্বনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অয়ি দেবি! তোমার এই আশ্রম-কাননে সর্ব্ব-কালের জন্য ফল, মূল ও জল-পুষ্পাদি অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় ত? অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার তপঃ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে ত? যথাশক্তি তপশ্চরণে তোমার মানস খিন্ন, ক্লিষ্ট, বা দুঃখভারাক্রান্ত হয় নাই ত? হে দেবি! তুমি এই নব-যৌবনাবস্থায় কঠিন-কায়-মুনিগণেরও সাধ্যাতীত যেরূপ দুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। অতএব হে দেবি! আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আশাকরি, অধুনা মৎকৃত-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর-দানে তুমি কৃপণতা, বা কুণ্ঠা-বোধ করিবে না।

হে দেবি! আমি তোমার আশ্রমে সমাগত হওয়ায়, তুমি যথাবিধি আমার পূজাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; সুতরাং তোমার সহিত আমার যে মৈত্রী উপস্থিতা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, মিত্র-জনের সহিত রহস্যালাপ অনুচিত নহে বলিয়া, আমি তোমাকে প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেছি, তথা অনুরোধ করিতেছি যে, "রহস্যং বদ মে শুভে!" বা "কথনীয়ং ত্বয়াঽধুনা।" হে সুলোচনে! অতঃপর আমি তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, হে দেবি! তুমি এই দুশ্চরতর-তপস্যার ফল-স্বরূপে কীদৃশ-বর ইচ্ছা করিতেছ? হে দেবি! তুমি যদি অভিমত-ফল-লাভার্থে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া থাক, তবে আমি বলিতেছি যে, তোমার তপস্যা সর্ব্বাত্মনা বৃথা হইয়াছে। কারণ, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যা-বিবেচনানুসারে আমি দেখিতেছি যে, সর্ব্ববিধ-তপস্যার যাবতীয় অভীষ্টতম-ফল তোমার সর্ব্ব-সৌভাগ্য-লক্ষণাক্রান্ত-দিব্য-দিব্যতম দেহেই অবস্থিতি করিতেছে। অথবা হে দেবি! তুমি যদি বর অর্থাৎ অভি-মত পতি-লাভার্থে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া থাক, তাহা হইলেও, আমি অবশ্যই বলিতে পারি যে, দূরে দূরে দূরাতিদূরে "তিষ্ঠতু তপ এব তৎ।"

অর্থাৎ হে দেবি! ত্বদবলম্বিত-তপস্যার ত্বদীয়-শরীর ও মানসাধি-কারের বহির্ভূতা হইয়া, অবস্থিতি করাই যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে। কারণ, রত্ন-প্রবর কখনই অন্বেষণ-পূর্ব্বক গ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করে না যে, ওহে, তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে কি? পক্ষান্তরে হে দেবি! সর্ব্ব-কালেই সর্ব্বত্র এইরূপ নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে যে, রত্ন-প্রার্থী আঢ্যতম-জনগণই অন্বেষণ-পূর্ব্বক রত্ন-গ্রহণে তৎপর হইবেন। অতএব হে দেবি! আমি অধুনা এইরূপ বলিতে পারি না কি যে, "ঈদৃশঞ্চৈব সৌন্দর্য্যং, সর্ব্বং ব্যর্থীকৃতং ত্বয়া।" হে দেবি! তুমি অকারণে এরূপ সর্ব্বজন-দুশ্চর-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া, মহারাজাধিরাজ-কুমারী-জনোচিত-কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্যতম-বসনাভরণ-চন্দন-পারিজাত-পুষ্পমালাদি, তথা বিবিধ-বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, যান, বাহন, দাস, দাসী, রমণীয়তর-সুধা-ধবল-সৌধতল-প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, কুসুম-সুকুমার-শরীরে তপস্বি-জনো-চিত-চর্ম্মাদি ধারণ করিয়াছ কেন? হে দেবি! এই সকলপ্রশ্নের যথোচিত-কারণ-প্রদর্শন পূর্ব্বক তুমি এরূপ উত্তর-বচন কীর্ত্তন কর, যাহা শ্রবণ করিয়া, আমি পরম-সন্তোষ, বা উৎকৃষ্ট-হর্ষ-লাভ করিতে পারি।

জটিল-তপস্বি-বেশধারী শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্টা হইয়া, সুব্রতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ইঙ্গিত অর্থাৎ নেত্রাঙ্গুলি-সঞ্চালন-সাহায্যে উত্তর-বচন-কথনার্থ সখীগণকে প্রেরণ-পূর্ব্বক সখী-মুখ-দ্বারা জটিল-কৃত-প্রশ্ন-সকলের যথাযথ উত্তর-বচন-কীর্ত্তন করিলেন। পাঠক-মহোদয়গণ! "যজ্জাতঞ্চ ততঃ পশ্চাৎ, পার্ব্বতী-শিবয়োস্তদা", তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-প্রেরিতা-সখী আশ্রমাগত-জটিল-বেশধারী শ্রীশঙ্কর-দেবকে যে সকল-কথা বলিয়াছিলেন; আমি আপনাদের অবগতির জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থে সেই সকল-পাপ-প্রণাশনী-কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অপাঙ্গ-বিক্ষেপ-প্রেরিতা-জয়া-নাম্নী-সখী জটিল-ব্রহ্মচারী, বিপ্র-প্রবর-শ্রীশঙ্করদেবকে কহিলেন,—হে জটিল! তপস্বিন্! আপনি যদি একান্তই আমাদের প্রিয়-সখী-পর্ব্বত-রাজ-পুত্রী শ্রীমতী-পার্ব্বতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি যাদৃশ উদ্দেশ্য-সাধনাভিপ্রায়ে পার্ব্বতীদেবী তপস্যারম্ভ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উত্তম ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত ইন্দ্রোপেন্দ্র-যম-প্রজাপতি-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণকে উপেক্ষা, অবজ্ঞাভরে অনায়াসে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্প্রতি নগ-রাজ-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী পিনাকপাণি-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছেন।

কিন্তু, হে বিপ্রবর! উক্তরূপ উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে আমাদের প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবী মুনি-মহর্ষিগণেরও অসাধ্য-দুশ্চরতর-পরমোত্তম-তপস্যারম্ভ করিয়া, তপঃ-পরিমাণ-নিরূপণাভিপ্রায়ে পুরাকালে এই সকল আশ্রম-পাদপ আরোপিত করিয়াছেন। হে দ্বিজবর! আপনি পুরতঃ অবলোকন করুন, মদীয়-সখীর স্বহস্তারোপিত এই সকল আশ্রম-পাদপে প্রচুরতর-পুষ্প ও ফল সঞ্জাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আশ্রম-পাদপ-সকল পত্র, পুষ্প ও ফলভরে অবনত হইলে হইবে কি? হে দ্বিজবর! কই অদ্যাবধি আমি আমার প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবীর মনোরথাঙ্কুরের উদ্গম-মাত্রও ত অবলোকন করিতেছি না।

কিন্তু, হে জটিলদেব! "শিবে শিবঞ্চ তপসা, কঠোরেণ লভেতি চ। বিনেশ্বরং ন তপসা, প্রাপ্তা হি গর্ভসম্ভবা।" এইরূপ আকাশভবা-সরস্বতী শ্রবণ করিয়াও, যৌবন-গর্ব্বিত-হৃদয়ে প্রকৃষ্ট-হাস্য-পূর্ব্বক নিজ-যৌবনোল্লসিত-দেহকে সর্ব্বরূপ-গুণাধার মনে করিয়া, অভিমানবশতঃ

মদীয়া এই সখী তৎকালে তপস্যার্থ যত্ন, বা চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। অপিচ "সুন্দরীষু চ সর্ব্বাসু মত্তো নাস্ত্যেব সুন্দরী।" "রূপ-যৌবন-বেশানাং পুমান্ গ্রাহীতি যোষিতাম্।" এইরূপ নিশ্চয়ান্তে এই নগরাজজা-পার্ব্বতীদেবী দিবা-নিশ-কাল সহচরীগণমধ্যে ক্রীড়োন্মত্তা হইয়া, হিম-গিরি-গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পশ্চাৎ যখন শ্রীশঙ্করদেব শীতামলজলে পরিপূর্ণ, সর্ব্ব-জন-মনঃ-প্রাণ-বিমোহন, মনোজ্ঞ-মধুর-দর্শন, গুণ-সমুদায়ে মানস-সরোবর-সম্মিত, শিপ্র-সংজ্ঞক-কাসার, বা সরোবরতীর-প্রদেশ হইতে ঔষধী-প্রস্থ-নগরের অবিদূরে গঙ্গাবতার-প্রস্থে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে দূত-মুখে শ্রীশঙ্করদেবের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, মনোহর-রত্ন-মালা, চন্দন-সংযুতা-পারিজাত-প্রসূন-প্রকর-রচিতা মালা, রত্নেন্দ্র-সার-নির্ম্মিত-বিবিধ অলঙ্কার, কল্প-পাদপ-প্রসূত-স্বর্গীয় উত্তমোত্তম-বিবিধ-বিচিত্র-বসন-সকল, তথা রত্নাঙ্গুরীয়ক-প্রভৃতি-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবার্থে মনোরথানুরূপ, সর্ব্ব-জন-মনো-মোহন, অতুলনীয়-দিব্য-দিব্য-বেশ-রচনান্তে হস্তে সমুজ্জ্বল-লীলা-কমল-ধারণ-পূর্ব্বক তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত-সুকোমল ওষ্ঠাধর-যুগলে ললিত, রত্ন-কুণ্ডল-দীপ্তি-সাহায্যে গণ্ড-স্থলে বিরাজিত, অতীব-সুন্দর-রমণীয়তর-বিধু-বিনিন্দিত-বদনবারিজে মৃদু-মন্দ-মধুর-সুন্দর-হাস্য করিতে করিতে, শ্রীশঙ্কর-সন্নিধানে উপস্থিতা হইয়া, তদীয়া-পূজা ও পর্য্যেষণাভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেবকে স্তুতি-বচনে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার আশ্রমে অবস্থিতি-পুরঃসর প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবী কিছুকালযাবৎ শ্রীমহেশদেবের সেবা করিয়াছিলেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবকে রূপহার্য্য মনে করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন শ্রীশঙ্করাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইসময়ে এই পার্ব্বতীদেবীর প্রতি সাহায্য-দান-কল্পে শতক্রতু-প্রেরিত-মদনদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ধ্যান-যোগভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার তৃতীয়-লোচনানলে নির্দ্দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইলে এবং শ্রীশঙ্করদেব স্বীয় শ্রীঅঙ্গে মদন-শরীরজ-ভূতি-লেপ-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রমান্তরাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, ভূধররাজনন্দিনী পার্ব্বতীদেবী শ্রীশিবদেবকে

"মদনস্থানুহারিণম্" জানিয়া, তথা শ্রীমান্ নারদদেবের উপদেশানুসারে শ্রীশঙ্করদেবকে তপঃ-সাধ্য অবগতা হইয়া, গিরিরাজ ও মেনকার অনুমতি-গ্রহণান্তে এই তপোবনে আগমন-পুরঃসর দারুণতর-তপঃ-সমাচরণে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। হে মহামতে! আপনি প্রশ্ন-পূর্ব্বক যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, আপনার অবগত্যর্থে আমার প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবীর অনুমত, অথবা সমভীপ্সিত উত্তর-বচন-কথন-পূর্ব্বক এই আমি যথোচিত-রূপে আপনার প্রশ্ন-সকলের পরিহার-সাধন করিলাম।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী-মুখেরিত উক্তরূপ উত্তর-বচন শ্রবণ করিয়া, "জটিলস্তপস্বী" শ্রীশঙ্করদেব এইবাক্য বলিলেন যে, হে দেবি! তোমার সখী-মুখ-বিনির্গত এই সকল উত্তর-বচন বাস্তবিক-পক্ষে সত্য, অথবা পরিহাস-পর, তাহা আমি নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। অথবা হে দেবি! যাহা যথার্থ, তাহা তুমি নিজ-মুখেই পরিব্যক্ত করিতেছ না কেন? জটিলদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে স্বাভিমত প্রকাশিত হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী আর কোনরূপ উত্তর-প্রদান করিলেন না বটে, কিন্তু স্বয়ং পার্ব্বতীদেবী তৎকালে এইকথা বলিলেন যে, হে ব্রাহ্মণবর! আমার সখী-জয়া আপনার কৃত-প্রশ্ন-সমূহের উত্তর-প্রদান-কল্পে যে সকল-কথা বলিয়াছেন, আপনি সেই সমস্ত-বাক্য অন্যথা অর্থাৎ পরিহাস-পররূপে অবগত না হইয়া, যথার্থ-সত্যরূপেই অবগত হইবেন।

অপিচ, হে জটিলদেব! আমার সখী যাহা বলিয়াছেন, "তৎ তথৈব ন চান্যথা", একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃত-পক্ষে আমি মানস ও বাক্য-সাহায্যে একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করদেবকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছি। যদিচ আমি অবগতা আছি যে, সর্ব্ব-দেব-দানব-মানব-দুর্ল্লভ অতীব অপ্রাপ্য বস্তু শ্রীশঙ্করদেব "কথমপি" আমার প্রাপ্য হইতে পারেন না, তথাপি আমি মানসৌৎসুক্য-বশতঃ অধুনা তপশ্চরণার্থ প্রবৃত্তা হইয়া, সর্ব্বসুরাসুরনরকিন্নরারাধ্য শ্রীশঙ্করদেবের শিব-প্রদ-শুভ-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগল-চিন্তনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি। হে দ্বিজবর! আমার হৃদয়ে আশা এই যে, বর্ত্তমান-জন্মে, জন্ম-জন্মান্তরে, অথবা

যতবার জন্ম গ্রহণ করিব, প্রতি দেহধারণাবসরে মঙ্গলময় শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-সৌখ্যপ্রদ-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগল মানস-সরসিজ-সিংহাসনে ধারণ-পূর্ব্বক তদীয়-চরণ-কমল-চিন্তন-মননে নিরন্তর নিযুক্তা থাকিয়া, আমি কোন না কোন জন্মাবসরে তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিব। জটিলদেবকে এইকথা বলিয়া, গিরিরাজকুমারী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে অবস্থিতা হইলে, তত্র আশ্রমে অবস্থিত-জটিল-ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে দেবি! আমি অধুনা গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে পর্ব্বত-রাজ-পুত্রি! এতাবৎ কাল-পর্য্যন্ত আমার মানসে এইরূপ ইচ্ছা, মহতী-বলবতী-বাসনা সমুল্লসিতা হইতেছিল যে, দেবী পার্ব্বতী কোন্ বস্তু কামনা করিয়া, সুচির-কালযাবৎ এরূপ-দুশ্চরতর-তপোঽনুষ্ঠানে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, ব্রত-সমাপ্তি-পর্য্যন্ত অত্রাশ্রমে অবস্থান-পূর্ব্বক অভীষ্টবস্তু, বা বরলাভ-পর্য্যন্ত-দর্শন করিয়া, পরিশেষে পার্ব্বতী-প্রতিপালিত-ব্রতের প্রশংসা করিতে করিতে, গমন করিব। হে সুন্দরি! অধুনা আমি তোমার মুখারবিন্দ-বিনির্গত-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহা অবগত হইবার, তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি, সুতরাং হে পার্ব্বতি! আমি সম্প্রতি এইস্থান হইতে গমন করিতেছি।

হে দেবি। আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমার এই আশ্রম-পদ হইতে প্রস্থানের অনন্তর তোমার যেরূপ অভিরুচি হইবে, তুমি তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে সত্য; কিন্তু যে কার্য্য যেরূপে করিতে হইবে, অথবা যে কার্য্যের ভাবী ফললাভ যেরূপ হইতে পারে, শুভ-প্রার্থী বিশেষজ্ঞ-মিত্রজন-কর্ত্তৃক যদিচ তাহা অবশ্যই কথনীয়, তথাপি এতাদৃশ অবসরে আমি তোমাকে কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, আমার মতের সহিত তোমার মতের, বা তোমার মতের সহিত আমার মতের অবিরোধ-সম্ভাবনা একেবারেই নাই! অতএব এরূপ অবস্থায় আমি কোনরূপ অভিমত-প্রকাশ করিয়া, তোমার সহিত আমার নবজাত-মিত্রত্বের নিষ্ফলতা-সম্পাদন করি কেন?

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এইকথা বলিয়া, সেই জটিলরূপী শ্রীশঙ্কর-দেব যাবদ্ গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী

জটিলদেবকে বলিলেন, আপনি গমন করিতেছেন কেন? শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর প্রফুল্ল-নীল-পঙ্কজ-সদৃশ-বদন-বিম্ব-বিবর হইতে যাবৎ "আপনি গমন করিতেছেন কেন ?" এই প্রশ্ন-বাক্যটী বিনির্গত হইল, তাবৎ দণ্ডধৃগ্ জটিলরূপী শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি পার্ব্বতী-বনে বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বক্ষ্যমাণরূপে স্বীয় অভিমত-প্রকাশে তৎপর হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

দণ্ড-ধৃক্ জটিল-রূপী শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—হে দেবি! মিত্রত্ব-প্রযুক্ত আমি যে সকল-বাক্য কথন করিতেছি, তুমি মনো-যোগের সহিত সেই বাক্য-সকল শ্রবণ কর। হে দেবি! তুমি প্রথম হইতে আমার পক্ষে মান্যা, পূজ্যা ও শুভাবহারূপে বিবেচিতা হইয়াছিলে। পক্ষান্তরে হে দেবি! ইদানীং যে তোমার প্রতি আমার মানসভাব বিপরীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিঞ্চ, হে দেবি! অদ্যই মদীয়-মানস-ভাবের এরূপ অভাবনীয়-বিপর্য্যয় তোমা-কর্ত্তৃকই সংঘটিত হইয়াছে। কেন যে এরূপে আমার ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অতীব-পরিতাপের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, হে দেবি! তুমি সুবর্ণ-মুদ্রা দান করিয়া, কাচ-গ্রহণ করিতে সমুদ্যতা হইয়াছ, চন্দন পরিত্যাগ করিয়া, নিজ শ্রীঅঙ্গে কর্দ্দম-লেপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ঐরাবত-বংশীয়-নাগ-বাহন-পরিহার-পূর্ব্বক বলীবর্দ্দ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, শীতলামল-গঙ্গাজল-পরিবর্জ্জন-পুরঃসর কূপোদক সংগ্রহে বাঞ্ছা করিয়াছ, সূর্য্যতেজঃ পরিত্যাগ করিয়া খদ্যোতদ্যুতির সমাদরে সংগ্রহে আগ্রহ-প্রকাশ করিতেছ, কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্য-বসন-পরিত্যাগ করিয়া, চর্ম্মাম্বরের উপাসনা করিতেছ, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত-রম্য-হর্ম্ম্যতলে বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। হে দেবি! তুমি যে দেবেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া, অযুক্ত-কার্য্যে উদ্যম-প্রকাশ করিতেছ, তাহা কি বিচার-সাহায্যে স্বয়ং অবগতা হইতেছ না?

হে দেবি! সর্ব্ব-জাতীয়-দেবগণের সন্নিধি-পরিত্যাগ করিয়া, তুমি যে অসুরগণের সন্নিধি ইচ্ছা করিতেছ, ইহা কি তোমার পক্ষে

যুক্তিসঙ্গত হইতেছে ? হে দেবি ! ইন্দ্রাদি-লোকপাল-সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি যে মানসে শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ, ইহা কি তোমার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে ? হে দেবি ! তুমি লোক-বিরুদ্ধ অযুক্তি-যুক্ত এরূপ অনুচিত-কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়া, মনে করিয়াছ কি যে আত্ম-প্রশংসা-লাভে সমর্থা হইবে ? কখনই নহে। হে দেবি ! আমি যেমন তোমাকে অধুনা শ্রীশিবানুব্রতা দেখিয়া, মনে মনে পরম-দুঃখিতও পরিতপ্ত হইতেছি, সেইরূপ জন-সমাজেও তোমার এই লোক-বিরুদ্ধ-কার্য্য কদাচ যুক্তি-যুক্ত বলিয়া, সাদরে সুসমর্থিত হইবে না, পক্ষান্তরে, বৈসাদৃশ্য-বশতঃ পরম-পরিতাপেরই কারণ-স্বরূপে বিবেচিত হইবে।

হে দেবি ! তোমার সহিত শ্রীশঙ্করদেবের, অথবা শ্রীশঙ্করদেবের সহিত তোমার বিপুলতর-বৈসাদৃশ্য-প্রদর্শন-কল্পে আমি বলিতে পারি যে, হে দেবি ! তুমি গিরিরাজ-কুমারী এবং শ্রীশঙ্করদেব কপালধারী, তোমার লোচন-যুগল আকর্ণ-বিশ্রান্ত, বা নীল-শতদল-দল-বিশাল এবং শ্রীশঙ্করদেব বিরূপাক্ষ, বা ত্রিলোচন, তোমার বদন-বিম্ব শরদিন্দু-সুন্দর, বা সর্ব্ব-জন-মনোহর এবং শ্রীশঙ্করদেব পঞ্চানন বলিয়া, সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তোমার কবরী-সৌন্দর্য্য কবি-কুল-কেশরিগণেরও বর্ণনাতীত এবং শ্রীশঙ্করদেবের মৌলি-মণ্ডল যে সুপ্রসিদ্ধ-জটা-জূট-মুকুটে বিশোভিত, তাহা সকলের মুখেই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

অপিচ, হে দেবি ! তোমার কুসুম-কোমল-স্বর্গীয়-দিব্য-রূপ-সমুজ্জ্বল-শ্রীঅঙ্গ কস্তূরী-কুঙ্কুম-চন্দনাদি-সাহায্যে বিলেপনের উপযুক্ত এবং শ্রীশঙ্কর-দেবের অঙ্গ-বিলেপন-কল্পে চিতা-ভস্মই সুপ্রশস্ত-প্রধান উপকরণ, তোমার শ্রীঅঙ্গের আবরণ-কল্পে কল্প-পাদপ-প্রসূত-চীনাংশুক, বা দিব্য-দুকূল-বসন এবং শ্রীশঙ্করদেবের অঙ্গাচ্ছাদন-কল্পে অশুভ আর্দ্র গজাজিন-মাত্র, তোমার শ্রীঅঙ্গের শোভা-সম্পাদন-কল্পে দেব-পাদপ-প্রদত্ত-মণি-মাণিক্য-খচিত অঙ্গদাদি অশেষবিধ অলঙ্কার এবং শ্রীশঙ্করদেবের অঙ্গ-বিভূষণ-কল্পে সর্পাষ্টক মাত্র, তোমার আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ সর্ব্বদা সর্ব্ব-দেব-দেবীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত এবং শ্রীশঙ্করদেবের আদেশ-প্রতিপালনে কেবলমাত্র ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ অবস্থিত।

কিঞ্চ, কোথায় ত্বদীয়-চিত্ত-বিনোদন-জন্য গন্ধর্ব্বপতিগণের সুস্বর-সংযুক্ত-সুললিত-সঙ্গীতালাপ, মৃদঙ্গ-ধ্বনি এবং অপ্সরোগণের মধুর-নর্ত্তন, আর কোথায় শ্রীশঙ্করদেবের কর্ণ-কঠোর-ভৈরব-ডমরুরব, কোথায় তোমার ভেরী-কলাপের শ্রবণ-সুখকর-মধুর নিস্বন, আর কোথায় শ্রীশঙ্করদেবের অশুভ-শৃঙ্গরব, কোথায় তোমার ঢক্কা, যশঃ-পটহ, বা বিজয়-মর্দ্দলময়-শব্দ, আর কোথায় শ্রীশঙ্করদেবের গল্ল-নাদ, তথা কোথায় তোমার চন্দন-চর্চ্চিত-কনক-চম্পক-কুসুম-মালা, আর কোথায় শ্রীশঙ্করদেবের রুদ্রাক্ষ, বা অস্থিময়ী-মালা, কোথায় তোমার উপবেশনাধারভূত-রত্ন-কল্পিত-পর-মোত্তম-সিংহাসন, আর কোথায় শ্রীশঙ্করদেবের ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কোথায় তোমার ভোজনকল্পে মণি-খণ্ড-রত্ন-রচিত-সৌবর্ণ-পাত্রে সঘৃতপয়ো-দধি-যুত-শাল্যন্ন, রম্ভাফল, পায়স, অযুত-সংখ্যক-শাক, রুচিকর-কর্পূর-খণ্ডো-জ্জ্বল জল, বিবিধ-সুগন্ধি-দ্রব্যপূর্ণ-তাম্বুল, আর কোথায় শ্রীশঙ্করদেবের ভোজন-কল্পে সমুদ্র-মথনোত্থ-কালকূট-হালাহল গরল।

হে দেবি! এইরূপে তোমার এই উত্তমোত্তম-দিব্যতমরূপ ও শ্রীশঙ্কর-দেবের সর্ব্বথা অমঙ্গলময় অশুভতম-রূপ, এই উভয়বিধরূপই যে সর্ব্বথা সামঞ্জস্য, ঔচিত্য, বা পরস্পর-যোগ্যতা, উপযুক্ততাবিহীন, তাহা কি তোমাকে এতদপেক্ষা অধিকতর আয়াসাঙ্গীকার-পূর্ব্বক বিশেষকরিয়া, বুঝাইতে হইবে? হে দেবি! শরীর-সম্পদে বিরূপাক্ষ-শ্রীশঙ্করদেবের জন্ম যে কোন্ দেশে, কোন্ কুলে, কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি কেহই অবগত নহেন। হে দেবি! শ্রীশঙ্করদেব যে নিতান্তই নির্ধন, তাহা তাঁহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য অবলোকন-মাত্রেই বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে যদি শ্রীশঙ্করদেবের প্রচুরতর-ধনৈশ্বর্য্যই থাকে, তবে তিনি দিগম্বর অবস্থায় যত্র তত্র ভ্রমণ করিবেন কেন?

অপিচ, কন্যা-সম্প্রদানযোগ্য-বরে অর্থাৎ রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, আভিজাত্যে, পাণ্ডিত্যে, ধনৈশ্বর্য্যে, ভব্যতম-সর্ব্ববিধ-বিভবে, যান-বাহনে, বা সাম্রাজ্য-পরিজনে সমন্বিত-যোগ্যতম-পাত্রে যে সকল-সদ্‌গুণ থাকা উচিত, হে দেবি! সেই সকল-গুণের কোন একটী গুণও ত শ্রীশঙ্করদেবে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কিঞ্চ, চর্ম্ম-বসনে

কটি-দেশে বেষ্টিত, বলীবর্দ্দবাহনে আরূঢ়-শ্রীশঙ্করদেব যদি বাস্তবিক-পক্ষে গ্রাহী অর্থাৎ পত্নীসংগ্রহেই তৎপর হইবেন, তবে তিনি মদন-দেবকে দগ্ধ করিবেন কেন? যাঁহার সহায় ভূত, প্রেত ও পিশাচ-গণ, যাঁহার গরল-সুন্দর-গল-দেশে বিপুল-বিষ-বিরাজিত, সর্ব্ব-সজ্জন-সমাজে যাঁহার অনাদর সর্ব্বতোভাবে পরিদৃষ্ট, যিনি দিব্যতম-বাস-ভবনের অভাবে বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার জাতি অদ্যাপি উপলব্ধা নহে, যাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বা জ্ঞান কিছুমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না, যিনি একাকী বিশেষতঃ বিরাগী অবস্থায় সদাকাল শ্মশানে, মশানে, বনে, পর্ব্বতে, নদীতীরে অবস্থিতি করেন, হে শিবে! আমার বিবেচনায় তোমার তাদৃশ-শিব-স্বরূপে নিজ-মানসকে নিযুক্ত, বা অনুরক্ত করা উচিত নহে।

হে পার্ব্বতি! তুমি আমার উক্তরূপ-বিবেক-বিচার অনুসরণ-পূর্ব্বক একবার বিশেষরূপ-চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, "ক্ব চ হারস্ত্বদীয়ো বৈ, ক্ব চ বৈ রুণ্ডমালিকা।" অতএব হে দেবি! তোমার এবং শ্রীশঙ্কর-দেবের রূপ সর্ব্বথা বিরোধী হওয়ায়, কদাপি আমার এরূপ অভিরুচি হয় না যে, তুমি শ্রীশঙ্করদেবের গরল-সুন্দর-গলদেশে বর-মাল্য সমর্পণ কর। অনন্তর হে দেবি! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, করিতে পার। হে দেবি! আমি সেই শ্রীশঙ্করদেবকে সর্ব্বথা অবগত আছি, তিনি সর্ব্বদা শ্মশানেই বাস করিয়া থাকেন এবং শ্মশানই তাঁহার ক্রীড়া-ভূমি-স্বরূপ। যে সকল-বস্তু অসৎ, অশুভ, বা অমঙ্গল-জনক বলিয়া-বিখ্যাত, সেই সকল-বস্তুই বিশেষরূপে শ্রীশঙ্করদেবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি! তুমি অসদ্-বস্তু-সেবনে সর্ব্বদা তৎপর শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণানুরাগ হইতে অবিলম্বে নিজ-মানসকে নিবর্ত্তিত কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোমার সামীপ্য-পরিহার-পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিব।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী জটিল-দেবের উক্তরূপ-বচন-জাত শ্রবণ করিয়া, রোষ-কষায়িত-লোচনে ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে কর্কশ-স্বরে কঠোরবচনে তির্য্যগবেক্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীশিব-নিন্দা-পরায়ণ সেই জটিল-দেবকে এই সকল-কথা বলিলেন যে, হে বটো! এতাবৎকাল-পর্য্যন্ত আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি অবশ্যই কোন একজন ধন্য, মান্য, গণ্য, পূজ্য, বা অভিবন্দনীয়-পুরুষ-প্রবর হইবে। পরন্তু অধুনা আমি সমস্তই অবগতা হইয়াছি এবং এক্ষণে আমি তোমাকে দেখিতেছি যে, তুমি একজন অতিপ্রাকৃত, অবুদ্ধ, মোহান্ধকূপে নিপতিত, অজ্ঞান-কৃষ্ণ-সর্প-দষ্ট, বিবেক-ভ্রষ্ট, বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত বুদ্ধি-হীন, বিষম-যম-সমাকৃষ্ট, অতিনগণ্য, জঘন্য, নিন্দিত, ঘৃণিত, হেয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, দুরাপনেয়, অধমাধম-জীবকীট-ভিন্ন অপর কিছুই নহ।

ওহে বিপ্রবন্ধো! তুমি আমার এই সকল-বাক্য শ্রবণ কর, আমি ক্রমে ক্রমে কথন করিতেছি। হে জটিল! তুমি বলিয়াছ যে, আমি শ্রীশঙ্করদেবকে সর্ব্বথা অবগত আছি, পরন্তু আমি বলিতেছি যে, তোমার এইবাক্য নিতান্তই অলীক। অন্যথা অর্থাৎ তোমার এইবাক্য যদি অলীক, মিথ্যা না হয়, বা তুমি যদি সর্ব্বথা শ্রীশঙ্করদেবকে বিদিত হইয়াই থাক, তবে তুমি শ্রীশঙ্করদেবের সম্বন্ধে এরূপ বিরুদ্ধ ভাষণ করিতেছ কেন? আমার বিবেচনায় তুমি যদি প্রকৃত-পক্ষে শ্রীশঙ্কর-দেবকে যথার্থরূপে অবগত হইতে, তাহা হইলে, তুমি কখনই এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের বিরুদ্ধে কথা বলিতে সমর্থ হইতে না। অতএব তুমি অধুনা যে মৎকর্ত্তৃক বেশধারী কশ্চিদ্ বৃদ্ধরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

কিন্তু, আমার মনে হইতেছে যে, বাস্তবিক-পক্ষে তুমি একজন

প্রকৃত-ধূর্ত্ত এবং ব্রহ্মচারি-স্বরূপে আমার নিকটে মদীয়তপো-বিঘ্না-চরণাভিপ্রায়ে এখানে সমাগত হইয়াছ। ওহে ব্রহ্মবন্ধো! আমি তোমার নিকটে শ্রীশঙ্করদেবের প্রকৃত-স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অপরোক্ষ-জ্যোতির্ম্ময়, পরম-ব্রহ্মস্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেব বস্তুতঃ নির্গুণ হইয়াও, জগৎ-সিসৃক্ষা-কারণবশে সগুণ হইয়াছেন। পারমার্থিক-স্বরূপে যিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ, অথচ কারণ-বশতঃ সগুণ, সেই "নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ" পরমার্থতঃ নির্গুণ হইলেও, ব্যবহারতঃ সগুণাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের জাতি-সম্ভাবনা হইতে পারে কিরূপে? একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবই যখন "সর্ব্বাসামপি বিদ্যানাম্" অধিষ্ঠানভূতরূপে সর্ব্ব-শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে একবাক্যে পরিগীত, বা যুক্তি-যুক্তবিচার-পূর্ব্বক সুসমর্থিত হইয়াছেন, তখন তাদৃশ-শ্রীসদাশিবদেবের সম্বন্ধে প্রযুক্ত "বিদ্যা জ্ঞানং ন দৃশ্যতে", এইরূপ বাক্য কি বাতুলের প্রলাপোক্তি মাত্র নহে?

এই বেদ-সকল যাঁহার উচ্ছ্বাসরূপী, যিনি বেদ-সকল হইতে তত্তৎ শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অখিল-জগতের নির্ম্মাণ, বা রচনা করিয়াছেন, জগৎ-পরিপালন, বা পরিচালন-কার্য্যে উপদেশ-প্রদান-কল্পে যিনি সৃষ্ট্যাদি-কালে শ্রীবিষ্ণুদেবকে নিশ্বাসবৎ লীলান্যায়ে আবির্ভূত-বেদ-সকল দান করিয়াছেন, সেই বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বররূপী শ্রীসদাশিবদেবের, পূর্ণরূপ-পরমাত্ম-ভূত-শ্রীপরমেশ্বরদেবের আর বিদ্যা-দ্বারা কীদৃশ-কার্য্য সাধিত হইবে? যিনি সকলের অর্থাৎ সৃষ্ট-পদার্থ-মাত্রেরই আদিভূত, যিনি পিতামহ-দেবেরও পিতামহদেব, সেই সর্ব্ব-লোক-প্রপিতামহদেবের আবার বয়ো-মান-স্মরণে কে সমর্থ হইবে? এবং কিরূপেই বা সমর্থ হইবে? পরম-কল্যাণ-রূপিণী পরমা-প্রকৃতি যাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন, মোক্ষ-দ্বার-কপাট-পাটনকরী, অথবা সংসার-বন্ধ-হেতুভূতা শক্তিদ্বারা তাঁহার কীদৃশ-প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?

কিঞ্চ, দেব-দানব-মানবগণের মধ্যে যে কোন অনন্যচেতাঃ সাধক-প্রবর-ভক্ত প্রতিদিন যথাবিধি শ্রীশঙ্করদেবের ভজন করেন, তিনিও যখন সর্জ্জন, পালন ও সংহরণাত্মিকা-শক্তিকেও অনায়াসে করতলগতা

করিতে সমর্থ হন, তখন সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপিণী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া-মূল-প্রকৃতিদেবী কি শ্রীসদাশিবদেবের নর্ত্তকী, বা কিঙ্করী-স্থানীয়া হইতেছেন না? সুরাসুর-নর-কিন্নরগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীশঙ্করদেবের ভজন-সাহায্যে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে জয় করিয়াছেন বলিয়াই না শ্রীমন্মহেশ্বরদেব জগতীতলে মৃত্যুঞ্জয়-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? হে সুদুর্ম্মতে! যাঁহার পূজাপ্রভাবে লোক-সকলের আরোগ্যলাভ সুনিশ্চিত, সেই সর্ব্বদা-নিরাময়-স্বভাব শ্রীশঙ্করদেবের কি আবার কোন কারণান্তরবশে আরোগ্য-কল্পনা করিতে হইবে?

শ্রীশিব-পূজন-প্রভাবে দেবগণ যদি শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষপাত-লক্ষণ অনুগ্রহ, বা দয়া-দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ না হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা দেবত্ব-লাভ করিতে পারিতেন? স্বয়ং দেবরাজ-বাসব যখন শ্রীশিবদেবের দর্শনার্থ গমন করিতেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের দ্বারপাল-ভূত-ভূত-প্রেত-পিশাচগণের দণ্ড-প্রহারে যে, ইন্দ্রেরও মস্তকস্থ-মহা-মূল্য-মুকুট বিদ্ধ ও খণ্ড খণ্ড হইয়া, ধরণীতলে পতিত হইত, হে দ্বিজাধম! তাহা কি তুমি অবগত নহ? শ্রীশঙ্করদেব যখন সদাকাল স্বয়ংই প্রভু-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখন তাঁহার আবার বহু-পক্ষ-সমাশ্রয়ণের প্রয়োজন কি? সর্ব্বদা কল্যাণরূপী শ্রীশঙ্করদেবের সেবা-সাহায্যে ভক্ত-জনগণ কি সর্ব্ববিধকল্যাণলাভে সমর্থ হন নাই? আত্মারাম আত্মতৃপ্ত দেবদেব-শ্রীসদাশিবদেবের ত কোন বিষয়েই ন্যূনতা পরিলক্ষিতা হয় নাই; সুতরাং তিনি আমাকে ইচ্ছা করিবেন কেন?

রে মূঢ়! সপ্ত-জন্ম যে ব্যক্তি দারিদ্র্য-দুঃখ-ভোগ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিও যদি শ্রীশঙ্করদেবের সেবা-পরায়ণা হয়, তবে তাঁহারও গৃহে ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভা-লক্ষ্মীদেবী যে সর্ব্বদা অনপায়িনীরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাহা কি তোমার বিদিত নহে? প্রতিবাসর নৃত্যাবসরে যাঁহার পুরোভাগে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অবাঙ্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন, অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর তাদৃশ শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে সামান্য-বিত্ত কি কখনও সুদুর্লভ হইতে পারে? যদ্যপি পিতৃ-বনে বাস, ভূত-প্রেত-পিশাচাদি-সহচরগণের সহিত অবস্থান, চিতা-ভস্ম-ধারণ, অস্থি-মালা ও কপাল-পাত্র-গ্রহণ-প্রভৃতি

অমঙ্গলাচরণে শ্রীশঙ্করদেব সদাকাল অভ্যস্ত, তথাপি অমঙ্গল-সেবন-পরায়ণ, অমঙ্গল্য-শীল-শোভন-শ্রীশঙ্করদেবের স্মরণমাত্রেই যে স্মর্ত্তৃ-জনগণের প্রভূত-মঙ্গল হইয়া থাকে, হে বিপ্রাধম! তাহা কি তুমি অদ্যাপি অবগত হইবার অবসর প্রাপ্ত হও নাই?

"শিবেতি মঙ্গলং নাম" যাঁহার মুখে নিরন্তর উচ্চারিত হয়, তাঁহার দর্শন-মাত্রেই যে অন্যান্য-লোক-সকল নিত্যশঃ পবিত্র হইয়া থাকেন, রে বটুকাধম! তাহা কি তুমি অদ্যাপি তোমার অল্প-প্রসারিণী-বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হও নাই? রে বটুক! তুমি বলিয়াছ যে, "চন্দনঞ্চ ত্বদীয়েঽঙ্গে, চিতাভস্ম শিবস্যচ", জিজ্ঞাসাকরি, চিতার ভস্ম যদি অপবিত্রই হইবে, তবে নৃত্যাবসান-সময়ে শ্রীশিব-গাত্র-নিপতিত সেই অপবিত্র-চিতা-ভস্ম নৃত্য-সহচর ইন্দ্রোপেন্দ্র-ব্রহ্ম-বরুণাদি-দেবগণ নিজ-নিজ-মুকুট-মণ্ডন-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডল-সাহায্যে সাদরে ধারণ করিবেন কেন? শ্রীশঙ্করদেব যেমন জগতের আদিভূত ও জগতের ঈশ্বর, সেইরূপ তিনি জগতের সংহার-কর্ত্তৃ-স্বরূপেও অভিমত হইয়াছেন। অতএব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব কি কখনও তোমার ন্যায় বহির্ম্মুখ-জনগণের জ্ঞেয়, জ্ঞান-গোচরীভূত হইতে পারেন?

পরম-ব্রহ্ম-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অগম্য-দুর্ব্বিজ্ঞেয়-রূপ, "পরাৎ" পরতর-শ্রীশিবময়-তত্ত্ব কি কখনও ত্বাদৃশ-বহির্ম্মুখ-জনগণ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে? দুরাচার-পরায়ণ, পাপ-নিরত, বেদ-বহিষ্কৃত-জনগণ কদাচই অগুণরূপী শ্রীশঙ্করদেবের যথার্থ-তত্ত্বাবগমে সমর্থ হইতে পারে না। যে পুরুষাধম পরম-শিব-তত্ত্ব অবগত না হইয়া, অকারণ শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করে, তাদৃশী-শ্রীশিব-নিন্দার-ফলে সেই পুরুষাধমের আজন্মসঞ্চিত পুণ্যরাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। রে বিপ্রাপসদ! তুমি আমার আশ্রম-কাননে উপস্থিত হইয়া, মৎকৃতা-পূজা-গ্রহণ-পূর্ব্বক আমার অভীষ্টতম-দেববর-শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়াছ। অতএব অমিত-তেজাঃ সর্ব্বদেবশিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা-পরায়ণ তোমার ন্যায় দুরাচরের পূজা করিয়াছি বলিয়া, অধুনা আমি নিজ আত্মাকেও পাপ-ভাজন মনে করিতেছি।

তথা যেহেতু তোমার ন্যায় শ্রীশিব-নিন্দকের পূজা করিয়াছি, কেবল সেইকারণবশতঃই যে আমি নিজ আত্মাকে পাপভাজন মনে করিতেছি তাহা নহে; পরন্তু এখনও পর্য্যন্ত তোমার ন্যায় শ্রীশিব-বিদ্বেষ্টার দর্শন-নিবন্ধনও আমাকে পাপভাগিনী হইতে হইতেছে। শাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে যে, "শিব-বিদ্বেষিণং দৃষ্ট্বা, সচেলং স্নানমাচরেৎ।" রে রে দুষ্ট! তুমি বলিয়াছ যে, আমি শ্রীমহেশ্বরদেবকে বিশেষরূপে অবগত আছি; কিন্তু আমি নিশ্চয়-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, নিত্য-সত্য-সনাতন-শ্রীশিবদেবকে বিশেষরূপে অবগত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, তুমি তাঁহাকে সামান্যরূপেও জ্ঞাত নহ। অথবা রে রে ব্রাহ্মণাধম! শ্রীশঙ্করদেব যেমন তেমনই হউন্ না কেন, তিনি যে আমার অভীষ্ট-তম-পতিদেবতা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সংশয় নাই।

পাঠকমহোদয়গণ! "যথা তথা ভবেৎ সো বৈ, মমাভীষ্টতমো মতঃ।" এইরূপ পার্ব্বতী-বচন-শ্রবণ করিয়া, যাবৎ সেই জটিল-ব্রাহ্মণ পুনরপি বচন-গ্রহণার্থ উপক্রম করিলেন, "তাবদেব হি" শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী নিজ-সখীর প্রতি কহিলেন, হে সখি! তুমি এই দুষ্ট-মানস-ব্রাহ্মণকে প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক বারণ-বচনে এইস্থান হইতে দূরীভূত কর, নচেৎ এই দুষ্ট-হৃদয়-জটিল-ব্রাহ্মণ পুনশ্চ শ্রীশিব-নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। হে সখি! শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দাকর্ত্তাই যে কেবল পাপভাগী হয়, তাহা নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি শ্রীশিবদেবের সেই নিন্দাবচন শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তিও এই জগতীতলে পাপভাগিনী হইয়া থাকে। হে সখি! আমার মনে হইতেছে যে, এই দুষ্ট-পুনরপি শ্রীশঙ্কর-দেবের নিন্দা করিবে। অতএব চল, আমরা এই স্থান-পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করি, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

"অয়ং দুষ্টঃ পুনর্নিন্দাং, করিষ্যতি শিবস্য চ। স্থলমেতৎ তথা হিত্বা যাস্যামোঽন্যত্র মা চিরম্।" এইকথা বলিয়া, যাবৎ সসখীজনা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী চলন-কল্পে বামপাদ উৎক্ষিপ্ত করিলেন, তাবৎকালমধ্যেই ব্রহ্মচারি-বেশধারী সেই জটিলদেব কপট-জটিল-রূপ-পরিহার-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করদেব-স্বরূপে "আললম্বে প্রিয়াং স্বয়ম্।" শ্রীমতীপার্ব্বতী-

দেবী-কর্ত্তৃক ধ্যানকালে শ্রীশঙ্করদেব যেরূপে ধ্যাত হইয়াছিলেন, তথা-ভূত-স্বীয়-স্বরূপ-ধারণ করিয়া, শ্রীমতীনগরাজ-নন্দিনীকে দর্শন-দান-পূর্ব্বক তদীয়-গমনে বাধা-প্রদানান্তে আলিঙ্গন-চ্ছলে তাঁহাকে অবলম্বন-পুরঃসর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অবাঙ্মুখী-শিবা-পার্ব্বতীদেবীকে পুনশ্চ এইকথা বলিলেন যে, হে দেবি! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ?

হে দেবি! আমি আর কখনও তোমাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কুত্রাপি গমন করিব না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অভিমত-বর কি ? তাহা অবিলম্বে আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। হে দেবি! অধুনা তোমার সম্বন্ধে আমার আর অদেয় কিছুই নাই। হে দেবি! প্রেমনির্ভর-বহুতর-তপোমূল্যে তোমা-কর্ত্তৃক পরিক্রীত হইয়া, আমি অদ্য-প্রভৃতি তোমার দাসরূপে পরিণত হইলাম। অপিচ, হে প্রিয়ে! পার্ব্বতি! তোমার চিরবিরহে, অথচ স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমার মানস এত অধিকপরিমাণে অধীর হইয়া উঠিয়াছে যে, একটী-মাত্রক্ষণও এক্ষণে আমার নিকটে একটী যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব হে দেবি! তুমি লজ্জা-ত্যাগ কর, এস, আমরা আমাদের গৃহে গমন করি।

দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী পুরাতন-দুঃখ-পরিত্যাগ করিলেন এবং তপস্যা-জনিত পার্ব্বতী দেবীর যে সুমহৎ-দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাও অবিলম্বে বিগত হইল। কারণ, "ফলে জাতে শ্রমঃ পূর্ব্বং, জাতো নাশমবাপ্নুয়াৎ।" অর্থাৎ ফল উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বজাত-শ্রম স্বভাবতঃই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পরমাত্মা শ্রীহরদেবের "ত্যজ্যতাঞ্চ ত্বয়া লজ্জা, এহি যামো গৃহং মম।" এইরূপ বচন-শ্রবণ করিয়া, ব্রীড়িত-মানসে পুরাতনবাক্য-স্মরণ-পূর্ব্বক সখী-মুখ-সাহায্যে পুনঃ পুনঃ "অদ্য-প্রভৃতি তে দাসঃ, তপোভিঃ প্রেম-নির্ভরৈঃ। ক্রীতোঽস্মি তব সৌন্দর্য্যাৎ, ক্ষণমেকং যুগায়তে। এহি যামো গৃহং দেবি! কথ-ঞ্চৈবং বিলম্বসে।" এইরূপ ভাষণ--পরায়ণ, আশ্রমপদে সম্যগ্-ব্যবস্থিত-

শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি পশ্চাদুক্তরূপ-বাক্য-সকল কথন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর আদেশ-বচন-প্রেরিতা-জয়া-নাম্নী-সখী তৎকালোচিত-বাক্যে শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে মহেশ্বর! আমার প্রিয়তমা-সখী গিরিরাজ-কুমারী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অতীব-বিনীতবচনে আপনাকে এইকথা বলিতেছেন যে, হে দেবদেব! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি যে সকল-বাক্য কথন করিব, আপনি মমোপরি কৃপা করিয়া, তদনুরূপ কার্য্য করিবেন; হে দেবদেবেশ! আমি অধুনা আপনার সম্যক্‌রূপ অনুজ্ঞা-লাভান্তে পিতা হিমালয়ের গৃহে গমন করিতেছি। লোক-সমাজে সুপ্রসিদ্ধজনগণ যেরূপ বিধানাবলম্বনে পরম-শুভ-বিবাহ-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া থাকেন, আপনিও তদ্বৎ যথোচিত-নিয়ম, বা বিবাহ-বিধান-প্রতিপালন-দ্বারা লোক-সমাজে স্বীয়-সুবিপুল-সুধা-ধবল-বিমলোজ্জ্বল-যশোরাশি-প্রখ্যাপন-পুরঃসর বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। হে অমরমণে! বিবাহের যে রীতি, আপনি নিশ্চিতই তদনুসারে এই অবশ্য-কর্ত্তব্য-শুভ-বিবাহ-কার্য্য-পরিনিষ্পন্ন করিয়া, এই ধরণীতলে আমার পিতা গিরিরাজ-হিমালয়ের গৃহস্থাশ্রম সফল করুন। আমার পিতা মহারাজ-হিমালয় এই বিবাহ-মহামহোৎসব-ব্যাপারের যাবতীয়-শুভ-কৃত্যাই সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। অতএব আমার পিতা পর্ব্বতরাজ-হিমালয় আপনার সন্তোষ-সম্বর্দ্ধন ও আমার শুভ-সম্পাদন-কল্পে যথাবিধি-বিবাহ-মহোৎসবের আয়োজন করিবেন, সেজন্য আপনি কোনরূপ চিন্তা করিবেন না।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবও তৎকালে শ্রীমতীশিবাপার্ব্বতীদেবীকে এইকথামাত্র বলিলেন যে, হে দেবি! তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই হইবে। এইকথা বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়া, বিশেষ-বিচার-পূর্ব্বক "সস্মার চ ঋষীন্ সপ্ত, বিরহাবিষ্ট-

মানসঃ।” তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও নিজ-রূপের সার্থকতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক পিতৃবিরহ-কাতর-মানসে সখী-জন-সমভিব্যাহারে ত্বরা-সহকারে তপোবন-পরিত্যাগ-পুরঃসর অমর-নগরোপম-পিতৃভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায়.

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একপঞ্চাশ অধ্যায়

অথবা শৈলদুহিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অনুষ্ঠিত অতিতীব্রতর-তপঃ-প্রসূত অনল-তাপে যখন জগতীতলস্থ-প্রাণি-নিচয় নিতান্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠিল, তৎকালে ভগবান্ শতক্রতু-প্রমুখ-দেবগণের স্তুতি-যুক্ত-বিনীত-অনুরোধ-বচন-শতে অনুরুদ্ধ হইয়া, অশেষ জগদীশ্বর শ্রীশঙ্করদেব পরম-তেজস্বী মহর্ষির বেশে সিদ্ধ-সঙ্ঘাত-সেবিত-শৈলেন্দ্র-হিমালয়ে ত্বরান্বিত-মানসে উপস্থিত হইয়া, যেখানে পার্ব্বতীদেবী ঘোরতর-তপস্যা করিতেছিলেন, সেই গৌরী-শিখরে গমন-পূর্ব্বক জগতের তাপোপশান্তি ও ভূধরাত্মজা-কালীদেবীর অভিমত-চির-সঙ্কল্পিত-কামনার পূর্ত্তি-সম্পাদনাভিপ্রায়ে পরীক্ষা-চ্ছলে প্রথমতঃ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে মধুরাক্ষরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে কমললোচনে! পর্ব্বত-রাজ-পুত্রি! তোমার ব্যবসিত কাম কি? তাহা আমাকে বল। হে দেবি! আমি তোমার অভিপ্রেত-কার্য্যে সাহায্য-দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াই, তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছি; সুতরাং রহস্যভূত হইলেও, আমার নিকটে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তোমার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু, সহসা সমাগত-মহর্ষি-রূপ-ধারী শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শৈল-রাজ-দুহিতা-পার্ব্বতীদেবী মহামুনি-মহর্ষিগণের পূর্ব্ব-সিদ্ধ-গৌরব-স্মরণ-পূর্ব্বক মানসে সলজ্জা হইলেও, উত্তর-দানে বাধ্য ভূতা হইয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে মহর্ষে! আমি সম্প্রতি মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক তপশ্চরণে সমাসক্তা রহিয়াছি সত্য; কিন্তু আপনার ন্যায় মহাভাগ-মহর্ষি-তপোধনকে প্রাপ্তা হইয়া, যদি আমি সম্ভাষণ-পূর্ব্বক আপনার বন্দনার্থ নিজ-বুদ্ধিকে নিযুক্তা করি, তবে ভবাদৃশ-ব্যক্তির বন্দন-কল্পে নিযুক্তা বুদ্ধি অবিকল্পিতরূপে অবশ্যই আমাকে পাবিতা করিবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, আমি বাক্যালাপে প্রবৃত্তা হইতেছি।

হে মহর্ষে! আপনি যখন প্রশ্নোন্মুখ হইয়াছেন, তখন আদিতঃ আপনার আসন-পরিগ্রহণ করা উচিত হইতেছে। অতএব আপনি অগ্রে আসন পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক উপবিষ্ট, তথা শ্রমোন্মুক্ত হইয়া, পশ্চাৎ আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, অভিমতানুরূপ-প্রশ্ন করিবেন। এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সেই মহর্ষি-প্রবরকে উপবেশনার্থে দর্ভ-নির্ম্মিত-পবিত্র আসন প্রদান করিলেন।

অনন্তর সতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মহর্ষি-প্রবরকে আসন পরিগ্রহণ করিতে দেখিয়া, বিধিবৎ মান্য ও পূজ্য-বোধে বিধানতঃ তাঁহার পূজা করিয়া, কৃতাসন-পরিগ্রহ-আদিত্যসঙ্কাশ সেই মুনিবরকে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন যে, হে মহর্ষে! আমি যে ব্রতাত্মক-মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতেছি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্প্রতি আপনার সমাগম-বশতঃ আমি ব্রতাত্মক-মৌন-পরিহার-পুরঃসর হ্রীময়-মৌন-গ্রহণ করিলাম এবং হে ব্রহ্মন্! আমি সেই হ্রীময়-মৌনের অন্তভাবাবসানাবসরে অর্থাৎ কথঞ্চিৎ লজ্জাভাবাপগম-সাধন-পূর্ব্বক আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরদানে বাধ্যভূতা হইতেছি।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-সারগর্ভ-যুক্তি-সঙ্গত-বাক্য শ্রবণ করিয়া, আসনোপবিষ্ট-শ্রমোন্মুক্ত-মহর্ষিবেশধারী সেই শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি পূর্ব্ব-প্রশ্ন-বাক্যে কহিলেন,—হে কমললোচনে! "কিন্তে ব্যবসিতঃ কামঃ?" এতাবন্মাত্রই আমার অধুনা প্রষ্টব্য জানিবে। গৌরব-ভাজন-মহর্ষির উক্তরূপ-প্রশ্নবচন-শ্রবণান্তে চারুহাসিনী-পার্ব্বতীদেবীও গৌরব-গর্ভ-মানসে কান্ত-কথালোক-সাহায্যে প্রশ্নকর্ত্তা মহর্ষিকে অবলোকন করিয়া, অযথাবাক্য-সংযম-পুরঃসর এইকথা বলিলেন যে, হে ত্রিকাল-দর্শিন্! ভগবন্! আপনি প্রাণিগণের মানস ও তদন্তর্গত-নিখিলভাব, বা হিত-শুভ-জনক অভিলাষ-সকল অবগত আছেন। কিঞ্চ, মনোবাগভিরত্যর্থই যে দেহিগণ কাম্‌সেবা করিয়া থাকে, তাহাও আপনার অবিদিত নহে।

প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবুধোচিত-বিবিধ উদ্যম-সাহায্যে অতন্দ্রিত অবস্থায় নিপুণতার সহিত বহুবিধ উপায়ানুশীলন-দ্বারা দুর্ল্লভতর

হইলেও, কামভাব-সকল অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তথা অপরাপর-প্রাণি-গণ পরিচ্ছিন্ন-নানাকার উপক্রমাবলম্বনে দেহান্তরার্থে হিতপ্রদ আরম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে হে মহর্ষে! "মমত্বাকাশ-সম্ভূত-পুষ্প-দাম-বিভূষিতম্। বন্ধ্যাসুতং প্রাপ্তুকামা" স্ত্রীর ন্যায় মানসটী কেবল শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-রজঃ-প্রাপ্তি অভিলাষে মুহুর্মুহুঃ প্রসরণশীল হইতেছে। অর্থাৎ হে মহামুনে! আমি কিন্তু নিশ্চিতরূপেই শ্রীভব-ধব-ভবদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য সমুদ্যতা হইয়াছি, জানিবেন।

হে মহাভাগ! একেত শ্রীশঙ্করদেব "প্রকৃত্যৈব" দুরাধর্ষ, তদুপরি তিনি সম্প্রতি কঠোরতর-তপস্যা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় সুরাসুরগণ-কর্ত্তৃক অদ্যাপি স্বরূপতঃ অনির্ণীত, পরমার্থ-ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত সেই শ্রীশঙ্করদেবকে আমি পতিরূপে প্রাপ্তা হইব কিরূপে? বিশেষতঃ সম্প্রতি আবার শ্রীশঙ্করদেব যখন মদনদেবকে নির্দ্দগ্ধ করিয়া, জগতীতলে অতুলনীয়-পরম-চরমোত্তম-বীতরাগিতার পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন, তখন মাদৃশী তপোবন-বাসিনী, দীনা-তপস্বিনী তাদৃশ অমরবরনিকরেশ্বরেশ্বর-পরমেশ্বর-শিবময়-শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা করিয়া, কিরূপে সরসমানসাভিলাষ-সাফল্য-সম্পাদনে সমর্থা, বা কুশলিনী হইবে?

অনন্তর সেই মহামুনি-বেশ-ধারী শ্রীশঙ্করদেব তপস্বিনী-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, প্রক্রমবশে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর মানসিকী-স্থিরতা বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য প্রকৃতার্থক এইবাক্য বলিলেন যে, হে পর্ব্বত-রাজ-পুত্রি! সর্ব্ব লোক-মধ্যেই দ্বিবিধ-মাত্র সুখ বিভাবিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম এই শরীরের অশন-বসন-বিভূষণানুলেপন-যান-বাহনারোহণাদি-বিবিধ-বিষয়-সম্ভোগ-জনিত-মলিন সুখ এবং দ্বিতীয় নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামূত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ, শম-দমাদি-ষট্-সম্পত্তি ও মোক্ষেচ্ছা-রূপ-সাধন-চতুষ্টয়, অথবা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ-যোগানুষ্ঠানজনিত-চেতোনির্ব্বৃতি, অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতা-সাধ্য অনির্ব্বচনীয়-বিমল-সুখ।

এই দ্বিবিধ-সুখের মধ্যে শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে দ্বিতীয়-সুখের আশা করা যে নিতান্ত-বিড়ম্বনা-মাত্র, তাহাও কি আবার বিশেষ করিয়া, বলিতে হইবে ? হে পার্ব্বতি ! শ্রীশঙ্করদেব যে স্বভাবতঃই দিগ্‌-বাসাঃ, ভীম-দর্শন, পিতৃ-বনে শয়নশীল, কপালধারী, ভিক্ষোপজীবী, নগ্নকায়, বিরূপাক্ষ, অস্থির-ক্রিয়, প্রমত্তোন্মত্তকাকার এবং বীভৎস অর্থাৎ অতিঘৃণ্য-কদর্য্য-বস্তু-সংগ্রহণশীল, তাহা তুমি স্বয়ং অবগতা আছ। অতএব এক্ষণে বল দেখি, ঈদৃশ শ্রীশঙ্করদেব হইতে তোমার কীদৃশ-চিত্ত-সুখ-লাভ সম্ভবপর হইবে ? এতাদৃশ মূর্ত্তিমান্ অনর্থ-স্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়া, তোমার কীদৃশ-স্বার্থ সিদ্ধ হইবে ? হে পার্ব্বতি ! এতাদৃশ শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইলে, তোমার অখিল আকাঙ্ক্ষিত-সিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, তোমার কোন একটীমাত্রও যে আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি হইবে, আমার এরূপ মনে হয় না।

কিঞ্চ, হে হিম-গিরি-সুতে ! এইরূপে প্রমত্তোন্মত্ত-শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে চেতো-নির্ব্বৃতিলাভের আশা সুদূর-পরাহতা হইলেও, তুমি যদি এই শরীরের ভোগ ইচ্ছা করিয়া, সম্প্রতি শ্রীশঙ্করদেবকে পতি-রূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলেও, আমার এইরূপ প্রশ্ন হইতেছে যে, যাঁহার দর্শন-মাত্রেই প্রাণিগণ অত্যন্ত-ভয়ভীত হইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বদা জুগুপ্সিত আচার-পরায়ণ, যিনি স্রবদ্‌রক্ত ও বসা-সাহায্যে অভ্যক্ত-আক্ত-কপাল-পাত্র-দ্বারা নিজ-ভূষণ-রচনা করিয়াছেন, নিরন্তর উগ্র-স্বভাব-সম্পন্ন-ভুজগেন্দ্র-সাহায্যে রচিত অঙ্গদাদিভূষণ-ধারণ-বশতঃ যিনি দৃশ্যে ভীষণতর, যিনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করেন, যিনি সদা-কাল রৌদ্রকর্ম্মা প্রমথগণের অনুগত, হে সতি ! পার্ব্বতি ! তাদৃশ শ্রীমন্মহাদেব হইতে তোমার শরীরের সুখ-সম্ভোগ-সাধন কিরূপে সম্ভব-পর হইবে, তাহা কি তুমি একবারও বিচার করিয়া দেখিয়াছ ?

হে পার্ব্বতি ! অনন্ত-মূর্ত্তিমান্ সর্ব্ব-শক্র-নিসূদন-সুরেন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দের মুকুট-ব্রাত-সাহায্যে চরণ-কমল-যুগলে নিঘৃষ্ট-জগদ্ধাতা-শ্রীকান্ত এই শ্রীহরি, সুদর্শন-শোভী শ্রীজনার্দ্দনদেব অবস্থিত রহিয়াছেন, তথা যজ্ঞিয়-হবি-র্ভোজী সুর-সকলের নাথ-নিয়ামক এই পাক-শাসন-বাসবদেব

বর্ত্তমান রহিয়াছেন, দেবতাসকলের মধ্যে নিধি-স্বরূপ এই সর্ব্বকাম-কৃৎ কৃশানু অর্থাৎ জ্বলনদেব অবস্থিতি করিতেছেন, দেহধারী জীবগণের যিনি প্রাণ-স্বরূপ, সেই জগদ্ধাতা-পবনদেবও এইস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তথা সর্ব্বার্থ-মতিমান্, গুহ্যকেশ্বর, রাজা-বৈশ্রবণ অর্থাৎ কুবেরদেবও অলকা-পুরীর অধীশ্বররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে দেবি! পার্ব্বতি! মৎকথিত এই দেব-শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে তুমি যাঁহাকে ইচ্ছা হয়, অভিমত একজনকে পতিরূপে সম্প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন? অথবা হে পার্ব্বতি! অন্য-দেহ-সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বক তুমি যদি মানসেপ্সিত-স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলেও, আমি বলিতেছি যে, "এবমেতৎ ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ হে দেবি! উদ্দিষ্ট-দেবগণের মধ্যে যদি একতম-দেব-শ্রেষ্ঠকে তুমি পতিরূপে প্রাপ্তা হও, তবে তোমার এই শরীরে, তথা পরবর্ত্তী স্বর্গীয়-দেবী-শরীরে নাক-সম্পদ্-সকলের প্রভু তোমার সেই দেব-শ্রেষ্ঠ-পতি অবশ্যই তোমার অভি-লাষানুরূপ-ভোগ-সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।

অথবা হে পার্ব্বতি! বর্ত্তমান-শরীরে এবং "পরত্রাপি" পরলোকে যদি তোমার দিব্য-দিব্য উৎকৃষ্টতর-বহুতর-বিপুল-কল্যাণ-প্রাপ্তিই অভি-প্রেতা হয়, তাহা হইলেই বা তোমার এতাদৃশ-বিপুল-কষ্ট-সাধ্য-কঠোর-তর-তপস্যা করিবার আবশ্যক কি আছে? হে দেবি! পার্ব্বতি! তোমার পিতা হিমবান্ যখন অনন্ত-রত্নের আধারস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন সুর-গণের অধিকারেও যে সকল-দিব্যবিভূতি, বা ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান নাই, তোমার পিতার অধিকারে অবস্থিত সেই সকল-দিব্য-দিব্য ঐশ্বর্য্য, বা বিভূতি-যোগ-বশেই ত তোমার ঐহিক-সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-ভোগবাসনা চরিতার্থা হইতে পারে এবং তোমার পিতা হিমবানের অধিকারে যে সকল উত্তমোত্তম-তীর্থ ও দেবতায়তন আছে, সেই সকল-তীর্থে স্নান, দান, তথা বিবিধদেবালয়ে অবস্থিত-দেবগণের পূজা, মন্ত্র-জপ ও হবনাদি-সাহায্যে তুমি পরলোকেও যথেপ্সিত-কল্যাণ-প্রাপ্তা হইতে পার।

অতএব হে পার্ব্বতি! তথাবিধ-ভোগ, বা কল্যাণ-প্রাপ্তির জন্য

তোমার এই তপোবনে বাস এবং এই অতীব-ক্লেশাত্মক-তপস্থার অনুষ্ঠান কি সর্ব্বথা নিষ্ফল হইতেছে না? কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! অনেক-সময়ে এরূপ দৃষ্ট, বা শ্রুত হইয়া থাকে যে, প্রার্থনা না করিলেও, অভিপ্রেত-সুমহদ্ বস্তুও অনায়াসে করতলগত হইতে পারে, তথা হে ভদ্রে! বহুতর-চেষ্টা, যত্ন, বা প্রার্থনা-সত্ত্বেও অনেক-সময়ে প্রার্থিত-বস্তু সুস্বল্পতর হইলেও, প্রায়শঃ অতিদুর্ল ভ হইয়া থাকে। অথবা হে ভদ্রে! এবিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "অস্থ তে বিধি-যোগস্থ,, ধাতা কর্ত্তাত্র চৈবহি।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

শৈলজা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মহামুনি-বেশধারী শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, কুপিতান্তঃকরণে ক্রোধ-রক্ত-নয়নে কোপ-প্রস্ফুরিত-দশন-চ্ছদ-সঞ্চালন-সাহায্যে কিঞ্চিৎ পরিহাস-মিশ্রিত-ক্রুদ্ধ-জনোচিত-স্বরে তৎকালে এইকথা বলিলেন যে, ভোঃ মুনিবর্য্য! আপনার উপদেশ-বচন-সকল অত্যন্ত মধুর বটে; কিন্তু কি করিব? আমি প্রথম হইতেই যখন শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি অসদাগ্রহ-পরায়ণা হইয়াছি, তখন আপনার সহস্র সহস্র উপদেশ-বচন-শ্রবণ করিলেও, আমার ন্যায় অসদাগ্রহ-পরায়ণ-স্ত্রীজনের আপনার উপদেশ-বচনে কীদৃশী প্রীতি উপস্থিতা হইতে পারে? অথবা ভবদুপদিষ্ট-দেবগণের প্রতি, কিম্বা অন্য-তম-দেববরের প্রতিই বা আমার কীদৃশী প্রীতি আত্মলাভ করিতে পারে? তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

তথা যে ব্যক্তি ব্যসন অর্থাৎ কাম-কোপজ-দোষ-সকলকে বিপত্তি-স্বরূপ মনে করেন, তাঁহার পক্ষে কাম-কোপজ-দোষ, বা অত্যাসক্তি-লক্ষণ-ব্যসন যন্ত্রণা-প্রদ হইলেও, যে ব্যক্তি তাদৃশ-ব্যসনকে বিপত্তিরূপে মনে না করিয়া, প্রিয়-বোধে সাদরে আলিঙ্গন করে, হে মহর্ষে! তাহার পক্ষে ব্যসন কি কখনও যন্ত্রণা-প্রদ হয়? হে মুনিবর! শ্রীশঙ্করানু-রাগলক্ষণ অতীব অসদ্-বিষয়ের গ্রহ, গ্রহণ, বা স্বীকরণ-নিবন্ধন আমি যখন শ্রীশঙ্করানুরাগের পক্ষ-পাতিনী হইয়াছি, তখন আমার মত অসদ্গ্রহ-পর-স্ত্রীজনের অন্য-দেবতার প্রতি প্রীতি হইবে কিরূপে? তথা হে ভদ্র! শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণানুরাগ, বা তদ্বিষয়িণী অত্যাসক্তি-লক্ষণ-ব্যসনকেই অত্যন্ত-সার-শ্রেষ্ঠ-প্রিয়তম-বোধে যখন আমি সাদরে অবলম্বন, অথবা আলিঙ্গন করিয়াছি, তখন আমি উক্তরূপ-ব্যসনে ব্যসনবতী হইলেও, তাদৃশ-ব্যসন আমার নিকটে যন্ত্রণা-প্রদরূপে বিবেচিত হইবে কেন?

পুনশ্চ, হে মহর্ষে! আমার মানসে অধুনা এইরূপ একটী প্রশ্ন সমুল্লসিত হইতেছে যে, যাহারা বিপরীতার্থ-বোদ্ধা, কদাপি কেহ অর্থাৎ যে কোন সদ্-বিবেচনা-শীল-পুরুষ-প্রবর তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রযত্নাবলম্বনেও, সৎপথে নিযোজিত, বা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? যদি কেহ কদাপি তাদৃশ-বিপরীতার্থ-বোদ্ধা দুষ্প্রজ্ঞ-জনগণকে সৎপথে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই, এই পক্ষই আপনার অভিমত হয়, তবে পুনরপি প্রশ্ন হইতেছে যে, ভবদুপদিষ্ট-বাক্য-সকলের সর্ব্বথা বিপরীতার্থ-বোধে আমি যখন সমধিক আগ্রহান্বিতা হইয়াছি, তখন আপনিই বা আমাকে উক্তরূপ-সদুপদেশ-প্রদান-দ্বারা সৎপথে নিয়োজিতা করিতে সমর্থ হইবেন কিরূপে?

হে বিপ্র! আমি এক্ষণে স্পষ্ট-বাক্যে বলিতেছি যে, আপনি আমাকে প্রকৃত-পক্ষে উক্তরূপে অস্থানে অসদ্-গ্রহ-প্রিয়া এবং দুষ্প্রজ্ঞা-শালিনী বলিয়াই অবগত হইবেন। তথা অপর একটী অনুরোধ এই যে, আপনি আমার সহিত অপর কোনরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন না। হে ব্রহ্মন্! আমি এইরূপ স্পষ্ট-বাক্য বলিলাম বলিয়া, আপনি আমাকে অহঙ্কার-মানিনী মনে করিতে পারেন সত্য; কিন্তু ইহাও আপনি নিশ্চিতরূপেই অবগত হইবেন যে, প্রজাপতি-সমান-জ্ঞান-বৃদ্ধ ও সর্ব্ব-দর্শী মহর্ষি হইয়াও, আপনি অদ্যাপিও যে শাশ্বত-জগৎ-প্রভু-দেবদেব সেই শ্রীশঙ্করদেবের যথার্থ, বা বেদ-প্রতিপাদিত-বস্তুভূত-তত্ত্ব অবগত হইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য আমি পরম-পরিতাপ, বিষাদ, বিস্ময়, বা শোক অনুভব করিতেছি।

অমেয়-মহিমোদয়, অজ, ঈশান, অব্যক্ত, পরম-পুরুষ-শ্রীশঙ্করদেবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-ধর্ম্ম-সদ্ভাবাবগতির কথা দূরে থাকুক, আপনি অদ্যাপিও যে স্থূলতঃ শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ক-সম্বোধ-সম্পাদনেও সমর্থ হন নাই, ইহা আমার নিকটে নিতান্ত অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রীশঙ্করদেবের তপস্যা, সঙ্কল্প, অভিধ্যান, ঈক্ষণ, বা নিরঙ্কুশ অষ্টৈশ্বর্য্য-লক্ষণ-বিভব হইতে সমুৎপন্ন-চতুর্দ্দশ-ভুবন-বিবরাভ্যন্তরে এই যে স্বোত্থ অর্থাৎ মাহেশ্বরৈশ্বর্য্য-সমুত্থ-বিভূতি-সকল বিজৃম্ভিত, বিকাশিত, বা বিস্তারিত হইয়াছে,

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মূলভূত উৎকৃষ্টতম-ঐশ্বর্য্য-সম্ভূত এই যে বিভবসকল সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সমগ্র-ভূত-সমাজে প্রকটিত রহিয়াছে, হে ব্রহ্মন্! আপনি শ্রীশঙ্করদেবের সেই সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য-বিষয়েও কি অদ্যাপি অনভিজ্ঞ রহিয়াছেন ?

অথবা আপনার দোষ কি ? হরি-বিরিঞ্চি-প্রমুখ-সুরেশ্বরগণও যখন সেই সর্ব্ব-সুরেশ্বরেশ্বর শ্রীসদাশিবদেবকে স্বরূপতঃ অবগত হইতে সমর্থ নহেন, কিম্বা শ্রীশঙ্করদেবের ঐশ্বর্য্য-পরিজ্ঞানে অদ্যাপি কুশলতা লাভ করিতে পারেন নাই, তখন আপনিই বা ঐশ্বর্য্যের সহিত শ্রীশঙ্কর-দেবকে স্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হইবেন কিরূপে ? কিঞ্চ, হে মহামুনে! "কস্যৈতদ্ গগনং মূর্ত্তিঃ ? কস্যাগ্নিঃ ? কস্য মারুতঃ ? কস্য ভূঃ ? কস্য বরুণঃ ? কশ্চন্দ্রার্ক-বিলোচনঃ ? কস্যার্চ্চয়ন্তি লোকেষু, লিঙ্গং ভক্ত্যা সুরাসুরাঃ ?" তাহা কি আপনি অবগত আছেন ? হে ব্রাহ্মণ! শ্রীসর্ব্বদেব ক্ষিতি-মূর্ত্তিস্বরূপে, শ্রীভবদেব জলমূর্ত্তি-স্বরূপে, শ্রীরুদ্রদেব অগ্নি-মূর্ত্তি-স্বরূপে, শ্রীউগ্রদেব বায়ু-মূর্ত্তিস্বরূপে, শ্রীভীমদেব আকাশ-মূর্ত্তি-স্বরূপে, শ্রীপশুপতিদেব যজমান-মূর্ত্তি-স্বরূপে, শ্রীমহাদেব চন্দ্র-মূর্ত্তি-স্বরূপে এবং শ্রীঈশানদেবই যে সূর্য্য-মূর্ত্তি-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তথা শ্রীশিব-দেবেরই যে জ্যোতির্ম্ময়ী-লিঙ্গমূর্ত্তি সর্ব্বলোকে সুরাসুরনর-কিন্নরগণ-কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সমর্চ্চিত হইতেছে, তাহাও কি আপনার বুদ্ধিবিভব-পথের সমতীত ?

অপিচ, হে মহর্ষে! স্তুতি-সমাপ্তি অবসরে বিধি-বিষ্ণুমহেন্দ্রাদি-দেব-শ্রেষ্ঠগণ ও মহর্ষিগণ যাঁহাকে "শ্রীপরমেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া, ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাকে অদ্যাপিও যে অবগত হইতে পারেন নাই, ইহা কি নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় নহে ? যে সকল-বিধি-বিষ্ণু-বাসবাদি-দেবেশ্বর ও মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্যাদি-মহর্ষি-মহামুনী-শ্বরগণ প্রদোষ-সময়ে নৃত্যাবসানে শ্রীশঙ্করদেবের পাদ-পঙ্কজ-রজঃ শিরঃ-সাহায্যে ধারণ-পূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, হে মহর্ষে! সেই দেবশ্রেষ্ঠ ও মুনি-মহর্ষিশ্রেষ্ঠগণের প্রভাব, তথা প্রভব-পরিজ্ঞানেও কি আপনি অদ্য পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই ?

হে মহর্ষে! এই অদিতি কাহাদের জননী? বৈকুণ্ঠপতি-বিষ্ণু, জনার্দ্দন-নামা নারায়ণ কোন্ রত্ন-গর্ভা-রমণী-শিরোমণির উদর-বিবর হইতে জাত হইয়াছেন? কশ্যপ-মহর্ষির ঔরসে অদিতির গর্ভেই কি নারায়ণাদি-দেবগণ জন্ম-গ্রহণ করেন নাই? মহর্ষি-কশ্যপ কি মহামুনি-প্রজাপতি-মরীচির ঔরস-জাত পুত্র নহেন? অদিতি-দেবী কি প্রজাপতি-পতি-মহারাজ-দক্ষের পুত্রিকা নহেন? এই মরীচি ও মহর্ষি-দক্ষ প্রজাপতি কি কমলাসনদেবেরই পুত্ররূপে জগতীতলে পরিচিত নহেন? এই সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কাহার অভিধ্যানবশে দিব্য-সিদ্ধি-বিভূষিত-হিরণ্ময় অণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন? একমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অভি-ধ্যানবশে ব্রহ্মা যেমন দিব্য-সিদ্ধি-বিভূষিত-হিরণ্ময় অণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ এই প্রাকৃতাংশক অল্পজ্ঞ-জীবগণও কি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অভিধ্যান-মাত্রেই প্রক্ষুব্ধাবস্থায় বহ্নি-বিস্ফলিঙ্গ-ন্যায়ে সমুৎপতিত হয় নাই?

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা, তমো-রজঃ-সত্ত্বগুণা-প্রকৃতি ও মায়াদেবীকে অপেক্ষা করিয়া, তৃতীয়া-প্রকৃতি অবিদ্যা-দেবীর গর্ভে, অথবা ভগবতী-মহামায়া ও শতরূপা-দেবীকে অপেক্ষা করিয়া, তৃতীয়া-প্রকৃতি অদিতিদেবীর গর্ভেই না মধু-দ্বিট্-জনন-ক্রিয়া সঞ্জাতা হইয়াছিল? শ্রীশঙ্কর-দেবের সিসৃক্ষাবসরে অভিধ্যানবশেই না "ব্রহ্মা হিরণ্ময়াত্ত্বণ্ডাৎ, দিব্য-সিদ্ধি-বিভূষিতাৎ" স্বাত্ম-সত্তা-লাভ করিয়া, পশ্চাৎবর্ত্তীকালে আভ্যন্তর-মহাশত্রু-স্থানীয়-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাখ্য-স্ব-কর্ম্মজ-ষড়্-বর্গের সৃষ্টি-কার্য্য বুদ্ধি-পূর্ব্বক পরিনিষ্পন্ন করিয়াছেন? বেদে, পুরাণে, দর্শনে, অথবা সংহিতাদি-ধর্ম্ম-গ্রন্থে যাঁহার জন্ম অদ্যাপি পরিব্যক্ত হয় নাই, সেই সচ্চিদানন্দময়, অব্যক্ত-জন্মা, পরমেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অভিধ্যানবশে সহস্রাংশু-সমপ্রভ-হিরণ্ময়-অণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই না গর্ভ, বা শরীর-সম্বন্ধ না থাকা-নিবন্ধন বেধাঃ, অর্থাৎ সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা এই জগতীতলে অজাতকরূপে প্রথিত হইয়াছেন?

যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব স্ব-যোগ, অর্থাৎ স্ব-প্রতিবিম্ব-সমর্পণ-দ্বারা প্রকৃতি, বা মায়া-গত-সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-ত্রয়ের সংক্ষোভ-সম্পাদন-সাহায্যে

অনেক-কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়াফলাশ্রয়, "মনসাপি" অচিন্ত্য-রচনারূপ, নাম-রূপ-ব্যাকৃত এই প্রাকৃত-প্রপঞ্চের নির্ম্মাণ-কার্য্য-পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, তিনিই না নিজ-বীজ-জাত-হিরণ্ময় অণ্ড হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব-সাধন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি লোককর্ত্তৃতা ও সিদ্ধ-সর্ব্বার্থ ঐশ্বর্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন ? অথবা যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পঞ্চতন্মাত্রাদির উৎপত্তির প্রতি, সপ্তদশাবয়বোপেত-লিঙ্গ-শরীরোৎপত্তির প্রতি, তথা হিরণ্যগর্ভ-স্থূলশরীরোৎপত্তির প্রতি সাক্ষাৎ নিজকর্ত্তৃত্ব-পরিচালন-পূর্ব্বক ইতরনিখিলপ্রপঞ্চোৎপত্তির প্রতি হিরণ্যগর্ভ-দ্বারা কর্ত্তৃত্ব-পরিচালন করিতেছেন, সেই নির্গুণ-নির্ব্বিকার-নিরঞ্জন-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অভিপ্রায় অনুসারেই না শ্রীহিরণ্যগর্ভদেব-কর্ত্তৃক মূর্ত্তি-ত্রয়ের প্রতি, অর্থাৎ রজঃ-প্রধান-কনকাণ্ডজ-ব্রহ্মার প্রতি সর্জ্জন, সত্ত্ব-প্রধান-সর্ব্বগ-বিষ্ণুর প্রতি পালন, তথা তমঃ-প্রধান-কাল-রুদ্রের প্রতি সংহরণভার সমর্পিত হইয়াছে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

অপিচ, হে মহর্ষে! আপনি স্ব-মহিম-প্রতিষ্ঠিত-নির্গুণ-শ্রীমন্মহেশ্বর দেবের পরমোচ্চতম ঐশ্বর্য্য, বা প্রভাব অবগত হইতে না পারেন, কিন্তু আপনি পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-দেব-শ্রেষ্ঠগণেরও কি প্রভাব, প্রতিপত্তি, বা প্রভবের বিষয়ও অবগত নহেন? অথবা আপনি হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কালরুদ্রাদি-দেববরগণের প্রভব-প্রভাবাদির বিষয় না জানিতে পারেন; পরন্তু সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রভাব, বা প্রতিপত্তি সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন বলিয়াই, অদ্যাপি অবনত-মস্তকে তাঁহার আদেশ-প্রতিপালন করিতেছেন। সর্ব্ব-লোক-পিতামহদেব যেমন সর্ব্বদা নব-নব-সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুদেবও অন্য, অন্যাদৃশ, ঈদৃক্, তাদৃক্, অন্যাদৃক্-দেহ-ধারণ করিয়া, স্বীয়-প্রারব্ধ-কর্ম্ম-ফলে নানা-জাতি-মধ্যে বিচরণ-পুরঃসর জগতের পরিপালন-কল্পে উত্তম, মধ্যম, তথা অধম-কৃত্য-সম্পাদন করিতেছেন।

"নানা জাতির্মহাতনুঃ"—শ্রীবিষ্ণুদেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-বরুণ-কুবের-যম-হুতাশনাদি-দেব-শ্রেষ্ঠগণও উদ্যত-বজ্র-মহদ্‌-ভয়-স্বরূপ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আদেশে স্ব-স্ব-প্রারব্ধ-কর্ম্ম-বেগ-বশে নিজ-নিজ অধিকারোচিত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে মহর্ষে! যেমন "কৃত্বান্যং দেহমন্যাদৃক্, তাদৃক্ কৃত্বা পুনর্হরিঃ। কুরুতে জগতঃ কৃত্য-মুত্তমাধমমধ্যমম্", সেইরূপ অন্যান্য-দেবগণও যখন পুরাতন-কলেবর-পরিত্যাগ ও নূতন-শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, নানারূপে সমুদ্ভূত এই সকল-কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থ তত্তৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য হইয়া থাকেন, তখন জন্ম-জরা-মরণাত্মক-সংসার যে প্রতিনিয়তই এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা কি আপনার বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত হইতেছেনা?

অপিচ, হে বিপ্রদেব! এইরূপে স্বয়ং নারায়ণদেব স্বীয়া-চ্ছায়া, প্রতিবিম্ব, অথবা অংশ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, নানা-প্রকারক-জন্ম-গ্রহণ করেন সত্য; পরন্তু বাস্তবিক-পক্ষে দেখিতে হইলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীপরমেশ্বরদেব প্রিয়, অপ্রিয়, দ্বেষ্য, বা বন্ধুরূপে বিবেচনা করিয়া, কাহাকেও সুখময়, বা দুঃখময়-ফলভোগে বাধ্য করেন না। পক্ষান্তরে নির্লিপ্ত-মধ্যস্থ-ভাবাপন্ন, বা উদাসীন-স্বভাব, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ-পক্ষপাত-রহিত-শ্রীপরমেশ্বরদেবের অধিষ্ঠান, বা সন্নিধান-মাত্রেই পরিচালিত-কর্ম্ম-সকল তত্তৎ-কর্ম্ম-কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়া, স্বগত-প্রেরণী-শক্তি-সাহায্যে বিবশাত্মা-জীব-সকলকে তত্তজ্জাতি-মধ্যে জন্ম-গ্রহণে বাধ্য করিয়া থাকে।

প্রস্তাবিত-বিষয়ের সমর্থন-কল্পে দৃষ্টান্ত-প্রণয়নাবসরে এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যেমন উন্মাদাদিজুষ্ট-লোক-সকল যথার্থ ও ইষ্ট-বিষয়-নিচয়কেও বিপরীত বলিয়া মনে করে এবং বিপরীত-ভাবনা-বশতঃ বিপরীত-মতির আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইয়া, লোকসৃষ্ট-ব্যবহার-সমূহে সদাকাল সুখ-দুঃখ-ভোগ, বা সহন করে, সেইরূপ স্বানুষ্ঠিত-কর্ম্ম-গ্রহ-গ্রস্ত-জীবগণ কর্ম্ম-সকলেরই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত-প্রেরণী-শক্তি-বশে বিবশ-মানসে প্রকৃত-পক্ষে যথার্থ ইষ্ট-বিষয়-সকলকেও বিপরীত মনে করিয়া, কর্ম্মানুসারিণী-মতির আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইয়া, লোকব্যবহার-সম্পাদনার্থ বিধি-সৃষ্ট-তত্তৎ-কর্ম্ম-ফল-ভোগোচিত-নানা-জাতীয়-শরীরে প্রবেশ-পুরঃসর স্বকৃত-সুকৃত-দুষ্কৃত-ফল-ভোগে, বা সুখ-দুঃখ-ভোগ-সহনে অগ্রসর হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! প্রস্তাবিত-বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? শাস্ত্রালোচনাবশে প্রকৃষ্টরূপেই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্মফলাবাপ্তি-বিষয়ে মহাসঙ্কটময়-দশাবতার-গহনে নিক্ষিপ্ত স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেবই যখন পূর্ব্বোক্তরূপে স্বোপার্জ্জিত অদৃষ্টাখ্য-পূর্ব্ব-কর্ম্ম-কর্ত্তৃক নিবোধিত, বা নিযোজিত হইয়াছেন, তখন আপনি, আমি, বা অন্যে পরে আমরা সকলেই যে কর্ম্মময়-পাশের বশবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে অপরা বলিবার কথাই বা কি আছে? যদিচ কৃত-নাশ ও অকৃতাভ্যাগমাদি-দোষ-পরিহার-কল্পে

এই স্থির-চর-সুর-নর-কিন্নর-বানরাদ্যাত্মক-পরিদৃশ্যমান অসারতর-সংসারের অনাদিত্ব-কল্পনা সর্ব্ব-বাদি-সম্মতা, তথাপি অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রবাহরূপে এই দৃশ্যাদৃশ্যাত্মক-প্রপঞ্চের অনাদিত্ব অভিমত হইলেও, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হে মহর্ষে! আপনি ও আপনার সমান, বা অধিক ধর্ম্মা মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষি, অথবা ব্রহ্মর্ষিগণও যাঁহার আদি অর্থাৎ অগ্র, বা অন্ত অবলোকন করেন নাই, এই জগতীতলে সেই বিষ্ণুদেবেরও কুত্রচিদপি দেহে দীর্ঘ-জীবিত পরিদৃষ্ট হয় নাই।

অথবা হে মহর্ষে! দেহি-গণের ধর্ম্মই এইরূপ হইতেছে যে, তাহারা কখনও জন্মগ্রহণ করে, কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কখনও গর্ভগত অবস্থায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যদি বা কখনও অপেক্ষাকৃত-দীর্ঘ-জীবন-লাভ করে, তবে জরা ও আময়-গ্রস্তাবস্থায় জীবন-ধারণে বাধ্য হয়, কেহ কেহ বা কচিৎ কচিৎ শত-বৎসর জীবিত থাকে বটে; কিন্তু কচিৎ কচিৎ আবার কেহ কেহ বা অতিবাল্যাবস্থায় বিপন্ন হইয়া থাকে। অনন্তা-সংখ্য-পুরুষের মধ্যে যাঁহারা শত-বৎসর-পর্য্যন্ত আয়ুঃকাল প্রাপ্ত হন, সেই সকল-পুরুষের জন্ম-সংখ্যা যে স্বল্পতরা, তাহা সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। জন্মগ্রহণের অনন্তর যাঁহারা অগ্রে মৃত্যু-মুখে পতিত হন না, তাঁহারাই অমর বলিয়া, অভিহিত হইয়া থাকেন। হে মহর্ষে! বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণের জন্ম, বা নিধন লোকলোচনের গোচরীভূত নহে বলিয়া, তাঁহারা অমরাখ্যা-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অদৃষ্ট-জন্ম-নিধন-বিষ্ণু-প্রমুখ-দেবগণ যে সংশুদ্ধ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া-ছেন, "এতৎসংশুদ্ধমৈশ্বর্য্যং সংসারে কো লভেদিহ?" পক্ষান্তরে হে মহর্ষে! অদৃষ্ট-জন্ম-নিধন-বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণের নানাশ্চর্য্যস্বরূপ-তাদৃশ ঐশ্বর্য্যও ক্ষয়াতিশয়াদি--দোষ-যোগবশতঃ বিজ্ঞ-বিতৃষ্ণ-পরবৈরাগ্য-পরা-য়ণ, জ্ঞানী, বা জগদ্-গুরু-জনগণের পক্ষে নিতান্ত হেয়রূপে বিবেচিত হইয়াছে। অতএব হে ভদ্র! আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, মলিন-স্বল্প-ভূতিক--সুর-সমাজকে, অথবা একমাত্র সর্ব্ব, পিনাকী শ্রীশঙ্করদেব ভিন্ন দ্যুচরগণের অন্যতম কোন দেব-শ্রেষ্ঠকেই মনে মনেও ইচ্ছা করিতেছি না। এই ঐশ্বর্য্যসমূহ প্রাণিগণের পরম অভিলষিত হইলেও, সুরাসুর-

নর-কিন্নরাদি-সমাজে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিতি না করিয়া, তারতম্যতঃ অবস্থিতি করিতেছে; সুতরাং যে যেমন ব্যক্তি, তাহার বুদ্ধি, বল, ঐশ্বর্য্য ও কার্য্যাদির প্রমাণ ও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

এইরূপে মহান্ জনগণের ধী-বলৈশ্বর্য্য-কার্য্যাদির প্রমাণ মহৎ এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর-জন-গণের জ্ঞান, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও কার্য্যাদির প্রমাণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর-নিরূপিত হওয়ায়, আমি যাঁহা হইতে অপর কিছুই নাই, যিনি সর্ব্বোপরি সর্ব্বদা অবস্থিত, যাঁহার ঐশ্বর্য্যালোকে সমগ্র-জগৎ সমুদ্ভাসিত, যাঁহার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যে সুরাসুর-নর-কিন্নর-বিদ্যাধর-সমাজ ঐশ্বর্য্যান্বিত, যাঁহা হইতে সমগ্র-জগৎ সম্প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাঁহার ঐশ্বর্য্য আদ্যন্তহীন, সেই সর্ব্বামরবরেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্বারাধ্য, অশেষ ভুবন-বন্দিত, ভব-ভয়-ভঞ্জন, অখিল-লোক-শরণ, অজ্ঞান-জন্য-দৈন্য-নিবারণ-শ্রীচরণ-কমল-যুগলে সর্ব্বান্তঃকরণে সাগ্রহে সানুরাগে সাদরে শরণাপন্না হইয়াছি। হে মদ্বিধায়ক! মহামুনে! আপনার মতের অতি-বিপরীত, অথচ অতিদীর্ঘ; আমার এইরূপ ব্যবসায় অবগত হইয়া, ইচ্ছা হইলে, আপনি এখানে অবস্থিতি করিতেও পারেন, আর ইচ্ছা হইলে, এইক্ষণ-মাত্রেই এইস্থান হইতে চলিয়া, যাইতেও পারেন। ফল-কথা এই যে, আপনার অবস্থিতি, বা গমনে আমার যে কোনরূপ ক্ষতি, বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাহা আপনি নিশ্চিত জানিবেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

মুনিবর-বেশ-ধারী শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, তৎকালে আনন্দাশ্রু-পরীত-লোচনে সেই তপস্বিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন করিতে সমুৎসুক হইয়াও, পুনরপি বিচার-বশতঃ বহুকষ্টে মনঃ-সংযমন-পুরঃসর পরম-প্রীতান্তঃকরণে অতীব-মধুর-বচনে শৈলজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে অত্যন্ত আশ্চর্য্য, বা বিস্ময়ের সহিত এইকথা বলিলেন যে, হে পর্ব্বতরাজ-পুত্রি! তোমার শ্রীশিব-চরণ-বিষয়িণী পরম-প্রেমরূপা অব্যভিচারিণী-ভক্তি যে অত্যদ্-ভূতরূপা, তাহা আমি নিঃসন্দেহে অবগত হইয়াছি। অধিক কি বলিব? হে পার্ব্বতি! তোমার এই অমল-জ্ঞান-মূর্ত্তিপ্রায়-দিব্যতমা-মূর্ত্তি শ্রীভব-ভাব-প্রতিশ্রয়-বশে আমার মানস-ভাবকে নিতান্তই প্রসন্ন, নির্ম্মল ও পবিত্র করিতেছে। আমি অবশ্যই সেই সর্ব্বদেব-শিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেবের অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-পরিজ্ঞানে সমর্থ নহি, একথা সত্য-পূতা হইলেও, শ্রীশঙ্কর-দেবেরই অনুগ্রহে তৎ-সম্বন্ধে আমি যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তৎ-সাহায্যে তোমার শ্রীশিব-ভাব-বিনিশ্চয়ের দৃঢ়তা অবগত হইবার জন্যই অদ্য আমি এখানে সমাগত হইয়াছি, জানিবে। হে তন্বঙ্গি! অচির-কালমধ্যেই যে তোমার এই মানসাভিলাষ-পরিপূর্ণ হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই।

কারণ, প্রভাকর-দেবের প্রভা কখনও আদিত্যদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করে না, রত্ন-দ্যুতি কি কখনও রত্ন-নিচয় হইতে পৃথক্ হইতে পারে? বর্ণালিকাব্যক্ত অর্থ কি কখনও বর্ণালিকা হইতে পৃথক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? কখনই নহে। অতএব হে দেবি! তুমিই বা শ্রীগিরিশদেব বিনা অবস্থিতি করিবে কিরূপে? হে শৈলকন্যকে! আমার মনে হইতেছে যে, তুমিই যখন বুদ্ধি-কুশল-

নীতি-নিপুণ-জনগণের হৃদয়ে বুদ্ধি ও নীতিরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তখন শ্রীশঙ্করদেবও নিঃসংশয়ে ত্বৎ-প্রদর্শিত-বুদ্ধি ও নীতি-অনুসরণে তোমারই অভীষ্টতম-কার্য্য-সম্পাদন-কল্পে উপযুক্তরূপা ব্যবস্থা, বা বিধান-প্রণয়ন করিবেন। এইকথা বলিয়া, মহর্ষিরূপী শ্রীশঙ্করদেব সহসা মুনিবেশ-পরিহার-পূর্ব্বক নিজরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমক্ষে অবস্থিত হইলে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সহসা শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিয়া, লজ্জাবনত-বদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক কঠোরতর-দীর্ঘ-কালব্যাপি-তপঃ-সাহায্যে, তথা সম্যক্-ধ্যানবলে সমাকৃষ্টা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যেমন শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার গরল-সুন্দর-গলদেশে কনক-চম্পক-কুসুম-মালা-সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক সুদীর্ঘকাল-ব্যাপি-কঠোরতর-সুদুশ্চর-তপঃ-সাহায্যে, তথা-সম্যক্‌রূপ-ধ্যানবলে সমাকৃষ্ট-শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমীপে গমন-পুরঃসর তদীয়-শ্রীশিবানুরাগ-নিশ্চয়, বা শ্রীশঙ্কর-প্রেমের দৃঢ়তা-পরিজ্ঞানান্তে মুনিবেশ-বিসর্জ্জন ও স্বরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থিতা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এইকথা বলিলেন যে, হে পরমেশানি! সুচিরকালযাবৎ গাত্রারূঢ়-ভস্মরূপী কাম-কর্ত্তৃক হৃদয়ে নিপীড়িত, তথা মানসে সুদুঃখার্ত্ত হইয়া, এই দেখ, আমি তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছি এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনীত-বচনে, কাতর-কণ্ঠে, করুণ-স্বরে তোমার নিকটে এতাবতী-মাত্র-প্রার্থনা করিতেছি যে, হে পর্ব্বত-রাজ-পুত্রি! তুমি সুদুশ্চরতরা-তপস্যা-পরিত্যাগ কর।

হে বিশাল-লোচনে! সুদীর্ঘকালব্যাপি-দুশ্চরতর-তপঃ, অবিচ্ছিন্ন-ধ্যান-প্রবাহ, তথা পরিজপ্য-লক্ষণ-মহামূল্য-দ্বারা তোমা-কর্ত্তৃক পরিক্রীত হইয়া, অধুনা আমি তোমারই দাসভাব-প্রাপ্ত হইয়াছি; সুতরাং হে চারু-হাসিনি! অধুনা নিজ-দাসরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক তুমি আমাকে স্বীয়-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত কর। হে পর্ব্বতসুতে! শিবে! তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে আর কিঞ্চিৎমাত্রও কাল-বিলম্ব না করিয়া, ত্বদীয় অঙ্গ-মার্জ্জনে, কিরীট, কুণ্ডল, হার, কেয়ুর, কঙ্কণ, রণন্মণিময়ী-মেখলা,

মধুর-রুণু-রুণু-রব-মুখরিত-রত্ন নির্ম্মিত-নূপুরাদি-বিবিধ-বিচিত্র অলঙ্কার, তথা কল্প-পাদপ-প্রসূত, মণি-মাণিক্য-খণ্ড-খচিত-সুবর্ণাঞ্চল-শোভিত-দিব্য-দিব্য-বসন-পরিধাপনে, অথবা কেশ-সংস্কার, কবরী-বন্ধন, মালতী-কুসুম-মাল্য-সংযোজন, পরিমার্জ্জিত-পাদ-পঙ্কজ-যুগলে গাঢ়তরালক্তকরস-লেপনাদি-বিবিধ-সেবা-কার্য্যে আদর পূর্ব্বক আমাকে নিযুক্ত কর।

হে মহাদেবি! আমি সম্প্রতি দেহস্থ-ভস্মরূপি-কাম-কর্তৃক হৃদয়-দেশে নিরতিশয় নির্দ্দগ্ধ হইতেছি, অতএব তুমি কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে মনোভব-তাপ হইতে সমুদ্ধৃত কর। হে গিরীন্দ্রতনয়ে! আমি অবগত আছি যে, তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-ফল-প্রদা, সর্ব্বদুর্গতি-হরা-দুর্গা-স্বরূপিণী। হে দেবি! কায়-মনো-বাক্যে যাহারা একমাত্র তোমারই আশ্রয়-গ্রহণ করে, দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্গতি সভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, দূরতর-দেশে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। হে সর্ব্ব-দুর্গতি-হরে! দেবি! দুর্গে! আমিও সর্ব্বতোভাবে নিতান্ত-ভক্তি-ভরে সর্ব্বথা তোমারই আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছি, অতএব তুমি নিজগুণে দাসের প্রতি দয়া করিয়া, মহাদুর্গ-স্থানীয় কাম-সাগর-মধ্য হইতে আমার উদ্ধার সাধন কর। হে দয়াময়ি! তুমি যেমন সংসারসেবি-জনগণকে পাদারবিন্দ-যুগলে পরিসেবিতা হইয়া, মোক্ষ-প্রদান করিয়া থাক বলিয়া, জগতীতলে মোক্ষদা-নামে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছ, সেইরূপ হে মহাদেবি! তুমি আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আমাকে এই মহাদুস্তর-কাম-সাগর হইতে সমুদ্ধৃত কর।

হিম-গিরিদেহ-জাতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সমাগত সেই শ্রীশঙ্কর-দেব-কর্তৃক উক্তরূপে প্রার্থিতা হইয়া, লজ্জাবনত-বদনে অথচ সিত-স্মিত-বিকসিত আননে সখীগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের শ্রুতি-গোচর-সুমধুর স্বরে এইকথা বলিলেন যে, আমি পিতা-নগাধিরাজ-হিমবান্-কর্তৃক শ্রীশঙ্কর-কর-কমল-তলে সম্প্রদত্তা না হইয়া, কিরূপে শ্রীশঙ্কর-দেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইব? অথবা তাঁহার অনুগমন করিব? অতএব শ্রীশঙ্করদেব কোন মতিমান্ বিজ্ঞবরকে আমার পিতার নিকটে প্রেরণ-পূর্ব্বক মহারাজ-হিমালয়কে বিবাহার্থ স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত

করুন এবং মৎপিতা-গিরিরাজের সম্মতি অনুসারে যথাবিধি আমার পাণিগ্রহণ করুন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, সেই ভগবান্ শ্রীমন্মহাদেব, ত্রিলোচন-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব তৎকালে বিনা বাক্যব্যয়ে "তথ্যং মেনে গিরি-সুতা-বচনং কামুকোঽপি সন্।" কিঞ্চ, চিত্তে কাম-ভাব-বিমোহিত হইয়াও, তদানীং শ্রীশঙ্করদেব গিরি-সুতা-পার্ব্বতী-দেবী-কথিত-বচন-সকল সত্যার্থ-যুক্ত ও যুক্তি-সঙ্গত মনে করিয়া, তথা দ্রুত-গতি নিজ আশ্রম-পদে গমন-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পাণিগ্রহণার্থ স্থির-নিশ্চয় করিয়া, মরীচি-প্রভৃতি-মহামুনিগণকে স্মরণ করিলেন। এদিকে ভগবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, তপঃ-সিদ্ধি লাভবশতঃ প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ-হাস্য-বিকসিত-শুভাননে শীঘ্র-গতি পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

অথবা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মহামুনি-মহর্ষি-গণেরও অনাচরণীয়-পরম-দুশ্চর-তপশ্চরণ-সত্ত্বেও শ্রীশঙ্করদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থা না হইয়া, হৃদয়ে হতাশা হইলেও, পুনরপি শ্রীশঙ্কর-সমাগম-বাঞ্ছা-বশবর্ত্তি-মানসে যখন "যদি সত্যং তপস্তপ্তং, সত্যঞ্চারাধিতো হরঃ। সত্যং ভবেদ্ যদি তপো, হরস্তেন প্রসীদতু।" এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তথা, তপোবনাশ্রমে অবস্থিতি-কালে কঠিন-কায়-মুনিগণের সাধ্যাতীত-তীব্রাতি-তীব্রতর-দুশ্চর-তপশ্চরণ-সাহায্যে "দৈবেন বিধিনা" শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী যে সময়ে শ্রীহরদেবের পত্নীযোগ্যা বিবেচিতা হইয়াছিলেন, তৎ-কালেই জটাবল্কল-মণ্ডিত-দেহাবয়বা; সুতরাং দীন-বেশা অধোমুখী-মহাসতী-কালী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নিকটে দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী, কৃষ্ণা-জিনোত্তরীয়-শোভী, ব্রাহ্মী-শ্রী-সাহায্যে সর্ব্ব-শরীরাবয়বে দেদীপ্যমান, স্বর্ণসম-গৌরবর্ণে সুশোভন, শত-সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল, ধৃত-ব্রত, কশ্চিদ্-ব্রহ্ম-চর্য্য-পরায়ণ-ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন।

বিতত-জটা-কলাপে উদ্রিক্ত, নাতিস্থূল-নাতিকৃশ-শরীরধারী এই ব্রাহ্মণ-রূপ-ধৃক্ শ্রীশঙ্করদেব তপোবনাশ্রমে উপস্থিতির অনন্তর ধীরপদ-সঞ্চারে প্রথমতঃ কালী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া, তপঃ-কুশল-প্রশ্নান্তে অন্যান্যবিধ-সম্ভাষণাবসরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মনোভাব, বা শ্রীশঙ্করানুরাগ প্রত্যক্ষতঃ অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়া, তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বিকসিতবারিজ-সুন্দর-বদন-বিম্ব-বিবর-বিনির্গত-সুধা-সম-সুমধুর-শ্রবণ-মনো-রসায়ন-বচন-শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, বাগ্মি-জনোচিত-বিচিত্র-বাক্য-সাহায্যে তৎকালে গিরিজা-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, হে কল্যাণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? এবং কিজন্যই বা এই বিজন-বন-প্রদেশে প্রযতাত্ম-

মহামুনিগণেরও অননুষ্ঠেয়-দুর্দ্ধর্ষ-দুষ্কর-তপশ্চরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছ ?

হে ভদ্রে ! তোমার শরীরাবয়ব-দর্শনে বোধ হইতেছে যে, তুমি বহুদিন-যাবৎ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছ, তথা তোমার শরীরাবয়বে প্রৌঢ়, বা বৃদ্ধাবস্থার লক্ষণ-নিচয়ান্তর্গত কোন একটী লক্ষণও অদ্যাপি পরিদৃষ্ট না হওয়ায়, এরূপও মনে হইতেছে যে, হে সুমধ্যমে ! তোমার বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার এখনও বহুতর-দিব্য-সহস্র-সহস্র-বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব হে দেবি ! সম্প্রতি তুমি যে অতিশোভনা-নবীনা-যুবতী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অপিচ, হে বাল-মৃগ-শাবকলোচনে ! সম্প্রতি তুমি পতি-সেবা-পরিত্যাগ করিয়া, তপস্যা করিতেছ কি জন্য ? অথবা হে ভদ্রে ! অদ্যাপি কি তুমি সহধর্ম্ম-চারিণীরূপে সৎকুল-শীল-শোভন, বিদ্যা-বিভবাভিজাত্যাদি-বিবিধ-সদ্-গুণ-গণ-গরীয়ান্ কোন সুপাত্র-কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা হও নাই ? কিম্বা হে তপস্বিনি ! সম্প্রতি তুমি বুঝি কোন অভিমত-সৎপতিলাভপ্রত্যাশা-বশবর্ত্তিনী হইয়াই পুনঃ পুনঃ এই সর্ব্ব-জন-বিস্ময়াবহ-দুষ্কর-তপশ্চরণ করিতেছ ?

অথবা এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, হে ভদ্রে ! তুমি কোন সজ্জনতপস্বি-প্রবরের পরিণীতা-সহচারিণী-তপস্বিনী-পত্নীরূপে তপোবনাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছ এবং তোমার সেই প্রিয়তম-পতিদেব সম্প্রতি ফল-মূলকুশ-পুষ্প-সমিধ্-সলিল-প্রভৃতি-সমাহরণার্থ অন্যত্র-গমন করিয়াছেন। হে দেবি ! আমার এই অনুমান কি সত্য ? কিঞ্চ, হে দেবি ! আমার উক্তরূপ অনুমান যদি সত্যই না হয়, তবে তুমি তরুণী-ভদ্রবংশীয়া-কুলমহিলা হইয়া, এরূপে নির্জ্জন-তপোবনে অবস্থিতি করিতেছ কেন ? হে তপোবন-বাসিনি ! বন-দেবতে ! "এতন্মম সমাচক্ষ্ব, যদি গুহ্যং ভবেন্ন তে।" হে অমলে ! মৎকৃত প্রশ্ন-সকলের উত্তর-প্রদান-কল্পে কথনীয়-বচন সকল যদি তোমার গোপনীয়-রহস্যভূত না হয়, তবে আমার প্রশ্ন-সকলের যথাযথ উত্তরবচন কীর্ত্তন কর এবং যদি তোমার হৃদয়ে সম্প্রতি মন্যু, অথবা শোক-দুঃখের কোন

কারণ থাকে, তবে সেই সমস্ত-বিষয়ও স্পষ্ট করিয়া, সম্পূর্ণরূপে আমার নিকটে বল, আমি অচিরাৎ তোমার হৃদয়-গত-শোক-দুঃখ-নিবারণে, বা তৎকারণ-নিরাকরণে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই।

অনন্তর গিরিজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ব্রাহ্মণরূপধৃক্ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্টা হইয়া, ব্রাহ্মণ-কৃত-প্রশ্ন-সকলের যথোচিত উত্তর-প্রদান-কল্পে কটাক্ষ-সাহায্যে বিজয়া-নাম্নী-নিজ-সখীকে নিযুক্তা করিলেন এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সেই সখী-বিজয়া-দেবীও গিরিরাজ-নন্দিনীর কমল-কল্প-লোচন-সঞ্চালন-কৃত-সঙ্কেতানুসারে মেনকা-কন্যকার মুখাবলোকন করিতে করিতে, তপঃ-প্রবৃত্তির কারণভূত-পূর্ব্বাপর-ঘটনা-সকলের আনুপূর্ব্বী অনুসরণে যথাযথ উত্তরদানে প্রবৃত্তা হইলেন। বিজয়াদেবী কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আমি গিরি-কুমারী-কালী-পার্ব্বতী-দেবীর বচনানুসারে ত্বৎকৃত-প্রশ্নের উত্তর-প্রদানাবসরে আপনাকে যে সকল-কথা বলিতেছি, আপনি অবহিত-চিত্তে সেই সকল-যথাতথ্য-বাক্য শ্রবণ করুন।

হে দ্বিজোত্তম! আপনি এই যে গিরিরাজ-হিমালয়-পর্ব্বতের বাহু-বিশাল-কলেবরৈকদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, এই গিরিরাজ-হিমালয়েরই ইনি কালী ও পার্ব্বতী, এই নামদ্বিতয়ে বিখ্যাতা, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না, সুশোভনা, কমনীয়-কলেবরা কন্যা। এই পার্ব্বতীদেবী অষ্ট-বর্ষমাত্র-বয়ঃক্রম-কালে গঙ্গাবতরণ-প্রস্থে তপঃ-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেবের বিশিষ্টরূপ-পরিচর্য্যার্থ পিতা-হিমালয়-কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক ললাট-লোচনানল-সাহায্যে কামদেব দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইলে এবং কামদেব-শরীরজ-ভস্ম-দ্বারা নিজ-শরীরে ভূতি-লেপ-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, এই পার্ব্বতীদেবী পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে নিজ-নয়ন-যুগল-সমীপে পুরোভাগে মনোভব-মন্মথদেবের দাহ-কর্ত্তা, ভস্ম-ভাব-প্রাপক, পিনাকী শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক ভগ্ন-মনোরথা, বা মানসাভিলাষে খণ্ডিতা হইয়া, হৃদয়, বা মনঃ-সাহায্যে নিজ-রূপ-সৌন্দর্য্যের ভূয়সী-নিন্দা, অর্থাৎ যে রূপ শ্রীহর-মনোহরণে সমর্থ নহে, তাদৃশ শ্রীমহেশ-মানস-মোহনে

অসমর্থ-মদীয় এই অশেষ-রূপ-সৌন্দর্য্যের প্রতি শত শত ধিক্, এইকথা বলিয়া, বারম্বার স্বীয়-সৌন্দর্য্যের গর্হা-কুৎসা করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, হে দ্বিজ! পার্ব্বতীদেবীকৃত এই নিজ-রূপ-গর্হণ অযুক্তি-সঙ্গতও নহে, কারণ, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, চারুতা, বা সৌন্দর্য্য প্রিয়-পতি-বিষয়ে সৌভাগ্য, বা প্রিয়-বাল্লভ্যরূপ-ফল-প্রসব-করিয়া থাকে। "সৌন্দর্য্যস্য তদেব ফলং, যৎ ভর্ত্তৃ-সৌভাগ্যং লভ্যতে।" পক্ষান্তরে স্বশরীর-গত-গঠনাদি-সৌন্দর্য্য-সাহায্যে যদি প্রিয়-বিষয়ে সৌভাগ্য-ফলই সর্ব্বতোভাবে লব্ধ না হইল, তবে তাদৃশ-চারুতা-লক্ষণ-বিফল-সৌন্দর্য্য গর্হণীয় হইবে না কেন? উক্তরূপে স্বীয়-সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া, পশ্চাৎ প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবী সমাধি, বা একাগ্রতা অবলম্বন-পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ-নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত-করণভূত-তপঃ-সমূহ-সাহায্যে স্বীয়-শরীরের অবন্ধ্যরূপতা, বা সৌন্দর্য্য-সাফল্য-সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া, তপশ্চরণ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবকে বশীকৃত করিতে সমুদ্যতা হইলেন।

হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! অন্যথা তীব্রতর-তপশ্চরণাতিরিক্ত অন্য কোন্ প্রকারে, কিরূপেই বা তাদৃশ-দুর্ল্লভতর দুইটী পবিত্র-বস্তু অবাপ্ত, বা পরিলব্ধ হইতে পারে? হে ব্রাহ্মণবর! যাদৃশ-প্রেম, বা স্নেহ-দ্বারা উত্তরকালে প্রিয়তম-পতির অর্দ্ধাঙ্গ-পর্য্যন্ত হরণ করিতে সমর্থা হওয়া যায়, তথাবিধ-প্রেম, প্রণয়, বা স্নেহ এবং তাদৃশ-মৃত্যুঞ্জয়-পতি, এই দুইটীই যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নিতান্তই অপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-লেশেরও অবসর নাই। অতএব স্ত্রী-জনগণের একান্ততঃ অপেক্ষিত-ভর্ত্তৃ-বাল্লভ্য ও জীবদ্-ভর্ত্তৃকত্ব, এই দুইটীই যে কঠোরতর-তপশ্চর্য্যৈক-সাধ্য, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগতা হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপশ্চরণকল্পে দৃঢ়তর-সঙ্কল্প করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ--তপশ্চরণ-খণ্ড

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

"যদুষ্করং যদ্দুরাপং, যদ্দুর্গং যচ্চ দুস্তরম্। তৎ সর্ব্বং তপসা প্রাপ্যং, তপো হি দুরতিক্রমম্।" এই মনু-বচন-প্রমাণানুসারে শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী সুদুশ্চর-তপশ্চরণ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে বশীকৃতা করিতে সমুদ্যতা হইলে, পিতৃগণের মানসী-কন্যকা মেনা-মেনকাদেবী গিরীশ-প্রতিসক্ত-মানসা, হরাসক্ত-চিত্তা, স্বীয়-সুতা-পার্ব্বতী-দেবী তপশ্চরণার্থ কৃতোদ্যমা, কৃতোদ্‌যোগা, উৎকট উৎসাহ-পরায়ণা হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, এই পার্ব্বতীদেবীকে হৃদয়-দেশে পরিরম্ভ, বা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সুমহান্ মুনি-ব্রত-লক্ষণ-সুদুশ্চর-তপশ্চরণ-ব্যাপার হইতে নিবারণ করিতে করিতে, এইকথা বলিলেন যে, হে বৎসে! তোমার মনের ঈষিত ইষ্ট-মনীষিত-শচ্যাদি-দেবতা-সকল আমার গৃহ-সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং তুমি গৃহদেবতা-সকলেরই আরাধনার্থ প্রযত্ন অবলম্বন কর।

হে বৎসে! কোথায় কঠিন-কায়-মহামুনিগণেরও ক্লেশকর-বনবাস, উপবাস, উদবাস, বল্কলবাসঃ, চীরবাসঃ, শরীরেন্দ্রিয়-মানস-সংযম, জ্ঞান-ধ্যান-যোগ-সমাধি-প্রভৃতি-সাধন-সহস্রাভ্যাস-সাধ্যা-তপস্যা, আর কোথায় তোমার এই কুসুম-সুকুমার-কমনীয়-কলেবর? হে পুত্রি! পেলব-মৃদুল-শিরীষ-পুষ্প ভ্রমরাখ্য-ভৃঙ্গের পদ-স্থিতি-সহনে সমর্থ হইলেও, পুনশ্চ পতত্রি-কুলের পদ-ভার-সহনে কদাপি সমর্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ হে পার্ব্বতি! নবনীত-কোমল-তাবক এই বপুঃ অতিসৌকুমার্য্য-নিবন্ধন দিব্যোপভোগ-যোগ্যরূপেই বিবেচিত হইতেছে; কিন্তু কদাপি তোমার এই সুধাসম-সুকোমল-শরীর দারুণ-তপঃ-ক্লেশ-সহনে সমর্থ বলিয়া, আমার মনে হইতেছে না।

হে বিপ্রবর! উক্তরূপে, তথা প্রকারান্তরে পুত্রী-পার্ব্বতীর প্রতি পুনঃ পুনঃ অনুশাসন-লক্ষণ উপদেশ-দান করিয়াও, মেনকাদেবী

কোনরূপেই ধ্রুবেচ্ছা, বা স্থির-ব্যবসায়বতী-স্বীয়া-সুতা-পার্ব্বতীদেবীকে উদ্যম-তপোলক্ষণ উদ্‌যোগ হইতে নিয়মিতা, নিবারিতা বা প্রতিনিবর্ত্তিতা করিতে সমর্থা হইলেন না। অথবা শ্রীমতীমেনাদেবী শ্রীগিরীশ-প্রতিসক্ত-মানসা সুতা-পার্ব্বতীদেবীকে তপোলক্ষণ উদ্যম হইতে প্রতিনিবর্ত্তিতা করিতে সমর্থা হইলেন না বলিয়া, তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, এই জগতীতলে ঈপ্সিত অভীষ্ট অর্থে স্থির-নিশ্চয়সম্পন্ন-মানস, তথা নিম্নাভিমুখ-প্রস্থিত-পয়ঃ, বা বেগবান্ বারি-প্রবাহের প্রতীপ-প্রতিকূল আচরণে, বা প্রতিনিবর্ত্তনে কে কবে কোথায় সমর্থ হইয়াছে? অর্থাৎ হে দ্বিজবর! নিম্ন-প্রবণ-পয়ঃ-প্রবাহের ন্যায় ইষ্টার্থাভিনিবিষ্ট-মানস যে নিতান্তই দুর্ব্বারণীয়, তাহা বোধকরি, আপনার অবিদিত নহে।

অনন্তর কদাচিৎ মনস্বিনী-স্থিরচিত্তা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মনোরথজ্ঞ, অভিলাষাভিজ্ঞ, পিতা হিমবানের নিকটে আসন্নসখী বা, আপ্ত-সখী-মুখ-লক্ষণ উপায়-সাহায্যে যাবৎ-ফলোদয়, ফলোৎপত্তি, বা অভিমতার্থ-নিষ্পত্তি না হয়, তাবদবধি, তাবৎ-পর্য্যন্ত, তাবদন্ত-তপঃসমাধি, বা তপো-নিয়মার্থ নিজার্থে অরণ্যনিবাস, বা তপোবন-বাস প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর গৌরী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অনুরূপ-যোগ্য আগ্রহাখ্য অভিনিবেশ-সাহায্যে সন্তোষশীল-গরীয়ান্-পূজ্যতম-গুরু পিতা হিমবান্-কর্ত্তৃক "কৃতাভ্য-নুজ্ঞা "তপঃ কুরু, ইতি কৃতানুমতিঃ সতী" অর্থাৎ অভ্যনুজ্ঞাতা হইয়া, পশ্চাৎ তপঃ সাফল্য, বা সিদ্ধি-লাভের উত্তরকালে প্রজা, বা জন-সাধা-রণের মধ্যে এই পার্ব্বতীদেবীর অপর-গৌরীনামে প্রথিত হইবার উপযুক্ত অর্থাৎ "গৌরী-শিখর", এই সংজ্ঞা-সাহায্যে প্রসিদ্ধি-লাভের যোগ্য, হিংস্র-প্রাণি-প্রাচুর্য্য-রহিত এই শিখণ্ডিমৎ-শিখরে, বা কলাপি-কুল-সঙ্কুল, পুণ্য-তপোবন-রমণীয়, সুর-সরিৎ-প্রবাহ-পূত-প্রস্থ-প্রদেশে সমাগতা হইয়াছেন।

অপিচ, হে দ্বিজবর! এই পর্ব্বত-প্রস্থে আগমনের অনন্তর অহার্য্য-নিশ্চয়া অনিবার্য্য-নিশ্চয়বতী এই গৌরী-পার্ব্বতীদেবী বিলোল-চঞ্চল-যষ্টি বা প্রতিসর-সমূহ-সাহায্যে অন্যোহন্য উৎপীড়নকারী স্তন-দ্বয়ের অন্তর-গত-চন্দন-প্রবিলোপন-প্রমোচন-পরায়ণ-হার, বা মণি-মুক্তাবলী-বিমোচন,

উন্মোচন, বা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বালারুণ-বভ্রু, বালার্ক-পিঙ্গল, তথা পয়োধর-যুগলের, বা স্তন-দ্বয়ের উৎসেধ উচ্ছ্রায়-বশতঃ বিশীর্ণ-সংহতি, বা বিঘটিতাবয়ব-সংশ্লেষ-সম্পন্ন, কণ্ঠলম্বী স্তনোত্তরীয়ভূত-তপস্বি-জন-নিচয়াদৃত এই বল্কল ধারণ করিয়াছেন।

কিঞ্চ, হে ব্রাহ্মণবর! গৃহাবস্থিতিকালে আমাদের প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীদেবীর আনন-মণ্ডল, বা শরদিন্দু-সুন্দর এই বিমল-বদন-বিম্ব সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ, বিভূষিত, বা মালতী-মাল্য, মণি-মাণিক্য-খচিত-কাঞ্চনময়-বিচিত্র-কুসুম-চয়, মুক্তা-জাল, মণি-রত্ন-চয়াচিত-চন্দ্রকার্দ্ধচন্দ্রক-বিচিত্র-সীমন্তালঙ্কারাদি-কেশালঙ্করণোপকরণ-প্রকরে পরিশোভিত-শিরোরুহ-মূর্দ্ধজ-কৃষ্ণ-নীল-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপ-সাহায্যে যেমন প্রিয়, বা মধুর-দর্শন ছিল, বর্ত্তমানে তপোবন-বাসকালেও আমাদের প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবীর মধুর-মুখ-মণ্ডল মুনি-মহর্ষি-জনোচিত-জটা-কলাপ-কান্তি-পরিবৃতাবস্থায় তদনুরূপ-শোভার আধারে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়ই মধুর, বা প্রিয়-দর্শনরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

অপিচ, লোকসমাজেও ইহা সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, দিবাকর-কর-বিকসিত-কমল যে কেবল ষট্‌প্রদ-শ্রেণী, বা ভ্রমর-পংক্তি-সমূহ-সাহায্যেই শোভিত, বা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা নহে; কিন্তু "সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে", শৈবলাসঙ্গ, বা সহযোগ-নিবন্ধনও প্রফুল্ল-পঙ্কজ পরম-শোভা, নিরতিশয় প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রিয়-সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপোরূপ-ব্রতার্থে নিয়ম-পরিপালন-কল্পে "প্রতিক্ষণং" ক্ষণে ক্ষণে কৃত-রোম-বিক্রিয়া, পারুষ্য-প্রযুক্ত-কৃত-রোমাঞ্চা, রোম-হর্ষণ-জননী-ত্রিগুণা-ত্রিরাবৃত্তা যে মৌঞ্জী-মুঞ্জময়ী-মেখলা, বা কাঞ্চী ধারণ করিয়াছেন, প্রথম-নিবদ্ধা এই মৌঞ্জী-কর্ত্তৃক আমাদের প্রিয়সখী এই পার্ব্বতীদেবীর রশনাগুণাস্পদ, বা জঘন-স্থান সরাগ, সলোহিত, বা সৌকুমার্য্যাতিশয়-নিবন্ধন রুধির-গত-লোহিত-বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

অপিচ, অধুনা পার্ব্বতীদেবীর রাগ-ত্যাগ-বশতঃ তপো-বিরোধী অধরোষ্ঠানুরঞ্জন, বা কন্দুক-ক্রীড়ার প্রয়োজন নাই; সুতরাং লাক্ষারস-রঞ্জন-পরিত্যক্ত হওয়ায়, বিস্পষ্ট-রাগ অধরোষ্ঠ-প্রদেশ হইতে নিবর্ত্তিত,

তথা পতন-সময়ে অতীব উন্নত-স্তন-যুগলে উপরোধ-প্রাপ্তি-বশতঃ স্তনাঙ্গ-রাগে অরুণিত অরুণীকৃত-ক্রীড়াকরণভূত-কন্দুক হইতে প্রত্যাহৃত-প্রতি-নিবর্ত্তিত, অথচ বর্ত্তমান-তপশ্চরণাবসরে উপযোগ, বা প্রয়োজনানুরূপ-কুশাঙ্কুর-সকলের আদান-লবন-ছেদন-প্রযুক্ত পরিক্ষত-ব্রণিতাঙ্গুলি-সকলে শোভমান এই কর-কমল, বা দক্ষিণ-পাণি-পঙ্কজ দেবী-কর্ত্তৃক অক্ষ-সূত্র-প্রণয়ী, বা অক্ষ-মালা-সহচররূপে নিযোজিত হইয়াছে।

মহান্ অর্হ-মূল্য-ব্যয়-পূর্ব্বক ক্রীত, বা সংগৃহীত, কুসুম-কোমল-সুধা-ধবল-সূক্ষ্ম-স্বচ্ছ-বসনাস্তৃত-সুপ্রশস্ত-মহার্হ-শ্রেষ্ঠ-শয্যাতলে পরিবর্ত্তন-লুণ্ঠন-প্রসঙ্গে পরিচ্যুত-পরিভ্রষ্ট-স্বীয়-কেশ-পুষ্প-সকলের স্পর্শন-মাত্রেও যে দেবী পুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্য-নিবন্ধন ব্যথা-ক্লেশ-দুঃখানুভব করিতেন, হে ভূদেববর! সেই এই গিরিরাজ-নন্দিনী-পার্ব্বতীদেবী অধুনা "বাহুলতা-মেব উপধত্তে, উপধানী করোতীতি" বাহুলতোপধায়িনী হইয়া, স্থণ্ডিলাখ্য-সংস্তরণ-রহিত-কেবল-ভূমিতলে শয়ন, তথা উপবেশন করিয়া থাকেন; পরন্তু কদাপি কেবল-ভূতলাতিরিক্ত অন্যত্র, উপরিতন-প্রদেশে শয়নোপ-বেশন-ব্যবহার-সম্পাদন করেন না।

কিঞ্চ, হে দ্বিজবর! আপনি এই যে তন্বী-লতা-সমূহে "বিলাস এব চেষ্টিতং", বিলাস-চেষ্টিত অবলোকন করিতেছেন, তথা এই যে নবীন-হরিণাঙ্গনানিচয়ে বিলোল-দৃষ্ট, বা চঞ্চলাবলোকিত আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আপনি যেন এইরূপ মনে করিবেন না যে, অপর কোন ব্যক্তি তন্বী-ব্রততী ও কুরাঙ্গাঙ্গনাগণকে এই বিলাসচেষ্টিত এবং বিলোলাব-লোকিত অর্পণ, বা দান করিয়াছেন; পরন্তু আপনি এইরূপ অবগত হইবেন যে, আমাদের এই নিয়মস্থা-তপোব্রত-পরিপালন-পরায়ণা-পার্ব্বতী দেবী-কর্ত্তৃকই পুনরপি গ্রহণ, বা আনয়নাভিপ্রায়-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন "দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ং" অর্থাৎ তন্বী-লতা-সমূহে নিজ-বিলাস-চেষ্টিত এবং হরিণাঙ্গনা-নিচয়ে বিলোল-দৃষ্ট, চঞ্চলাবলোকিত-নিক্ষেপ-ন্যাস-স্বরূপেই যেন সমর্পিত হইয়াছে।

তথা হে ব্রাহ্মণোত্তম! আপনি এই যে আশ্রম-পাদপ-সকল অব-লোকন করিতেছেন, এই স্বল্প-বৃক্ষ-সকলকে আমাদের প্রিয়সখী-পার্ব্বতী-

দেবী স্বয়ংই সদাকাল অতন্দ্রিতা, অসঞ্জাত-তন্দ্রা, বা আলস্য-রহিতা হইয়া, ঘট-সমূহ-স্থানীয়-স্তন-দ্বয়ের প্রস্রবণ-প্রস্থত-পয়ো-নিচয়-সাহায্যে বিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। হে দ্বিজ-সত্তম! আমি শ্রীমান্ নারদদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, উত্তরকালে প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবীর গুহ-নামা এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে দ্বিজবর! আমার মনে হয়, গুহ-নামা-পুত্র উৎপন্ন হইলেও, যাহারা প্রথম-জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রথমাপ্ত-জন্মা, বা অগ্র-জাত, ঘট-স্তন-প্রস্রবণ-বর্দ্ধিত-বাল-বৃক্ষ-সকলের প্রতি পার্ব্বতীদেবীর যে অপত্য-স্নেহ, পুত্র-বাৎসল্য, বা সুত-প্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তিনিও অপাকৃত-নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইবেন না। অর্থাৎ দেব-সেনাপতি-কুমারদেবের উদয় হইলেও, প্রথম-লব্ধ-জন্মা বাল-পাদপ-সকলের প্রতি পার্ব্বতীদেবীর যে সুত-স্নেহ সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা কদাপি মন্দীভূত, বা দূরীভূত হইবে না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

পুনশ্চ, হে দ্বিজ-পুঙ্গব! নিতান্ত আবেগভরে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, নীবারাদি-লক্ষণ আরণ্য-বীজাঞ্জলি-দান-দ্বারা লালিত-পালিত-বন-হরিণ-সকল দেবীর প্রতি তথা তাদৃশ-বিস্রম্ভ-বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছে, যাদৃশ-বিশ্বাস-নিশ্চয়-বশে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অবসর-বিশেষে সাময়িক-কুতূহল, বা ঔৎসুক্য-প্রযুক্ত তদীয় অর্থাৎ হরিণ-সম্বন্ধী নয়ন-নেত্র, বা করণ-ভূত-ললিত-লোলায়ত-লোচন-নিচয়-সাহায্যে পুরঃ অগ্রে অবস্থিত, বা বর্ত্তমান-সখী-সমূহের প্রত্যেকশঃ লোচন-যুগল অক্ষি-পরিমাণ-তারতম্য-জ্ঞানার্থ মান-বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্যতঃ আশ্রমবাসী জনগণের সম্বন্ধে হরিণগণ এরূপ বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদের অক্ষি-সকলকে নিপীড়িত করিলেও, তাহারা বিক্ষুব্ধভাব ধারণ করে না।

হে বিপ্রোত্তম! আপনি যেমন আমাদের প্রিয়সখী-পার্ব্বতীদেবীকে দর্শন করিবার জন্য এই আশ্রম-পদে সমাগত হইয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য-সময়েও কৃতাভিষেকা, ত্রিসবন-কৃত-স্নানা, হুতাগ্নিকা, কৃত-হোমা, ত্বগুত্তরাসঙ্গবতী, অর্থাৎ ত্বগ্-বল্কল-সাহায্যে উত্তরাসঙ্গবতী উত্তরীয়বতী, "অধীতমস্যাস্তীতি" অধিতিনী-স্তুতিপাঠাদিমতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, অনেকানেক-মহামুনি-মহর্ষিগণও সমুপাগত হইয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, "ন তেন বৃদ্ধো ভবতি, যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বা যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।" অতএব ইহা নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্ম-জ্যৈষ্ঠ্যসত্ত্বে বয়ো-জ্যৈষ্ঠ্য প্রযোজকরূপে পরিগৃহীত না হওয়ায়, বয়ো-জ্যেষ্ঠ মহামুনি-মহর্ষিগণ বয়ঃ-কনিষ্ঠা-পার্ব্বতীদেবীর দর্শনার্থ সমাগত হইয়া, কনিষ্ঠ-সেবা-জনিত-দোষে দুষ্ট হন নাই; সুতরাং কবি-জন-সুলভ-প্রতিভানুসরণে

ইহাও অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, "ন ধর্ম্ম-বৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে। ন সমীক্ষ্যতে, ন প্রমাণীক্রিয়তে ইত্যর্থঃ।"

হে বিপ্রবর! কপট-রহিত-কথোপকথনাবসরে ইহাও অবশ্যই আমার পক্ষে বক্তব্যরূপে অবতীর্ণ হইতেছে যে, আমাদের এই আশ্রম-কাননে যে সকল বিরোধী সত্ত্ব, পরস্পর-বিরোধ-পরায়ণ-গো-ব্যাঘ্রাদি-জীবগণ বিচরণ করে, তাহারা সকলেই পূর্ব্ব-সঞ্চিত-মৎসর, বা পূর্ব্ব-বৈর-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সর্ব্বথা হিংসা-পরিহার করিয়াছে, সুশীতল-ছায়া-প্রদ আশ্রম-পাদপ-সকল সর্ব্বদা অভীষ্টতম-পত্র-পুষ্পফল-প্রসব করে বলিয়া, তাহাদিগের দ্বারাই নব নব ইষ্টতম-ফল-দান-সাহায্যে আশ্রমা-গত অতিথিগণ প্রতিদিন অর্চ্চিত পূজিত হইয়া থাকেন, তথা আমাদের এই আশ্রম-কাননান্তর্গত-নব উটজ, নব-নির্ম্মিত-পর্ণশালা-সমূহের অভ্যা-ন্তরভাগে নিত্যাগ্নি-হোমার্থে যথাবিধি-মন্ত্র-পূত-সম্ভৃত-সঞ্চিত-দক্ষিণাবর্ত্ত ঊর্দ্ধ-শিখ অনল, বা হোমাগ্নি-সকল নিরন্তর-প্রজ্বলিত হইতেছে!

অতএব আমাদের প্রিয়সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, বা অধিকৃত হইয়া, তথা-কথিত-সদ্‌গুণ-সমূহে সদা সমলঙ্কৃত; সুতরাং পরম-পবিত্র এই তপোবন যে পূততম-জনগণেরও পরমপাবনতমরূপে প্রীতি-প্রদ-পরিণাম-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কারণ, শাস্ত্রে অহিংসা, অতিথি-সৎকার ও অগ্নি-পরিচর্য্যা-প্রভৃতিরই জগৎপাবনতা অভিহিতা হইয়াছে। অপিচ, হে ভূদেববর! প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীদেবী যে সময়ে মনে মনে নিশ্চিতরূপে অবগতা হইলেন যে, তাবান্-তাবৎ-প্রমাণ-পূর্ব্ব-তপঃ-সমাধি অর্থাৎ পূর্ব্বতঃ অনুষ্ঠীয়মান-প্রকার-সাহায্যে প্রতিপালিত-তপো-নিয়ম-দ্বারা কখনই আমি অভীষ্টতম-কাঙ্ক্ষিত-ফল-লাভে সমর্থা হইব না, পক্ষান্তরে আমি তাবন্মাত্রনিয়মা-বলম্বনে সুদূর-ভবিষ্যৎকালেও অভিমত-ফললাভে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থা হইব, তৎকালেই অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী স্ব-শরীর-মার্দ্দব, বা নিজদেহগত-মৃদুতা-লক্ষণ-সৌকুমার্য্যের অপেক্ষা, গণনা না করিয়া, মহৎ সুদুষ্কর-তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া, ফল-সাধন-কল্পে মহত্তম উপক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পিতৃ-ভবনে অবস্থিতিকালে যে পার্ব্বতীদেবী কন্দুকলীলা, বা কন্দুক-ক্রীড়াবসরেও ক্লম, বা গ্লানি অনুভব করিতেন, সেই দেবী-পার্ব্বতী যখন তথাবিধ-প্রেম ও তাদৃশ-পতি-লাভ-প্রত্যাশায় মহামুনিগণের চরিত-লক্ষণ-তীব্রতর-তপঃসাগরে অবগাহন করিলেন, হে বিপ্রবর! তখন আমি মহাদেবী-পার্ব্বতীকে তাদৃশ-তীব্রতর-দুস্তর-তপস্যা-সাগরে প্রবিষ্টা হইতে দেখিয়া, উৎপ্রেক্ষা-বশবর্ত্তী হৃদয়ে এইরূপ কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, নিশ্চিতই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর এই দিব্যতম-বপুঃ, কুসুম-সুকুমার-কলেবর কাঞ্চনময়-পদ্ম, বা সুবর্ণময়-কমল-সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব দেবী-শরীর প্রকৃতি, বা পদ্ম-স্বভাব-বশতঃ মৃদু-সুকুমারতর হইয়াও, কাঞ্চন-স্বভাব-প্রযুক্ত সসার, বা কঠিনতরই হইয়াছে; সুতরাং সুবর্ণ-কমলোপাদানকত্ব-নিবন্ধন মহাদেবী-পার্ব্বতীর কলেবর সুকুমারতর হইলেও, অবশ্যই তীব্রতর-তপঃ-ক্লেশ-সহন-ক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই।

শুচি-গ্রীষ্মকালে শুচি-স্মিতা-বিশদ-মন্দ-হাসা-সুমধ্যমা-পার্ব্বতিদেবী বৈশ্বানরেষ্টি-বিধান-সাহায্যে প্রজ্বালিত, হস্তান্তরে অবস্থিত, ঊর্দ্ধ-জ্বলন-শীল, হবির্ভোজী অগ্নি-চতুষ্টয়ের মধ্যগতা হইয়া, পঞ্চমাগ্নি-স্থানীয়-সূর্য্য-বিম্বের নেত্র-প্রতিঘাতিনী-প্রভা, বা সাবিত্র-তেজঃ-সমষ্টিকে বিজিতা, পরাজিতা করিয়া, শুভাশুভ অন্য-সর্ব্ব-বিষয় হইতে লোচন-যুগলের বিনিবর্ত্তন-সাধন-পূর্ব্বক অন্যত্র অনর্পিতা, বা অনন্যগতা-দৃষ্টি-সাহায্যে কেবলমাত্র "সবিতারমৈক্ষত।" তাৎপর্য্য এই যে, বিভাবসু-বিম্ববিলোকন-তৎপরা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী "গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো, বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।" এইরূপ শাস্ত্র-স্মরণ-বশতঃ পঞ্চমাগ্নি-নির্ণয়াবসরে "অগ্নিঃ সবিতা, সবিতৈবাগ্নিঃ", এইরূপ শ্রৌত-লিঙ্গ-দর্শন-প্রযুক্ত আদিত্যদেবকে পঞ্চম অগ্নি-স্বরূপে নিশ্চয় করিয়া, পঞ্চাগ্নি-মধ্যে অবস্থিতা হইয়া, উৎকট-তপশ্চরণে আত্মনিয়োগ করিলেন।

হে দ্বিজবর! পঞ্চাগ্নি-মধ্যস্থা, বিভাকর-বিম্ব-বিলোকন-পরায়ণা-পার্ব্বতীদেবী উক্তরূপ-পঞ্চাতপা-চর্য্যায় প্রবৃত্তা হইলে, সবিতা-শ্রীসূর্য্যদেবের গভস্তি-কিরণ-কলাপ-দ্বারা, তথা পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অতিতপ্ত-

সন্তপ্ত-তদীয়-মুখ-মণ্ডল ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে কমলের শ্রীশোভা-ধারণ-পূর্ব্বক পরম-রমণীয়তা প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ রবি-তাপ-প্রতাপ-বশে কমল যেমন ম্লান হয় না, প্রত্যুত বিকসিত হইয়া, উত্তম-শোভার আধারে পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীরও মুখ-মণ্ডল দিবাকর-কর-নিকরে অতিতপ্ত হইয়াও, ম্লানভাবের পরিবর্ত্তে বিকাশভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে; কিন্তু শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বিকসিত-কমল-শ্রী-সম্পন্ন এই শ্রীমুখ-মণ্ডলান্তর্গত-কেবলমাত্র দীর্ঘ অপাঙ্গ, বা নেত্রান্ত-যুগলেই সৌকুমার্য্য-নিবন্ধন শনৈঃ শনৈঃ মন্দ-মন্দ-ভাবে শ্যামিকাপর-পর্য্যায়-কালিমা পদ, বা স্থান অধিকার করিয়াছিল।

কিঞ্চ, অতিকঠোরতর-তপশ্চরণাবসরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পারণা-বিধির বিবরণ করিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অযাচিতোপস্থিত, বা অপ্রার্থিতোপনত কেবল অম্বু, উদক, জল এবং রসাত্মক, অমৃতময়, উড়ুপতি, নক্ষত্ররাজ-চন্দ্রের, শ্রীসুধাকরদেবের অমৃতময়-রশ্মি, বা কর-নিকর-মাত্রই আমাদের প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীদেবীর পারণা-বিধি, বা অভ্যবহার-কর্ম্ম-স্বরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের সাধনান্তর-ব্যাবৃত্ত্যর্থক অভেদ-ব্যপদেশ-ফলে এইরূপ তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইবে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পারণা-বিধি তাবন্মাত্র-সাধনক, বা অযাচিতোপস্থিত অম্বু ও সুধাংশুদেবের অংশু সমূহ-মাত্র-সাধনকই হইয়াছিল। নির্গলিতার্থ এইরূপ হইতেছে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পারণা-বিধি বৃক্ষ-সকলের যে বৃত্তি, বা জীবনোপায়, তদ্ব্যতিরিক্ত-সাধন, বা উপায়-সম্পন্ন হয় নাই; পরন্তু পাদপ যেমন অযাচিতোপস্থিত-বারিদ-বিমুক্ত উদক ও ইন্দু-কিরণ-নিকরাবলম্বনে জীবন-ধারণ করে, আমাদের অম্বিকা-পার্ব্বতীদেবীও সেইরূপ অযাচিতোপস্থিত-মেঘ-মুক্ত-সুপবিত্র-বিমল-শীতল-সলিল এবং সুধাকর-কর-নিকর-মাত্রাবলম্বনে জীবন-ধারণ করিতেছেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

পুনশ্চ, হে জটিল-তাপসবর! আপনি বিস্পষ্ট-ভাষায় বিশদ-বিশেষ-বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা-প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই, আমি আপনাকে বলিতেছি যে, প্রিয়তমা-সখী-পর্ব্বতরাজ-পুত্রী-শুচি-স্মিতা-পার্ব্বতী-দেবী "শুচৌ গ্রীষ্মকালে" নভশ্চর-খেচর আদিত্যরূপ, তথা ইন্ধন-সম্ভৃত-কাষ্ঠ-সমিদ্ধ-হস্তান্তরিত অপর-বহ্নি-চতুষ্টয়-ভেদে বিবিধ-পঞ্চবিধ আতপ, বা অনল-সাহায্যে "নিকামং অত্যন্তং" তপ্তা-সন্তপ্তা হইয়া, তথা তপাত্যয়ে গ্রীষ্মাবসানে প্রাবৃট্-সমাগমে নব-বারিদ-বিমুক্ত-নব-বারি-ধারা-সহস্রে উক্ষিতা, অভিষিক্তা হইয়া, পঞ্চাগ্নি-পরিতপ্তা-পৃথিবীদেবীর সহিত ঊর্দ্ধগ ঊর্দ্ধ-প্রসৃত উষ্মা, বা বাষ্প-পরিত্যাগ করিলেন।

অপিচ, হে বিপ্রবর! বর্ষা-সমাগমে নব-নিপতিত-স্নিগ্ধ-প্রথম উদবিন্দু-সকল শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পক্ষ্ম-সান্দ্র-ঘন-নিবিড়-লোচন-লোম-সকলে ক্ষণমাত্রকাল স্থিত স্থিতি-প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ অতিমৃদু ওষ্ঠাধর-প্রদেশে পতিত হইল এবং ওষ্ঠাধর-দেশকে তাড়িত-ব্যথিত করিয়া, পশ্চাৎ পয়োধর-যুগলের উৎসেধ, বা উপরিভাগে নিপতিত হইল। এইরূপে কঠিন-কুচোপরিভাগে নিপতিত; সুতরাং চূর্ণিত-জর্জ্জরিত উদক-বিন্দু-সকল কঠিনোন্নত-স্থূল-বিপুল-স্তন-মণ্ডলের উপরিতন-প্রদেশ হইতে নিম্নোন্নততা-প্রযুক্ত ক্রমে স্খলিত হইয়া, বলী উদর-রেখা-সমূহে পতিত হইল। অনন্তর বলী-নিচয়ে স্খলিত-নিপতিত সেই প্রথমোদবিন্দুসকল প্রতিবন্ধ-বাহুল্য-নিবন্ধন উক্তরূপে শীঘ্রতার পরিবর্ত্তে বিলম্বের সহিত গম্ভীর-নাভিদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু নাভিদেশের অত্যন্ত-গাম্ভীর্য্য-বশতঃ পুনশ্চ নাভীরন্ধ্র হইতে নির্গত হইতে সমর্থ হইল না।

তথা হে দ্বিজবর! নিতান্ত-দুরন্ত-বর্ষা-সময়েও আমাদের প্রিয়তমা

সখী-পার্ব্বতীদেবী নিকেত-নিকেতন, বা সুধা-ধবল-সৌধতলে নিবাস করেন নাই। প্রত্যুত যে সময়ে নিরন্তর-নীরন্ধ্র-স্থূল-বৃষ্টি-ধারা-সকল নিপতিত হইতেছিল এবং সেই নিবিড় বৃষ্টিধারার সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রবলতর-পবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল, তাদৃশ অবসরেও অনিকেত-বাসিনী, অনাবৃত-দেশে নিবসনশীলা, শিলাশয়া-শিলাতল-শায়িনী এই মহাতপস্বিনী-পার্ব্বতী-দেবীকে তড়িন্ময়-বিদ্যুদ্রূপ-উন্মিষিত অবলোকন, বা অবলোকন-সাধন-সাহায্যে বিশেষরূপে বিলোকন করিয়া, বর্ষা-কালীনা-রাত্রি-সকল শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকৃত-মহাতপস্যার সাক্ষী সাক্ষাৎদ্রষ্টৃ-জনের উপযুক্ত, উচিত-কার্য্যে সাক্ষ্যে অবস্থিত হইয়াছিল। কিঞ্চ, "আদিত্য-চন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ, দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে, ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্।" ইত্যাদি-শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-বচনানুশীলন-দ্বারা ইহাও সুসিদ্ধ হইতেছে যে, পরলোকে ধর্ম্মরাজ-যমদেবের ভবনে বিচারার্থে উপনীত-নর-নারী-বৃন্দের ইহলোক-কৃত-শুভাশুভ-ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-নির্ণয়াবসরে আদিত্য-চন্দ্রাদির ন্যায় রাত্রি অর্থাৎ তদভিমানিনী দেবতাও সাক্ষী সাক্ষাদ্-দ্রষ্টৃ-জনের উপযুক্ত-যথোচিত-কার্য্যে-সাক্ষ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

এইরূপে গ্রীষ্ম ও বর্ষা-সময়োচিত-বিহিত-তপঃপ্রকারকীর্ত্তনান্তে হে মহাভাগ! আমি শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর হেমন্তকালীন-তপঃ-প্রকার কথন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী অত্যন্ত-নিরতিশয়-হিমোৎকির বা হিম-কণ-সকলের ক্ষেপণকারী, হিম-সংহতি-বর্ষি-প্রবল-পবন-প্রবাহ-যুক্ত-সহস্য-রাত্রি-সকল, অর্থাৎ পৌষ-মাসীয়-নিশা-সমূহ উদবাসে তৎপরা, উদকে নিবাসাসক্তা, তথা পর-স্পরাক্রন্দনশীল, অন্যোঽন্য আক্রোশন-পরায়ণ, পুরঃ অগ্রে অবস্থিত, বিযুক্ত, বিরহী, বিয়োগ-প্রাপ্ত-চক্রবাক-যুগলের মিথুনে দ্বন্দ্বে, অর্থাৎ চক্রবাকী-চক্রবাকের প্রতি কৃপাবতী হইয়া, যাপন করিয়াছিলেন। "অপ্সু বাসশ্চ হেমন্তে, ক্রমশোবর্দ্ধয়েত্তপঃ।" এই মনু-বচনানুসারে উদ-বাসে তৎপরা-পার্ব্বতীদেবী দুঃখিত-জন-সমূহের প্রতি কৃপালুতা-লক্ষণ মহাজনগণের স্বভাবানুকরণ-পূর্ব্বক দুঃখিত-চক্রবাকী-চক্রবাকের প্রতি

কৃপাবতী হইয়াছিলেন, কিন্তু কামিতা-প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রতি কৃপা-প্রকাশ করেন নাই ; সুতরাং চক্রবাকী-চক্রবাকের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-বশতঃ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কোনরূপেই নিন্দনীয়া হইতে পারেন না।

কিঞ্চ, উদবাস-তৎপরা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী "নিশিরাত্রিকালে" পদ্ম-বৎ-সুগন্ধী সুরভি, প্রবেপমান-কম্পমান অধর ও ওষ্ঠরূপ-পত্র-দল-সাহায্যে শোভনশীল-স্বীয়-মুখ-মণ্ডল-দ্বারা তুষারবৃষ্টি-তুহিন-বর্ষণ-প্রযুক্ত পদ্ম-সম্পৎ-সকল ক্ষত, বিনাশিত হওয়ায়, পূর্ব্ববৎ কৃপাপরবশতা-নিবন্ধন সরোজ-সম্পদ্-বিহীন-সরোবর-সলিল-সকলের সহিত সরোজসন্ধান-পদ্ম-সঙ্ঘটন, বা সরসিজ-সম্মেলন-কার্য্য পরিনিষ্পন্ন করিয়াই যেন, সহস্য-রাত্রিসকল পৌষ-নিশা-সমূহ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, হেমন্তকালে অত্যধিক-তুষার-পাত-নিবন্ধন সলিল-সম্ভূত-সরসিজ-সকল উপহত, বিনষ্ট হইলেও, আমাদের পরম-প্রিয়তমা-সখী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর মুখ-পদ্ম-শ্রীবদনারবিন্দ-মণ্ডল কিন্তু উপহত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রীহীন না হইয়া, মাধবমাসীয়-সৌন্দর্য্যপূর্ণ-বিকসিত-সরসিজ-সমান-রমণীয়-শোভার আধাররূপে পরিণত হইয়াছিল।

তথা হে দ্বিজবর ! স্বয়ং বিশীর্ণ, স্বতঃ পরিচ্যুত-দ্রুম-পর্ণ-বৃত্তিতাই যে তপস্বিশ্রেষ্ঠ-তাপস-প্রবর-জনগণের তপস্যার পরাকাষ্ঠা, বা চরমোৎকর্ষ, তাহা নিশ্চিতরূপে শাস্ত্রালোচনা-সাহায্যে অসকৃৎ অবগত হওয়া যায় সত্য, পরন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত-হৃদয়ে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী, মৃদু-গাত্রী-পর্ব্বতরাজ-পুত্রী-পার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক সম্প্রতি বৃত্তি, জীবন, বা জীবন-ধারণো-পায়রূপে প্রথমতঃ অবলম্বিত সেই স্বয়ং বিশীর্ণ-দ্রুম-পর্ণ-ভক্ষণ, বা পর্ণবর্ত্তন-পর্য্যন্তও অপাকীর্ণ, অপাকৃত হইয়াছে। অতএব অর্থাৎ পর্ণাপাকরণরূপ-হেতু-বশতঃ "প্রিয়ং বদতীতি" প্রিয়ম্বদা এই পার্ব্বতী-দেবীকে পুরাবিৎ পুরাণজ্ঞ-বিচক্ষণ-সজ্জনগণ বর্ত্তমান-তপঃ-করণ-সময়ে "অবিদ্যমানং পর্ণ-ভক্ষণং যস্যাঃ," এইরূপ সমাস-বাক্যাশ্রয়ণে নামান্তর-সমুচ্চয়াভিপ্রায়ে "অপর্ণা", এইনামে অভিহিতা করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন স্বয়ং সদাকাল প্রিয়বদনশীলা,

তখন তিনি যে অপরাপর-বিদ্বদ্-বরেণ্য-মুনিজন-মান্য-পুরাণজ্ঞ-মহাজন-গণের ও প্রিয়বাদভাজন হইবেন, তাহা স্বাভাবিক, বা নৈসর্গিক-লোক-ব্যবহারানুমতরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

অপিচ, হে দ্বিজবর! আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী "এবমাদি," অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অনুষ্ঠিত তোয়াগ্নি-মধ্যে বাস, ফল-ভোজন, তোয়-ভোজন, স্বয়ং-পতিত-বৃক্ষ-পল্লব-ভোজন, নিরাহার, বা অনশন, একপাদে অবস্থান, ষড়ক্ষর-মন্ত্রজপ, চীর-বল্কল-বন্ধন, জটা-সঙ্ঘাত-ধারণ, সূর্য্য-বিম্ব-বীক্ষণ, তথা শ্রীশিব-স্বরূপ-চিন্তনাদি-বিবিধ-ব্রত-পরিপালন-দ্বারা অহর্নিশকাল মৃণালিকা-পেলব, বা কমল-কন্দ-কোমল-স্বীয়-স্বকীয়-শরীরকে গ্লপিত-কর্শিত-শীর্ণ-বিশীর্ণ-পরিক্লিষ্ট করিয়া, তপস্বি-প্রবর, বা ঋষি-শ্রেষ্ঠ-গণেরও কঠিন-ক্লেশসহ-কর্কশ-কলেবরোপার্জ্জিত-সম্পাদিতাত্যুগ্রতর-দুশ্চরণীয়-তপস্যাকেও দূরীভূতা, অত্যন্ত-তিরস্কৃতা, বা নিরতিশয় অধঃকৃতা করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সর্ব্বাতিশায়িনী এরূপ সুদুশ্চরতরা-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, মহামুনি-মহর্ষিগণও তাদৃশী-তপস্যার অনুষ্ঠান কদাপি করেন নাই, বা করিতে সমর্থ ও নহেন।

যাদৃশী-কথা কেহ কখনও মুখেও আনয়ন করে নাই, অথবা যাদৃশ-সঙ্কল্প বাক্য-সাহায্যে মুখতঃ কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই, কিম্বা বাক্য-সাহায্যে মুখতঃ প্রকাশ করার কথা দূরে থাকুক, মানস-মধ্যেও যাদৃশ-সঙ্কল্প কেহ কখনও পোষণ করে নাই, হে বিপ্রবর! আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী-ভামিনী-পার্ব্বতীদেবী তাদৃশ অননুভূতচর-সঙ্কল্প মনঃ-সাহায্যে পোষণ-পূর্ব্বক মনে মনে বৃষভধ্বজ-শ্রীশঙ্করদেবকে দয়িত-পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া, তীব্রতর-তপশ্চরণ করিতেছেন। হে বিপ্র-প্রবর! ভামিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী দুঃখ-শোক-সন্তপ্ত-মানসে বহুসহস্র-বৎসরযাবৎ এইরূপ তীব্রতর-তপশ্চরণ করিতেছেন বটে; কিন্তু শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব সেই যে এইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন; তদবধি আর তিনি এইস্থানে প্রত্যাগত হইলেন না, অথবা অদ্যাবধি শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন না।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বলোকশঙ্কর-শ্রীগিরিশদেব দেব-মুনি-তপোধনগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বগ-সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বররূপে নিগদিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীশঙ্করদেব অদ্যাপি এখানে উপস্থিত না হওয়ায় এবং গিরি-সুতা-কালী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পত্নীরূপে স্বীকার না করা নিবন্ধন আমাদের মনে এইরূপ বিকল্পের আবির্ভাব হইতেছে যে, "কিমেনাং স ন জানাতি? কিং সানৌ নাস্তি বা গিরেঃ?" হে মহামুনে! শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী আমি যে নিয়ম-নিরতা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য এইরূপ সুদুশ্চর-তপস্যা করিতেছি, তাহা কি শ্রীশঙ্করদেব অদ্যাপি অবগত নহেন? তিনি কি আমাকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন? অথবা শ্রীশঙ্করদেব আমাকে কি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না? তিনি কি আমাকে গিরি-সুতা-কালী-পার্ব্বতী বলিয়া, বিজ্ঞাত নহেন? অথবা তিনি কি সম্প্রতি মহাগিরি-হিমালয়ের সানু বা প্রস্থ-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন না? এইরূপ চিন্তাক্রান্তা হইয়া, বিষণ্ণ-হৃদয়ে শোক-সন্তপ্ত-মানসে অদ্য কিছুমাত্র সুখ-শান্তি-লাভে সমর্থা হইতেছেননা।

হে সুব্রত! আমাদের প্রিয়তমা-সখী এই পার্ব্বতীদেবী স্বয়ং আপনার নিকটে কোনরূপ প্রার্থনা না করিলেও, অপ্রার্থিত হইয়াও, আপনি যদি নিজগুণে দয়া করিয়া, আমাদের প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীর প্রতি প্রসন্ন হন এবং অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সুখিতান্তঃকরণে যদি শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর তপঃ-সাফল্য-সম্পাদন-কল্পে আপনি আমাদের প্রিয়তমা-সখী এই শ্রীমতীপার্ব্বতীকে শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সঙ্গতা মিলিতা করেন, তবে অবশ্যই চিরদিনের জন্য আমরা আপনার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিব। অপিচ, হে ব্রহ্মচারিন্! প্রিয়তমা-সখী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতিনিধি-স্বরূপে, বা পক্ষাবলম্বনে আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, "অপ্রার্থিত-স্তমনয়া, দয়সে যদি বা সুখম্। তদৈনাং শঙ্করেণাদ্য, ত্বং সঙ্গময় সুব্রত।"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়

দ্বিজরূপী ব্রহ্মচারী জটিল-কেশবান্ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী-বিজয়াদেবীর উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে, হেলার সহিত তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে পার্ব্বতি! আমার দর্শন ব্যর্থ, বা বিফল হইবার নহে এবং আমি অবশ্যই শ্রীশঙ্করদেবকে অবিলম্বে এইস্থানে আনয়ন করিতে ও সমর্থ বটে; কিন্তু হে পার্ব্বতি! আমি অমোঘ-দর্শন ও সর্ব্ববিদ্যা-কুশল হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেবকে আনয়ন করিবার পূর্ব্বে স্পষ্ট-ভাষায় অধুনা তোমাকে দুই-চারিটী-কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমার সেই নিশ্চিত-মত-বাদ-বচন শ্রবণ কর। এইকথা বলিয়া, ব্রাহ্মণরূপী শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! আমি শ্রীমন্মহাদেবকে অবগত আছি এবং আমি যেরূপে তাঁহাকে অবগত আছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, অবধান প্রদান কর।

শ্রীশঙ্করদেব একটী রজত-পর্ব্বতাকার-বৃষের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন, অঙ্গ-রাগ-কল্পে গাত্রাবয়ব-সমূহে চিতাভস্ম-ধারণ, বা লেপন করেন, বৈরাগ্য-প্রযুক্ত কেশ-বেশ-বিন্যাসের একান্ত অভাবে শিরোরুহসমূহে, বা কেশকলাপে জটাভার ধারণ করেন, পরিধানে কটিদেশে ব্যাঘ্র-চর্ম্মাংশুক ধারণ, বন্ধন, বা বেষ্টন করেন, উত্তরীয়-কল্পে শ্রীশঙ্করদেব গরলাভরণ-ভূষিত-নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-কল্প-নীল-গলদেশে ও অস্থি-মালা-মালিত-স্ফটিক-শিলাতল-স্বচ্ছ-প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্য-ধবল-বক্ষঃ-স্থলে গজাজিন আবদ্ধ করিয়াছেন, কর-কমলে ভিক্ষাপাত্ররূপে অশুচি-নর-কপাল ধারণ করিয়াছেন, আভরণ-ধারণার্থ শ্রীশঙ্করদেব করাল-কালসর্প-সমূহে গাত্রাবয়ব-সমুদায়ে সংবেষ্টিত হইয়াছেন, হালাহল-কালকূট-বিষপানে তিনি গলদেশে দগ্ধ হইয়াছেন,

তাঁহার সূর্য্য-চন্দ্রাগ্নি-সদৃশ অতিপ্রদীপ্ত তিনটী নয়ন; সুতরাং তিনি অভিধানে বিরূপাক্ষ ও বাহ্য-শরীর-দৃশ্য-দর্শনে বিভীষণাকার বলিতে হইবে।

জন্ম-জাতি-প্রভৃতি-বিষয়ে লোক-সমাজে, বিবিধ-পুরাণ-দর্শন-সংহিতা-বেদাদি-শাস্ত্রে শ্রীশঙ্করদেবের জন্ম অদ্যাপি অপরিব্যক্ত রহিয়াছে, শ্রীশঙ্করদেব সতত-কাল গৃহৈশ্বর্য্যভোগ্যবিবর্জ্জিত অবস্থায় শ্মশানে, মশানে, নদীতীরে-পর্ব্বত-মস্তকে, জ্বালামালাকুলে, আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া, দিন-যামিনী যাপন করেন, জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধব, বা আত্মীয়-পরিজনাদি-বিহীন ও ভোজনব্যাপার, বা ভোজনীয়-দ্রব্য-সংস্রব-শূন্য হইয়া, একদিকে শ্রীশঙ্করদেব যেমন শ্মশানে, মশানে সততকাল বাস করেন, অপরদিকেও সেইরূপ সৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জিত হইয়া, তথা ঘোর-গভীর-গর্জ্জন-পরায়ণ, বিকটাকার, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, উগ্রস্বভাব-ভূষিত-ভূত-প্রেত-পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া, বিল্বমূলে, অক্ষয়-বটতরুতলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীশঙ্করদেব সততকাল শুষ্ক-কর্কশ-বৈরাগ্য-পরায়ণতা-নিবন্ধন শৃঙ্গার-রস-হীন; সুতরাং ভার্য্যা-পুত্র-বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। অতএব হে পার্ব্বতি! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কোন্ গুণে, বা কি কারণে শ্রীশঙ্করদেবকে পতি, বা ভর্ত্তৃ-স্বরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছ? কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের অপর এই এক কার্য্যের কথা, যাহা আমি বহুপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমি তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর এবং যদি তোমার রুচি-সঙ্গত হয়, তবে আমার মত গ্রহণ কর। পূর্ব্বকালে দক্ষদুহিতা-সাধ্বী-শ্রীমতীসতী দৈব-প্রযুক্ত পর-বৈরাগ্য-পরায়ণ, সর্ব্ববিধ-ভোগ-সম্ভোগ-বিবর্জ্জিত, বৃষভ-বাহন-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ প্রজা-পতি-পতি-মহারাজ দক্ষ সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞানুষ্ঠানাবসরে স্বীয়-জামাতা-শ্রীশঙ্করদেবকে শ্মশানচারী, চিতাভস্ম ও নর-কপালধারী জানিয়া, অশুচি-বোধে তাঁহাকে এবং কপালি-ভার্য্যা বলিয়া, নিজ-নন্দিনী-সতীকেও নিমন্ত্রণদান না করিয়া, পরিবর্জ্জিতা করিয়াছিলেন। যজ্ঞ-ভাগ-প্রদান-কল্পে শ্রীশঙ্করদেব যখন মহারাজদক্ষ-কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত

হইলেন এবং যজ্ঞমহোৎসবে যোগদানার্থ শ্রীমতীসতীও যখন পিতৃ-নিমন্ত্রণ-প্রাপ্তা হইলেন না, তৎকালেই মহাসতী-শ্রীমতীসতী পিতৃ-কৃত উক্তরূপ অপমান, বা অনাদরভরে ভৃশং শোকাকুলা হইয়া, স্বীয়-প্রিয়-প্রাণ-পঞ্চক এবং প্রাণ-পঞ্চকের সহিত শ্রীশঙ্করদেবকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

হে পার্ব্বতি! তুমি জগতীতলস্থ-সুন্দরীগণের মধ্যে অতিসুন্দরী, অতীবসুমনোহরা, সৌম্যা, সৌম্যতরা, অতিচার্ব্বঙ্গী, সর্ব্ববিধ-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-সার-নির্ম্মিতা, স্ত্রী-রত্নভূতা, সর্ব্বকল্যাণালয়া, রমণীয়তরা-রমণী-রূপে রাজ-গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। হে কল্যাণি! তোমার পিতা-হিমালয় ভূভৃৎ-সমুহের রাজপদে অভিষিক্ত এবং পৃথিবীতলে অনন্তগুণ ও সর্ব্বরত্নাধাররূপে পরিচিত হইয়াছেন। হে দেবি! তুমি সর্ব্বধরা-ধরেশ্বর-নন্দিনী হইয়া, কি কারণে ঈদৃশ উগ্রতর-পরম-দুশ্চর-তপস্যা-সাহায্যে সম্ভোগ-পরিবর্জ্জিত-তথাবিধ-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছ? হে দেবি! আমার মতে সুররাজ ইন্দ্র, অথবা ধনপতি-গুহ্যকেশ্বর-কুবের, বলবান্‌গণের মধ্যে প্রধান-পবনদেব, অথবা অপাংপতি-বরুণ, সুরগণের মুখ-স্বরূপ-হব্যবাহ অনলদেব, অথবা অন্য যে কোন অভিমত-সুর-সত্তম, স্বর্বৈদ্য অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়, অথবা দিবাকরদেব, শ্রীশিব-শেখরচারী চন্দ্রদেব, অথবা বিদ্যাধর-রাজ, তথা সর্ব্ব-গন্ধর্ব্ব-রাজ, নাগ-রাজ, অথবা মর্ত্ত্য-লোকস্থ-সোম-সূর্য্যাদি-বংশীয়-মহারাজগণের মধ্যে যে কোন "রূপ-যৌবন-সম্পন্নঃ, সমস্ত-গুণ-সংযুতঃ" শ্রীমান্, উদার-কুলসম্ভব-নরপতিই তোমার যোগ্য-পতিরূপে বিবেচিত হইতেছেন।

হে মনোহরে! কর-কমল-সাহায্যে পাণি-পঙ্কজে পরিপীড়িতা হইয়া, তুমি যাঁহার সহিত বহুতরধন-রত্নৌঘ-পরিপূর্ণ, বহু-বিস্তৃত, মাল্য-প্রকর-সমূহে সুশোভিত, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত, ধূপ-চূর্ণ ও সর্জ্জরসাদি-সাহায্যে সুবাসিত, মৃদুতরাস্তরণ-সংযুক্ত-সুন্দর-মনোহর-চারুতরপ্রাসাদ-গর্ভস্থ-জাম্বূনদ-বিচিত্রিত-স্বুবর্ণখচিতানল্প-তল্পাভরণে বিমণ্ডিত-নবনীতকোমল-সুধা-ধবল-সুবিমল-স্বর্গীয়-শয্যাতলে সম্মিলিতা ও অভীষ্টতম-সুখ-সম্ভোগে

নিরতা হইতে পার, তিনিই তোমার পতি হইবার উপযুক্ত, বা যোগ্য-পাত্র। হে সুভগে! এইরূপ জানিয়া শুনিয়াও, অধুনা তুমি যদি শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে বাঞ্ছা কর, তবে তোমার আর তপস্যা করিবার প্রয়োজন কি আছে? আমিই তোমার সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে এই দণ্ডেই সংযোজিত করিয়া দিতেছি, সুতরাং তোমার আর তপস্যা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একোনষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষষ্টিতম অধ্যায়

হিম-নগ-নন্দিনী শ্রীমতীকালীপার্ব্বতীদেবী জটিল-ব্রাহ্মণরূপী শ্রীশঙ্কর-দেবের উক্তরূপ উত্তরবচন শ্রবণ করিয়া, কোপ-যুক্ত-হৃদয়ে তথ্যভূত-পরিমিত-বচনে তৎকালে ব্রাহ্মণকে এইকথা বলিলেন যে, হে দ্বিজ-নন্দন! তুমি কেবল-নিরঙ্কুশ-মুখ-মাত্র-সাহায্যে ভাষণ করিতেছ যে, আমি শ্রীশঙ্করদেবকে সম্যক্‌রূপে অবগত আছি। পক্ষান্তরে আমার মনে হইতেছে যে, সম্যক্‌রূপে শ্রীশঙ্করদেবকে অবগত হওয়া দূরে থাকুক, তুমি শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপভূত-তত্ত্বের লেশ-মাত্রও অবগত নহ। শ্রীহরদেব প্রচুরতরতপঃ-পুঞ্জ-সাহায্যে পরম-ভক্ত-মহাজনগণ-কর্ত্তৃক বহি-র্দৃশ্যে যাদৃশরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, স্বরূপ-তত্ত্বের অনভিজ্ঞান-নিবন্ধন তুমি তদনমুরূপ, বা বিপরীত বচন কথন করিয়াছ। হে বিপ্র-তনয়! ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি-দেব-বর-বৃন্দ-সহ ব্রহ্মাদি-সুরশ্রেষ্ঠগণও যাঁহার ভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, তুমি ব্রাহ্মণ-বালকমাত্র হইয়া, সেই শ্রীভব-দেবের বিমলবিদ্যা-বিভব-বোধ-ঘন-বেদ্য-সুবিপুলভাব অবগত হইবে কিরূপে? তুমি নীচলোকের সাক্ষরতা-লক্ষণ-মণ্ডন-বিহীন-বদন-বিবর হইতে অসতী-দার্দ্দুরিকী-জিহ্বা-সঞ্চালন-সাহায্যে নির্গত যে সকল-লঘু-বচন শ্রবণ করিয়াছ, তদনুসারেই তুমি নীচ-জনোচিত-লঘু-ভাষণ করিয়াছ। অপিচ, আমার নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে, তুমি বিশুদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞানাঞ্জনাঞ্চিত-বিলোচন-সাহায্যে স্বরূপতঃ শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন না করিয়াই, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, নীচাশয় অধম-জনের মুখে এইরূপ কুৎসিত-বাক্য-শ্রবণ-পূর্ব্বক আমার নিকটে সখী-জন-সমক্ষে ঘৃণিত, অশ্রাব্য ও অকথনীয়-বাক্য-সকল কথন করিতেছ। অতএব আমি তোমার নিকট হইতে কোনরূপ বর লইতে ইচ্ছা করি না, পতি-প্রাপ্তি-বাঞ্ছাও করি না, কিম্বা তোমার দ্বারা শ্রীহর-সমাগমের

আশা মনে মনেও পোষণ করি না। অপিচ, হে বিপ্রনন্দন! আমার নিকটে তুমি অন্য কোন কথা বলিও না, আমি তোমার কোন কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না এবং তুমি এখানে অবস্থিতি কর, বা অন্যত্র গমন কর, তজ্জন্য আমার কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

বিপ্রতনয়কে এইকথা বলিয়া, সংশয়ারূঢ়-চেতনা-কালী-শ্রীমতী-গিরিজাপার্ব্বতীদেবী স্বয়ং-সখী-মুখ অবলোকন-পূর্ব্বক তৎকালে এই কথা বলিলেন যে, হে সখি! এই তপোবনে দীর্ঘাতিদীর্ঘকাল অবস্থিতি-পূর্ব্বক আমি অতিকষ্টে সুমহতী-চিন্তা ও জপ-তপস্যা-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা করিতেছি, এরূপ অবস্থায় কোথা হইতে এই বিপ্রসুত সহসা এখানে সমাগত হইয়া, আমার অগ্রে শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিবার জন্য তথাকথিত-বাক্য-সকল কীর্ত্তন করিল? হে সখি! শ্রীশিব-নিন্দাপর-ব্রাহ্মণ-বালক-কথিত উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়াও দেখিতেছি, আমি নিশ্চিতই আমার হৃদয়ে গুরুতর-পাপের সঞ্চার-সাধন করিলাম। অতএব হে সখি। আমি "সাম্প্রতং" স্তুতি-বাক্য-দ্বারা পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সন্তোষ-সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীশিব নিন্দাপর-বচন-শ্রবণ-জনিতমহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত, অপনয়ন, বা অপনোদন-সাধন করিব।

পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দার কথা দূরে থাকুক, মুনি-মহর্ষি-মহাত্মগণেরও যে পাপশীল-ব্যক্তি নিন্দা করে, কিম্বা তৎ-কথিত-নিন্দা-বচন-সকল যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহাদের দুই জনেরই আগঃ, পাপ, বা অপরাধ যে সমান, তাহা আমি পূর্ব্বে বাল্যকালে পিতৃ-মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব হে সখি! আমি শ্রীশিব-নিন্দা-শ্রবণ-সমুৎপন্ন-পাপের পরিমার্জ্জন, বা অপনয়নকল্পে অধুনা শ্রীশঙ্করদেবের স্তবনে প্রবৃত্তা হইব, তুমি এই ব্রাহ্মণকে নিষেধ কর, এই ব্রাহ্মণ যেন পুনরপি শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা না করে। কালীশ্রীমতীপার্ব্বতী নিজ-সখীকে এই কথা বলিয়া, শ্রীশম্ভু-সঙ্গত-মানসে আশু আগঃ-সম্মার্জ্জনার্থ শ্রীহরদেবের স্তুতি করিবার জন্য উপক্রম করিলেন।

কিন্তু, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী জ্ঞান-বিজ্ঞান-সৌভাগ্য-সম্পন্নবিশুদ্ধ-হৃদয়-

সজ্জনগণের মানস-গত, দ্বৈত-প্রপঞ্চ-হীন, হিরণ্য-বাহু, হিরণ্য-রেতাঃ, প্রধান-বীজভূত, জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের পরম-হিতকারী, কারণ-ত্রয়-হেতু, শিব-শাস্তাখ্য-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে স্বীয়-মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ, বা আত্ম-নিবেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকেই একমাত্র গতি-স্বরূপে অবগতা হইয়া, যেমন শ্রীহরদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ পুনরপি সেই দ্বিজরূপী শ্রীশঙ্করদেব কালীশ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে অবলোকন করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা-মূলক কিঞ্চিদ্‌বাক্য বলিবার জন্য যত্নাবলম্বন করিলেন।

এদিকে গিরিসুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও ব্রাহ্মণ-নন্দন পুনশ্চ শ্রীশিবনিন্দার্থ উদ্যত হইয়াছে, অবগতা হইয়া, নিজ-সখী-বিজয়াদেবীকে এইকথা বলিলেন যে, হে সখী-সত্তমে! বিজয়ে! উগ্র-স্বভাব এই ব্রাহ্মণ শ্রীশঙ্করদেবকে বিশেষরূপে বিজ্ঞাত না হইয়া, পুনরপি শ্রীশিব-নিন্দাভিপ্রায়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, হে সখি! যদি ব্রাহ্মণ পুনশ্চ শ্রীশিবনিন্দা করে, তবে নিশ্চিতই বলিতেছি যে, আমি আর প্রাণহরী-শ্রীহর-নিন্দাশ্রবণে সমর্থা হইব না। অতএব হে মৎ-প্রিয়-তমে! সখি! উত্থিতা হও, চল, আমরা এইস্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করি এবং যতদূর-পর্য্যন্ত গমন করিলে, এই ব্রাহ্মণের শ্রীশিব-নিন্দাকর-ভূরি-বচন আমাকে-শ্রবণ করিতে না হয়, তাবদ্দূরবর্ত্তী দেশে গমন-পূর্ব্বক অধুনা আমরা সেইস্থানে অবস্থিতি করি। এইকথা বলিয়া, সেই হিমবৎ-সুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সখীগণের সহিত সমুত্থিতা হইয়া, সহসা সেই কপট-ব্রাহ্মণরূপী শ্রীশঙ্করদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্বিজরূপী শ্রীশঙ্করদেব ব্রাহ্মণ-বেশ-পরিহার-পূর্ব্বক নিজ-সর্ব্বকল্যাণকর-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, স্বাত্ম-নিষেবিত আশ্রম-প্রদেশ-পরি-বর্জ্জন-পুরঃসর সখীসমভিব্যাহারে পর্ব্বতাত্মজা-পার্ব্বতীদেবীকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে দেখিয়া, স্মের-মুখে বিকসিত-সিত-সরসিজ-সুন্দর-হাস্য-সুশোভিত-আননে গমন-পরায়ণা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাদ্ গমন করিতে লাগিলেন এবং "অহং হরো মহাদেবো, মাং সংস্তোষি

ন চাধুনা। সম্মুখীভব হে কালি! সমাশ্বাসয় শঙ্করি!" এইকথা বলিয়া, সেই সর্ব্বদেব-দেব-শ্রীমন্মহাদেব গমন-কারিণী শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর পুরোভাগে গমন-পূর্ব্বক হস্ত-দ্বয়-প্রসারিত করিয়া, কর-কমল-যুগল-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর গতিনিরোধ-পুরঃসর রজতাচলাকারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক এইরূপে অবরুদ্ধ-গমনা-গিরি-সুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতী দেবী সহসা তৎক্ষণাৎ শ্রীশঙ্করদেবের সুহাস-বিকসিত-সিত-বদনারবিন্দ-বিলোকন করিয়া, তড়িদ্বাত-চকিতার ন্যায় অধোমুখী হইলেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের সহসা সন্দর্শনলাভে প্রীতি, তথা লজ্জা-বাহুল্য-সুলভ-শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্য-নিবন্ধন "সা জড়ের তদাভবৎ।" কিঞ্চ, জড়প্রায়া-ভামিনী-পার্ব্বতীদেবী বহির্দৃশ্যে বিবক্ষুর ন্যায় প্রতীতা হইলেও, ফলে কিন্তু তিনি তৎকালে কোন কথাই বলিতে সমর্থা হইলেন না। মনো-রথ-সমূহের সম্যক্‌রূপ-সিদ্ধি-নিবন্ধন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপঃপূত-স্বর্গীয়-সুপবিত্র সুতরাং শ্রীহরদেবের গ্রহণ-যোগ্য-শরীর যেন তৎকাল-মাত্রেই সুধা-ধারা-সহস্রে পরিপূরিত এবং বিমল-বিপুলানন্দ-প্রবাহে পরি-পূর্ণ, পরিপ্লাবিত হইয়া গেল, তথা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর দিব্য-সহস্র-সহস্র-বৎসর-ব্যাপি-তপশ্চরণকল্পে যে বিপুলতম-বন-বাস-ক্লেশ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত-তপঃ-ক্লেশ, বা বন-বাস-জনিত-কষ্ট অচিরাৎ দূরী-ভূত হইল এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সম্মোদ-মুদিত অন্তঃকরণে মৃদু-মন্দ-হাস্য-বিকসিত-কিঞ্চিদানত আননে শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন চিরার্জ্জিত-তপঃ-ক্লেশ-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সম্মোদমুদিত-মানসে কিঞ্চিদানত-হাস্য-শোভিত-শ্রীমুখে পুলকাঞ্চিত-কলেবরে শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে বৃষভ-বাহন শ্রীশঙ্করদেব তথাকথিতরূপে অবস্থিতা, লজ্জা-বিজড়িতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে অবলোকন করিয়া, গাত্রস্থ-ভস্মরূপ-কামদেব-কর্ত্তৃক পরিমোহিত-মানসে প্রণয়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার অত্যন্ত-সমীপ-বর্ত্তী হইলেন এবং বিরহোদ্রিক্ত-শ্রীশঙ্করদেব কালীশ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া, সম্বোধন-পুরঃসর আনন্দভরে চাটুবচনে এইকথা বলিলেন যে, হে সুন্দরি! কই তুমি ত আমার সহিত কোনরূপ কথা বলিবার জন্য চেষ্টা-প্রকাশ করিতেছ না? হে পার্ব্বতি! সম্প্রতি তপঃ-ক্লেশ-স্মরণ-পূর্ব্বক তুমি কি আমার প্রতি মনে মনে পরিক্রুদ্ধা হইতেছ?

হে সুভগে! তোমার সতী-শরীরে অবস্থিতিকালে তোমার সহিত আমি যে সময়, প্রতিজ্ঞা, বা সত্য করিয়াছিলাম, তথা "ত্বামৃতেঽন্যাং ন বনিতাং, দাক্ষায়ণি! সতি! প্রিয়ে। ভার্য্যার্থে সংগ্রহীষ্যামি, সত্য-মেতদ্ ব্রবীমি তে।" এবম্বিধ-পূর্ব্বকৃত সেই সময়ানুসারে তোমার সতী-শরীর-ত্যাগের পরবর্ত্তী কাল হইতে আমি এযাবৎকালপর্য্যন্ত যে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি অবগতা আছ। পশ্চাৎ তুমি যখন আমার তপস্যায় সন্তুষ্টা হইয়া, পিতার সহিত গঙ্গাবতার-প্রস্থে মদীয় পর্য্যেষণার্থ মৎসমীপে পার্ব্বতীরূপে উপস্থিতা হইয়াছিলে, তৎ-কালেও আমি তোমাকে সহসা ভার্য্যারূপে গ্রহণ না করিয়া, মনে মনে "কথমেষা তপশ্চর্য্যাব্রতং কুর্য্যাৎ গিরেঃ সুতা?" এইরূপ বিচিন্তনান্তে প্রতিজ্ঞা, সময়, বা সত্য করিয়াছিলাম যে, "কালীং ভার্য্যাং স্বদয়িতাং,

যোনিজামতি দূষিতাং। কৃতব্রতাং গ্রহীষ্যামি, গর্ভবীজ-বিবর্জ্জিতাম্।” হে দেবি! আমি অধুনা উক্তরূপ উভয়বিধ প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতেই পরিমুক্ত হইয়াছি।

হে পার্ব্বতি! তোমার সতী-শরীর-পরিত্যাগের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কাল হইতে বর্ত্তমান-কাল-পর্য্যন্ত আমি ভার্য্যান্তর গ্রহণ না করিয়া, কেবলমাত্র-তপস্যা-সাহায্যে তোমারই আরাধনা করিয়াছি এবং তুমিও আমার দ্বিতীয়-প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা-সম্পাদন-কল্পে সাহায্য-দানার্থ মুনি-মহর্ষিগণেরও অননুষ্ঠেয়, অননুকরণীয়, অভাবনীয়, পরম-দুশ্চর-বহুবিধ-তীব্রতর-তপস্যা-দ্বারা গর্ভবীজ-বিবর্দ্ধিত, যোনিজ, সুতরাং অতিদূষিত-স্বীয়-শরীরের গর্ভবীজ-দোষ-প্রমার্জ্জন-পূর্ব্বক রমণীয়তর-সংস্কার-সাধন করিয়াছ। অতএব হে প্রিয়ে! মনোরমে! ত্বদীয়-যোনিজাত দূষিত-শরীর সংস্কৃত করিয়া, পশ্চাৎ তোমার সহিত আমি সঙ্গত, অথবা তোমার প্রতি অনুরক্ত হইব, এইরূপ যে সময় করিয়াছিলাম, সেই সময়ও সম্প্রতি সমতীত হওয়ায়, অধুনা আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়াছি।

হে পর্ব্বতরাজ-পুত্রি! পার্ব্বতি! তুমি অতিদুশ্চরতপস্যাদ্বারা সুসংস্কৃতা হইয়া, পরিচিন্তন, জপ্য, তীব্রতর-তপশ্চর্য্যা, বা ব্রত-লক্ষণ-মহামূল্য-দান-সাহায্যে আমাকে একেবারে ক্রয় করিয়াছ বলিয়াই, আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত-সমুদ্রিক্ত-হৃদয়ে সম্প্রতি তোমার অভাবে, ত্বদীয়াঙ্গ-সংসর্গের অভাবে যে কি পর্য্যন্ত পরিতপ্ত হইতেছি, তাহা কি তোমাকে বচন-বিন্যাস-দ্বারা বুঝাইয়া বলিতে হইবে? হে শুভে! সুন্দরি! মাদৃশ-তপঃ-ক্রীতদাস-জনের প্রতি তোমার যদি কিঞ্চিৎমাত্রও করুণা, বা স্নেহের লেশ থাকে, তবে হে সুলোচনে! অবিলম্বে এই ক্রীত-দাস-জনকে নিজ-সেবা-কার্য্যে নিযোজিত কর।

হে সন্নত-গাত্রি! এই ত আমি তোমার ক্রীত-দাসরূপে ত্বৎ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এখনও পর্য্যন্ত তুমি আমাকে স্বীয় অঙ্গ, বা শরীরাবয়ব-সকলের পরিমার্জ্জন-লক্ষণ-সংস্করণে, জটা-সকলের প্রসাধনে, গাত্র-প্রদেশ হইতে বল্কলবিমোচন-পূর্ব্বক কল্প-পাদপ-প্রসূত-মনোহর-

দিব্য-বসন-নিবেশনে, অর্থাৎ বস্ত্র-পরিধাপনে, যথাস্থানে মণি-মাণিক্য-রত্ন-কাঞ্চন-নির্ম্মিত-হার-নূপুর-কেয়ূর-কাঞ্চী-প্রভৃতিমহামূল্য অলঙ্কার-সংযোজনে, কুঙ্কুম-চন্দন-লেপনে, কপোল-তলে, তথা সমুন্নতকঠোরতর-ঘন-স্তন-মণ্ডল-যুগলে চিত্রপত্রাবলী-বিরচনে, পাদ-পঙ্কজ-যুগলে গাঢ়তর অলক্তক-রস-বিলেপনে, তথা অন্যান্যরূপ উপযুক্ত সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত কারতেছ না কেন ?

হে চারুহাসিনি ! আমার অভিমত উক্তরূপ উপযুক্ত সেবাকার্য্যে দ্রুতগতি আমাকে নিযুক্ত করিয়া, আমার প্রতি স্নেহ ও করুণা-প্রকাশ কর। হে দেবি ! আমি পূর্ব্বকালে যে কামকে ললাট-লোচনানলে নির্দ্দগ্ধ করিয়াছি, সেই কাম অধুনা আমার শরীরাবয়ব-সমূহে ভস্মরূপে অবস্থিত হইয়া, প্রতিকার-কল্পে তোমারই সম্মুখে আমাকে নির্দ্দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব হে মনোহরে ! অয়ি ! দয়িতে ! ত্বদীয় অঙ্গামৃত-প্রদান-পূর্ব্বক তুমি অবিলম্বে আমাকে অনল-সদৃশ-সন্তাপ-প্রদ, অতিভয়ানক-কাম-কবল হইতে অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পুরঃসর সমুদ্ধৃত কর, অয়ি ! মনোহারিণি ! নগ-রাজ-নন্দিনি ! পার্ব্বতি ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।

অনন্তর গিরিজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-কর্ণ-মনো-রসায়ন, সুধানিষ্যন্দী বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত-প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে এইরূপ স্থিরনিশ্চয়, বা বিবেচনা করিলেন যে, অধুনা আমি ভুবনৈক-সুন্দর-শ্রীশঙ্করদেবকে দয়িত-পতিরূপে প্রাপ্তা হইলাম। কিন্তু, শ্রীমতীকালীপার্ব্বতীদেবী যেরূপে শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে পারেন, বা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, উৎসুক হন, এরূপ ভাবে সখী-বক্ত্র-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলাইলেন যে, সাধুশীল-সজ্জনগণ কদাপি মর্য্যাদা-বিভেদন-পূর্ব্বক কোন কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হন না। অতএব আপনি সজ্জনগণের মর্য্যাদা অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা যেমন কুল-ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক যথোচিত-সমারোহ-সহকারে পরিণয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, আপনিও সেইরূপ মর্য্যাদার সহিত আমার পাণিগ্রহণ করুন।

অপিচ, কন্যা চিরদিনই পিতৃ-দত্তা হইয়া থাকে এবং কদাপি তপো-দত্তা হইতে পারে না। অথবা আপনি যদি আমাকে তপো-দত্তা বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও, পিতা হিমালয়ই আপনার পাণি-পঙ্কজে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অতএব শ্রীশঙ্করদেব আমার পিতা নগেশ্বর-হিমালয়সমীপে যথারীতি প্রার্থনা-পূর্ব্বক বৈবাহিক-বিধি অনুসারে আমার পাণি-গ্রহণ করুন। সখী-মুখ-দ্বারা উক্তরূপ অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনান্তে লজ্জা-সমন্বিতা-কালী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বিরতা হইলেন এবং শ্রীশঙ্করদেবও তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তথাকথিত-বাক্য-সকল তথ্য, সত্য ও যোগ্য-বোধে গ্রহণ করিয়া, গঙ্গাবতরণপ্রস্থে পূর্ব্ব-কালে যেমন বাস করিতেছিলেন, অধুনাতনকালেও, সেইরূপ গণ-সকলের সহিত সেই গঙ্গাবতরণ-সানু-প্রদেশে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। এদিকে শ্রীমতীকালীপার্ব্বতীদেবী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, পিতৃগৃহে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

অথবা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কৃত উগ্রতর-মহত্তর-তপঃ-প্রতাপে যখন চরাচরাত্মক-জগৎ অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া উঠিল, তৎকালে সুরাসুরগণ একত্র মিলিত হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলেন। সুরাসুরগণ কহিলেন,—হে পিতামহ! আপনি চরাচর এই সর্ব্ব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এইজন্যই আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনিই একমাত্র আমাদের বা দেবাসুরগণের সম্যক্‌রূপে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, আপনি ভিন্ন এই মহাবিপৎসাগর হইতে অন্য কেহ আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা নাই। লোক-কর্ত্তা-ব্রহ্মা দেবাসুরগণের "অস্মাকং রক্ষণে শক্তঃ", ইত্যাদিরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, বিমর্শ-বিতর্ক-বিবেচনা-বিচার, বা চিন্তা করিতে করিতে, তৎকালে মনে মনে অবগত হইলেন যে, গিরিজা-পার্ব্বতীদেবী-কৃত-পরমোগ্রতর-তপঃ-সম্ভূত-প্রচণ্ডতম-তেজঃ-প্রভাবে দাবাগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই সুমহান্ দাবাগ্নি-তাপে সমগ্র-জগৎ পরিতপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমতীগিরিজাদেবীর তপঃ-সঞ্জাত-পরম-মহান্ দাবাগ্নির তাদৃশ-প্রভাব অবগত হইয়া, জগৎস্রষ্টা-ব্রহ্মা সমাগত-দেবাসুরগণের সহিত আশুগতি পরমাদ্ভুত-ক্ষীরাব্ধি-তীরে গমন করিলেন। তথায় গমন-পূর্ব্বক লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা দেখিলেন, শ্রীমন্নারায়ণদেব নবশক্তিশালী পার্ষদগণ-পরিবৃত-ভগবান্ বিষ্ণুদেব সুপল্যঙ্ক অর্থাৎ অতিশোভন-পরমসুন্দরশেষ-পর্য্যঙ্ক-গর্ভে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তাঁহার পাদ-পঙ্কজ-যুগলের সেবা করিতেছেন, দূরে অবস্থিতি-পূর্ব্বক বিনতা-নন্দন-গরুড় নত-কন্ধরে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং শ্রী, কান্তি, ক্ষান্তি, বৃত্তি ও দয়াদি-দ্বারা- সংসেব্যমান, তথা কুমুদ, কুমুদ্বান্, মহাভাগ-সনৎকুমার, সনন্দন, সনাতন, বিজয়, অরিজিৎ,

জয়ন্ত, জয়ৎসেন, জয়, সুতপাঃ, নারদ ও তুম্বরু-প্রভৃতি-পার্শ্বচরগণে পরিবেষ্টিত-শ্রীবিষ্ণুদেবের পাঞ্চজন্য-নামা-মহাশঙ্খ, কৌমোদকী-মহতী-গদা, সুদর্শন-চক্র, পরমাদ্ভুত-শার্ঙ্গচাপ, তথা নন্দকনামা- অসি-প্রভৃতি নিজ-নিজ-মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর সুরাসুরগণের সহিত লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুদেবের পরমাসনের অত্যন্ত-সমীপবর্ত্তী হইয়া, পরমেষ্ঠিপতি-শ্রীবিষ্ণুদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে মহাবিষ্ণো! আমরা পার্ব্বতীদেবীর পরমোগ্রতর-সুমহান্ তপঃ-প্রভাবে পরম-পরিতপ্ত হইয়া, আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! আপনি শরণাগত-বৎসল, অতএব আপনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে রক্ষা করুন, আমাদিগের পরিত্রাণ-বিধান করুন। ব্রহ্মাদি দেব-দানবগণের "ত্রাহি ত্রাহি মহাবিষ্ণো! তপ্তান্নঃ শরণাগতান্।" এইবাক্য শ্রবণ করিয়া, শেষাসনে উপবিষ্ট-বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীবিষ্ণুদেব তৎকালে এইকথা বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! চলুন, আমিও আপনাদের সহিত পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে গমন করিতেছি।

হে সুরাসুর-সত্তমগণ! আমরা শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক যাহাতে তিনি অবিলম্বে "শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন"-পুরঃসর তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া, তপস্যা হইতে প্রতিনিবর্ত্তিতা করেন, তজ্জন্য একযোগে প্রার্থনা করিব এবং যাহাতে পিনাকপাণি-দেবদেব ভগবান্-শ্রীশঙ্করদেব পার্ব্বতীদেবীর পাণি-গ্রহণার্থ তৎ-সমীপে উপনীত হন, আমরা অধুনা তদনুরূপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। অতএব চলুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া, একযোগে যেখানে পরম-মঙ্গলময় মহাপ্রভু-শ্রীমহারুদ্রদেব উগ্রতর-তপঃ-সংযুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন করি, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই!

শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুরাসুরগণ-সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, আমরা সকলে বিরূপাক্ষ-মহাপ্রভ-শ্রীমহারুদ্র-দেবের নিকটে গমন করিব না। কারণ, পুরাকালে দুরতিক্রমণীয় সেই শ্রীশঙ্করদেব যেমন দুরতিক্রম-মদন-দেবকে দগ্ধ করিয়াছিলেন,

আমরা তাঁহার সমীপস্থ হইলে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকেও নিশ্চিতই দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। দেব-দানবগণের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রকৃষ্টরূপ-হাস্য-পূর্ব্বক ভগবান্-শ্রীবিষ্ণুদেব কহিলেন যে, হে সুরাসুরগণ! আপনারা পরম-মঙ্গলময়-শিবরূপী শ্রীসদাশিবদেব হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব সুরগণের ভয়-বিনাশনরূপেই চিরকাল পরিগীত হইয়া আসিতেছেন; সুতরাং শ্রীশঙ্করদেব কখনই আপনাদিগকে দগ্ধ করিবেন না, আপনাদের কিছু-মাত্র ভয় নাই। অতএব হে বিচক্ষণ-সুরাসুরসত্তমগণ! আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, আর কালবিলম্ব করিবেন না।

কিঞ্চ, যিনি পুরাতন-পরম-পুরুষ-সর্ব্বাধীশ্বর-সর্ব্বজগদ্-বরেণ্যরূপ-পরাৎপর-পরমেশ্বরস্বরূপে বেদাদি-শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই মহাতপস্বী, পরমার্থরূপী শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রয়-গ্রহণ-ব্যতীত যখন আমাদের এই মহাবিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার অপর কোনরূপ উপায় পরিদৃষ্ট হইতেছে না, তখন সর্ব্বভাবেই আমাদের সকলেরই যে সেই পরাৎপরতর-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রয়-গ্রহণ করা নিতান্ত সমুচিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে কণমাত্র-সংশয়ও নাই।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

পরমেষ্ঠী শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, দেব-দানব-গণ শ্রীবিষ্ণুদেবের সহিত সর্ব্বদেব-মহেশ্বর-পিনাক-পাণি-ভগবান্-শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণদর্শনাভিলাষী হইয়া, তদীয়-তপোবনাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সমুদ্রের অপরপারে গমন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর-কাননে উপস্থিত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেবের সমভিব্যাহারী সুরাসুরগণ অবলোকন করিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেব যোগপীঠে যোগাসনে পরম-সমাধিযোগা-বলম্বনে অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্ত-কোটি-ভূত-প্রেত-পিশাচগণে পরিবৃত, যজ্ঞোপবীত-বিধি অনুসারে শুদ্ধ-স্ফটিক-স্বচ্ছ উরোদেশে সর্পরাজ-বাসুকি-দ্বারা বিশোভিত, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলাকার কম্বল ও অশ্বতরনামা-নাগরাজ-দ্বারা অলঙ্কৃত, কর্কোটক ও পুলহনামা দুইটী সর্পশ্রেষ্ঠ-দ্বারা কর-যুগলে কঙ্কণ-ভূষণে বিভূষিত, শঙ্খক ও পদ্মক-নামক-ভুজঙ্গ-যুগল-দ্বারা পাদ-যুগলে রুণু-রুণু-শব্দ-মুখরিত-নূপুর-দ্বয়ে আবদ্ধ, অন্যান্যরূপ-বিবিধ-নাগ-হারাদি অলঙ্কার-নিচয়ে বিরাজমান, সর্প-সম্বেষ্টিত-জটা-মুকুটধারী, কর্পূর-গৌর, করুণা-বতার, শিতি-কণ্ঠ, বৃষভবরে সমন্বিত, অদ্ভুত-দর্শন দেববর-শ্রীশঙ্কর-দেবকে অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত-ভক্তিভরে জানু-যুগল-সাহায্যে ধরণীতলগত হইয়া, নত-কন্ধরে তদীয়-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বেদোপনিষদন্বিত-বিবিধ-সূক্ত-সাহায্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মুনি-মহর্ষিগণ ও ইন্দ্রাদি-দেবগণ, তথা দৈত্য-দানবগণ তাঁহার প্রসন্নতা-সম্পাদন-তৎপর-মানসে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঙ্করদেবের বেদ-গুহ্য-বিবিধ-নাম-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক প্রণামান্তে "ত্বং ধাতা সর্ব্বলোকানাং, পিতা মাতা ত্বমীশ্বরঃ। কৃপয়া পরয়া যুক্তঃ, পাহ্যস্মান্ ত্বং মহেশ্বর!" ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রমুখ-দেব ও

দানবগণ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দ্বারদেশে অবস্থিত শিলাদতনয়-নন্দী তাঁহাদিগকে এইকথা বলিলেন যে, আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন ? আপনাদের মানসাভিপ্রায় কি ? তাহা কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু-প্রমুখ দেব ও অসুরগণ কহিলেন,—আমরা দেবকার্য্যার্থ শ্রীশঙ্করদেবকে কোন বিষয়-বিশেষ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। অনন্তর মহাত্মা শৈলাদ-কর্ত্তৃক ধ্যান-স্থিত শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলেন যে, হে মহাদেব! ব্রহ্মাদি-দেবগণ, অসুরগণ, সুর-সিদ্ধগণ, তথা মুনি-মহর্ষিগণ আপনাকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছেন।

হে সুরবর্য্য! তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে, এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহারা শত্রু-স্থানীয় অসুরগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত-নিপীড়িত ও পরিভর্ৎসিত হইয়া, সুর-কার্য্য-সিদ্ধি অভিপ্রায়ে বিশেষরূপ কোন কার্য্য-উপলক্ষে সহসা আপনার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। অতএব হে দেব! আপনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণকে দর্শন-দান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপ্য-বিষয় অবগত হইয়া, যথোচিত-প্রতীকারের ব্যবস্থা করুন। শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে মহাত্মাশিলাদ-তনয়-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া, শনৈঃ শনৈঃ সমাধি-ভাবনা হইতে উপরত হইলেন এবং পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরম-শোভন-শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণকে পুরতঃ অবস্থিত অবলোকন করিয়া, এই কথা বলিলেন যে, হে মহাভাগ! ব্রহ্মাদি-দেবগণ! তোমরা কি জন্য আমার নিকটে সমাগত হইয়াছ ? কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছ ? তথা অদ্যকার আগমনের বিশেষরূপ উদ্দেশ্য কি ? তাহা কীর্ত্তন কর।

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মা এইকথা বলিলেন যে, হে দেব-দেবেশ! অধুনা একটী মহত্তর-সুর-কার্য্য উপ-স্থিত হইয়াছে। অসুররাজ-তারক মৎ-প্রদত্ত-বর-বলে বলীয়ান্ হইয়া, পরমাদ্ভুত-বীর্য্য-প্রভাবে সুরগণকে পরাজিত করিয়া, স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিয়াছে। হে সর্ব্ব-দেবেশ্বর! মৎ-সকাশাৎ লব্ধবর-প্রভাবে উদীর্ণ,

উদ্ধত-তারকাখ্য সেই মহাসুর ধূম-কেতু, অর্থাৎ উৎপাত-বিশেষের ন্যায় লোক-সকলের প্রতি উপপ্লব, উপদ্রবের জন্যই যেন, উত্থিত, উৎপন্ন হইয়া, দেবগণকে নিজ-ভৃত্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছে। হে দেব! এই তারকাসুরের ভবন-প্রদেশে রবি-শ্রীসূর্য্যদেব তাবন্মাত্রই আতপ-বিস্তার করিয়া থাকেন, যাবন্মাত্র আতপ-সাহায্যে দীর্ঘিকা, বা ক্রীড়া-বাপী-সমূহে কমল-সমূহের উন্মেষ-বিকাশ সাধিত-নিষ্পাদিত হইতে পারে। অর্থাৎ দিবাকরদেব সর্ব্বদা কঠোর-কিরণ-সম্পন্ন হইয়াও, তারকাসুরের ভয়ে মন্দোষ্ণভাব-ধারণ-পূর্ব্বক তদীয়-পুরে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপ চন্দ্রদেব সর্ব্বদা অর্থাৎ শুক্ল-কৃষ্ণ উভয়-পক্ষেই সর্ব্ব-কলা-সাহায্যে তারকাসুরের সেবা করিতেছেন। হে দেববর! হর! কেবল-মাত্র আপনা-কর্ত্তৃক চূড়ামণী-কৃত শ্রীশিব-শিরোমণীকৃত এই লেখা-ষোড়শ-ভাগাত্মিকা-কলাকে তৎ-সেবার্থে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া, চন্দ্রদেব সকল-সময়েই তারকাসুর-কর্ত্তৃক-তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। বলবান্-গণের প্রধান শ্রীমান্ পবনদেব বিকসিত-কুসুম-সকলের স্তেয়-চৌর্য্যাভি-যোগ, তথা তজ্জনিতদণ্ড-প্রয়োগ-সম্ভাবনা-প্রযুক্ত সাধ্বস, বা ভয়-বশতঃ পুষ্পিত-পুষ্পোদ্যান-সমূহে গতি-বিষয়ে ব্যাবৃত্ত-পুষ্পোদ্যান-নিচয়ে সঞ্চরণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত-বিরত হইয়া তারকাসুরের পার্শ্বপ্রদেশে নিয়ত অবস্থিতি-পুরঃসর তাল-বৃন্তানিল, বা ব্যজনসঞ্চার-বায়ু অপেক্ষা অধিক-পরিমাণে বহমান হইতে সাহস করেন না।

বসন্তাদিঋতু-ষট্‌ক পর্য্যায়-সেবা-ক্রম-সেবা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুষ্প বা বিবিধ-জাতীয়-স্বর্গীয়-কুসুম-সম্ভারসংগ্রহে তৎপর, বা আসক্ত-মানসে উদ্যানপাল, উদ্যানাধিকৃত-পুরুষগণের সহিত সামান্য-সাধারণ-ভাবে তারকাসুরের উপাসনা, বা সেবা করিতেছেন এবং পর্য্যায়-সেবা যদি শীতোষ্ণাদি-দোষ-প্রকাশনরূপে পরিগণিতা হয়, সেইভয়ে দূরে পরিহার করিয়াছেন। "সরিতাম্পতিঃ" সমুদ্র তারকাসুরের উপায়ন, প্রাভৃত, বা উপহার-যোগ্য-রত্ন-সকল জল-নিচয়গর্ভে কতক্ষণে পরিপাক-প্রাপ্ত হয়, কতক্ষণে পরিপাক-প্রাপ্ত হয়, এইরূপ একাগ্রতার সহিত নিজ-জঠরোৎপন্ন-রত্ন-সকলের আনিষ্পত্তি, বা পরিপাককাল-পর্য্যন্ত

মহাযত্নসহকারে পরিপালন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিঞ্চ, প্রজ্বলিত-শিখা-জ্বালা-সম্পন্ন-মণি-শিরো-রত্ন-সমূহে সমলঙ্কৃত-বাসুকি-প্রমুখ-নাগ-রাজ-বংশীয়-ভুজঙ্গ, বা নাগ-শ্রেষ্ঠগণ, তথা জ্বলন্মণি-শিখ-সিদ্ধগণ "নিশি" রাত্রিকালে স্থির-প্রদীপতা অনির্ব্বাণ-দীপতা-প্রাপ্ত হইয়া, এই তারকাসুরকে পরস্পরে পরিবৃত করিয়া, তাহার উপাসনা, বা সেবা করিতেছেন।

হে সর্ব্বামর-বরেশ্বর! হর! এই সুররাজ ইন্দ্রও তারক-কৃত অনুগ্রহের অপেক্ষা করিয়া, প্রতিদিন মুহুর্ম্মুহুঃ দূত-হারিত-দূত-প্রাপিত-কল্প-দ্রুম-নিচয়ের বিভূষণ অর্থাৎ তদীয়-প্রসূন-সমূহ-সমর্পণ-সাহায্যে সেই তারকাসুরের অনুকূল আচরণ করিয়া থাকেন। হে মহেশ্বর! উক্তপ্রকারে রবি-শশি-পবনোদধি-ভুজঙ্গ-সুরেন্দ্রাদি-কর্ত্তৃক সতত আরাধ্যমান হইয়াও, সেই তারকাসুর নিরন্তর ভুবনত্রয়কে পরিক্লিষ্ট নিপীড়িত করিতেছে। তারকাসুরের এইরূপ আচরণ-দ্বারা ইহাই নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দুর্জ্জন-ব্যক্তি প্রত্যপকার-প্রতীকার-সাহায্যেই শান্তভাবাপন্না হইয়া থাকে; কিন্তু কদাপি উপকার-দ্বারা তাহারা শান্তভাব-ধারণ করে না, প্রত্যুত প্রকৃষ্টরূপ-কোপ-যুক্তাই হইয়া থাকে। অধিক কি বলিব? অমর-বধূগণ, বা দেব-বিলাসিনীগণও স্ব-স্ব-সুকুমারতর-কর-কমল-দ্বারা অতিসদয়ভাবে অবতংসার্থ কর্ণ, বা শিরোভূষণার্থ যাহাদিগের পল্লব ও পুষ্প-সকল বৃন্ত-দেশে ছেদন করিতেন, সেই সকল-নন্দন-পাদপ অধুনা অসুররাজ-তারকের অনুগ্রহে কুঠারাঘাতে ছেদন ও তজ্জন্য-পাত, বা পতনোত্থ-তীব্রতর-বেদনানুভবে অত্যন্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছে।

অপিচ, তারকাসুর যে সময়ে সুষুপ্তি-জনিত-সুখ অনুভব করে, অপর উপযুক্ত অবসরের একান্ত অভাব-বশতঃ তাদৃশাবসরে রোদন-পরায়ণ, বীজন-কার্য্যে নিযুক্ত, সুরবন্দী, বা সুর-প্রগ্রহ-স্ত্রী-সকলের কুসুম-কোমল-কর-কমল-সম্বন্ধী, বাষ্প-শীকর-বর্ষী, বা নয়নাম্বু-কণ-মোচন-শীল-শ্বাস-সাধারণানিল-সম্পন্ন, অর্থাৎ শ্বাসাধিক অনিল-সঞ্চার-নিবন্ধন যদি প্রভু-তারকের নিদ্রা-ভঙ্গ হয়, সেইভয়ে ভীত-হৃদয়ে তদুপযুক্তরূপ-বেগে পরিচালিত; সুতরাং নিশ্বাস-সমান-পবন-প্রবাহ-যুক্ত-চামর-নিচয়-সাহায্যে

সংসুপ্ত সেই তারক অভিবীজিত হইয়া থাকে। হে দেব! হরিৎ অর্থাৎ সূর্য্যাশ্ব-সকলের খুর-নিকর-ঘর্ষণ-বশে ক্ষুণ্ণ-চূর্ণিতাত্যুন্নত-সুমেরু-শৃঙ্গ-সকলকে উৎপাটিত করিয়া, অসুররাজ-তারক স্বীয়-বেশ্ম-প্রাসাদ-সমূহে অর্থাৎ ভুবন-ত্রয়ান্তর্গত-নিজ-নিবাস-স্থান-নিচয়ে আক্রীড়-পর্ব্বতরূপে পর্ব্বত-প্রস্থোচিত সমন্তাৎ ক্রীড়া-ক্ষেত্ররূপে কল্পিত-স্থাপিত-নিহিত করিয়াছে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

অপিচ, সম্প্রতি মহারাজ-ভগীরথাবতারিত-বিয়দ্‌গত-মন্দাকিনী-স্বর্গ-গঙ্গার দিগ্‌-বারণ-দিগ্‌-গজ-সকলের অনবরত-মদ-স্রাব-বসতঃ আবিল-পঙ্কিল-কলুষিত-জলমাত্র অবশিষ্ট আছে। যদি দিগ্‌-বারণ-মদাবিল-পয়োমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তবে মন্দাকিনী-সলিল-গত-কনক-কমল সকলের গতি কোনস্থানে নির্দ্দিষ্টা হইল? এইরূপ প্রশ্নবচনের উত্তর-বচনে হে দেব! পুনশ্চ কি বলিতে হইবে যে, হেমাম্ভোরুহ-লক্ষণ-শস্য-সকলকে মন্দাকিনী-গর্ভ হইতে উৎপাটিত করিয়া, অসুররাজ-তারক সম্প্রতি সেই কনক-কমল-সকলকে স্বীয়-বাপী, বা স্ব-দীর্ঘিকা-সমূহে সমা-রোপিত, প্রতিরোপিত করিয়াছে। তথা তারকাসুরের আপাত, আপতন, সমাপত্তি, বা সহসা সমাগম-ভয়-প্রযুক্ত বিমান-ব্যোমযান, বা দেব-রথ-সকলের পথ গমনাগমন-মার্গ খিলীভূত, অপ্রহতীভূত, অর্থাৎ হল-দ্বারা অলিখিত, অপ্রহত, অকৃষ্ট-পতিত-ভূমিরূপে পরিণত হওয়ায়, স্বর্গী দেবগণ অধুনা আর ভুবনালোকন-বিষয়িণী-প্রীতি-অনুভবে সমর্থ হন না।

যজ্বা যথা বিধি-ইষ্টবান্ পুরুষগণ-কর্তৃক বিতত-প্রশস্ত-বিস্তৃত-প্রবর্ত্তিত অধ্বর-যজ্ঞ-সমূহে সম্ভৃত-দত্ত-মন্ত্র-পূত-হব্য-হবিঃ-সকল সেই মায়ী মায়াবী মহাসুর-তারক আমাদিগের সমক্ষে দেখিতে দেখিতে, জাতবেদাঃ, যজ্ঞিয়ানল-লক্ষণ-মুখ-প্রদেশ হইতে সবলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। কিঞ্চ, মায়াবী-মহাসুর-তারক-কর্তৃক অত্যুচ্চ-সমুন্নত, নামতঃ উচ্চৈঃশ্রবাঃ, হয়-রত্ন, রত্নবৎ-সমুজ্জ্বল-সুশ্বেতবর্ণ যে অশ্ব-শ্রেষ্ঠ এতাবৎকাল-পর্য্যন্ত সুররাজ ইন্দ্রের অশ্ব-শালা-মধ্যে অতি-যত্নের সহিত সুরক্ষিত ছিল, দেবরাজ-বাসবের চিরকালার্জ্জিত-দেহ-বদ্ধ-বদ্ধ-দেহ-মূর্ত্তিমান্ যশোরাশি-স্বরূপ সেই তুরঙ্গম-মণি অপহৃত হইয়াছে। অপিচ, ক্রুর-ঘাতুকবৎ নির্দ্দয়-কঠিন-হৃদয় সেই অসুররাজ-

তারককৃত উপদ্রব-নিবারণ-কল্পে অবলম্বিত আমাদের সর্ব্ববিধ উপায় সান্নিপাতিক-বিকার, অর্থাৎ সন্নিপাত-সন্নিপতনশীল-দোষ-ত্রয়ের প্রকোপ-জাত-জ্বরাদি-রোগোপশমনার্থ প্রযুক্ত, বীর্য্য-সারবান্ ঔষধ-সকলের ন্যায় ক্রিয়া-সম্পাদন-বিষয়ে প্রতিহত, বা বিফল হইয়াছে।

কিঞ্চ, সামাদি-উপায়-প্রয়োগাবসরে মনে করিয়াছিলাম যে, এই হরি-চক্র-দ্বারা আমরা নিশ্চিতই জয়লাভে সমর্থ হইব; পরন্তু যে হরি-চক্রে আমাদের জয়াশা-বিজয়াশংসা সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিল, প্রতিঘাত, বা প্রতিহতি-বশতঃ উত্থিত, উদ্গত অর্চ্চিঃ-তেজো-জ্বালা-মালা-পরিব্যাপ্ত সেই হরি-চক্র, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুদেবের সুদর্শন-চক্র-কর্ত্তৃক এই তারকাসুরের কণ্ঠে যেন নিষ্ক উরোভূষণ অর্পিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, তারকাসুরের শিরশ্ছেদাভিপ্রায়ে শ্রীহরিদেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত-প্রযুক্ত অসুর-কণ্ঠে-নিপতিত সেই সুদর্শন-চক্র তারক-কণ্ঠ-কৃত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া, নষ্ট-শক্তি অবস্থায় তদীয়-কণ্ঠে উরো-ভূষণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে। অদ্য সম্প্রতি তারকাসুর সম্বন্ধী গজেন্দ্রগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতনামা গজরাজকে বিনির্জ্জিত, পরাজিত করিয়া, পুষ্করাবর্ত্তকাদি-নামধেয়-তোয়দ-মেঘ-সমূহে তটাঘাত, বা বপ্র-ক্রীড়া অভ্যাস করিতেছে।

হে দেবদেব! তারককৃত এবম্বিধ ও অন্যবিধ-বহুতর উপদ্রব, বা দুর্ব্যবহার-বশতঃ দেবগণ নিতান্ত-নিপীড়িত, তথা কষ্ট হইতেও কষ্টতরাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। হে দেব! ঈদৃশ-কষ্টতরাবস্থায় দেবগণ পূর্ব্বে আর কখনও উপনীত হন নাই। অতএব হে দেব-দেবেশ! আমি দেবগণের ঈদৃশী "কষ্টাৎ" কষ্টতরা-দশা অবলোকনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া, প্রতীকার-প্রাপ্তি-প্রত্যাশা-বশবর্ত্তি-হৃদয়ে সেই সকল-দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বিজ্ঞাপিতা করিবার জন্যই ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি-দেবগণের সহিত ভবদীয়-সর্ব্ব-ভয়-ভঞ্জন-শ্রীচরণ-সমীপে সমাগত হইয়াছি। হে দেববর! শম্ভো! একমাত্র আপনার ঔরস-জাত-পুত্রের দ্বারা দেব-শত্রু-তারক সবলে নিহত হইবে। হে দেব! আমার এইবাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে। অতএব হে সর্ব্ব-দেব-বন্দিত! আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-কণা-মাত্র-সাহায্যে কৃপা-দৃষ্টি-পাত-পূর্ব্বক স্বীয়-দক্ষিণ-পাণি-পঙ্কজ-দ্বারা গিরিজা-শ্রীমতী-

পার্ব্বতীদেবীর দক্ষিণ-কর-কমল গ্রহণ করুন। হে মহানুভাব। আপনি গিরিজা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পাণি-গ্রহণ-বিষয়ে সম্মতি-দান করিলেই গিরীন্দ্র-হিমালয় অতীব আগ্রহভরে আপনাকে কন্যা-দান করিবেন।

হে বিভো! স্বামিন্! উক্তরূপ-কারণবশতঃ ভব-বর্জ্জন, বা সংসার পরিমোচন করিতে ইচ্ছুক-বিরক্ত-মুমুক্ষু-জনগণ যেমন ভব-সংসারের শান্তি-নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম-লক্ষণ-বন্ধন-পাশ-ছেদনকারী আত্ম-জ্ঞান-হেতু-ভূত-নিষ্কাম-ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, আমরাও সেইরূপ তাদৃশ-দুর্দ্দান্ত-তারকাসুরের বিনাশরূপ-শান্তি অভিপ্রায়ে উপযুক্তরূপ কোন একজন সেনান্য-সেনানী-চমূপতির সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে প্রভো! সর্ব্ব-সুর-সৈন্য, বা সমস্ত-দেবতা-সেনার গোপ্তা, রক্ষিতা যে সেনানীকে পুরস্কৃত, অগ্রে অবস্থাপিত করিয়া, পৃথিবী-ত্রাণকারী গোত্র-পর্ব্বত-সকলের ভেত্তা, দেবরাজ ইন্দ্র সমরে বিজয়-লব্ধা জয়-শ্রীকে বন্দীর ন্যায় বন্দীকৃত-স্ত্রীজনের ন্যায় শত্রু-জনগণের নিকট হইতে প্রত্যানয়ন-প্রত্যাহরণ করিবেন, তাদৃশ একজন সেনানীর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া, আমরা আপনার নিকটে সমাগত হইয়াছি। হে সর্ব্ব-কল্যাণ-গুণাকর! নীল-লোহিত! ক্বচিৎ ক্ষেত্রে নিষিক্ত-ক্ষরিত-ভবদীয়-রেতো-লক্ষণ-শুক্রের অংশ বিনা অপর কোন্ সর্ব্ব-সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সংযুগে সমরে উদ্যত, ব্যাপ্রিয়মাণ, সাংযুগীন, সংগ্রামে সাধু-কুশল সেই তারকা-সুরের প্রসহন, বা অভিভব-সাধন করিতে সমর্থ হইবে ?

হে কণ্ঠেনীল! কেশ-সমূহে লোহিত! নীললোহিত! দেব! আপনি তমঃ-পারে ব্যবস্থিত-তমো-গুণাতীত-পরম-জ্যোতির্ম্ময়-পরমাত্ম-স্বরূপ। অতএব আমার, বা বিষ্ণুর এমন শক্তি নাই যে, আমরা আপনার প্রভাব-প্রতাপ-তেজঃ-মহিমা, বা সামর্থ্য, অথবা ঋদ্ধি-সমৃদ্ধি, কিম্বা ঐশ্বর্য্যের পরিচ্ছেদ-পরিমাণ-নিরূপণ করিতে অগ্রসর হই। হে মহেশ্বর! আপনি একদিকে যেমন তমঃ-পারে ব্যবস্থিত, "পরাৎ" পরতর-পরমানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরমাত্ম-স্বরূপতা-নিবন্ধন নিরঙ্কুশ-মহিমা-তিশয়-বিষয়ে মৎকর্ত্তৃক, বা বিষ্ণু-কর্ত্তৃকও অবগাঢ়, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহেন, অপরদিকেও সেইরূপ যাবতীয়-পুরুষ-প্রবরের মধ্যে আপনি

এবং স্ত্রী-রত্ন-নিচয়ের মধ্যে পার্ব্বতীদেবী নিরন্তর-দুশ্চর-তপশ্চরণ-পূর্ব্বক যে সর্ব্ব-সুরাসুরাসহনীয়-পরম-দুর্জ্জয়-তেজো-মাত্রা-ধারণ করিয়াছেন, আপনার, বা আপনাদের উভয়ের তাদৃশ-তেজো-মাত্রা-সমুৎপন্ন-সপ্ত-দিবস-বয়স্ক-কুমার-ব্যতীত অপর কোন বীর্য্যবান্ পুরুষ-প্রবরই অসুররাজ-তারকের নিকট হইতে বন্দী-বন্দীভূতা-জয়-শ্রীর প্রত্যানয়নে সমর্থ হইবেন না।

অতএব হে, দেবদেবেশ্বরেশ্বর! আপনি সংযম-স্তিমিত-সমাধি-নিশ্চল-নিজ-মানসকে-উমা-রূপের প্রতি গিরিজা-কালী-পার্ব্বতী-শ্রীমতী-উমাদেবীর স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্যের প্রতি অয়স্কান্ত-নামা মণি-বিশেষ-সাহায্যে লোহবৎ অয়োধাতু-প্রায় সমাকৃষ্ট সমাহৃত করিয়া, শ্রীমতীউমাগৌরী-দেবীর পাণিগ্রহণ করুন। হে দেব! সুর-কার্য্য-সিদ্ধি, তথা সমগ্র-জগতের পরিরক্ষণ ও মঙ্গল-বিধানার্থ আপনি অচিরে তপঃ-পরিশুদ্ধা, বিবিধ-ব্রত-নিয়ম-সেবন সংস্কৃতা, গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতা, সর্ব্বথা পরি-গ্রহণ-যোগ্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পাণি-গ্রহণার্থ কার্য্যার্থি-জনোচিত-প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক জগতের হিতসাধনার্থ অগ্রসর হউন, অন্যথা অকালে জগদ্-বিলয় অবশ্যম্ভাবী।

হে দেব! আপনার অষ্ট-মূর্ত্তির অন্তর্গতা জলময়ী-মূর্ত্তি যেমন মৎ-কর্ত্তৃক আহিত-নিষিক্ত-বীজ-ধারণে সমর্থা, অপরা নহে, সেইরূপ আপনা-কর্ত্তৃক আহিত-নিষিক্ত-বীজ-বীর্য্য-তেজো-বেগ-ধারণে, বহনে, সহনে একমাত্র উমা-পার্ব্বতীদেবীই কুশলিনী, বা সমর্থা, অপরা নহে। কিন্তু, হে দেবদেব! ইহা যখন নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর গর্ভে আপনা-কর্ত্তৃক আহিত-নিষিক্ত-বীর্য্য-জাত-ভবদীয় আত্মভূত-সপ্ত-বাসর-বয়স্ক-বালকই আমাদিগের সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয়-বীর্য্য-বিভূতি-শৌর্য্য-সম্পত্তি-সমূহ-সাহায্যে সুর-বন্দী-সকলের বেণীর মোক্ষণ-বিস্রংসন-সাধন করিবেন, তখন হে শিতিকণ্ঠ! সুরগণের ঈদৃশী "কষ্টাৎ" কষ্টতরা-দুঃখ-দুর্দ্দশার বিশদ-বিবরণ অবগত হইয়াও, আপনার আর সমাধি-নিশ্চল-চিত্তে অবস্থিতি করা উচিত হইতেছে না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

সর্ব্ব-দেব-শিরো-মণি শ্রীশঙ্করদেব লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার উক্তরূপ-প্রার্থনানুরোধ-বচন-শ্রবণ করিয়া, সহাস্য আস্যে এইকথা বলিলেন যে, সর্ব্ব-লোকৈকসুন্দরী-গিরিজা-পার্ব্বতীদেবী যে সময়ে মৎ-কর্ত্তৃক পাণি-পীড়ন-দ্বারা পরিণীতা, বা অধিকৃতা হইবেন, তৎকালেই কি তুমি, কি বিষ্ণু, কি সুরেন্দ্রগণ, কি দেবর্ষিব্রহ্মর্ষিগণ, আর কি মহামুনি-তপোধনগণ, ইহারা সকলেই সকাম, অর্থাৎ কাম-ভাবাপন্ন-মানসে রতিরস-সাগরে সংমজ্জন-নিবন্ধন পুনরপি পরম-পথে ব্রহ্ম-মার্গে বিচরণে নিতান্ত অক্ষম, বা অসমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। জগতী-তল--নিবাসী জীব-জাতের সর্ব্ববিধ-শুভ-কার্য্যসিদ্ধির জন্যই আমি মদনকে দগ্ধ করিয়াছি। অধুনা আমি যদি গিরিজা-পার্ব্বতীদেবীর পাণি-পীড়ন-পূর্ব্বক সম্ভোগার্থে তাঁহাকে অধিকৃতা করি, তবে বল দেখি, মৎকর্ত্তৃক রতিরসানুভবার্থ সমাহূতা হইয়া, তৎকালমাত্রেই সেই নগরাজ-নন্দিনী-তন্বী-সুমধ্যমা উমাদেবী পুনরপি মদনকে উজ্জীবিত করিবেন কি না? হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পুরোগম-দেবগণ! আমার স্থির-বিশ্বাস এইরূপ যে, মৎ-কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে আহূতা হইয়াই, দেবী-শ্রীমতীপার্ব্বতী মদনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, লইবেন; সুতরাং এবিষয়ে বিচারালোচনা নিষ্প্রয়োজনা।

আর এই এককথা হইতেছে যে, হে দেবগণ! কার্য্যাকার্য্য-বিচারণাবসরে তোমাদেরও বিশেষরূপ-বিচার-বিবেচনা করিয়া, দেখা উচিত হইতেছে যে, মদনকে দগ্ধ করিয়া, আমি সুমহৎ-সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি কি না? মদন-দাহমাত্রেই যদি সুমহৎ-সুরকার্য্য মৎকর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকে, তবে সেই সুমহৎ-সুর-কার্য্য-সংসাধনের ফলে, হে দেবগণ! তোমরাও যে আমার সহিত অন্তঃকরণে নিষ্কাম হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-লেশ-মাত্রেরও অবসর নাই। অতএব আমি যেমন

সংসার-সাগরপারে তমঃ পারে ব্যবস্থিত হইয়া, নিষ্কাম-মানসে অভীষ্ট-নির্জ্জনবাসে নিরন্তর পরমতুশ্চর-সুতুষ্কর-তপশ্চরণ করিতেছি, হে সুরগণ! সেইরূপ তোমাদেরও সকলের নিষ্কামমানসে আমার সহিত যোগদান-পূর্ব্বক পরম-সুতুষ্কর-তপশ্চরণে সংসক্ত হওয়াই উচিত হইতেছে।

হে নাক-নায়কগণ! আমরা সকলে মিলিত হইয়া, একযোগে যদি এই পরম-সুতুষ্কর-নিষ্কাম-তপশ্চরণ-কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারি, তবে আমার ন্যায় তোমরা সকলেও মানসে কাম-কর্ত্তৃক-বিস্মৃত হইয়া, প্রযত্ন-পূর্ব্বক পরম-সমাধি-যোগ-সংযুক্তচিত্তে নিরতিশয়-বিমল-বোধঘনানন্দপূর্ণ-হৃদয়ে নিতান্তই সুখী হইতে পারিবে। কাম যে নরকের একমাত্র দ্বার, তাহা তোমরা নিশ্চিতই অবগত আছ। হে সুর-সত্তমগণ! এই কাম হইতেই ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ক্রোধ হইতে সম্মোহ জন্মগ্রহণ করে এবং সম্মোহ উৎপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা মানস ভ্রান্তিযুক্ত হয়। অতএব হে সুর-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলে কাম এবং ক্রোধ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার উক্তরূপ উপদেশবচনের অনুবর্ত্তী হও, তোমরা নিশ্চিতই জানিবে যে, আমার বাক্য কখনও অন্যথা হইবার নহে।

ভগবান্ বৃষধ্বজ-শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে সুরগণ, মুনিগণ, তথা ঋষি-গণকে উপদেশ-বচন-সকল শ্রবণ করাইয়া, তথা তাঁহাদিগকে যথেষ্টরূপে প্রবোধ-দান করিয়া, তূষ্ণীম্ভূত অবস্থায় পুনরপি ধ্যান-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ সংযম-স্তিমিতলোচনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিজ-গণ-নিচয়ে পরিবৃত শ্রীশঙ্করদেবকে জ্যোতি-র্ধ্যানাবলম্বনে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, গণপ-প্রধান-শিলাদ-তনয় নন্দী দেবাসুর-মুনি-মহর্ষিগণকে বিসর্জ্জন-পুরঃসর হাস্য-সহকারে সব্রহ্ম-সেন্দ্রোপেন্দ্র-বিবুধগণকে এইকথা বলিলেন যে, হে বিবুধগণ! আপনারা যে মার্গ অবলম্বনে এখানে আগমন করিয়াছেন, সেই পন্থাবলম্বনেই এইস্থান হইতে গমন করুন, আর বিলম্ব করিবেন না। অনন্তর গণপ-প্রধান-নন্দীর উক্তরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, "তথাস্তু" বলিয়া, সব্রহ্ম-সেন্দ্রোপেন্দ্রাদি-দেবগণ শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম হইতে প্রস্থান-পূর্ব্বক নিজ-নিজ-নিকেতনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে সমাধিস্থ-শ্রীশঙ্করদেবও সুরাসুর-মুনি-মহর্ষিগণ আশ্রম-কানন হইতে প্রস্থিত হইলে, নিতান্তনির্জ্জনতা-সুলভ-প্রগাঢ়তর-সমাধি-ভাবনা-বশীভূত-বিশুদ্ধ-সুসংস্কৃত-মনঃ-সাহায্যে স্বীয়-লীলোপাত্ত-মহারুদ্র-শরীরাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে অখণ্ড-চৈতন্যরূপনিত্য-মুক্ত-স্বভাব-পরম-ব্রহ্মস্বরূপে একীভূত করিয়া, ক্ষীরে ক্ষীর, জলে জল, অনিলে অনিল ও আকাশে আকাশের ন্যায় অভিন্নরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, "পরাৎ" পরতর-স্বচ্ছ-নির্ম্মল-নিরবগ্রহ-নিরঞ্জন-নিরাভাস-স্বরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যে জ্যোতির্ম্ময় একাদ্বিতীয় পরমাত্ম-স্বরূপে সূরিগণও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যে পরমানন্দময়-পূর্ণ-ব্রহ্ম-স্বরূপে "ভানুর্নভাত্যগ্নিরথো শশী বা, ন জ্যোতিরেবং ন চ মারুতো ন হি", বস্তুবিচারতঃ যাঁহাকে কেবল-চিন্ময়, "সূক্ষ্মাদপি" সূক্ষ্ম, "সূক্ষ্মতরাদপি" পরমসূক্ষ্মতম, অথবা পরম-সূক্ষ্মতম হইতেও অতীত বলিয়া, নিশ্চয় করা হইয়াছে, যিনি অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, নির্ব্বিকার ও নিরাময় এবং জ্ঞপ্তিমাত্র-স্বরূপ, ন্যাসী, সন্ন্যাসী, কাম্য-কর্ম্ম-ত্যাগী, অথবা সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগী জনগণ যে স্থানে গমন করিয়া থাকেন, যিনি শব্দাতীত, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সত্তামাত্র ও জ্ঞান-গম্য, অথচ কেবল-তর্কের অগম্য, যিনি বেদে, আগমে, পুরাণে, বা বিবিধ-শাস্ত্র-গ্রন্থে পরম-বস্তু-স্বরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, যিনি বেদ-মন্ত্রে, তথা বেদাতীত আগমোক্ত-মন্ত্র-সমূহে, কিম্বা মন্ত্রভূত আগম-শাস্ত্রে সতত অদ্বিতীয়-চিদানন্দময়-পরম-বস্তু বলিয়া, বিঘোষিত হইয়াছেন, সেই পরম-বস্তুভূত-পিনাকপাণি-ভগবান্ বৃষভবাহন-শ্রীশঙ্করদেব "আত্মানমাত্মনা কৃত্বা, আত্মন্যেব বিচিন্তয়ন্" পরম-যোগ-যুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে "যেনৈব সাক্ষান্মকরধ্বজো হতঃ", তপঃ-পরায়ণ-পরমেশ্বর সেই ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-সুর-মুনি-মহর্ষিগণের প্রস্থানের অনন্তর পুনরপি সমাধি-নিশ্চল-মানসে যখন আত্ম-স্বরূপ-বিলোকনে তৎপর হইলেন, তৎকালে গিরিজা-ভগবতী-পার্ব্বতী-দেবীও তথাকথিত-প্রকারে একপাদাঙ্গুষ্ঠে স্বীয়-শরীর-ভার-ধারণ করিয়া,

পরমোগ্রতর-দুশ্চর-তপস্যারম্ভ করিলেন। একে ত গিরিজা শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর পূর্ব্ব-বর্ণিত-তপঃ-প্রভাবে চরাচর-জগৎ-প্রপঞ্চ এরূপ পরিতপ্ত হইয়াছিল যে, শ্রীমতীগিরজাদেবীর তপঃ-সম্ভূত সুমহান্ দাবাগ্নি-দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণও মানসে পরম-ভয় প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রয়গ্রহণ করিতে, বাধ্য হইয়াছিলেন, তদুপরি "পরাৎ" পরতর-তপশ্চরণাভিপ্রায়ে একপাদাঙ্গুষ্ঠে শরীর-ভার-ধারণ করিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী যখন স্বীয়-হৃদয়-কমলাভ্যন্তরে মনোময়-শ্রীশঙ্করদেবকে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া, পরম-যোগাবলম্বনে সমাধি-ভাবনা-সাহায্যে বাহ্যতঃ শ্রীশঙ্করদেবকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্কর-দেবও শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পরম-সমাহিত-মানস-কৃত-সমাকর্ষণ-বেগ-বশে এরূপ সমাকৃষ্ট হইলেন যে, তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় আর স্থির-চিত্তে সমাধি-ভাবনা করিতে পারিলেন না।

কিঞ্চ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কৃত অভূতপূর্ব্বাদ্ভুততর-তপশ্চরণ-প্রভাবে শ্রীশঙ্করদেব যেমন স্ব-স্বরূপ-বিষয়িণী-সমাধি-ভাবনা হইতে বিচলিত হই-লেন, সেইরূপ শ্রীরুদ্রদেব পার্ব্বতীদেবীকৃত-পরমোগ্রতর-তপশ্চরণ-দর্শনে মানসে পরমোত্তম-ভয়ও প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যখন পরম-তপঃ-প্রভাবে পরমোত্তম-ভীতি-প্রাপণ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন, তৎকালেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক পরম-দুশ্চর-তপঃ-প্রভাবে বিজিত-সর্ব্বার্থদ-স্থাণুভূত-কৈবল্যানন্দময়-পরমাত্ম-স্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেব সমাধি-ভাবনা হইতে চলিত-ব্যুত্থিত হইয়া, যেখানে সেই হিম-নগ-নন্দিনী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, শীঘ্রতার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন।

যখন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকৃত-তপস্তাপে জগতীতলস্থ-জনগণ সন্তপ্ত হইল, তদীয়-তপঃ-প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-সমগ্র-জগৎ ঊর্জ্জিত-সমুদ্-ভাসিত হইল, তৎকালেই সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করদেব দিব্য-বল্কল-বসন-পরিধান, রৌরবাজিনোত্তরীয়-ধারণ এবং শুভ-লক্ষণ আষাঢ়-দণ্ড-গ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সচ্চরিত্রতা ও প্রতিভা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রাগুক্ত প্রকারে বিবিধ-

প্রশ্ন-সহকারে শ্রীশিব-ভক্তি-প্রেম-প্রীতি-পরীক্ষণার্থ শ্রীশিব-নিন্দা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে তপো-বেদিকা-নিকটে গমন করিয়া, বেদিকোপরি বিন্যস্তা-শশিকলার ন্যায় দীপ্তিমতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেব যেমন তাঁহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী-সমূহ সমুত্থিত হইয়া, বহুতর-সম্মান-প্রদর্শনান্তে ব্রহ্মচারি-বপুর্ধারী সেই শ্রীশঙ্করদেবের যথোচিত-যত্নের সহিত পূজা করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী-বৃন্দ-কর্ত্তৃক বহুমানতঃ পরিপূজিত হইয়া, ব্রহ্মচারি-বেশবান্ শ্রীশঙ্করদেব শৈল-পুত্রী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে যাবৎ কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখীগণ "শৈলপুত্রীং বক্তুমিচ্ছুঃ" সেই জটিল-দেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আমাদের এই শুভলক্ষণা-প্রিয়তমা-সখী মহাভাগা পার্ব্বতীদেবী নিয়ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্প্রতি তপস্যা করিতেছেন। আর পঞ্চ-মুহূর্ত্ত-কালমাত্র পরে আমাদের প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতী-দেবী-কর্ত্তৃক অবলম্বিত এই বিশেষ-নিয়মটী পরিসমাপ্ত হইবে। অতএব হে মহাভাগ! আপনি এই পঞ্চ-মুহূর্ত্ত-কালমাত্র-প্রতীক্ষা করুন। হে ব্রাহ্মণ! পশ্চাৎ আপনি আমাদের প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীদেবীর সহিত নানাবিধ-ধর্ম্ম-বার্ত্তা করিতে পারিবেন।

এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর বিজয়া-প্রভৃতি সেই সখীগণ অশ্রুপূর্ণ-বিলোচনে নয়ন-জল-প্লাবিত আননে দ্বিজাগ্রে দেবীচরিতবর্ণন-সাহায্যে কোনরূপে তাবৎ-পরিমিতকাল অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু পঞ্চ-মুহূর্ত্ত-কালের কিঞ্চিৎমাত্র-কাল অবশিষ্ট আছে, এমনসময়ে সেই মহামতি-ব্রহ্মচারী আশ্রম-প্রদেশ-পরিদর্শন-চ্ছলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, আশ্রমোপকণ্ঠে স্বচ্ছ-সলিল-পূর্ণ একটী হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ যেন স্খলিত-পদে হ্রদগর্ভে নিপতিত হইলেন এবং হ্রদগর্ভে পতিত হইয়া, অতিমাত্র উচ্চৈঃস্বরে এইকথা বলিয়া, চীৎকার করিতে লাগিলেন যে হায়! আমি হ্রদ-জলে পতিত হইয়া, নিমজ্জিত হইতেছি, যদি কোন কৃপাবান্ ধার্ম্মিক-সজ্জন এখানে থাকেন, তবে তিনি অবিলম্বে হ্রদ-তীরে আগমন-পূর্ব্বক আমার উদ্ধার-সাধন করুন।

এইরূপে তার-স্বরে ক্রোশন-পরায়ণ-ব্রাহ্মণের তাদৃশ-চীৎকার-শব্দ-শ্রবণ করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সেই বিজয়াদি-সখীগণ দ্রুততর-পদে হ্রদ-তীরে আগমন-পূর্ব্বক কর-প্রসারণ-সাহায্যে তাঁহাকে হস্তাবলম্বন-দান করিলেন। এদিকে কিন্তু সেই তাপস-ব্রাহ্মণ দূরে দূরে গভীর জলে গমন-পূর্ব্বক গাঢ়তর-চীৎকার করিতে করিতে, পুনঃ পুনঃ এইকথা বলিতে লাগিলেন যে, আমি অসংসিদ্ধা-রমণীকে কদাপি স্পর্শ করিব না, এইজন্য যদি আমি প্রাণে মরি, তাহাও আমার স্বীকার, তথাপি আমি অসংসিদ্ধা-রমণীকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না, আমার এইসকল-বাক্য যেন কেহ মিথ্যা মনে না করেন, কারণ, আমি কখনও মিথ্যা, বা অনৃতের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই।

বিজয়াদি-সখীগণের প্রসারিত-করাবলম্বন-গ্রহণ না করিয়া, তাপস-ব্রাহ্মণ যখন পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতেছিলেন, তাদৃশাবসরে সমাপ্ত-নিয়মা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তাপস-ব্রাহ্মণ-প্রবরের তথাকথিতরূপ-বচন ও চীৎকার-শব্দ-শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং হ্রদ-সমীপে সমাগতা হইলেন এবং স্বীয়-সব্য-কর-কমল-প্রসারিত করিয়া, ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে তাপস-বর! আমি এই সব্য-করাবলম্ব-দান করিতেছি, আপনি আমার সব্য-কর-গ্রহণ-পূর্ব্বক তীর-দেশে উত্থিত হউন। এইকথা বলিয়া, শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী অবলম্বন-দানার্থ স্বীয়-সব্য-কর প্রসারিত করিলেন বটে; কিন্তু ব্রহ্মচারী পার্ব্বতী-দেবী-প্রদত্ত-সব্য-করাবলম্বন-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। প্রত্যুত ব্রহ্মচারী এইকথা বলিলেন যে, হে ভদ্রে! যাহা শুচি নহে, যাহা অবজ্ঞা, বা অনাদর-সহকারে কৃত এবং যাহা দোষ-যুক্ত, বা দোষের সহিত অনুষ্ঠিত, তাহা কদাচ গ্রহণ করিতে নাই; সুতরাং ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমত-যথোক্তরূপ-ব্যবস্থানুসরণে আমি "সব্যং চাশুচি তে হস্তং, নাবলম্বামি কর্হিচিৎ।" অর্থাৎ তোমার অশুচি-বাম-হস্ত আমি কোনরূপেই কদাচ গ্রহণ করিতে পারিব না।

তাপস-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—আমি এই আমার দক্ষিণ-হস্ত ইতঃ-পূর্ব্বে অর্থাৎ জন্মান্তরে অন্য এক-দেববরকে দান করিয়াছিলাম, যে দেববরকে পূর্ব্বজন্মে

আমি আমার এই দক্ষিণ-কর দান করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান-জন্মেও আমি আমার এই দক্ষিণ-কর সেই দেবদেবকেই দান করিব, মনে মনে এইরূপ কল্পনা, বা সঙ্কল্প করিয়াছি, হে বিপ্র! এইজন্যই আমি আপনাকে দক্ষিণ-কর-দান করি নাই। হে বিপ্রবর! দেবদেব-শ্রীভবদেবই আমার এই দক্ষিণ-করের একমাত্র গ্রহীতা বটে; কিন্তু কতদিনে যে তিনি আমার এই দক্ষিণ-কর-গ্রহণ করিবেন, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। সেযাহাহউক, শ্রীশঙ্করদেবই আমার এই দক্ষিণ-কর-গ্রহণ করিবেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই, আমি অদ্যাপি উগ্রতর-তপশ্চরণ-দ্বারা এইরূপে শীর্ণা-বিশীর্ণা হইতেছি। হে বিপ্রবর! আমি এই যে সকল-কথা বলিলাম, আপনি আমার এই সমস্ত-কথাই সত্যবতী বলিয়া জানিবেন।

ব্রহ্মচারী কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তোমার যদি এইরূপ অবলেপ, বা গর্ব্ব উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে এইস্থান হইতে ইচ্ছামত অন্যত্র গমন করিতে পার, কে তোমাকে বারণ করিতেছে? হে পার্ব্বতি! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, এই জগতীতলে একমাত্র তোমারই প্রতিজ্ঞা অচলা। পক্ষান্তরে হে পার্ব্বতি! তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, তোমার ন্যায় আমারও এই প্রতিজ্ঞা অচলা এবং আমিও প্রাণ যাক্, বা থাক্, কোন দিন কোন অসংসিদ্ধা-রমণীকে স্পর্শ করি নাই, বা করিব না, তথা যাহা শুচি নহে, যাহা অবজ্ঞা-পূর্ব্বক-কৃত ও দোষের সহিত অনুষ্ঠিত, তাহা আমি কোন দিন গ্রহণ করি নাই, বা ভবিষ্যতে ও গ্রহণ করিব না। আর এককথা এই যে, আমরা কেবল তোমার নিকটেই সম্মান ভাজন নহি; পরন্তু আমরা শ্রীরুদ্র-দেবের নিকটেও প্রচুরতর-সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

হে পার্ব্বতি! বল দেখি, তোমার এই তপস্যা কীদৃশী? হে পার্ব্বতি! তুমি যখন বিষম-বিপদাপন্ন-ম্রিয়মাণ ব্রাহ্মণেরও পরিত্রাণ-বিধান না করিয়া, তৎপ্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতেছ এবং ব্রাহ্মণগণকে গর্ব্বভরে অবজ্ঞাত করিতেছ, তখন তোমার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, আমি তোমার দর্শনমাত্রও ইচ্ছা করি না। অতএব হে

পার্ব্বতি! তুমি শীঘ্রই আমার দৃষ্টি-পথের বহির্দ্দেশে গমন কর। অথবা হে পার্ব্বতি! যদি তুমি আমাদিগকে পূজ্য বলিয়া মনে কর, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া, এই বিষম-বিপৎ হইতে আমার উদ্ধার-সাধন কর, অন্যথা করিও না।

অনন্তর শুভাননা-শুভ-লক্ষণা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী "ইতি চ, ইতি চ" বহুধা বিচার-বিতর্ক করিয়া, পরিশেষে বিপৎ হইতে ব্রাহ্মণের উদ্ধার-সাধন করাই সর্ব্ব-ধর্ম্ম হইতে অধিকতর ধর্ম্মজনক-কার্য্য বলিয়া, নিশ্চয় করিলেন এবং তথাবিধ-স্থির-নিশ্চয়ের অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বীয়-দক্ষিণকর প্রসারিত করিয়া, হস্তাবলম্বন-দান-পূর্ব্বক সেই তাপস-ব্রাহ্মণকে গভীর-হ্রদজল হইতে উদ্ধৃত করিলেন। দুস্তর-ভবার্ণবনিমগ্ন-নরকে নারী যে উদ্ধৃত করিতে সমর্থা, বা কুশলিনী, তাহা নিজ-নয়ন-নলিন-ত্রিতয়ে অবলোকন করিবার জন্যই যে, ব্রহ্মচারি-বেশে শ্রীশঙ্কর-দেব ভবোদ্ভব-শ্রীমন্মহাদেব তথাবিধ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধকরি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী উক্তরূপে তাপস-ব্রাহ্মণের উদ্ধার-সাধনের অনন্তর স্নান করিয়া, পবিত্র-বল্কল-বস্ত্র-পরিধান-পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-যোগাসন-রচনা করিলেন। শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যোগাসন-বন্ধনে উপবেশন-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন দেখিয়া, ব্রহ্মচারী হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—হে শুভে! তুমি একি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমার আগমনে তোমার কি কোনরূপ তপো-বিঘ্ন ঘটিয়াছে? হে তন্বঙ্গি! তোমাকে এরূপে যোগাসনে উপবেশন করিতে দেখিয়া, প্রথমতঃ আমার মুখে হাস্য-রেখা-প্রস্ফুটিতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি তোমার দৃঢ়তা-দর্শনে আমার মানসে অত্যন্ত-ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। অতএব হে পার্ব্বতি! তোমার মনের অভিলাষ কি? তাহা আমার নিকটে স্পষ্ট করিয়া বল, নতুবা আমি মানসে শান্তি-লাভে সমর্থ হইতেছি না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

দৃঢ়-যোগাসন-স্থিতা শ্রীমতীপার্ব্বতাদেবী তাপস-ব্রাহ্মণের উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণ করিয়া, দৃঢ়তাব্যঞ্জক-স্বরে গম্ভীর-বচনে এইকথা বলিলেন যে, সম্প্রতি আমি যোগ-বহ্নি-সাহায্যে নিজ-শরীরকে প্রজ্বালিত, বা দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কারণ, আমি প্রথম হইতেই শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবে কৃত-মতি, বা কৃত-সঙ্কল্পা হইয়াছিলাম। পরন্তু অধুনা আমি উচ্ছিষ্টা হইয়াছি; সুতরাং প্রকারান্তরে অশুচি-উচ্ছিষ্ট-শরীরের সংস্কার সম্ভবপর না হওয়ায়, আমার পক্ষে শরীর-সংস্কার-সাধন-কল্পে ইদানীং দেহ-দাহই প্রশস্ততম উপায়স্বরূপে বিবেচিত হইতেছে। অনন্তর ব্রহ্মচারী কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তুমি ব্রাহ্মণের কামনা-পূরণার্থে কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তা কহিয়া, পশ্চাৎ নিজ ইচ্ছা অনুসারে অভিলষিত-কার্য্য-সম্পাদন করিও। অয়ি! পার্ব্বতি! শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, সাধুজন কখনই বিপ্র-কামনাকে উপহতা করিবেন না। অতএব হে গিরীন্দ্র-বালিকে! বিপ্র-কামনার পূর্ণতা-সম্পাদন যদি তোমার মতে উত্তম-ধর্ম্মানুষ্ঠান-মধ্যে পরিগণিত হয়, "ধর্ম্মমেনং মন্যসে চেৎ, মুহূর্ত্তং ব্রূহি পার্ব্বতি!" তবে হে পার্ব্বতি! তুমি মুহূর্ত্তমাত্রকাল আমার সহিত কথোপকথন কর।

প্রিয়ম্বদা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণের অনুরোধে মুহূর্ত্তমাত্রকাল সংস্থিতি, বা অপেক্ষা করিতেছি, হে তাপসবর! আপনার কি কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে কীর্ত্তন করুন। অনন্তর সেই তাপসবর-ব্রতী ব্রাহ্মণ সখীযুক্তা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে কহিলেন,—হে রম্ভোরু! তুমি এই নবীন-বয়সে কি জন্য এই পরম-দুশ্চর-তপশ্চরণ-করিতে আরম্ভ করিয়াছ? হে বরাননে! এই নূতনতর-যৌবন-কালে ত তোমার এই দুশ্চর-তপস্যা আমার নিকটে অনুরূপ-বিবেচিতা, বা

শোভাপ্রাপ্তা হইতেছে না। অধুনা গিরিরাজ-গৃহে দুর্ল্লভমনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া এবং দিব্য-দিব্য-ভোগ-সকল-প্রাপ্তা হইয়াও, হে দেবি! তৎ-সমুদায়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তুমি কি জন্য স্বীয়-স্বর্গীয়-শরীরকে পরিক্লিষ্ট করিতেছ? হে দেবি! দূর হইতে তোমাকে অতীব-সুকুমারতরাকৃতি-সম্পন্না দেখিয়া, আমি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম; পরন্তু নিকটবর্ত্তী হইয়া, বিশিষ্টবিলোকন-সাহায্যে হিমাম্বিতা-পদ্মিনীর ন্যায় অত্যুগ্র-তপস্যাচরণ-নিবন্ধন তোমাকে নিতান্ত-পরিক্লিষ্টা দেখিয়া, আমি মানসে যে বিপর্য্যস্ত, বা ব্যথিত হইয়াছি, তাহা ভাষা-দ্বারা জানাইবার চেষ্টা করা, বিড়ম্বনা-মাত্র।

হে শুভে! তুষার-পীড়িতাপদ্মিনীর ন্যায় তোমাকে তপঃ-পরিক্লিষ্টা অবলোকন করিয়া, একদিকে আমি যেমন মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি, অন্যদিকে সেইরূপ তুমি যে দেহত্যাগে অভিলাষ করিয়াছ, এজন্যও আমার শিরঃ-পীড়া উপস্থিতা হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, আমার মনে হইতেছে যে, তুমি অদ্যাপি প্রবুদ্ধা হইতে পার নাই। পক্ষান্তরে তুমি এখনও পর্য্যন্ত বালিকাভাবেই অবস্থিতি করিতেছ এবং বালভাববশতঃ তোমার এখনও সম্যক্‌রূপ ভাল-মন্দ-বোধ জন্মে নাই বলিয়াই, তুমি দেহ-ত্যাগে সমুদ্যতা হইয়াছ। হে সুমধ্যমে! কাম মানব-নিবহের মধ্যে অনুকূল না হইয়া, প্রায়শঃ বাম, বা প্রতিকূলভাবাপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ প্রচলিত-লোক-প্রবাদ অদ্য সত্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। কারণ, তুমি সর্ব্বজনের স্পৃহণীয়া হইয়াও, সর্ব্ববিধ-কাম-ভোগ-বিলাস-পরিহার-পূর্ব্বক কঠোরতর-তপঃ-সাহায্যে স্বীয়-স্বর্গীয়-সুকুমারতর-সুন্দর-শরীর পরিক্লিষ্ট, বা পীড়িত করিতেছে।

হে সুলোচনে! অবিজ্ঞাতান্বয়, নগ্ন, শূলী, ভূত-গণাধিপতি, শ্মশান-নিলয়, ভস্মলেপী, বৃষভ-বাহন, গজাজিনধারী, সর্প ও অস্থি-মালাদিদ্বারা ভূষিতাঙ্গ, জটাধর, বিরূপাক্ষ, তথা নির্গুণ-শ্রীশঙ্করদেব কিরূপে তোমার উপযুক্ত-পতিরূপে বিবেচিত হইতে পারেন? বুধ-জন-গণ-কর্ত্তৃক বর-সকলের কুল-শীলাদি যে সকল-গুণ সমুদিত হইয়াছে, সেই সকল-গুণের কোন একটীমাত্র-গুণও ত শ্রীশঙ্করদেবে দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব হে

ভুবনৈকসুন্দরি! পার্ব্বতি! তাদৃশ-সর্ব্ব-গুণ-হীন, বর-লক্ষণ-বিবর্জ্জিত-শ্রীশঙ্করদেব তোমার উপযুক্ত-যথোচিত পতি হইবেন কিরূপে? হে পার্ব্বতি! পূর্ব্বে একমাত্র চন্দ্র-কলাই শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গ-বশে শোচনীয়তমা ছিল; পরন্তু অধুনা শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সঙ্গমাশাবশে তুমি সেই চন্দ্র-কলার শোচনীয়তমা-দ্বিতীয়া-সহচরীরূপে সম্বৃত্তা হইতেছ। হে পার্ব্বতি! আমরা সকলে যদ্যপি সর্ব্বত্র সমদর্শী তপোধন, তথাপি শূনা অর্থাৎ পশু, বা প্রাণি-বধ-স্থানে যূপ-সৎক্রিয়া, যজ্ঞস্তম্ভ, বা জয়স্তম্ভ-স্থাপনের ন্যায় তোমার এই উদ্যম, বা আরম্ভও আমাদিগের মানসে নিতান্তই পীড়াদায়ক হইয়াছে।

হে পার্ব্বতি! বৃষভারোহণ, শ্মশানে বাস, ব্যালাভরণ-ভূষিত-হস্ত-দ্বারা পাণিসংগ্রহ, গজাজিনের সহিত ক্ষৌম-বসন-বন্ধন-প্রভৃতি তুমি যে এই জন-হাস্যকর-কার্য্যসকলের আরম্ভ করিয়াছ, এই লোক-হাস্যকর-কার্য্য কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত, বা উচিত হইয়াছে? হে পার্ব্বতি! তুমি এরূপ অযোগ্য-ব্যাপারের অনুষ্ঠানে উদ্যম, বা আগ্রহ-প্রকাশ করিতেছ কেন? হে পার্ব্বতি! তুমি স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ সম্প্রতি তুমি নব-যৌবন-সোপানে আরোহণ করিয়াছ মাত্র, এরূপ অবস্থায় তোমার ভূতি-সম্পর্ক, বা বিভূতি-লেপ-ধারণ, রুচিকর, বা অভিমত হইবে কিরূপে? অতএব অয়ি! মৃগ-শাবক-লোচনে! আমার মতে সর্ব্ব-বিরোধী, মদনারাতি, মর্কটাক্ষ সেই মহাদেব, দেব-দেব, নীল-লোহিত-শ্রীভূতনাথ-দেবের প্রার্থনা হইতে নিজ-মানসকে বিনিবর্ত্তিত কর।

এইরূপে বিরুদ্ধ-ভাষণ-পরায়ণ, ব্রহ্মচারি-বেশবান্, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্কর-দেবের মুখে শ্রীশিবনিন্দাকর-বিবিধ-বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী কুপিতান্তঃকরণে সগদ্গদ-বচনে এইকথা বলিলেন যে, "মা মা ব্রাহ্মণ! ভাষিষ্ঠা, বিরুদ্ধমিতি শঙ্করে। মহত্তমো যাতি পুমান্, দেবদেবস্য নিন্দয়া।" হে ব্রাহ্মণ! আপনি শ্রীশঙ্করদেবের সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ এরূপ বিরুদ্ধ-ভাষণ করিবেন না, করিবেন না। কারণ, মহত্তম-জনগণও দেবদেবের নিন্দা করিয়া, মহত্তমঃ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন-মহানরকে গমন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ আপনি দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেবের

চেষ্টিত-সকল সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। হে ব্রাহ্মণ! এই শ্রীশিব-নিন্দা-জনিত-মহাপাতক হইতে আপনি যৎ-সাহায্যে অচিরাৎ পরিমুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন, আমি এরূপ অদ্ভুত শ্রীশিব-তত্ত্ব-কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে ব্রাহ্মণ! আপনি যাঁহার নিন্দা করিতেছেন, সেই শ্রীশঙ্করদেবই সর্ব্ব-জগৎ-প্রপঞ্চের আদিভূত-পুরাতন-পরম-পুরুষ; সুতরাং তাঁহার অন্বয়, বা বংশ-বৃত্তান্ত কে অবগত হইতে সমর্থ হইবে? সম্পূর্ণ-জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার রূপ, তিনি কি নৈসর্গিক-ব্যবহার-নিয়মানুসারে দিগ্-বাসাঃ, বা দিগম্বর-নামে পরিকীর্ত্তিত হইবার উপযুক্ত নহেন? সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ-ত্রয়ময়-শূলবরকে যিনি অনায়াসে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই কি শূলি-নামে বিখ্যাত হইতে পারেন না? এই ভূত-ভৌতিক-সংসার-মণ্ডল-মধ্যে যাঁহারা বিবিধ-পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, পক্ষান্তরে যাঁহারা সর্ব্বপাশাপহানিতা-প্রযুক্ত সততকাল পরিমুক্তাবস্থায় সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে ভূত-শব্দ-বাচ্য, শ্রীশঙ্করদেব তাদৃশ-মুক্ত-ভূতগণের পতি বলিয়া, তাঁহাকে ভূত-পতি-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্মশান-শব্দের অর্থ সংসার, শ্রীশঙ্করদেব সম্পূর্ণ-সংসার-মণ্ডলে অর্থি-গণের প্রতি পরম-কৃপা-প্রদর্শনার্থ নিবাস করেন বলিয়া, তিনি শ্মশানবাসিনামে পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীশঙ্করদেবের গাত্রারূঢ়, শ্রীঅঙ্গে বিলিপ্ত-বিভূতি-সকলই প্রকৃত-পক্ষে ভূতি, বা ঐশ্বর্য্য-স্বরূপে কথিত হইয়াছে, তাদৃশী ভূতি, বা ঐশ্বর্য্য-সকল-ধারণ করেন বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব ভূতিভৃৎ আখ্যা-ধারণ করিয়াছেন। "বৃষো ধর্ম্ম ইতি প্রোক্তঃ", তাদৃশ-বৃষরূপ-ধর্ম্মে আরূঢ় হইয়াছন বলিয়াই, শ্রীশঙ্করদেবকে বৃষী, বা বৃষ-বাহন বলা হইয়াছে। ক্রোধাদি-দোষ-সকলই সর্প-স্থানীয়, জগন্ময়-শ্রীশঙ্করদেব ক্রোধাদি-দোষ-সর্প-সকলকে ধারণ করেন বলিয়া, তাঁহাকে দ্বিজিহ্ব-ধৃক্ বলা হইয়াছে। জটা-শব্দের অর্থ নানাবিধ-কর্ম্ম-যোগ, বিবিধ-কর্ম্ম-যোগরূপ-জটাভার ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব জগতীতলে জটাধারি-নামে প্রথিত হইয়াছেন।

যথাবিধি গুরুমুখ হইতে ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণ-বেদত্রয়ের অক্ষরপাঠ, তথা বিচারজাত-জ্ঞানদৃষ্টি-সাহায্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চ-গত-যাবতীয়-পদার্থ অবলোকনে সমর্থ হওয়া যায় বলিয়া, শাস্ত্র যেমন আমাদিগের লোচন-স্বরূপ, সেইরূপ ব্যবহারকালে ব্যবহার-রীতি অনু-সরণে শ্রীশঙ্করদেব নিজ-নির্ম্মিত-বেদ-ত্রয়-সাহায্যে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, হিত, অহিত, শুভ, অশুভ, সত্য, অসত্য-প্রভৃতি-যাবতীয়-পদার্থ, বা স্থির-চর-সুর-নরাদি-জগৎ-প্রপঞ্চ-বিলোকন করেন বলিয়া, বেদত্রয় তাঁহার লোচন-স্থানীয় হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেব ত্রিলোচন-নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। ত্রিগুণময়-শরীর-সমূহ ত্রিপুরপদের বাচ্যভূত অর্থ, এই গুণ-ত্রয়-নির্ম্মিত-ত্রিপুর-পদ-বাচ্য-শরীর-সকলকে ভস্মীভূত করেন বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ব-জীব জগতে ত্রিপুরঘ্ন, বা ত্রিপুরারি-নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

হে ব্রাহ্মণ! যে সকল-সূক্ষ্মদর্শী, বিচক্ষণ-মহাপুরুষ এবংবিধ-শ্রীমন্মহাদেবকে সবিশেষ অবগত আছেন, "কথঙ্কারং হি তে নাম, ভজন্তে নৈব তং হরম্?" তাঁহারা তথাবিধ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের কায়-মনো-বাক্য-সাহায্যে বিশিষ্টরূপ-ভজন করিবেন না কেন? অথবা হে বিপ্র! এই সংসার-মণ্ডলে সকল-ব্যক্তিই সর্ব্বথা ভয়ভীতাবস্থায় জীবন-কাল যাপন করিতেছে; সুতরাং যে যে ব্যক্তি যে যে কার্য্যই করুক না কেন, সকলেই যে সকল-কার্য্য সকল-সময়ে নিজ-নিজ বুদ্ধি-বিভবানুসারে বিবেচনা-পূর্ব্বক করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব মদীয়-কল্যাণকর-মদভিমত এই শ্রীশিব-পূজন-ভজন-লক্ষণ-কার্য্যের আরম্ভ আমিও যে বিবেচনা-পূর্ব্বকই করিয়াছি, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে। হে ব্রাহ্মণ! ফলে শুভই হউক, অথবা অশুভই হউক, আপনিও যদি আমার ন্যায় সর্ব্বামরমণি-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ভজন-পূজন আরম্ভ করেন, তবে আমি অন্তরে অত্যন্ত সুখিনী হইব।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী উক্তরূপ-শ্রীশিব-মহিমব্যঞ্জক-বাক্য-সকল-কথন করিতেছেন, এরূপ অবসরে সেই ব্রাহ্মণ পুনরপি কিঞ্চিৎ বিবক্ষু হইয়া,

ওষ্ঠাধরে প্রস্ফুটিত হইলেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণের মনোগতকুটিলভাব-বিজ্ঞানান্তে সর্ব্বজ্ঞা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-সখী সেই বিজয়াকে এই-কথা বলিলেন যে, হে সখি! এই ব্রাহ্মণ পুনরপি বিবক্ষু হইয়াছেন, অতএব তুমি এই মহদ্দূষণ-ভাষক-ব্রাহ্মণকে বারণ কর, ইনি যেন আমার সমক্ষে পুনরায় শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দাবাদ না করেন। হে সখি! বিজয়ে! মহদ্দূষণ-ভাষক এই ব্রাহ্মণই যে কেবল শ্রীশিব-নিন্দা করিয়া, পাপভাগী হইবেন, তাহা নহে; পরন্তু যাঁহারা শ্রীশিবদেবের নিন্দাবাদ শ্রবণ করেন, তাঁহারাও যে মহাপাপভাগী হইয়া থাকেন, তাহা সর্ব্ব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত; সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ জানিতে হইবে।

অথবা হে সখি! বিজয়ে! ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের বাদ-বিসম্বাদের প্রয়োজন কি আছে? যিনি যেমন আছেন, তিনি তেমনই থাকুন, ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিয়া, আমাদিগের যখন কোনরূপ-কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না, তখন চল যাই, আমরা কর্ণ-যুগল আচ্ছাদিত করিয়া, এইস্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করি। এইকথা বলিয়া, কর্ণযুগল আচ্ছাদন-পূর্ব্বক উত্থিতা হইয়া, সখীগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীমতী-পার্ব্বতী যখন স্থান-ত্যাগ-পুরঃসর গমনে প্রবৃত্তা হইলেন, তৎকালেই "স্বরূপং সমুপাশ্রিত্য, জগৃহে বসনং হরঃ।" শ্রীশঙ্করদেব স্বরূপ-সমা-শ্রয়ণ-পূর্ব্বক পঞ্চাননে উচ্চ হাস্য করিতে করিতে, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর বসনাঞ্চল গ্রহণ, বা ধারণ করিলেন। অনন্তর স্ব-স্বরূপে সম্মুখে অবস্থিত-পরমেশ্বর সেই শ্রীশঙ্করদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া, সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে পরমেশ্বরী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পর্ব্বতরাজপুত্রী শ্রীমতীউমাদেবী শ্রীমহে-শান-দেবকে প্রণিপাত-পুরঃসর স্তুতি করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর স্তব-পাঠ-পরিসমাপ্ত হইলে, শ্রীমন্মহাদেব প্রণয়-প্রীতি-পীযূষ-পরিপূর্ণ-বচনে মৃদু-স্মিত-বিকসিত-সিতাননে মধুর-মধুর-মনোহর ওষ্ঠাধর-বিকম্পিত-প্রস্ফুটিত করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এই কথা বলিলেন যে, হে শোভনে! তপোরূপ-প্রচুরতর-দ্রব্য-মূল্য-দ্বারা তোমাকর্ত্তৃক-পরিক্রীত হইয়া, সম্প্রতি আমি দাসভাবে তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব অধুনা এই ক্রীত-দাসজনের প্রতি

কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কীদৃশ-যথেপ্সিত-প্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপ আদেশ-প্রদান কর। সর্ব্বথা মানস-মোহন-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক প্রীতিপ্রসারিত-পাণি-পঙ্কজ-সাহায্যে বল্কল-বসনাঞ্চলে পরিগৃহীতা হইয়া, সর্ব্ববিধ-মধুর-মনোহর-সুশোভন-দৃশ্য-সমূহে সুসজ্জিত-হিম-ভূধর-প্রস্থপ্রদেশে শাস্ত্র-বর্ণিতানুরূপ-বেশবান্ শ্রীশঙ্কর-দেবের সম্মুখে দণ্ডায়মানা, বল্কল-বসন-বসানা, মস্তক-মণ্ডলে জটা-ভার-ধারিণী, কটি-তটে মুঞ্জময়ী-মেখলাকলিতা, তপঃ-কৃশা, দীনা, দীন-বেশা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী এইকথা বলিলেন যে, "মনসত্ত্বং প্রভুঃ শম্ভো! দত্তং তচ্চ ময়া তব। বপুষঃ পিতরাবীশৌ, তৌ মানয়িতুমর্হসি।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কহিলেন,—হে দেবদেব! শঙ্কর! আপনি আমার মানসে, বা হৃদয়ে অব্যাহত অধিকার-স্থাপন-পূর্ব্বক একমাত্র অধীশ্বর, অধিনাথ, বা প্রভুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া, আমি ইতঃপূর্ব্বেই আপনার শ্রীচরণ-যুগলে স্বীয়-হৃদয়-কমলকুসুমটীকে উপহার-পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করিয়াছি সত্য; কিন্তু আমি যখন আমার শরীরের অধীশ্বরী নহি, তখন আমি আমার শরীরটীকে নিজ ইচ্ছানুসারে ভবদীয়-শ্রীকর-কমলে সমর্পণ করিতে সমর্থা নহি। পক্ষান্তরে মদীয়-শরীরের অধীশ্বর-স্বরূপে যখন আমার মাতা ও পিতা অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আমার মাতা-মেনকাদেবী ও পিতা-গিরিরাজ-হিমালয়ের সম্মান-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকটে কোন অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ-ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া, আমাকে ধর্ম্ম-পত্নীরূপে প্রার্থনা করাই, আপনার পক্ষে একান্ত উচিত, বা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতেছে। শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-যুক্তি-যুক্ত-বাক্য-শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব "তথাস্তু", এইকথা বলিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও সখীগণ-সমভিব্যাহারে পিতৃভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

অথবা শ্রীমতীপার্ব্বতাদেবী পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে তোয়াগ্নি-মধ্যে বাস, ফল-মূল-পর্ণাশন, অনশন, একপাদাবস্থান, প্রতিদিন-নিয়মিত শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্রজপাদি-বিবিধ-ব্রত-পরিচরণ-দ্বারা অহর্নিশকাল মৃণালিকা-পেলব-স্বীয় অঙ্গসমূহ গ্লপিত, পরিকর্শিত করিয়া, কঠিন-ক্লেশ-সহ-শরীর-নিকর-দ্বারা সমুপার্জ্জিত-সম্পাদিত ঋষি-তপস্বি-জনের তীব্রতম-তপস্যাকেও যখন "দূরমধশ্চকার", অত্যন্ত-তিরস্কার-পূর্ব্বক অতিক্রম করিলেন, অথ তৎপশ্চাৎ অজিন-কৃষ্ণমৃগত্বক্ এবং আষাঢ়-পলাশ-দণ্ডধারী, প্রগল্‌ভ-বাক্, প্রৌঢ়-বচন-কথন-পটু, ব্রহ্মময়-বৈদিক-তেজঃ, বা ব্রহ্ম-বর্চ্চঃ-সাহায্যে প্রজ্বলিতপ্রায় কোন একজন অনির্দ্দিষ্ট-জটিল-জটাবান্ ব্রহ্মচারী শরীর-বদ্ধ, বদ্ধ-শরীর, শরীরবান্ প্রথমাশ্রম, বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অতিথি-পরিচর্য্যা-বিষয়ে কুশলিনী-সাধ্বী আতিথেয়ী- শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীও তাদৃশ-যুবা-ব্রহ্মচারীকে সমাগত হইতে দেখিয়া, বহু-মান-পূর্ব্বা, বহুগৌরব-পূর্ব্বা-সপর্য্যা, বা অর্চ্চা-পূজা-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অধিকতর-সম্মানপ্রদর্শনার্থ প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন। যদিচ তপো-ব্রত-পরিপালন-সাম্য-নিবন্ধন শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমাগত-জটিল-তাপস-জনের প্রতি তাদৃশী গৌরব-পূর্ব্বিকা-সপর্য্যা, বা প্রতিপত্তি-প্রদর্শনের কোনরূপ আবশ্যক ছিল না, তথাপি সাধু-জনগণ-সাম্যাভিনিবেশী নহেন জানিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী সাম্য-সত্ত্বেও নিবিষ্টচেতাঃ স্থির-চিত্ত-জনগণের মধ্যে যেমন বপুর্ব্বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষ-সমূহ-বিষয়ে অতিশয়-গৌরব-পূর্ব্বিকা, অতিশয়-গৌরব-সহিতা-ক্রিয়া-চেষ্টা-সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তদনুরূপ অতিশয় আদর-গৌরব-সহকারে নিজ আশ্রম-প্রদেশে সমাগত সেই জটিলদেবের তাদৃশী সপর্য্যা করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মচারী জটিলদেব আতিথেয়ী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কর্ত্তৃক বিধি-পূর্ব্বক-প্রযুক্তা অনুষ্ঠিতা, তাদৃশী-সৎক্রিয়া-পূজা-পরিগ্রহণ-স্বীকার-পুরঃসর ক্ষণকালযাবৎ বিশ্রাম-সাহায্যে পথ-পর্য্যটন-জনিত-পরিশ্রম অপনোদিত করিয়া, পশ্চাৎ শ্রীমতীউমাপার্ব্বতীদেবীকে ঋজু, অবক্র, বা বিলাস-রহিত লোচন-যুগল-দ্বারা অবলোকন করিতে করিতে, "অনুজ্ঝিত-ক্রমঃ, অত্যক্তোচিত-পরিপাটীকঃ সন্" অর্থাৎ যথোচিত ক্রমানুসরণে বক্ষ্যমাণরূপ-বচন-সকল কথন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীজটিলদেব কহিলেন,—অয়ি! উমে! তোমার তপশ্চরণাঙ্গভূত-ক্রিয়ার্থ-হোমাদি-কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ সমিৎ-কুশাদি অনায়াসে এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায় ত? স্নান-বিধি-ক্ষম, বা স্নান-ক্রিয়ার যোগ্য উপযুক্ত-পবিত্র-স্বচ্ছ-সলিল-সকল তোমার এখানে দুর্ল্ভ নহে ত? তথা হে পার্ব্বতি! তুমি স্বীয়-সামর্থ্য-শক্তি অনুসারে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া, নিজ-শরীরকে নিপীড়িত না করিয়া, সঙ্গতরূপে তপশ্চরণ করিতেছ ত?

হে সন্নত-গাত্রি! পার্ব্বতি! যদিচ ধর্ম্ম-চয়ন-কল্পে শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, মনঃ ও ধনাদি-বহুবিধ-সাধন নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি উক্ত-ধর্ম্ম-সাধন-সকলের মধ্যে শরীর যে আগু-মুখ্য-ধর্ম্ম-সাধন, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে। কারণ, শরীর সুস্থ-সবল হইলে, বা রোগ-হীন স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য-সম্পন্ন-শরীরের স্থিতি সম্ভবপরা হইলেই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-লক্ষণ-চতুর্ব্বর্গ সাধিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, আত্মাকে নিজ-শরীরকে সততকাল সুরক্ষিত করিতে যত্ন-পরায়ণ হইবে। অপিচ, হে পার্ব্বতি! তোমা-কর্ত্তৃক আবর্জ্জিত-পরিষিক্ত-বারি-সলিল-সাহায্যে সম্ভূত-জনিত এই বীরুধ্, বা লতা-সকলের প্রবাল, শ্বেত-রক্ত সেই নব-পল্লব কি তুমি স্বীয় অধর-প্রদেশে অনুস্যূত গ্রথিত করিয়াছ? যে পাটলবর্ণ প্রবাল, বা নব-পল্লব অলক্তক-রস, বা লাক্ষারস-রাগ চিরকালযাবৎ উজ্ঝিত-পরিত্যক্ত হইলেও, পাটল-স্বভাবরক্ত-ত্বদীয়-দন্ত-বাসঃ, দশন-চ্ছদ, বা অধর-প্রদেশের সহিত তুলা, সমতা, বা সাম্য-প্রাপ্ত হইতে পারে?

অপিচ, হে পার্ব্বতি! তোমার কর-কমলস্থ-দর্ভ-কুশাঙ্কুর-সকল

প্রণয়-স্নেহ-পূর্ব্বক যাহারা অপহরণ করে, অথবা দর্ভ-প্রণয়-প্রার্থনা-বশতঃ যাহারা তোমার নিকটে অপরাধী, তাদৃশ-হরিণ-সকলের প্রতি তোমার মানস প্রসন্ন আছে ত? ক্ষুভিত হয় নাই ত? "সাপরাধেম্বপি ন কোপিতব্যং তপস্বিভিঃ", এই নীতি-উপদেশ বিস্মৃতা হইয়া, তুমি তাদৃশ-আশ্রম-মৃগ ও মৃগাঙ্গনা-গণের প্রতি মনে মনে বিরক্তা, বা রোষযুক্তা হও নাই ত? হে উৎপলাক্ষি! আমার মতে যে সকল-হরিণ, বা হরিণ-কামিনী প্রচল-চঞ্চল-বিলোচন-নয়ন-সমূহ-সাহায্যে তোমার অক্ষি-সাদৃশ্যের অভিনয় করে, তবাক্ষি-সাদৃশ্যাভিনয়-কর্ত্তৃ-প্রায় সেই সকল-হরিণ ও হরিণ-ললনার প্রতি কোনরূপেই তোমার কোপযুক্তা হওয়া উচিত নহে। হে পার্ব্বতি! "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি", "ন সুরূপাঃ পাপ-সমাচারা ভবন্তি", ইত্যাদি-লোক-বাদানুসরণে লোক-সমূহ-কর্ত্তৃক, রূপ, বা সৌম্যাকৃতি পাপ-বৃত্তি, বা পাপাচরণের জন্য নহে, এইরূপ যে বাক্য উক্ত হইয়া থাকে, সেই বাক্য কদাপি ব্যভিচার, স্খলন, বা বিসম্বাদ-যুক্ত না হওয়ায়, সর্ব্বথা অব্যভিচারী সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে।

"কিমিতি জ্ঞায়তে?" এই প্রশ্নের উত্তরে নিদর্শন-প্রদর্শন-দ্বারা উক্তরূপ-লোকবাদের সমর্থন করিতে হইলে, অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, হে উদার-দর্শনে! আয়তাক্ষি! সুরূপে! অথবা উন্নতজ্ঞানে! বিবেক-বতি! পার্ব্বতি! তুমি যে শীল, বা সদ্-বৃত্ত অর্জ্জন করিয়াছ, তোমার সেই শীল, বা সদ্-বৃত্ত সম্প্রতি তপস্বি-প্রবর-জনগণের পক্ষেও "উপদিশ্যতে অনেনেতি" ব্যুৎপত্তিবলে উপদেশতা, বা প্রবর্ত্তক-প্রমাণভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চ, হে পার্ব্বতি! আমার মনে হয়, বিকীর্ণ-পর্য্যস্ত-সপ্তর্ষি-সম্বন্ধী বলি-পুষ্পোপহার-সমূহ-সাহায্যে প্রকৃষ্টরূপ-হাস্যশীল, দিব-শ্চ্যুত, বা অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে স্খলিত-গাঙ্গ-সলিল-প্রবাহ দ্বারা এই সপুত্র-পৌত্র-পর্ব্বতরাজ-হিমালয় তাদৃশরূপে পাবিত পবিত্রীকৃত হন নাই, ত্বদীয় অনাবিল, বা অকলুষ-চরিত-দ্বারা যেরূপে সান্বয়ে পাবিত হইয়াছেন।

হে ভাবিনি! প্রশস্তাভিপ্রায়ে! পার্ব্বতি! এই কারণ-বশতঃ

অদ্য আমার মনে এইরূপ প্রতিভাত হইতেছে যে, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ-লক্ষণ-ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্মই সবিশেষ-সাতিশয়-সারভূত-শ্রেষ্ঠ-পদার্থ। হে দেবি! যেহেতু তুমি কাম ও অর্থকে মনের বিষয়ীভূত না করিয়া, কাম, তথা অর্থ-বাসনা-রহিত-হৃদয়ে একমাত্র-ধর্ম্মকে প্রতিগ্রহণ, অবলম্বন, বা স্বীকার-পূর্ব্বক নিরন্তরকাল সেই ধর্ম্মেরই সেবা করিতেছ, অতএব আমাদের সকলের মতেই ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বা প্রশস্ততররূপে বিবেচিত হইতেছে। হে সন্নতগাত্রি! তুমি যখন আমার প্রতি সৎকার-বিশেষ, বা পূজাতিশয়ের প্রয়োগ করিয়াছ, তখন তুমি আর আমাকে পর, অন্য, ভিন্ন, ও পৃথগ্-জন বলিয়া, অবগতা হইতে, বা মনে করিতে পার না। কারণ, হে পার্ব্বতি! মনীষী, বা বিদ্বজ্জন-গণ-কর্ত্তৃক সাধু-জনের সঙ্গত, বা সখ্য সাপ্তপদীন-সপ্ত-পদোচ্চারণ-সাধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

হে তপোধনে! ত্বৎকৃত-সৎকারপ্রয়োগ-নিবন্ধনই যখন আমাদের মধ্যে সাপ্তপদীন-সপ্তপদোচ্চারণ-সাধ্য-সখ্য সিদ্ধ, বা স্থাপিত হইয়াছে, তখন এই বর্ত্তমান-প্রস্তাবে তোমাকে বহুক্ষমা, বহু উক্তি, বা কথন-ভাষণ-সহা, অথবা অত্যন্ত-ক্ষমাবতী জানিয়া, দ্বিজাতিভাব, বা ব্রাহ্মণত্ব-প্রযুক্ত চাপল্য-ধার্ষ্ট্য উপপন্ন, বা সুলভ হওয়ায়, এই জিজ্ঞাসু-জন অর্থাৎ আমি স্বয়ং ত্বদীয়-মনোরথ-পরিজ্ঞানাভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা, বা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, মানসে প্রষ্টুকাম হইয়া, কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে সন্নতাঙ্গি! "ন চেদ্রহস্যং, প্রতিবক্তুমর্হসি", যদি "রহসি ভব" রহস্য-গোপ্য না হয়, তবে মদীয়প্রশ্নের প্রতিবচন-কথন তোমার পক্ষে অনুচিত হইবে না।

অয়ি! বালকুরঙ্গলোচনে! "যজ্ঞার্থং হি ময়া সৃষ্টো, হিমবানচলেশ্বরঃ" ইত্যাদি-ব্রহ্ম-পুরাণ-বচনপ্রামাণ্যবশে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, প্রথম-বেধাঃ হিরণ্য-গর্ভাখ্য-কার্য্য-ব্রহ্মদেবের কুলে, বংশে, অন্ববায়ে হিমালয়-গৃহে মেনকা-গর্ভে তোমার প্রসূতি, বা উৎপত্তি হইয়াছে, তথা তোমার স্বর্গীয়-সুধা-কোমল-সুনির্ম্মল-দিব্যদিব্য এই বপুঃ-শরীরটী যেন লোক-ত্রয়-গত-সৌন্দর্য্যের ন্যায় উদিত, একত্র সমাহৃত হইয়াছে, এইরূপ ভোগার্থ ঐশ্বর্য্য-সুখ, বা সম্পৎ-সুখ তোমার পক্ষে সাধ্য-মৃগ্য, বা অন্বেষণীয় না

হইয়া, সিদ্ধরূপে অবস্থিতি করিতেছে এবং তুমি অতি অল্পদিন-মাত্র নবীন-যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ। অতএব হে পার্ব্বতি! সম্প্রতি প্রশ্ন হইতেছে যে, এতদপেক্ষা অধিক অপর কিছু যদি তপঃ-ফল থাকে, তবে সেই তপঃ-ফল কি? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।

হে পার্ব্বতি! দুঃসহ, বা সহনে অশক্য, অনিষ্ট অর্থাৎ ভর্ত্তৃ-প্রভৃতি-কৃত অনভিলষিত অবমান-বশতঃ মনস্বিনী, ধীর-স্ত্রীজনগণের ঈদৃশীতপশ্চরণ-লক্ষণা-প্রতিপত্তি, বা প্রবৃত্তি কদাচিৎ সম্ভাবিতা হইতে পারে বটে; কিন্তু হে কৃশোদরি! বিচারমার্গে প্রহিত-চিত্ত-সাহায্যে তোমার পক্ষে তাদৃশ অনিষ্ট-কারণও ত কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। বিচার্য্যমাণ হইয়াও, অসম্ভাবিতত্ব-প্রযুক্ত যদি তাদৃশ-দুঃসহ অনিষ্ট, বা অনিষ্ট-কারণ উপলব্ধ না হয়, তবে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে পারে যে, হে পার্ব্বতি! তোমার এই তপস্যা কিসের জন্য? তপোবনবাসের কারণ কি?

ত্বদীয় অনিষ্টাভাব-প্রপঞ্চনাবসরে বলা যাইতে পারে যে, হে শুভ্রু! এই যে তোমার আকৃতি, মধুরতাময়ী-মূর্ত্তি, এই আকৃতি ত পতি-প্রভৃতি-কৃত অবমানজ-শোক-দুঃখ-বশতঃ অভিভব-তিরস্কার-লাভ করিবার উপযুক্তা যোগ্যারূপে পরিদৃষ্টা হইতেছে না? তথা পিতৃগৃহে পর্ব্বতাধিরাজ-হিমালয়ের ভবনে তোমার তাদৃশী-বিমাননা, অবমানেরই বা সম্ভাবনা হইতে পারে কিরূপে? যদি বল ভবিষ্যতে পিতা-হিমালয়ের গৃহে, অথবা অন্যত্র অন্যজন হইতে আমার তাদৃশ অনিষ্ট, বা বিমাননার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, আমি তন্নিবারণার্থ তপোবনে বাস করিতেছি, তথাপি আমার মনে হইতেছে যে, পিতার গৃহে, কিম্বা অন্যত্র পরাভিমর্ষ, বা পরকৃত-ধর্ষণ তোমার পক্ষে কদাপি সম্ভাবিত হইতে পারে না। কারণ, হে উৎপল-লোচনে! পার্ব্বতি! বল দেখি, কোন বুদ্ধিমান্ জন কি কখনও পন্নগ-রত্ন-সূচি, বা ফণি-শিরো-মণি-শলাকা-গ্রহণ করিবার জন্য স্বীয়-কর, বা পাণি-পঙ্কজ প্রসারিত করিতে পারেন?

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

পুনশ্চ, হে পার্ব্বতি! তুমি প্রথম-প্রজাপতি--ভূত-জাত-পতি-হিরণ্য-গর্ভের অন্ববায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য-সার-নির্ম্মিত-দিব্য-দিব্য-বপুঃ প্রাপ্তা হইয়া, তথা অমৃগ্য, অনন্বেষণীয়, একত্র সমাহৃত, ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ-সুখ ও নবীন-যৌবন-লাভ করিয়াও, অপর-কীদৃশ-তপঃ-ফল-লাভ করিবার জন্য তপোবনে সমাগতা হইয়া, এই নব-যৌবন-কালে শ্রীঅঙ্গের আভরণ-সকল অপাকৃত, দূরী-কৃত করিয়াছ? এবং কি জন্যই বা তুমি অলঙ্কার-সকলের সৌন্দর্য্য-সম্পাদক-শ্রীঅঙ্গনিচয় হইতে আভরণ সকলকে উন্মোচিত করিয়া, বার্দ্ধক-শোভী, বৃদ্ধ-কালোচিত-বল্কল-বসন-ধারণ করিয়াছ? হে পার্ব্বতি! বল দেখি, প্রদোষ-কালে, বা রজনীমুখাবসরে স্ফুট-প্রকট-চন্দ্র-তারকা-সম্পন্না স্ফুটচন্দ্রতারকাবতী বিভাবরী রজনী-দেবী কি অরুণ সূর্য্য-সূতের প্রতি গমন করিতে সমর্থা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ দীপ্যমান-শশাঙ্ক-তারকা-যুক্ত-প্রদোষ-সময়ে যদি অরুণদেবের উদয় সম্ভব-পর হয়, তবেই তোমারও আভরণ উন্মোচন ও বল্কল-ধারণ সঙ্গত হইতে পারে।

হে দেবি! তুমি যদি স্বর্গ-বাস-বাসনা-কামনা-প্রার্থনা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া থাক, তাহা হইলে, আমি বলিতেছি যে, তোমার শ্রম-তপশ্চরণ-প্রয়াস বৃথা বিফল হইতেছে; সুতরাং স্বর্গাভিপ্রায়ে তোমার নিষ্ফলতপঃ-শ্রম-স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যদি প্রশ্ন হয় যে, স্বর্গার্থ তপঃ-শ্রম-স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই, একথা আপনি কেন বলিতেছেন? তবে আমি বলিব, হে পার্ব্বতি! তোমার পিতা-হিমালয়ের ওষধী-প্রস্থ-গঙ্গাবতরণপ্রস্থ-প্রভৃতি-প্রদেশ-সকল কি দেবভূমি নহে? তত্রত্য-পদার্থ-সকল কি স্বর্গীয়-পদার্থ-স্থানীয় নহে? তত্রত্য-নিবাস কি স্বর্গ-বাসের সমান নহে?

অথবা হে বিশাললোচনে! তুমি যদি উপযন্তা, বা বর-প্রার্থনা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, তপশ্চরণার্থ প্রবৃত্তা হইয়া থাক, তাহা হইলেও ত দেখিতেছি, তোমার তপস্যা, বা সমাধিভাবনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কারণ, সৎকুল-জাত উৎকৃষ্টতর-রত্ন কখনও গ্রহীতার অন্বেষণে ব্যাপৃত হয় না, পক্ষান্তরে গ্রহীতৃ-জন-কর্ত্তৃকই তাদৃশ-রত্ন অন্বিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব হে পার্ব্বতি! বর-প্রার্থনা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, তোমাকে তপশ্চরণে নিযুক্তা থাকিতে হইবে না; পরন্তু তোমাকে যিনি গ্রহণ করিবেন, স্ত্রী-রত্ন-লাভ করিবার জন্য তাঁহাকেই অত্যুগ্রতর-তপশ্চরণার্থ নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

হে দেবি! বর-বাচক অক্ষর-শ্রবণানন্তরই তোমার যখন উষ্ণ-নিশ্বাস পতিত হইয়াছে এবং আমার বহুতর-প্রশ্ন-বচন শ্রবণ করিয়াও, তুমি যখন কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিতেছ না, তখন হে পর্ব্বত-রাজ-পুত্রি! তোমার এতাদৃশ অবস্থাদর্শনে, উষ্ণ-দীর্ঘ-নিশ্বাসাবলোকনে, তথা প্রশ্ন-সমূহ-বিষয়ে প্রত্যুত্তরদানের অনুপলক্ষণে আমি স্বয়ংই আশঙ্কা-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, যদিচ তোমার এই সুদীর্ঘ-সোষ্ম-নিঃশ্বসিত-নিশ্বাস-বায়ু, বা উষ্ণোচ্ছ্বাস, তথা তদীয়-চিত্তানুভাব-কর্ত্তৃক তোমার বরার্থিতা নিবেদিতা সূচিতা হইতেছে, তথাপি আমার উক্তরূপ-প্রশ্ন-ব্যসনের কারণ এই যে, মদীয়-মানস কিন্তু নিরন্তর-সংশয়-সাগরেই অবগাহন করিতেছে।

কারণ, হে স্ত্রী-রত্ন-ভূতে! আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে, একেত তোমার এই ত্রিজগতীতলে প্রার্থয়িতব্য-প্রার্থনা করিবার যোগ্য কোন বস্তু, বা পদার্থ-মাত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে না, তদুপরি যদি কোন বস্তু, বা পদার্থ তোমার প্রার্থনা-বিষয়ীভূতই হয়, তবে তোমার সেই প্রার্থিত-পদার্থ দুর্লভ হইবে কিরূপে ? অতএব হে পার্ব্বতি! আমার বিবেচনানুসারে ইহাই সুসিদ্ধ হইতেছে যে, তুমি পতি-প্রার্থনা-বশবর্ত্তিনী হইয়াই, তপোবনে বাস-পূর্ব্বক এই কঠোরতর-তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

হে ললিত ললনা-কুল-ললামভূতে! পার্ব্বতি! যদি আমার উক্তরূপ

অনুমানই সত্য হয়, তবে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তুমি যাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছ, সেই তোমার ঈপ্সিত, অভিপ্রেত, আপ্তু মিষ্টতম, অনির্দ্দিষ্ট-নামা যে কোন ব্যূঢ়োরস্ক-বৃষ-স্কন্ধ-যুবা-পুরুষই হউন না কেন, তিনি যে অত্যন্ত-স্থির-ধীর-কঠিন-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, তোমার অভিলষিত যে যুবা চিরাৎ-প্রভৃতি কর্ণোৎপলশূন্যতা-প্রাপ্ত-ত্বদীয়-কপোলদেশে, গণ্ড-স্থলে শ্লথ-শিথিল-বন্ধন, অতএব লম্বমান, বা বিলম্বিত, কলমাগ্রপিঙ্গল, বা শালি-বিশেষাগ্রভাগবৎ নীল-পীত-মিশ্র-বর্ণ-বিশিষ্ট-জটা-জটের প্রতি অদ্যাপি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতেছেন, যিনি তোমার ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়াও, হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইতেছেন না, তিনি যে নিশ্চিতই বজ্রবৎ কঠিন-হৃদয়, তাহা বলিয়া, বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

হে ভূধর-রাজকন্যকে! কঠিনাঙ্গ-মহামুনি-জনোচিত-চান্দ্রায়ণাদি-ব্রত-সমূহের নিরন্তরানুষ্ঠান-বশতঃ তোমাকে অতিমাত্রাত্যন্ত-কর্শিতা-কৃশীকৃতা, তথা দিবাকর-সূর্য্যদেবের খরতর-করনিকর-দ্বারা আপ্লুষ্ট-দগ্ধ, অর্থাৎ বাতাতপ-সংস্পর্শ ও মৃদুতা-নিবন্ধন শ্যামীকৃতবিভূষণাস্পদ, বা অলঙ্কার-স্থান-সমূহে বিবর্ণা-প্রভাহীনা, অতএব দিবসে শশাঙ্কলেখার ন্যায় অবস্থিতা অবলোকন করিয়াও, সচেতাঃ-জীবনী-শক্তিসম্পন্ন কোন্ পুরুষের মানস পরিতপ্ত না হয়? হে প্রিয়ম্বদে! আমার মনে হইতেছে যে, তুমি যাঁহাকে মনে মনে বররূপে বরণ, বা কল্পনা করিয়াছ, সেই তোমার প্রিয়বল্লভ সৌভাগ্য-মদ-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব-কর্ত্তৃক নিশ্চিতই বঞ্চিত-বিপ্রলব্ধ হইয়াছেন।

কিঞ্চ, হে শোভন-শীলে! যে প্রিয়জন, চতুরাবলোকী, চতুর-মধুরা-বলোকন-কুশল, চঞ্চল, অরাল-কুটিল-রোমাবলী-শোভিত-ত্বদীয়-কমল-লোচন-যুগলের চিরং যাবৎ লক্ষ্য-বিষয়ীভূত করিয়া, আত্মীয়-বক্ত্র-স্বীয়-মুখ-পঙ্কজ-প্রদর্শনে অদ্যাপি তৎপর, বা ত্বদীয়-দৃষ্টি-পথে অগ্রসর হইতেছেন না, তোমার সেই প্রিয়জন যে নিতান্তই নিজ-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব-ভরে হত, বা স্বাত্ম-লাভ-সাফল্য-সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহা

সুনিশ্চিত; সুতরাং হে দেবি! তোমার প্রিয়জনকে আমি উক্তরূপে অবগত হইয়া, বোধকরি, যথার্থজ্ঞতার পরিচয়-প্রদানে সমর্থ হইয়াছি। হে গৌরি! তুমি আর কিয়ৎ-কিম্প্রমাণক, বা কিমবধিক, অর্থাৎ কত-কাল-পর্য্যন্ত এই চিরা-চরিত-তপশ্চরণ-দ্বারা শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবরে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?

হে নগেন্দ্র-তনয়ে! তোমার এই জীর্ণ-শীর্ণ-শুষ্ক-কৃশ-ক্ষীণ-হীন-দীন-দেহ-দর্শনে মানসে অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া, অস্মদীয়-পূর্ব্বাশ্রম, বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সঞ্চিত-সম্পাদিত যে সুবিপুল-তপস্যা আছে, তোমার শ্রম-লাঘব, বা উপকারার্থে আমি তাহার অর্দ্ধাংশ-দান করিতেছি, হে পার্ব্বতি! মদীয় তীব্রতর-তপস্যার অর্দ্ধভাগ, বা একদেশ-গ্রহণ পূর্ব্বক তুমি কাঙ্ক্ষিত, ইষ্ট, বা অভিমত-বর উপযন্তা-পতিকে লাভ কর; পরন্তু হে ত্রিভুবনৈক-সুন্দরি! আমি তোমার সেই অভিমত-বরটীকে সাধু-সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি এই অভীষ্টতম পতি তোমার যোগ্য হন, তবে অবশ্যই আমারও তাদৃশ-পরিণয়ে সম্মতি আছে, জানিবে। অতএব হে পার্ব্বতি! আমার অবগতির জন্য তুমি তোমার অভিমত-পতির নাম-কীর্ত্তন কর!

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্ততিতম অধ্যায়

নগ-রাজ-নন্দিনী-শ্রীমতী-পার্ব্বতী-দেবীর তপোবনে সহসা প্রবেশ-পূর্ব্বক উক্তরূপ-বাগ্-ব্যাপারান্তে বিবিধ-তপোযুক্ত-জটিল-ব্রহ্মচারী শ্রীশঙ্করদেব "বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্", এইকথা বলিয়া, বিরত হইলে, শ্রীমতী উমাদেবী দ্বিজন্মা-দ্বিজরূপী-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তক পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অভিহিতা হইয়াও, লজ্জা-বশতঃ মনোগত-হৃদ্‌গত-বর-নাম-কীর্ত্তন করিতে সমর্থা হইলেন না। আশ্রমান্তর্ভাগে গমন, তথা আপ্তজনবৎ রহস্য উদ্‌ভাবন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ যখন বিবিধ-প্রশ্নের অবতারণা করিলেন, তৎকালে জটিল-ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্টা, আশ্রমস্থা-শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবী স্বয়ং উত্তর-দানে অসমর্থা হইয়া, পরিপার্শ্ব-বর্ত্তিনী-বয়স্যা-সখীকে "অনঞ্জন-ব্রত-বশাৎ" কজ্জল-বর্জ্জিত-নেত্র-নয়ন বিবর্ত্তিত-বিচালিত করিয়া, অবলোকন করিলেন এবং লোচন-সংজ্ঞা-সাহায্যে স্বীয়-সখী-বিজয়াদেবীকে ব্রাহ্মণ-কৃত-প্রশ্নের উত্তর-দানার্থ নিযুক্তা করিলেন। অনন্তর শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সখী-বয়স্যা বিজয়া সেই বর্ণী ব্রহ্মচারীকে এইকথা বলিলেন যে, হে সাধো! বিদ্বন্! আপনার যদি প্রশ্নোত্তর-শ্রবণে কুতূহল থাকে, তবে আমি প্রিয়সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যুত্তর-বচন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যদর্থ, বা পরম-প্রিয়তম যে বস্তু-লাভার্থ আমাদিগের এই প্রিয়তমা-সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী উষ্ণবারণ, বা আতপ-নিবারণার্থ সাধন-কল্পে প্রযুক্ত অম্ভোজ-পদ্ম-লক্ষণ আতপত্রের ন্যায় অতিসুকুমারস্বীয়-বপুঃ-শরীরকে তপঃ-সাধনরূপে পরিণত করিয়াছেন, সেই পরম-প্রিয়তম-বস্তু-স্বরূপ, বা তপঃ-প্রবৃত্তি-কারণ-কীর্ত্তনাবসরে হে ব্রহ্মন্! আমাকে মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের এই মানিনী-পরমাভিমানবতী-প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীদেবী ইন্দ্রাণী-প্রভৃতিকেও অবহেলাভরে অতিক্রম

করিয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মস্তকে মুকুট-মণির ন্যায় শ্রেষ্ঠ-স্থানাধিকার-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে হইবে, এইরূপ অভিমান-বশ-বর্ত্তিনী হইয়া ; ঘোরতর-তপস্যারম্ভ করিয়াছেন এবং অধিশ্রী, বা অধিকৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন-মহেন্দ্র-প্রভৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রাদি-চতুর্দ্দিগীশান-গণকে ইন্দ্র-বরুণ-যম-কুবের-প্রমুখ-দিক্‌পাল-সকলকেও অবমত, বা অবধূত করিয়া, মদন-নিগ্রহ-মনোভব-নিবর্হণ-নিবন্ধন, বা অকামুকত্ব-প্রযুক্ত যিনি রূপ-সৌন্দর্য্য-দ্বারা হার্য্য-বশীকরণীয় নহেন, তথা যাঁহার পাণি-পঙ্কজে পিনাক-শরাসন শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে, অরূপহার্য্য-পিনাক-পাণি সেই শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিতেছেন।

চক্ষুঃপ্রীতি, মনঃ-সঙ্গ, সঙ্কল্প, জাগর, কৃশতা, অরতি, হ্রীত্যাগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি, এই দশবিধা অনঙ্গ-দশার মধ্যে ক্রমের প্রতি অনাদর-প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সঙ্কল্পাবস্থা-কীর্ত্তন করিয়া, অন্য কোন কোন দশা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে বিজয়াদেবী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পুরা-পূর্ব্বকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী-কৃত-শ্রীশিব-পরিচর্য্যাবসরে শ্রীমতীগৌরীদেবী তপস্বি-প্রবরোত্তম-শ্রীগিরিশদেবকে তাম্ররুচি-রক্তবর্ণ, বা অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত-কর-কমল-দ্বারা যখন ভানুমান্, বা অংশুমান্ দেবের ময়ূখ-কিরণ-কলাপ-সাহায্যে বিশোষিতা-মন্দাকিনী-পুষ্করবীজ-মালা, বা সুর-দীর্ঘিকা-জল-জাত-পঙ্কজ-বীজ-নির্ম্মিত-জপ-মালিকাসমর্পণ করিয়াছিলেন, তৎকালে ত্রিলোচন-শ্রীশঙ্করদেব প্রণয়ি-প্রিয়ত্ব, অর্থিপ্রিয়ত্ব, বা অনুরক্ত-জন-প্রিয়তা-প্রযুক্ত কর-প্রসারণ-পুরঃসর সেই অক্ষমালা-প্রতিগ্রহণ-লক্ষণ-স্বীকরণার্থ যাবৎ উপক্রম করিতেছিলেন, তাবৎ পুষ্পধন্বা-কুসুম-কার্ম্মুকধারী কাম-দেব স্বীয়-ভ্রমরময়-ধনু-র্গুণে সম্মোহন-নামে সুপ্রসিদ্ধ অমোঘ, অব্যর্থ-বাণ কুসুমসায়ক সংহিত আরোপিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে কামদেবকর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেবকে লক্ষ্য করিয়া, ধনু-র্গুণে বাণ আরোপিত হইলে, সর্ব্ব-শোকদুঃখ-পাপ-তাপ-হর-শ্রীহরদেবও প্রাকৃত-জনবৎ অত্যন্ত লুপ্ত-ধৈর্য্য না হইলেও, চন্দ্রোদয়ারম্ভে অম্বুরাশির-ন্যায় কিঞ্চিৎ ঈষৎ-পরিলুপ্ত-ধৈর্য্য, বা ধৈর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া, পক্ব-বিম্ব-ফল-তুল্য-লাক্ষারস-লিপ্তাধরৌষ্ঠ-শোভিত-শ্রীউমা-মুখে যখন বিলোচন-সকল

ব্যাপারিত করিতেছিলেন, অর্থাৎ অভিলাষ ও অনুরাগভরে যখন লোচন-ত্রয়-সাহায্যে শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর রমণীয়তম-মুখ-মণ্ডল-নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন, তৎকালে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-রতিভাব সমুদিত হওয়ায়, আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী-শৈলসুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও স্ফুরদ্‌বাল-কদম্ব-কল্প, বা বিকসৎ-কোমল-নীপ-সদৃশ-মৃদু-মধুর-সুন্দর-দর্শন-পুলকিতাঙ্গ-সমূহ-সাহায্যে রত্যাখ্য-ভাব-প্রকাশনে তৎপরা হইয়া, চারু-তররমণীয়তর-পর্য্যস্ত-বিলোচন-ব্রীড়া-বিভ্রান্ত-নেত্র-সম্পন্ন-মুখ-মণ্ডল-সাহায্যে "অসাচি সাচি-সম্পদ্যমানা সাচীকৃতা"-তির্য্যক্-কৃতাবস্থায় অর্থাৎ নিজ-মুখ-মণ্ডল-বক্রীকৃত করিয়া, অবস্থিতা হইয়াছিলেন।

অনন্তর অযুগ্মনেত্র-ত্রিনেত্র-শ্রীশঙ্করদেব আপনার এবং শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর সমুদিত উক্তরূপ-রতি-ভাব অবগত হইয়া, বশিত্ব-জিতেন্দ্রিয়ত্ব-প্রযুক্ত নিজ ইন্দ্রিয়ক্ষোভ পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়বিকারকে পুনঃ পুনঃ বল-প্রয়োগ-পুরঃসর সুদৃঢ়ভাবে নিগৃহীত-নিবারিত করিয়া, স্ব-চেতো-বিকৃতি, বা নিজ-চিত্তবিকারের কারণদিদৃক্ষা, হেতু-দর্শনেচ্ছা-পরবশ-হৃদয়ে দিক্-সকলের উপান্ত-প্রদেশ, বা সমীপ-ভাগ-সমূহে দৃষ্টি-বিসর্জ্জন-প্রসারণ-পূর্ব্বক সব্যপাদে আকুঞ্চিত সঙ্কুচিত, দক্ষিণ-জঙ্ঘা-প্রদেশে প্রসারিত, অর্থাৎ ধন্বি-জনোচিত আলীঢ়াখ্যস্থানকে অবস্থিত, অংসে-স্কন্ধ-দেশে নত, দক্ষিণাপাঙ্গে দক্ষিণ-নেত্রান্তে ধনু-র্গুণারোপিত-শরমুষ্টি নিবিষ্টা স্থিতা হওয়ায়, চক্রীকৃত-চারু-চাপ, বা মণ্ডলীকৃতসৌম্য-কৌসুম-কোদণ্ডে কমনীয়-দর্শন, প্রহার করিবার জন্য সমুদ্যত, আত্মযোনি-মনোভবকে দর্শন করিলেন।

কিঞ্চ, উক্তরূপে সমবস্থিত-চক্রীকৃত-চারু-চাপ-মন্মথদেবকে দর্শন করিয়া, তপঃ-পরামর্শ, তপস্যার আস্কন্দন, বা তপো-বিচ্যুতি-নিবন্ধন সঞ্জাত-মন্যু-শ্রীশঙ্করদেব ক্রোধের বিবৃদ্ধি-ফলে আবির্ভূতারচিত-ভ্রূভঙ্গ, বা ভ্রূকুটি-বন্ধন-বশতঃ কুটিল-দুষ্প্রেক্ষণীয়-দুর্দ্দর্শ-মুখ-মণ্ডলের ভীতি-জনকতা-বর্দ্ধক-তৃতীয়-ললাটস্থ-রোষরক্ত-লোচন হইতে স্ফুরণ-সম্পন্ন, উদ্দীপ্যমান, উদর্চ্চি, উদ্ভূতোর্দ্ধ-জ্বালা-যুক্ত-কৃশানু অনলের সহসা অতর্কিতভাবে নিষ্পতন-নির্গমন-নিশ্চিতরূপে আবির্ভাব-সাধনান্তে হে প্রভো! স্বামিন্!

"ক্রোধং সংহর, সংহর, নিবর্ত্তয়, নিবর্ত্তয়", এইরূপ মরুদ্, বা দেবগণের গীঃ বাণী-সকল খ-মণ্ডলে অর্থাৎ আকাশাঙ্গনে যাবৎকাল বিচরণ করিতেছিল, বা প্রবৃত্ত হইতেছিল, তাবৎ তৎকাল-মধ্যেই শ্রীভবনেত্র-জন্মা নিজ-ললাট-লোচন-জাত-তাদৃশ অনল-রাশি-দ্বারা তপঃ-পরিপন্থী মদনকে দগ্ধ ভস্মাবশেষতা প্রাপিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু পুরা পূর্ব্বকালীন অসহ্য সহনে-অশক্য-শ্রীরুদ্রদেব সম্বন্ধী, হুঙ্কার-গর্জ্জন-দ্বারা নিবর্ত্তিত অতএব পুরারি-ত্রিপুরমথন-শ্রীশঙ্করদেবকে মুখ-ফলক-সাহায্যে প্রাপ্ত না হওয়ায়, অপ্রাপ্ত-মুখ অপ্রাপ্ত-ফল, বিশীর্ণ-মূর্ত্তি হইলেও, নষ্ট-শরীর-পুষ্পধন্বা কামদেবের সেই সম্মোহন-নামা-শিলী-মুখ-বাণ এই শ্রীমতী-পার্ব্বতী-দেবীকে হৃদয়, বা মর্ম্ম-স্থানে ব্যায়ত-সুদূরাবগাঢ়রূপে যাহাতে পাত-প্রহার করিতে পারে, এরূপ-ভাবে গাঢ়তর-প্রহার-পূর্ব্বক বিদ্ধা করিয়া, নিরতিশয়-কার্শ্যাবস্থায় উপস্থাপিতা করিয়াছে।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

একসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীমতীবিজয়াদেবী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর অনন্তরাবস্থোপযোগিরূপে চক্ষুঃ-প্রীতির্মনঃ-সঙ্গাখ্য অবস্থাদ্বয়ের অনুবাদ-পূর্ব্বক উক্তরূপে কার্শ্যাবস্থা সূচিতা করিয়া, অনঙ্গের দশ-দশা-পক্ষে অরত্যপর-সংজ্ঞাবিষয়-বিদ্বেষাবস্থা এবং দ্বাদশাবস্থাপক্ষে সংজ্বরাবস্থা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে পুনরপি কহিলেন,—হে ব্রহ্মচারিন্! তদা-প্রভৃতি অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী কামদেবের কৌসুম-কোদণ্ড-গুণ-নির্ম্মুক্ত-সম্মোহন-বাণ-দ্বারা হৃদয়ে গভীর-তররূপে বিদ্ধা হইয়াছেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, পিতা-হিমালয়ের গৃহে অবস্থিতা উন্মদনা উৎকট-মন্মথা, ললাটিকা-ললাটা-লঙ্কার-তিলকের চন্দন-দ্বারা ধূসরা-ধূসর-বর্ণা অলকা, বা চূর্ণ-কুন্তল-সমূহে শোভমানা, আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী-বালা-পার্ব্বতীদেবী জাতু "কদাচিদপি" তুষার-সঙ্ঘাত-তুষার-ঘন-লক্ষণ-শিলা-তলে কঠিন-ভাবাপন্ন-হিম-প্রস্তরোপরিভাগে শয়ন করিয়াও, নির্ব্বৃতি, বা সুখ-শান্তি লাভে সমর্থা হন নাই।

কিন্তু, হে দ্বিজ! পিনাকী শ্রীশঙ্করদেবের ত্রিপুর-বিজয়াদিরূপ-চরিত-চেষ্টিত-বিষয়ে বর্ণ, বা গীতক্রম উপাত্ত-প্রারব্ধ হইলে, সবাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠে স্খলিত-বিশীর্ণ-করণভূত-সুপ্তিঙন্তরূপ-পদ-সমূহ-সাহায্যে বনান্ত-প্রদেশে গীত-সঙ্গীত-লক্ষণ-নিমিত্ত-বশে বয়স্যা, সখী-ভাব-প্রাপ্ত-কিন্নর-রাজ-কন্যকা-গণকে আমাদের এই প্রিয়তমা-সখী-পার্ব্বতীদেবী অনেকশঃ বহুশঃ রোদন, বা অশ্রু-মোক্ষণ করাইয়াছিলেন! ভাবার্থ এই যে, শ্রীহর-চরিত-গান-জনিত-মদন-বেদনা-বেগ-বিবৃদ্ধি-বশে এই শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীকে নিতান্ত-নিপীড়িতা অবলোকন করিয়া, বনান্ত-সঙ্গীত-সখী-কিন্নর-রাজকন্যকাগণ মানসে দুঃখ-বিমোহিত হইয়া, রোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হে বিচক্ষণ! এস্থলে আপনাকে ইহাও

অবগত হইতে হইবে যে, বর্ণ-স্খলন-লক্ষণ-কার্য্যোক্তি-বশতঃ তৎকালে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর হৃদয়ে তাদৃশ-বর্ণ-স্খলন-কার্য্যের কারণী-ভূত-মূর্চ্ছাবস্থার পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অন্যথা মূর্চ্ছাবস্থা-প্রাদুর্ভাবের অনঙ্গীকার-পক্ষে "অনেকশঃ কিন্নর-রাজ-কন্যকা বনান্ত-সঙ্গীত-সখীররোদয়ৎ," এই উক্তি, বা সখী-রোদনের উপপত্তি হইবে কিরূপে ? তথা দ্বাদশাবস্থাপক্ষে আলঙ্কারিক-জনোচিত-বিবরণা-বসরে বলিতে হইবে যে, এতদ্বারা শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবীর গুণ-কীর্ত্তন-লক্ষণ-প্রলাপ, বা প্রলাপময়ী অবস্থাও অভিব্যক্তা হইতেছে।

কিঞ্চ, হে ব্রাহ্মণ! রজনীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-ভাগ অপগত হইলে, অবশিষ্ট-শেষ-ভাগে, অথবা রাত্রির ত্রিযামত্বরূপে প্রসিদ্ধত্ব-নিবন্ধন সংখ্যা-শব্দের বৃত্তি-বিষয়ে পূরণার্থত্বাভিপ্রায়ে শতাংশ-সহস্রাংশ-নিদর্শন-সাহায্যে তৃতীয়-ভাগ-ত্রিভাগ-শেষ-সম্পন্ন-নিশা-সমূহে ক্ষণমাত্র-কালের জন্য নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া, সহসা সদ্যঃ হে নীলকণ্ঠ! "ক্ব ব্রজসি ?" আপনি কোথায় গমন করিতেছেন ? এইরূপ অলক্ষ্যা নির্ব্বিষয়া-বাগ্-বচন-কথন করিতে করিতে, অসত্য-মিথ্যাভূত-স্বপ্ন-কল্পিত-কণ্ঠে শ্রীশঙ্করদেবের বাহু-বন্ধন অর্পিত হইয়াছিল, মনে করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বিবুদ্ধাবস্থায় সমুত্থিতা হইতেন।

এইরূপে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উন্মাদ ও জাগরাবস্থা সূচিতা করিয়া, স্বপ্ন-সাদৃশ্য-প্রতিকৃতি-দর্শনাদি-বিরহি-জনোচিত-বিনোদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে স্বপ্ন-দর্শন-কথন-পূর্ব্বক প্রতিকৃতি-দর্শন-কথনাভিপ্রায়ে বিজয়াদেবী কহিলেন,—হে বিপ্র! শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী পিতৃ-গৃহে অবস্থিতিকালে কদাচিৎ শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপ-দর্শনেচ্ছাবশবর্ত্তিনী হইয়া, ধৌত-ঘট্টিত-লাঞ্ছিত-চিত্র-পট-গাত্রে স্ব-হস্ত-ধৃত-তুলিকা-দ্বারা বর্ণ-পূরণ-সাহায্যে অভীষ্টতম শ্রীচন্দ্রশেখরদেবের বিচিত্র-চিত্র চিত্রিত-রঞ্জিত উল্লিখিত করিয়া, রহঃ-প্রদেশে একান্ত-স্থানে চিত্র-স্থাপন-পূর্ব্বক সখী-জন-মাত্র-সমক্ষে নিশ্চল-লোচনে সেই চিত্র শ্রীশঙ্করদেবের প্রতিকৃতি অবলোকন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতিকৃতি-দর্শনাবসরে দুঃখের সহিত শ্রীমতী-

পার্ব্বতীদেবী হে চন্দ্রশেখর! আপনি যখন মনীষী, বা বুধ-জন-গণ-কর্ত্তৃক অদ্যাপি সর্ব্ব-গত-সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, অভিহিত হইতেছেন, তখন অবশ্যই আমাকে অত্যন্ত-পরিতাপের সহিত ভবদীয়-চির-বিরহ-ব্যথা-প্রব্যথিত-বক্ষঃস্থলে হস্ত-স্থাপন, তথা আত্ম-নির্দ্দেশ-পুরঃসর বলিতে হইতেছে যে, হে দেব! আপনি যদি সর্ব্বগতই হন, তবে সর্ব্বব্যাপী হইয়াও, আপনি ভাবস্থ-রত্যাখ্য-ভাবে অবস্থিত আপনার নিতান্ত অনুরক্ত এই ভক্তজনের হৃদয়ভাব অদ্যাপি অবগত হইতেছেন না কেন? এইকথা বলিয়া, মুগ্ধ-হৃদয়ে অর্থাৎ চিত্রগত উপালম্ভ-সাধিক্ষেপ-বচন যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এতাদৃশ-জ্ঞান-শূন্য-বিমূঢ়-মানসে শ্রীচন্দ্র-শেখরদেবের প্রতি সরোষ-বাক্যে তিরস্কারেরও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদিচ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী "রহসি" একান্তে চিত্রগত-শ্রীচন্দ্রশেখর-দেবের প্রতি উক্তরূপে রোষ-যুক্ত-বচনে তিরস্কারের প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, তথাপি সখী জন-গণ-সমক্ষে ভর্ত্তৃরূপে অভিমত-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি উক্তরূপ-তিরস্কার-বচনের প্রয়োগ-বশতঃ তিনি যে তৎকালে মানসে লজ্জাহীনা হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত-রূপেই অবগত হইতে হইবে।

সে যাহা হউক, জগৎপতি-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অধিগম, বা প্রাপ্তি-বিষয়ে বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও, যখন অন্য কোন বিধি, বা উপায় অবলোকনে সমর্থা হইলেন না, তৎকালেই এই আমাদের প্রিয়-তমা-সখী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী গুরু-পিতা-হিমালয় ও মাতা-মেনকাদেবীর অনুজ্ঞানুসারে আমাদিগের সহিত তপশ্চরণার্থ তপোবনে সমাগতা হইয়াছেন। অপিচ, হে ব্রাহ্মণবর্য্য! তপোবন-প্রাপ্তির অনন্তর সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকর্ত্তৃক স্বয়ং-কৃত-জন্মা, বা আরোপিত, তপঃ-সাক্ষী, বা সাক্ষাৎ তপো-দ্রষ্টা এই সকল আশ্রম-পাদপেও পুষ্প, বা ফল পরিদৃষ্ট হইতেছে বটে; পরন্তু সঞ্জাত-পত্র-পুষ্প-ফলভারে আশ্রমদ্রুম-সকল শাখাগ্রে অবনত হইলেও, অত্যন্ত-দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের প্রিয়-তমা-সখী এই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শশি-মৌলিসংশ্রয়, বা শ্রীচন্দ্রশেখর-বিষয়ক-মনোরথাখ্য অভিলাষ অদ্যাপি প্ররোহাভিমুখ, বা অঙ্কুরোন্মুখ-

রূপেও পরিদৃষ্ট হইতেছে না। অর্থাৎ স্বয়ং-রোপিত-বৃক্ষ-সকলের ফলকাল উপস্থিত হইলেও, এই প্রিয়সখী পার্ব্বতীদেবীর মনোরথের অঙ্কুরোদয়-পর্য্যন্তও যখন অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইতেছেনা, তখন ফলাশা যে "দূরাৎ" দূরতরদেশে অপাস্তা, নিরাকৃতা, নির্ব্বাসিতা হইতেছে, তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিবার কি আছে ?

হে দ্বিজ! পুনঃ পুনঃ বিবিধ-প্রকারে প্রার্থিত হইয়াও, যিনি আমাদের প্রিয়তমা-সখী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর পক্ষে নিতান্ত-দুর্ল্লভতর-রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, প্রার্থিত-দুর্ল্লভ সেই শ্রীশঙ্করদেব তপঃ-কৃশা তপশ্চরণ-প্রভাবে কৃশা-পরিক্ষীণা, অতএব অত্যন্তদুঃখ-শোক-বশতঃ সখী-গণ-কর্ত্তৃক অস্রোত্তর, অশ্রু-প্রধান, অশ্রু-প্লাবিতনয়নে ঈক্ষিতা অব-লোকিতা এই আমাদের সখী-পার্ব্বতীদেবীকে অবগ্রহক্ষতা, বা ইন্দ্রকৃতা অনাবৃষ্টির দ্বারা পরিপীড়িতা, বর্ষ-প্রতিবন্ধ-বশতঃ শুষ্কতরা-ক্ষীণা-দীনা সীতা-লাঙ্গল-কর্ষণ-পদ্ধতি, বা রীতি অনুসারে কৃষ্ট-ভূমিকে বৃষা বর্ষণ-পরায়ণ-বাসবের ন্যায় কতদিনে যে অনুগ্রহ-বারিবর্ষণ-দ্বারা অভিষিক্তা করিবেন, তাহা অদ্যাপি আমি অবগতা হইতে সমর্থা হইতেছি না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে একসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

ইঙ্গিতজ্ঞা শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর হৃদয়-গত-ভাবাভিজ্ঞা গৌরী-সখী-বিজয়াদেবী-কর্ত্তৃক এইরূপে সদ্‌-ভাব গূঢ়-গুপ্ত না করিয়া, স্পষ্ট-ভাষায় সদভিপ্রায়-প্রকাশ-পূর্ব্বক নিবেদিত-বিজ্ঞাপিত হইয়া, নৈষ্ঠিক নিষ্ঠা-মরণাবধি-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ-যাবজ্জীব ব্রহ্মচারী, তথা সুন্দর, বা বিলাসী সেই তপস্বি-প্রবর-ব্রাহ্মণ কোনরূপ হর্ষ-লক্ষণ, বা মুখ-রাগাদি-হর্ষ-লিঙ্গ ব্যঞ্জিত-প্রকাশিত না করিয়া, প্রশ্ন-বাক্যে উমাদেবীকে কহিলেন,—অয়ি! গৌরি! তোমার সখী-বিজয়া-কর্ত্তৃক কথিত এই সকল-বাক্য প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ? অর্থাৎ সত্য কি ? অথবা পরিহাস-কেলি-মাত্র ?

এখানে অধ্যেতৃ-বর্গের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর ভক্তি-পরীক্ষাণার্থ তদীয়-তপোবনে সমাগত-জটিল-তপস্বী যদি নৈষ্ঠিক "নিষ্ঠা মরণমবধির্যস্য, স নৈষ্ঠিকঃ" যাবজ্জীব-ব্রহ্মচারী হইয়াও, সুন্দর-বিলাসী হন, তবে "নৈষ্ঠিকশ্চাসৌ সুন্দরশ্চেতি", এই দুইটীর মধ্যে অন্যতরের বিশেষণত্ব-বিবক্ষাবশে বিশেষণ-সমাস সমাশ্রিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু নৈষ্ঠিকত্ব-বিশেষণের সহিত বিলাসিতা, বা কামিতার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, বা অপরিহার্য্য হইবে না কি ? উত্তরে আমরা বলিব, নৈষ্ঠিকত্ব-বিশেষণের সহিত লৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন, লোক-ব্যবহার-পরায়ণ, জটিল-জন-সাধারণের বিলাস-সৌন্দর্য্য, বা কামিত্বের বিরোধ অপরিহরণীয় হইলেও, স্বাভাবিক-জ্ঞান-বল-ক্রিয়া-শক্তি-সম্পন্ন, অলৌকিকমহামহিমান্বিত-সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষে নৈষ্ঠিকত্ব ও কামিত্ব, এই দুইটী যদি পরস্পরের সহিত বিরুদ্ধরূপে পরিগণিত না হইয়া, উভয়ই তাত্ত্বিকরূপে পরিগণিত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত-বিরোধ কদাচ অপরিহার্য্য হইতে পারে না।

অনন্তর পর্ব্বতরাজ-হিমালয়ের তনয়া-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মুকুলীকৃত-সম্পুটীকৃত অঙ্গুলী-সকলে শোভমান, "অগ্রশ্চাসৌ হস্তশ্চেতি" সমানাধিকরণ-সমাস-নিষ্পন্ন অগ্রহস্তে, বা হস্তাগ্রে স্ফটিক-মণি-নির্ম্মিত-অক্ষমালিকা-জপমালিকা-সমর্পণ-মোচন, বা পরিজপ্ত-স্ফটিক-গুটিকা-ত্যাগ করিতে করিতে, কথঞ্চিৎ মহাকষ্টের সহিত চির-ব্যবস্থাপিতা, বা দীর্ঘকাল-বিলম্বে স্বীকৃতা-বাগ্‌বচন-সাহায্যে লজ্জোপরোধ-বশতঃ মিতাক্ষর-পরিমিত-বর্ণ-বিশিষ্টাত্যল্পমাত্র-শব্দোচ্চারণ-পূর্ব্বক জটিলদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে বেদ-বিদাম্বর! বেদবিৎ-শ্রেষ্ঠ! বৈদিক-প্রবর! মদীয়া-সখী-বিজয়ার মুখে আপনি যে সকল-বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তৎ-সমস্তই যথাশ্রুত, সম্যক্-শ্রুত, বা সত্যরূপে অবগত হইবেন।

সম্প্রতি বাস্তবিকপক্ষেই এই জন অর্থাৎ আমি স্বয়ং উচ্চৈঃপদ-শ্রীশিব-পদ-লাভরূপ-সমুন্নত-স্থানের লঙ্ঘনে আক্রমণে উৎসুকা, উদ্‌যুক্তা, উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি। হে দ্বিজ! শ্রীশিব-পদ-লঙ্ঘনার্থ মদবলম্বিত এই পন্থা যে সর্ব্বথা অযুক্ত, অনুপযুক্ত, তথা মদনুষ্ঠিতা এই তপস্যা যে তাদৃশ উচ্চৈঃ-পদাবাপ্তি-শ্রীশিব-পদ-প্রাপ্তির প্রতি মিথ্যাভূতালীক-সাধন মাত্র, অর্থাৎ অতিতুচ্ছত্ব-প্রযুক্ত উচ্চৈঃ-পদ-শ্রীশিব-পদ-লাভরূপ উন্নত-স্থানের প্রাপ্তির প্রতি নিতান্তই অসাধক, তাহা আমি যদিচ অবগতা আছি, তথাপি আমি এই নিকৃষ্ট, অলীক, অসাধক, অতিতুচ্ছ-সাধনটীকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থা হইতেছি না, অর্থাৎ আমি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও, দুরাশা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হে দ্বিজবর! বিরিঞ্চি-বাসব-বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণের পক্ষেও উচ্চৈঃ শ্রীশিব-পদ-লাভ-রূপা-তদবাপ্তি দুর্ল্লভতরা হইতে পারে সত্য; কিন্তু বলুন দেখি, কাম-লক্ষণ-মনোরথ-সকলের অগতি অবিষয়ীভূত কোন পদার্থ এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে বিদ্যমান আছে কি? মনোরথ-লক্ষণ-কাম-সকল কি কখনও স্ব-শক্তি-পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে?

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণের অনন্তর বর্ণী ব্রহ্মচারী কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তুমি যখন একবার মদন-দাহ-কর্ত্তা পিনাকী শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক ইতঃপূর্ব্বে ভগ্ন-মনোরথা হইয়াছ, তখন তুমি

অবশ্যই সেই শ্রীমন্মহাদেবকে বিশেষরূপেই অবগতা হইয়াছ। কিন্তু, হে পার্ব্বতি! তুমি যখন বিশেষরূপে শ্রীশঙ্করদেবের প্রভাব অনুভব করিয়াও, পুনরপি সেই পরমেশ্বরদেবকে মানসে প্রার্থনা করিতেছ, তৎকামা-তদর্থিনী হইয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছ, তখন আমি আর তোমাকে কি বলিব? তবে আমি এইপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমি যখন অমঙ্গলাভ্যাসে অমঙ্গলাচরণে রতি অনুরাগ-সম্পন্ন-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের অনুসরণে কোনরূপ দোষ দেখিতেছ না, তখন আমি অবশ্যই অমঙ্গলাচার-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব-বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা, বা বিচার-পূর্ব্বক তদনুবৃত্তি-পরায়ণতা-নিবন্ধন তোমার অনুসরণ, অথবা ত্বদীয় আচরণে অনুমোদন করিতে সমর্থ না হইয়া, তবানুবৃত্তি-ব্যাপার হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইতেছি।

অবস্তু, অতিতুচ্ছবস্তুবিষয়ে তুমি এতাদৃশ-নির্ব্বন্ধ, বা পরমোত্তম অভিনিবেশ-সহকারে এই দুশ্চরতর-তপশ্চরণে নিযুক্তা হইয়াছ বলিয়াই, আমাকে বলিতে হইতেছে যে, হে অবস্তু-নির্ব্বন্ধ-পরে পার্ব্বতি! তুমি একবারের জন্যও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, বিবাহ-নিয়মানুসারে আমুক্ত, আসঞ্জিত, দূর্ব্বাদল-সহ বদ্ধ-কৌতুক, বা হরিদ্রা-বর্ণ-রঞ্জিত-হস্তসূত্রে শোভিত তোমার এই কমল-কুসুম-কোমল-কর শম্ভু-শ্রীমন্মহাদেবের বলয়ীকৃত-ভূষণীকৃত-বাসুকি-প্রভৃতি-মহাসর্প-সমূহে বেষ্টিত-করণভূত-কর-কৃত-বিবাহ-কালীনাপরিচিতাতিভয়ঙ্কর সেই প্রথমাবলম্বন, বা গ্রহণ সহ্য করিবে কিরূপে? হে পার্ব্বতি! আমার ত এইরূপ মনে হইতেছে যে, অগ্রে যাহা হইবে, সে কথা এখন দূরে থাকুক, পরিণয়-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর-কর-কৃত-প্রথমাবলম্বনই যে তুমি কোনরূপেই সহন করিতে পারিবে না, অথবা প্রথম-কর-গ্রহই যে তোমার পক্ষে নিতান্ত-দুঃসহ হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

হে গৌরি! যাবন্মাত্রকাল বিচার করিবে, তাবন্মাত্রকাল তুমি নিজেই আত্ম-মানস-সাহায্যে পরিচিন্তন-পর্য্যালোচনা করিয়া, দেখ দেখি, কলহংস-লক্ষণ-কলহংস-চিহ্ন-চিহ্নিত-বধূ-দুকূল, নবোঢ়া-স্ত্রীর বস্ত্রাঞ্চল এবং পিনাকী শ্রীশঙ্করদেবের শোণিতবিন্দুবর্ষণশীল আর্দ্র-গজাজিন, কৃত্তিবাসঃ,

বা গজ-চর্ম্ম-বসন, এই দুইটী "কদাচিদপি" পরস্পরের সহিত যোগ, বা সঙ্গতি-প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত কি না? হে পার্ব্বতি! তুমি ইহা অবশ্যই অবগতা আছ যে, পাণি-গ্রহণ-কালে বধূ ও বর, এই দুইজনের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি-বন্ধন হইয়া থাকে। এক্ষণে এই বিষয়টী তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, কৃত্তি-বসনধারী শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক পাণি-পীড়ন-কালে তোমার পরিহিত-বধূ-জনোচিত-কলহংস-লক্ষণ-দুকূলাঞ্চলে সেই গ্রন্থি-বন্ধন কিরূপে সঙ্ঘটিত হইবে? কিঞ্চ, চতুষ্ক-গৃহ-বিশেষে পুষ্প-প্রকরাস্তরণ-শোভিত-গৃহতলে অবকীর্ণ, ন্যস্ত, বা কুসুমাস্তৃত-দিব্য-ভবন-ভূ-সঞ্চারোচিত তোমার এই পাদ-পঙ্কজ-যুগলের অলক্তকাঙ্কিত-লাক্ষা-রস-রঞ্জিত-পদ, বা পাদাকার-পাদ-ন্যাস-চিহ্ন-সকল, বিকীর্ণ-বিক্ষিপ্ত, যত্র তত্র নিপতিত-কেশ, বা শব-শিরোরুহ-সমূহে পরিব্যাপ্ত-পরেতভূমি-প্রেতভূমি, বা শ্মশান-নিচয়ে যখন পতিত হইবে, তৎকালে তদ্দর্শনে কোন সহৃদয়া ব্যক্তিই ত হৃদয়ে ব্যথা অনুভব না করিয়া, থাকিতে পারিবেন না।

তথা হে পার্ব্বতি! আমার মনে হইতেছে যে, শ্মশান-বাসী, পিনাক-পাণি-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক ত্বদীয়-পাণি-গ্রহণ-কার্য্যের অনন্তর শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের পরেত-ভূ-সঞ্চরণ-শীলতা-প্রযুক্ত তৎসাহচর্য্য-নিবন্ধন তোমারও শ্মশানে সঞ্চরণ অবশ্যম্ভাবী হইলে, তোমার কোন শত্রু-জনও তোমার তাদৃশী-দুঃখ-দুর্দ্দশা-প্রাপ্তির প্রতি অনুমতি-সম্মতি-জ্ঞাপনে সমর্থ হইবে না। কিঞ্চ, শ্রীশিবদেব-সহ তোমার পরিণয়ের অনন্তর তৎ-সম্বন্ধিতা-প্রযুক্ত হে পার্ব্বতি! তোমার পক্ষে ত্রিনেত্রবক্ষঃ, শ্রীত্র্যম্বক-দেব-কৃত আলিঙ্গন সর্ব্বদা সুলভ-সুপ্রাপ হইতে পারে বটে; কিন্তু তুমি স্বীয়-হৃদয়-দেশে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক বল দেখি, এই ত্রিনেত্র-শ্রীশঙ্করদেবের চিতা-ভস্ম-বিলিপ্ত-বক্ষোলাভ হইতে অযুক্তরূপ অত্যন্তাযুক্ত অপর কি আছে?

যদি বল কেন? তবে কারণ-প্রদর্শন-কল্পে আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হইতেছে যে, তোমার এই হরিচন্দনাস্পদ, হরিচন্দন-প্রলে-পনের উপযুক্ত-শ্রেষ্ঠ-স্থানভূত-সমুন্নত-স্তন-দ্বয়ে চিতা-ভস্মরজঃ শ্মশান-ভস্ম-লক্ষণ-রজঃ-চূর্ণ-সকল যখন পদ স্থাপিত করিবে, স্থান অধিকার করিবে, তৎকালে ভর্ত্তা-শ্রীশঙ্করদেবের গাঢ়তরাঙ্গ-সঙ্গ-রূপালিঙ্গন-সুলভ

ভস্মাঙ্গরাগ-সম্পর্কবশে তোমার এই দেব-দুর্লভ শ্রীঅঙ্গ, তথা মুনি-মানস-মোহন-সর্ব্ব-সুশোভন-স্তন-দ্বয় শ্মশান-ধূলি-ধূসরিত হইলে, উহা কি সর্ব্ব-জন-সমক্ষে অযুক্ততররূপে প্রতীত হইবে না ?

এইরূপে হে পার্ব্বতি ! তোমার অভিমত এই উদ্বাহ-বিষয়ে প্রথমতঃ অন্যবিধা যে বিড়ম্বনা, বা পরিহাস-জনক-ব্যাপার উপস্থিত হইবে, তাহা তুমি একবারমাত্রও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? সেই বিড়ম্বনা কি ? তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে উমে ! যদি বাস্তবিক-পক্ষেই শ্রীশঙ্করদেবের সহিত তোমার শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্না হয়, তবে তুমি শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক নবোঢ়া-নব-পরিণীতা-বারণ-রাজ-হার্য্যো-গজেন্দ্র-বাহ্যা-নগ-রাজ-নন্দিনী হইয়া, যখন বৃদ্ধ উক্ষা, বৃদ্ধ-বৃষভবর-বাহনে অধিরোহণ-পূর্ব্বক অধিষ্ঠান করিবে, তৎকালে মহাজন-সাধুজনগণ তোমাকে বৃদ্ধ-বৃষভবাহনে সমাসীনা হইতে দেখিয়া, স্মের-মুখে স্মিত-শোভিত আননে অবশ্যই উপহাস করিবেন। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে পার্ব্বতি ! ইহা কি তোমার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র-স্বরূপে পরি-গণিত হইবার উপযুক্ত হইবে না ?

আমার ত মনে হইতেছে যে, হে পার্ব্বতি ! পিনাকী, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের সমাগম-প্রার্থনা, বা ক্রিয়মাণা-প্রাপ্তি-কামনা-বশতঃ সম্প্রতি জগতের সাররত্নভূত এই দুইটী পদার্থ নিতান্ত-শোচনীয়তা-প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমা সেই শ্রীহর-শিরো-গতা, অতিসুপ্রসিদ্ধা কলাবান্ চন্দ্রের কান্তিমতী, ষোড়শভাগরূপা এই লোক-সকলের লোচন-কৌমুদী-নয়নানন্দিনী কলা এবং দ্বিতীয়া নিরতিশয়-কান্তিমতী, সর্ব্ব-লোক-লোচন-কৌমুদী সর্ব্ব-জন-নয়নোৎসবানন্দ-দায়িনী তুমি। পূর্ব্ব-কালে একমাত্র শ্রীচন্দ্রশেখর-শেখর-গতা চন্দ্রকলা নিকৃষ্টাশ্রয়ণ-বশতঃ শোচনীয়তা প্রাপ্তা হইয়াছিল, আর সম্প্রতি তুমি সহযোগিনীরূপে চন্দ্রকলার সহিত যোগ-দান-পূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত-কারণ-বশতঃ দ্বিতীয়া-শোচনীয়তমারূপে পরিণতা হইয়াছ।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

পুনশ্চ, "কন্যা বরয়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।" এইরূপ লৌকিক-জন-গণ-মধ্যে প্রচলিত আভাণক, বা প্রসিদ্ধি অনুসারে বর-পাত্রে যে যে গুণ-সকলের সদ্ভাব একান্ত আবশ্যক, হে পার্ব্বতি! শ্রীশঙ্করদেবে তন্মধ্যে কোন একটী গুণেরও সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ শ্রীশঙ্করদেবের রূপসৌন্দর্য্যের আলোচনাবসরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার রজত-ভূধরসঙ্কাশ-সুবিপুল-শরীর পাণ্ডু-রোগ-গ্রস্তের ন্যায় শুভ্র-বর্ণ-বিশিষ্ট, তদুপরি শরীর-মধ্যভাগ, বা উদর-দেশ অত্যন্ত-স্থূলোন্নত-লম্বমান এবং-পঞ্চমুখ-মণ্ডলে অবস্থিত-সূর্য্য-চন্দ্র-বৈশ্বানর-সদৃশ-সমুজ্জ্বল-পঞ্চদশ-লোচনে তাঁহার রূপ অতিভয়ঙ্কর-দর্শন।

বিভূষণ-কল্পে মৌলি-মণ্ডলে তাম্র-স্বর্ণ-লোহিত-বর্ণ-জটা-জূট-মুকুটে মণ্ডিত, ললাট-চত্বরে চারু-চন্দ্র-কলা-বিরাজিত, কর্ণ-নিচয়ে মণি-ভূষিত-ফণিকুণ্ডল-কলাপে শোভিত, গলে নীল-বর্ণে চিহ্নিত, বাম-স্কন্ধে ন্যস্ত, উপবীতাকারে বিলম্বিত-নাগরাজ-বাসুকি-দ্বারা পৃষ্ঠ, হৃদয় ও উদর-দেশে বিজড়িত, বসন-কল্পে কটিতটে, তথা উত্তরীয়-কল্পে ঊর্দ্ধাঙ্গে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ও গজাজিনে সমাবৃত, অঙ্গ-রাগ-কল্পে সর্ব্বাঙ্গে চিতা-ভস্ম-সমূহে বিলিপ্ত, বা উদ্ধূলিত শ্রীশঙ্করদেবের অশনে গরল, বাদ্য-যন্ত্রে ডমরু, বাহনে বৃদ্ধ-বলীবর্দ্দ, কর-পাত্রে কপাল, অঙ্গাভরণে অস্থি-মালা ও ভবন-কল্পে পিতৃবন-মাত্র অবলম্বনস্বরূপ। অথবা বিরূপ-বিকৃত-রূপ অক্ষি, বা নেত্র-ত্রিতয়ে বিলসিত-বিরূপাক্ষ-বপুঃ অর্থাৎ ত্রিলোচনতা-প্রযুক্ত বৈরূপ্যাধার-ভূত-স্বীয়-শরীর-সম্পদে শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ববিধসৌন্দর্য্য-বার্ত্তা-সমালোচনার সমতীত, বা বহির্ভূত হইয়াছেন।

কিঞ্চ, যাঁহার জন্মালোচনা-প্রসঙ্গে অলক্ষ্য-জন্মতা, বা অজ্ঞাত-

জন্মতা সর্ব্ব-লোক-বেদ-প্রসিদ্ধা, সুতরাং যাঁহার কুল-পরিচয়, বা বংশ-মর্য্যাদা বহু অনুসন্ধানেও অদ্যাপি অবগতা হওয়া যায় না, দিগম্বরত্ব-দিগ্‌বসনতা-প্রযুক্ত যাঁহার বস্তু, বিত্ত, বা ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ নিবেদিতা "নাস্তীতি" জ্ঞাপিতা হইয়াছে, সেই শ্রীশঙ্করদেবের সম্বন্ধে অপর অধিক কি বলিব? হে বাল-মৃগাক্ষি! পার্ব্বতি! বর-বোঢ়া, বা জামাতৃ-জন-সমূহে কন্যা এবং কন্যা-পক্ষীয়-বন্ধু-জন-গণ-কর্ত্তৃক রূপ-বিত্তাদি যে সকল-সদ্‌গুণ অন্বিষ্ট হইয়া থাকে, তৎ-সমুদায়ের কথা দূরে থাকুক, ত্রিলোচন-শ্রীত্র্যম্বকদেবে তন্মধ্যে ব্যস্ত একটীও সদ্‌গুণ আছে কি? অতএব হে পার্ব্বতি! তুমি অবিলম্বে এই অসদীপ্সিত, বা অনিষ্ট-মনোরথ হইতে নিজ-মানসকে নিবর্ত্তিত, নিবারিত কর।

অপিচ, হে পার্ব্বতি! তুমি স্বয়ং একবার বিচার করিয়া দেখ দেখি, তদ্বিধ-তথোক্ত-প্রকার-নিতান্তামঙ্গলশীল-শ্রীশঙ্করদেব কোন্ স্থানে অবস্থিত? এবং কোন্ স্থানেই বা ত্বদীয়া-দিব্যতমা-পুণ্য-লক্ষণা-প্রশস্ত-সর্ব্ববিধ-সৌভাগ্য--সম্পৎ-চিহ্ন- চিহ্নিত-স্বর্গীয়- মধুরতাময়ী- পূততমা এই মনোমোহিনী-মূর্ত্তি অবস্থিতি করিবার উপযুক্তা? এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, হে পার্ব্বতি! তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে মহদন্তর-সুমহৎ পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তদনুসারে নিতান্ত অমঙ্গলা-চার-পরায়ণ-নির্ধন-শ্রীশঙ্করদেব তোমার ন্যায় চার্ব্বঙ্গী-রুচিরাননা-গিরি-রাজ-নন্দিনীর যোগ্য-পতিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। হে দেবি! পার্ব্বতি! তুমিই বিবেচনা-পূর্ব্বক বল দেখি, সাধু-সজ্জনগণ কি কখনও শ্মশানশূল, বা শ্মশানভূমি-নিখাত-বধ্য-শঙ্কুর যূপ অর্থাৎ যজ্ঞীয়-পশু-বন্ধন-সাধনভূত-সংস্কৃত-দারুবিশেষের ন্যায় বৈদিকীসৎক্রিয়া-প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদি-সংস্কারের অপেক্ষা, বা ইচ্ছা করিয়া থাকেন? কখনই নহে। অতএব শ্মশান-শূলে যেমন যূপ-সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় না, সেইরূপ তুমিও সেই শ্রীশঙ্করদেবের পত্নী হইবার উপযুক্তা নহ।

এইরূপে সেই দ্বিজাতি, বা তপোবন-প্রবিষ্ট-দ্বিজ-জটিলদেব প্রতি-কূল-কথন-পরায়ণ হইলে, প্রবেপমান-চঞ্চলাধরোষ্ঠ-সাহায্যে লক্ষ্যানুমেয়-

কোপে কোপবতী হইয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ভ্রূলতা-দ্বয় বিকুঞ্চিত-কুটিলিত করিয়া, সভ্রূভঙ্গভাবে নিজ উপান্তরক্ত-প্রান্তলোহিত-বিলোচন-বিশাল-নয়ন-দ্বয় তির্য্যক্, সাচি, বা বক্রভাবে আহিত, নিহিত, স্থাপিত করিলেন। অপিচ, উপান্তলোহিত-তির্য্যগ্-বিলোচন-দ্বারা প্রতিকূলবাদী এই জটিল-ব্রাহ্মণকে অনাদর, বা অবজ্ঞাভরে অবলোকন করিতে করিতে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী এইকথা বলিলেন যে, হে ব্রহ্মচারিন্! তুমি যখন আমার নিকটে শ্রীশঙ্করদেব-সম্বন্ধে উক্তরূপ-রীতি-অবলম্বনে বিরুদ্ধ-বাক্য-সকল কথন করিতেছ, তখন আমার নিশ্চিতরূপেই মনে হইতেছে যে, তুমি তত্ত্বতঃ, বা পরমার্থতঃ সর্ব্ব-শোক-পাপ-তাপ-হর, দারিদ্র্য-দুঃখ-দহন, সংসার-ভয়-বিনাশন-শ্রীহরদেবকে অবগতা নহ।

মন্দ-মূঢ়-জনগণই অজ্ঞান-প্রযুক্ত যাহা লোক-সামান্য, বা ইতর-জন-সাধারণ নহে এবং যাহার কারণ অচিন্তনীয়-নিতান্ত-দুর্ব্বোধ, বা জটিল, তাদৃশ-মহাত্ম-জন-গণোচিত-চরিতের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যাঁহারা শ্রীশিব-বিদ্বেষ-পরায়ণ নহেন এবং যাঁহারা পূজিত-বিচার-বচনরূপা-মীমাংসার সাহায্যে বেদোক্ত-বৈদিক-সম্যক্-জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ-বিদ্বান্ জনগণ অবশ্যই শ্রীশঙ্করদেবের ঈদৃশ আচরণের প্রতি কোনরূপ গূঢ়তম-কারণ আছে, স্থির করিয়া, বহুতর-সম্মান-প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং কারণাপরিজ্ঞান-প্রসূত-মূঢ়-জনোদ্ভাবিত-দূষণ-দ্বারা নিষ্কলঙ্ক-নিরবদ্য-শ্রীশিব-চরিত কখনই দুষ্ট হইতে পারে না।

হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে অমঙ্গলাভ্যাস-রতি বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়াছ, সম্প্রতি তদুপরি আমার বক্তব্য এই যে, বিপৎ-প্রতীকার-পরায়ণ, বা অনর্থ-পরিহারার্থী, তথা ভূতি-সমুৎসুক, বা ঐশ্বর্য্য-কাম-জনগণ-কর্ত্তৃকই মঙ্গল, বা মঙ্গল-জনক-গন্ধ-মাল্যাদি নিষেবিত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু বল দেখি, যিনি সমগ্র-জগৎ-প্রপঞ্চের শরণে রক্ষণে সাধু-কুশল, বা জগৎ-শরণ্য, নিরাশীঃ, নিরভিলাষ, সর্ব্বসত্তা-স্ফূর্ত্তি-প্রদ, সদ্ভূত-পরমেশ্বর-স্বরূপে মহেন্দ্রাদি-মরুদ্-বৃন্দারক-বৃন্দের মৌলি-মণ্ডলে মুকুটমণিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সর্ব্ব-দেব-বরেণ্য, অমর-বর-মণি সেই

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের এই সকল-মঙ্গলাচার-দ্বারা কীদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ?

আশা-তৃষ্ণা-তরঙ্গকৃত-ঘাত-প্রতিঘাত-বশে যাহাদিগের আত্মা, বা অন্তকরণ-বৃত্তি উপহতা-দূষিতা হইয়াছে, ভোগাসক্ত, প্রমুগ্ধ, সতত-ধন-পরায়ণ, দারাপত্যাদিরক্ত, কামাত্মা, স্বর্গ-পর-তাদৃশ-জনগণের পক্ষেই ইষ্ট-প্রাপ্তি, বা অনিষ্ট-পরিহারার্থ গন্ধ-মাল্যাদি-মঙ্গলাচার-নির্ব্বন্ধ শোভা-প্রাপ্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাঁহার ইষ্ট-প্রাপ্তি-বিষয়িণী আশা, আকাঙ্ক্ষা, বা তৃষ্ণা নাই, অথবা যিনি অনিষ্টানর্থ-পরিহারার্থ ব্যাকুল নহেন, তাদৃশ ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার-লক্ষণ উভয়-বিষয়ে সতত অসংস্পৃষ্ট-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের যথাকথঞ্চিৎ অমঙ্গলাচার-নির্ব্বন্ধ থাকে, থাকুক ; তজ্জন্য দোষ কি ? অতএব হে বিপ্র ! তুমি যে অমঙ্গলাভ্যাস-রতি বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে।

অপিচ, হে ব্রাহ্মণ ! সেই হর-শ্রীশঙ্করদেব কিঞ্চন-ধন-রত্নাদি-দ্রব্য না থাকা-নিবন্ধন অকিঞ্চন-দরিদ্র হইয়াও, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বাসব-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের-যম-হুতাশনাদি-সুরাসুর-নর-কিন্নর-প্রভৃতি-ভূতি-সমুৎসুক-জনগণাধিকৃত-যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-লক্ষণ-সম্পৎ-সকলের একমাত্র "প্রভবতি অস্মাৎ ইতি" প্রভব, বা উৎপত্তি-কারণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ; তথা শ্রীশঙ্করদেব পিতৃ-সদ্ম-গোচর, বা শ্মশানাশ্রয় হইয়াও, সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-প্রভৃতিকে তত্তৎ-পদোচিত ঐশ্বর্য্যাধিকার-প্রদান-পূর্ব্বক ত্রিলোকনাথ, বা অশেষ-ভুবনেশ্বররূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।

এইরূপ সেই দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেব ভীমরূপ, বা ভয়ঙ্করাকার হইয়াও, সর্ব্ব-লোকে, সর্ব্ব-বেদাদি-শাস্ত্রে শিব, সৌম্য, সৌম্যতর, অথবা সৌম্য-তরাকার-সুরগণের-মধ্যে অশেষতঃ অতিসুন্দর বলিয়া, উদীরিত, বা কীর্ত্তিত হইতেছেন। অতএব আমার মতে, কিম্বা বেদ, পুরাণ, সংহিতা ও দর্শন-প্রভৃতি-শাস্ত্রমতে অতীত, অনাগত, তথা বর্ত্তমান অশেষ-জগ-ন্মণ্ডলে শ্রীহর-পরমেশ্বর-পিনাকপাণিদেবের যথাভূত অর্থ, বা যথার্থের ভাব-যাথার্থ্য-তত্ত্ববেত্তা বহুতর-পুরুষ-প্রবর বিদ্যমান নাই তথা লোকো-

ত্তর-মহামহিম-সম্পন্ন, সর্ব্ববিধ-লেপ-রহিত, সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন, সম-দুঃখ-সুখ, ধীরতমাগ্রেসর-শ্রীশঙ্করদেবের যথা কথঞ্চিৎ অবস্থানও দোষের কারণ হইতে পারে না।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

এইরূপ হে ব্রাহ্মণ! সমগ্র-বিশ্ব-প্রপঞ্চ যাঁহার মূর্ত্তিরূপে কথিত হইয়াছে, বিশ্ব-মূর্ত্তি, অষ্ট-মূর্ত্তি, দেব-দেব সেই শ্রীশঙ্করদেবের লৌকিক, অথবা অলৌকিক কোনরূপ প্রসাধনের প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রীশঙ্করদেবের বপুঃশরীর বিভূষণোদ্‌ভাসী, বিবিধ-মণি-মাণিক্য-রত্নখণ্ড-খচিত-সুবর্ণ-নির্ম্মিত-মহামূল্যবিভূষণ-নিচয়ে উদ্‌ভাসনশীল হউক, অথবা পিনদ্ধভোগী, আমুক্ত-পরিহিত-ভুজঙ্গমালঙ্কার-নিকরে পরিশোভিতই হউক, গজাজিনালম্বী, উত্তরীয়রূপে আলম্বিত-গজাজিন-বিরাজিতই হউক, কিম্বা পরিহিত-দিব্যতম-দুকূল-বসনে সমাবৃতই হউক, কপালী, ব্রহ্ম-শিরঃ-কপাল-শেখর-সমুদ্‌ভাসিতই হউক, অথবা শেখর-গত-শশাঙ্ক-কলা-কলিতই হউক, অঙ্গরাগকল্পে চিতাভস্মোদ্ধূলিতই হউক, কিম্বা মৃগমদামোদাঙ্কিত অগুরু-চন্দন-পঙ্ক-পরিলিপ্তই হউক, তজ্জন্য ক্ষতি কি আছে? বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীবিশ্বনাথদেবের বিশ্বশরীরে কোন্ রূপই বা সম্ভবপর না হয়? তথা অনন্তাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের দেহ বিভূষণোদ্‌ভাসী, পিনদ্ধভোগী, গজাজিনা-লম্বী, দুকূলধারী, কপালী, বা ইন্দুশেখর-প্রভৃতি দুই দশটা বিশেষণদ্বারা কিরূপেই বা অবধারিত হইতে পারে?

তথা হে বিপ্র! সেই সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গ-সংসর্গপ্রাপ্ত হইয়া, চিতা-ভস্ম-লক্ষণ-রজঃ-সকল আত্ম-পবিত্রতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক পরকীয়-পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা-সম্পাদনেও যে একান্ত সমর্থ, অত্যন্ত-পর্য্যাপ্ত, তাহাও কি প্রমাণ-প্রয়োগ-পুরঃসর উপপ্রদর্শন করিতে হইবে? শ্রীশঙ্করদেবের গাত্রারূঢ়-চিতা-ভস্ম-রজঃ-সকলের বিশোধকত্ব যে ধ্রুব-নিশ্চিত, বা প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহা কি তুমি অবগত নহ?

শ্রীশিব-গাত্র-গত-চিতা-ভস্ম-রজঃ-সকলের শোধকত্ব যে সুপ্রসিদ্ধ, তদুপপ্রদর্শন-কল্পে এইপর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হে ব্রাহ্মণ!

শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-তাণ্ডব-নৃত্যাবসরে অভিনয়, বা অর্থ-ব্যঞ্জক-চেষ্টা-বিশেষ-লক্ষণ-ক্রিয়া-নিমিত্ত-বশতঃ পরিচ্যুত-পতিত-চিতা-ভস্ম-রজঃ-সকল আদরা-গ্রহানুরাগসহকারে গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্রিদিব-নিবাসী মহাপ্রভাবসম্পন্ন-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেন্দ্রাদি-দেবগণ যে অদ্যাপি নিজ-নিজ-মণিময়মুকুট-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডলে বিলিপ্ত, বা ধারণ করিতেছেন, তাহার কারণ কি? চিতা-ভস্ম-রজঃ যদি অশুদ্ধই হয়, তবে ইন্দ্রাদি-দেবগণ মৌলি-সমূহসাহায্যে ধারণ করিবেন কেন? অতএব হে ব্রাহ্মণ! ইন্দ্রাদি-দেবগণ যখন শ্রীশঙ্কর-দেবের তাণ্ডব-নৃত্যাভিনয়-ক্রিয়াচ্যুত-চিতা-ভস্ম-রজঃসকল শিরো-দেশে ধারণ করিয়া থাকেন, তখন শিরোধারণান্যথানুপপত্তি-নিবন্ধন, অর্থা-পত্তি, বা অনুমান-প্রমাণ-দ্বারা চিতা-ভস্ম-রজঃসকলের বিশুদ্ধত্ব অবশ্য অবগত হইতে হইবে।

অপিচ, হে ব্রাহ্মণ! প্রভিন্ন-মদ-স্রাবী দিগ-বারণ, বা দিগ্‌গজ যাঁহার বাহন, ঐরাবত-বাহ্য সেই বৃষা দেবেন্দ্রও যে অসম্পৎ, সম্পদ্-বিহীন-দরিদ্র, বৃদ্ধ-বৃষভবর-বাহনে গমন-পরায়ণ, অর্থাৎ বৃষভারূঢ়-পরমে-শ্বর-স্বরূপ সেই শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-সুরাসুর-নর-কিন্নর-চিন্তিত-চারু-চরণ-যুগলে মুকুট-মণ্ডন-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডল-সাহায্যে ভক্তিভরে সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম-পূর্ব্বক মৌলিস্থ-মণিময়-মুকুট-গত-বিনিদ্র-বিকসিতমন্দারাখ্যকল্প-তরু-কুসুম-সকলের রজঃ-পরাগ-প্রকরে তদীয়-পাদাঙ্গুলি-সকল অদ্যাপি অরুণ, অরুণিত, অরুণরাগে রঞ্জিত করিতেছেন, তাহা কি তুমি অবগত নহ? ফলকথা হইতেছে যে, দিগ্-গজারোহী ইন্দ্রাদি-দেবগণেরও সতত-বন্দনীয়, ইন্দুমৌলি-শ্রীশঙ্করদেবের উচ্চতর ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অভাবই বা কি আছে? এবং প্রয়োজনই বা কি আছে? আর শ্রীশঙ্করদেবের বৃষারোহণেই বা দোষ কি আছে?

তথা হে বিপ্র! তুমি চ্যুতাত্মতা-নষ্ট-স্বভাবতা-প্রযুক্ত দোষ-দূষণ-জাত-কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও, কি জানি? কি কারণে, পরমে-শ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি এই যে অলক্ষ্য-জন্মতারূপ-বাক্যটী কথন করিয়াছ, এই বাক্যটী তোমা-কর্ত্তৃক দূষণরূপে অভিহিত হইলেও, আমি কিন্তু তোমার এই বাক্যটীকে সাধু-ভাষিত-সম্যগুক্ত বলিয়াই, মনে

করিতেছি। কারণ, বেদার্থ-বেত্তা, বা বিদ্বদ্‌বৃন্দ যাঁহাকে, যে পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে আত্মভূত-সুর-জ্যেষ্ঠ-ব্রহ্মারও কারণ, বা উৎপত্তি-স্থান-রূপে কথন করিতেছেন, সেই পরম-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব কেমন করিয়া, লক্ষ্য-প্রভব, বা লক্ষ্য-জন্মা হইতে পারেন? বা হইবেন? অতএব হে ব্রাহ্মণ! তোমার ন্যায় নষ্ট-স্বভাব-জন-কর্ত্তৃক অনাদি-নিধন-ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করদেবের কারণ-শঙ্কা-কলঙ্ক অন্বিষ্ট হইলেও, বিদ্বজ্জনগণ-কর্ত্তৃক কদাচ অন্বেষ্টব্য হইতে পারে না।

অথবা হে ব্রাহ্মণ! তোমার সহিত আমার আর বৃথা বিবাদে, কলহে প্রয়োজন কি আছে? তুমি যথা যে প্রকারে পরমেশ্বর সেই শ্রীশঙ্করদেবের চরিত-গাথা শ্রবণ করিয়াছ, অশেষতঃ কৃৎস্ন-ভাবেই সেই শ্রীশঙ্করদেব ত্বদভিমত-তথাবিধ-তাবৎ-প্রকারই বা হউন, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ কি আছে? পক্ষান্তরে ভগবান্‌ শ্রীভব-ধব-দেব-বিষয়ে আমার মানস বিচার-পূর্ব্বক যে ভাব সাধু-সম্যক্‌ বলিয়া, গ্রহণ করিয়াছে, সেই ভাব-প্রধান একাদ্বিতীয়-চরমাস্বাদ্য-শৃঙ্গার-রসেই নিমগ্ন হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ! কাম-বৃত্তি, বা স্বেচ্ছানুরূপ-ব্যবহার-পরায়ণ-জনগণ কি কখনও বচনীয় অস্থান-সঙ্গাপবাদ অবলোকন করে? বিচার করে? অথবা স্বেচ্ছাবশে সঞ্চরণশীল-জনগণ কি কখনও লোকাপবাদ হইতে ভীত হয়? কখনই নহে।

জটিল-তাপস-ব্রাহ্মণকে এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বীয়-সখী-বিজয়াকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে আলি! সখি! বিজয়ে! এই বটু-ব্রাহ্মণের উত্তরাধর ওষ্ঠ স্ফুরিত স্ফুরণ-ভূয়িষ্ঠ পরিলক্ষিত হইতেছে, আমার মনে হইতেছে যে, স্ফুরিতোত্তরাধর এই বটু-মাণবক পুনরপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে; সুতরাং হে সখি! তুমি অবিলম্বে এই ব্রাহ্মণকে শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দাপবাদ করিতে বারণ কর।

যদি বল, ব্রাহ্মণ যখন বিবক্ষু হইয়াছে, তখন উহাকে বলিবার অবসর দান করিলেই বা ক্ষতি কি আছে? তবে আমি বলি, মহান্‌ পূজ্যতম-ব্যক্তি-সকলের যাহারা নিন্দাপবাদ করে, তাহারাই যে কেবল পাপভাগী

হইয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু মহজ্জনগণের অপবাদক-নীচচেতাঃ-জন-সকলের মুখ-বিল হইতে দার্দ্দূরিকী-জিহ্বা-সাহায্যে সমুচ্চারিত-নির্গত-নিন্দাবচন-নিচয় যাঁহারা শ্রবণ করিবেন, নিশ্চিতই তাঁহারাও মহাপাপ-ভাগী হইবেন। এবিষয়ে স্মৃতি বলিতেছেন যে, "গুরোঃ প্রাপ্তঃ পরীবাদো, ন শ্রোতব্যঃ কথঞ্চন। কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ, গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।" অতএব হে সখি! তুমি এই ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিতে নিষেধ কর।

অথবা নিষেধ করিবারই বা আবশ্যক কি আছে? চল, আমরা এই স্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করি, অন্যত্র প্রস্থান করি, এইকথা বলিতে বলিতে, বেগ-বশে সমুত্থানাবসরে পরস্পর-স্পর্দ্ধী, চিবুক-স্পর্শী স্তনদ্বয়ের উৎসেধ, উপরিভাগ হইতে বল্কল-চীর-বসন ভিন্ন-স্রস্ত হওয়ায়, স্তন-ভিন্ন-বল্কলা, বা কুচস্রস্তচীরা-বালা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী যেমন চলনে, গমনে তৎপরা হইলেন, তৎক্ষণাৎ বৃষরাজ-কেতন, বৃষভধ্বজ-শ্রীশঙ্কর-দেব জটিল-রূপ-পরিহারান্তে নিজ-দিব্য-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে, গমন-পরায়ণা সেই শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে চীর-বসনাঞ্চলে গ্রহণ, বা ধারণ করিলেন।

নিজ-রূপ-সমাশ্রয়ণ-পুরঃসর কৃত-স্মিত-মুখে শ্রীশঙ্করদেব যাবৎ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে বস্ত্রাঞ্চলে ধারণ করিলেন, তাবৎ পরাবৃত্তা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে বীক্ষণ-পূর্ব্বক বেপথু-মতী, কম্প-বতী, বাত-বিচালিত-কদলী-তরু-কল্পা, সরসাঙ্গ-যষ্টি, স্বিন্ন-গাত্রী, সমুজ্জ্বল-মুক্তাফল-সমানাকার-স্বেদ-বিন্দু-পরিষিক্ত-শরীরাবয়বা, অর্থাৎ শ্রীমন্মহা-দেবের দিব্যতম-ভুবনৈকসুন্দর-রূপ-সন্দর্শন-বশতঃ স্বেদ-কার্য্যানুমেয়-সাত্ত্বিক-ভাবোদয়বতী, নিক্ষেপণার্থ অন্যত্র বিন্যাসার্থ উদ্ধৃত উৎক্ষিপ্ত-পদ, বা নিজ-বাম-পাদ-পঙ্কজ উদ্‌বহন, উপরিপ্রদেশে ধারণ করিয়াই শৈলাধি-রাজ-তনয়া দেবী শ্রীমতীপার্ব্বতী গমন-মার্গ, বা গমন-পথিমধ্যে অব-রোধকরূপে অবস্থিত অচল-পর্ব্বত-কৃত-ব্যতিকর, বা সমাহতি-লক্ষণ অবরোধন-বশে আকুলিতা-সম্ভ্রমিতা-সিন্ধু-সরিদ্-বরার ন্যায় নিতান্ত-লজ্জা-নিবন্ধন অন্যত্র গমনার্থ উদ্ধৃত-পদ পুরোবর্ত্তিদেশে বিন্যস্ত, কিম্বা যথাস্থানে

স্থিতিকল্পে উৎক্ষিপ্ত-পদ স্থাপিত করিতে সমর্থা না হইয়া, "ন যযৌ, ন তস্থৌ" অবস্থায় একপদে দণ্ডায়মানা হইলেন।

অনন্তর চন্দ্র-মৌলি-শশাঙ্ক-শেখর-শ্রীশঙ্করদেব, হে অবনতাঙ্গি! সন্নত-গাত্রি! পার্ব্বতি! অদ্য-প্রভৃতি, বা অদ্যকার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, তোমার সুচির-কালার্জ্জিত-দুশ্চরতরাতিতীব্রতম-তপ-স্তূপ-লক্ষণ-দ্রব্য-মূল্যের বিনিময়ে ক্রীত হইয়া, আমি আত্ম-দান-পূর্ব্বক ত্বদীয়-দাসভাব প্রাপ্ত হইলাম, এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সমীপে অবস্থিত হইলে, সেই দেবী শ্রীমতীপার্ব্বতীও অহ্নায় সপদি তৎক্ষণাৎ নিয়মজ-তীব্রতম-তপো-জন্য-ক্লম-ক্লেশ উৎসর্জ্জন করিলেন, অর্থাৎ ফল প্রাপ্তি-বশতঃ নিয়মানুষ্ঠান-জন্য-ক্লেশ-বিস্মরণে সমর্থা হইলেন। কিঞ্চ, লোক-সমাজেও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ব্রত-পরিপালন, বা তপশ্চরণ-জন্য-ক্লেশ ফল-সিদ্ধি-বশতঃ পুনরপি নবভাব ধারণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ অক্লিষ্ট-তার আপাদন করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বাঞ্ছিতার্থ-প্রাপ্তি-প্রযুক্ত সফল-ক্লেশকে ক্লেশ-মধ্যে পরিগণিত না করিয়া, অনন্তাসীম, অলৌকিক-সুখ-ঘন-কারণ-বোধে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

অপিচ, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী ধ্যানাবস্থিতিকালে যেরূপে শ্রীশঙ্কর-দেবকে নিজ-হৃদয়-মন্দিরে চিন্তা করিয়াছিলেন, অশেষ-দেবদেবেশ্বর-সর্ব্ব-লোক-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব সেইরূপ ধারণ-পূর্ব্বক যখন শ্রীমতী-পার্ব্বতীদেবীর বহির্দ্দৃষ্টি-বিষয়ে প্রাদুর্ভূত হইলেন, তৎকালে আয়ত-লোচনা-গিরিজা-সাধ্বী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী নিজ-নয়ন-যুগল উন্মীলিত করিয়া, দেখিলেন যে, ভুজদ্বয়ে বিলসিত, এক-বক্ত্রে বিশোভিত, কটি-তটে ব্যাঘ্র-কৃত্তি-বসনে বেষ্টিত, অত্যদ্ভুত-শ্রী-সম্পন্ন, মস্তক-মণ্ডলে কপর্দ্দ, বা জটাজূটমুকুট-মণ্ডনে মণ্ডিত, চন্দ্র-রেখাঙ্কিত, ঊর্দ্ধাঙ্গে নিবীত, আচ্ছাদন, বা উত্তরীয়-বস্ত্র-কল্পে গজ-চর্ম্ম-ধারী, শ্রবণ-যুগলে-কম্বল ও অশ্বতর-নামক-মহানাগ-দ্বয়ে কৃত-কুণ্ডল, সর্পরাজ-বাসুকি-দ্বারা কৃতহার, মহাদ্যুতি-বিশিষ্ট-মহার্হ-মণি-ভূষিত-ফণি-নির্ম্মিত-শোভাকর-সর্পময়-বলয়-সমূহে সমলঙ্কৃত তাঁহার সেই হৃদয়াধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেব বহির্দ্দৃষ্টিচররূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর উক্তরূপে বর্ণিত-শ্রীশঙ্করদেব "ন যযৌ, ন তস্থৌ", অবস্থায় অগ্রতঃ অবস্থিতা-লজ্জাবনতাননা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে কোমলামন্ত্রণ-দ্বারা সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন,—অয়ি! ভামিনি! পার্ব্বতি! তুমি ত্বরা-যুক্তা হইয়া, তোমার মানসে বাঞ্ছিত যে বর, তাহা প্রার্থনা কর, কারণ, আমি অদ্য সর্ব্বস্ব-দান-পূর্ব্বক তোমার মনো-বাসনা-চরিতার্থ করিবার জন্যই এখানে সমাগত হইয়াছি। শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভি-হিতা হইয়া, "পরয়া-ব্রীড়য়া" যুক্তা-সাধ্বী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তথাবর্ণিত-সম্মুখাবস্থিত-শ্রীশঙ্করদেবকে তৎকালে এইকথা বলিলেন যে, "ত্বং নাথো মম দেবেশ! ত্বয়া কিং বিস্মৃতং পুরা? দক্ষ-যজ্ঞবিনাশঞ্চ, যদর্থং কৃতবান্ প্রভো।"

অর্থাৎ হে দেবেশ! পূর্ব্বকালে সতী-শরীরে অবস্থিতি-অবসরে মৎকর্ত্তৃক-নন্দাব্রত-সাহায্যে আরাধিত হইয়া, আপনি যে আমারই হৃদয়াধিনাথরূপে নিরূপিত হইয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? তথা হে প্রভো! আপনি যে জন্য দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহাও কি ভুলিয়া গিয়াছেন? হে দেব! আপনি যে আমারই হৃদয়াধিনাথ হইয়া, পিতৃ-কৃতাপমানবশে আমার শরীর-ত্যাগের অনন্তর আমার অভাবে অধীরান্তঃকরণে আমারই প্রীতি-সাধনাভিপ্রায়ে দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহা একবার বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া দেখুন। হে মহেশ্বর! আপনি যেমন সেই দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশন-শ্রীমহারুদ্রদেব, আমিও সেইরূপ আপনার পূর্ব্ব-পত্নী সেই সতী।

কিন্তু, হে দেব! পূর্ব্ব--শরীর-পরিহারের অনন্তর দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সম্প্রতি আমি হিমালয়-গৃহে মেনকা-গর্ভে সমুৎপন্না হইয়াছি। হে দেবদেব! তারকাসুরের বধ-কার্য্যের প্রতি প্রধান-নিমিত্তভূত-কুমার-জন্ম-সিদ্ধির জন্য প্রথমতঃ আমার জন্ম-গ্রহণ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আপনি অবগত আছেন। হে দেব-দেবেশ! দেবতা-সকলের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আপনার ঔরসে আমার গর্ভে অবশ্যই কুমারকের উদ্ভব হইবে। অতএব হে মহেশ্বর! আপনাকে নিশ্চিতই আমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। তথা হে মহেশ্বর! এ বিষয়ে কোনরূপ কার্য্যাকার্য্যবিচারণা না করিয়া, আপনাকে অবশ্যই আমার পিতা পর্ব্বত-রাজহিমালয়ের পার্শ্বে গমন করিতে হইবে। হে মহাদেব! আপনি আমার পিতা মহারাজ-হিমালয়ের নিকটে গমন-পূর্ব্বক মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পরিবারিত হইয়া, ভার্য্যার্থে আমাকে প্রার্থনা করুন।

কিন্তু, হে দেব! আপনি যদি আমার বাক্যানুসারে ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া, আমার পিতার নিকটে গমন-পুরঃসর আমাকে ধর্ম্ম-পত্ন্যর্থে প্রার্থনা করেন, তবে আমার পিতা অবশ্যই আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিবেন। অতএব হে দেববর! আপনি কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া, মদীয়-পিতৃ-পার্শ্বে গমন ও প্রার্থনাপূর্ব্বক যথারীতি আমার পাণিগ্রহণ করুন। পূর্ব্বকালে দক্ষ-কন্যা সতীরূপে আমি যখন প্রজা-পতি-পতি-

মহারাজ-দক্ষ-কর্ত্তৃক আপনার কর-কমলে প্রদত্তা হইয়াছিলাম, তৎকালে যথোক্ত-বিধানানুসারে আপনি আমার পাণি-গ্রহণ করেন নাই। তথা আমার পিতা মহাত্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক তৎকালে গ্রহ-গণও যথাবিধি পূজিত হন নাই। অতএব গ্রহগণের কোপ-দৃষ্টি-পতিত হওয়ায়, আমাদিগের সেই বিবাহ-কার্য্য বিশেষরূপে সচ্ছিদ্র হইয়াছিল। অতএব হে সুব্রত! হে মহাভাগ! দেবতা-সকলের কার্য্য-সিদ্ধ্যর্থে এবারে আপনি নিজ-বিবাহ-কার্য্য যথোক্ত-বিধি অনুসারে অবশ্যই নির্ব্বাহিত করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ, বা প্রার্থনা।

মহাবাহু শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপবচন-নিচয়-শ্রবণ করিয়া, প্রকৃষ্টরূপ-হাস্য করিতে করিতেই যেন, তৎকালে গিরিজা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এইকথা বলিলেন যে, অবিদ্যাখ্যস্বভাববশেই জঙ্গমাজঙ্গমাত্মক এই সমগ্র-জগৎ উৎপন্ন, তথা তোমা-কর্ত্তৃক মোহিত এবং গুণ-ত্রয়-দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তমো-গুণ-প্রধান-বিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট অবিদ্যাখ্য অজ্ঞানোপহিত-চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে পবন, পবন হইতে অনল, অনল হইতে সলিল ও সলিল হইতে বসুন্ধরার উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর হে পার্ব্বতি! ত্রিগুণ-যুক্ত আকাশাদি-গত-পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্ব-গুণ হইতে ক্রমে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তথা মিলিত-সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়, এইরূপ আকাশাদি-গত-পৃথক্ পৃথগ্ রজো-গুণ হইতে যথাক্রমে পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, তথা মিলিত-রজোগুণ হইতে প্রাণ-পঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! স্থাস্নু-স্থিতি-শীল-মহাদি ভূত-পঞ্চক, তথা চর-বিচরণ-শীল-জীব-যুক্ত-শরীর-জাত, এই চরাচরাত্মক-পরিদৃশ্যমান-সমগ্র-জগৎ-প্রপঞ্চই ক্ষণ-বিনশ্বর জানিবে।

হে বরাননে! মানিনি! একমাত্র স্বয়ম্প্রকাশ-পরম-প্রভা-সম্পন্ন-পরম-পুরুষ-পদার্থই অবিনশ্বর, বা নিত্যরূপে বিভাত হইতেছেন। এই অদ্বিতীয়-পরম-পুরুষ এক হইয়াও, রাত্রি-কাল-স্থানীয়-প্রলয়-কালের অবসানে, তথা দিবস-কাল-স্থানীয়-সৃষ্টি-কালের সমাগমে সিসৃক্ষা-বশতঃ লীলা-চ্ছলে যেমন অনেকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ স্বয়ং নির্গুণ

হইয়াও, গুণাবৃত হইয়াছেন। উদয়াস্ত, বা হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, সদা সমান-ভাবাপন্ন, সকৃদ্-বিভাত-জ্যোতিঃ-স্বরূপে যিনি কালত্রয়ে একরূপে প্রকাশমান, তিনিই আবার সৃষ্টি-অবসরে সুধাকর-স্বরূপে পর-জ্যোৎস্না-ন্বিত হইয়া, জগদাহ্লাদ-জনক হইয়াছেন। তথা হে দেবি! যে পরম-পুরুষ সর্ব্বকালেই সৃষ্ট-পদার্থ-মাত্রেরই প্রতি নিরঙ্কুশ-কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্ব-পরি-চালন-পূর্ব্বক স্বতন্ত্ররূপে পরিচিত হইয়াছেন, সেই পরম-পুরুষই আবার কোন সময়ে পরতন্ত্রও হইয়া থাকেন। এইরূপে হে দেবি! তোমা-কর্ত্তৃক অতিসুমহৎ-কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

হে দেবি! তুমি এই সমগ্র-জগৎ-প্রপঞ্চকে মায়াময়রূপে রচনা করিয়াছ এবং প্রকৃতিরূপে বিশাল-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার-সাধন করিয়া, স্বসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডকে সর্ব্ব-প্রকারে সম্পূর্ণরূপে ধারণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছ বটে; কিন্তু সর্ব্বাত্ম-দর্শী, সুকৃতি-শালী, যথার্থ-বেত্তা, বিচক্ষণ-ব্যক্তি-গণ-কর্ত্তৃক পরমার্থ-ভাব-ভাবিত-হৃদয়ে সম্যগ্-দৃষ্টি-সাহায্যে পরম-পাবন-কুশাগ্র-তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-মাত্র-সমাশ্রয়ণে এই বিপুল-বিশ্বপ্রপঞ্চ বিবেক-বিমূঢ়-বিষয়-বিলাসিজনগণের চিত্তাসক্তি-বর্দ্ধক এবং ইন্দ্রিয়গণে পরিবেষ্টিত-ভৌতিক-জড়-পিণ্ড-মাত্ররূপে অবধৃত হইয়াছে।

অতএব হে বরবর্ণিনি! তোমা-কর্ত্তৃক-সৃষ্ট এই বিশাল-বিশ্ব-প্রপঞ্চান্তর্গত-গ্রহ-গণই বা কে? আর উড়ুগণই বা কে? ইহারা সকলেই ত তোমারই কৃত, তোমার আজ্ঞাবশেই ত এই গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্ব-স্ব-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে; সুতরাং ইহারা বাধা জন্মাইবে কাহার? বিশেষতঃ হে দেবি! অধুনা আমার জন্য সমস্তই বাধা-বিমুক্ত, জানিবে। হে দেবি! আমরাই যে গুণ-কার্য্য-প্রসঙ্গ-বশতঃ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের প্রাদুর্ভাব সাধন করিয়াছি, তাহা কি তুমি বিস্মৃতা হইয়াছ? হে সুমধ্যমে! রজঃ-সত্ত্ব-তমোময়ী-সূক্ষ্মা-পরা-প্রকৃতিরূপে অতীব-দক্ষতার সহিত তুমিই যে সততকাল সর্ব্ব-ব্যাপার-সম্পাদনে সমর্থা, তাহাও কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?

অতএব হে পার্ব্বতি! আমি কদাচ তোমার পিতা হিমালয়ের নিকটে গমন করিতে পারিব না এবং তোমাকে লাভ করিবার জন্য

তাঁহার সমীপে দীন-মানসে প্রার্থনা করিতেও পারিব না। হে পার্ব্বতি! "দেহীতি" বচন-কথন-প্রযুক্ত পুরুষগণ যে সন্থঃ সন্থঃই লঘুত্ব-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা কি তুমি অবগতা নহ? ভো দেবি! তুমি এইরূপ অবগতা হইয়া, অধুনা আমাদিগের সম্বন্ধে আর কি বলিতে চাও? বল। হে ভদ্রে! যদিচ আমি তোমারই আদেশানুসারে সমস্ত-কার্য্যই সুসম্পন্ন করিব বটে; তথাপি হে পার্ব্বতি! আমার উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে বিশেষরূপ-বিবেচনা-পূর্ব্বক যাহা বলিতে হয়, তোমার পক্ষে বলা উচিত হইতেছে।

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক অত্র-বিষয়ে কমলেক্ষণা-সাধ্বী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, তৎকালে এইকথা বলিলেন যে, হে মহেশ্বর! আপনিই যে পরমাত্মা, বা পরম-পুরুষ, এবং আমিই যে পরমা-পূর্ণা-পরা-সূক্ষ্মা-প্রকৃতি, এবিষয়ে বিচারণা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই সত্য; হে শম্ভো! তথাপি আমার পাণি-গ্রহণ উপলক্ষে যথাবিধি মহা-মহোৎসবসহকারে উদ্বহন-ক্রিয়োচিত-সমস্ত-কার্য্যই আপনাকে করিতে হইবে।

যদিচ বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র পরম-পদার্থ-বিদেহ-পরম-পুরুষ-স্বরূপে আপনি কালত্রয়ে অবিকৃতভাবে অজরামররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং ত্বদতিরিক্ত-সত্যভূত অপর কিছুই নাই, তথাপি আমরা যখন স্বেচ্ছাবশে গুণ-কার্য্য-প্রসঙ্গতঃ অবতার-শরীর ধারণ করিয়াছি, তখন আমাদিগের এই অবিদ্যাক্ষিপ্ত-দেহের অবতার-শরীরের আবরণ-কল্পে অবশ্যই আমা-দিগকে প্রপঞ্চ-রচনা করিতে হইবে। অতএব হে শম্ভো! হে মহা-দেব! আপনি আমার বাক্যানুসারে প্রপঞ্চ-রচনা করুন এবং আমার পিতা হিমালয়ের নিকটে আমাকে পত্ন্যর্থে প্রার্থনা করিয়া, এই অধীন-জনকে সৌভাগ্য-দান করুন। "ইত্যেবমুক্তঃ স তয়া মহাত্মা, মহেশ্বরো লোক-বিড়ম্বনায়। তথেতি মত্বা প্রহসন্ জগাম, স্বমালয়ং দেববরৈঃ সুপূজিতঃ॥"

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকর্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, মহাত্মা-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব লোক-বিড়ম্বনার্থে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে "তথেতি", প্রতিশ্রুতি-দান-পূর্ব্বক দেববর-গণ-কৃত-পূজন-প্রাপ্তির অনন্তর স্বীয় আলয়াভিমুখে যখন প্রস্থিত হইলেন, তাদৃশাবসরে উৎকণ্ঠিত-চিত্ত, দুহিতৃ-জনের চির-বিরহে ব্যাকুল-হৃদয়, অচলেশ্বর-হিমালয় সুতা-স্নেহ-সমাক্ষিপ্ত-মানসে মেরু-মন্দরাদি-গিরি-বর-বন্ধুগণ, মৈনাকাদি-পুত্রগণ, তথা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন-গণে পরিবৃত হইয়া, ভার্য্যা-শ্রীমতীমেনকা-দেবীর সহিত একযোগে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে দর্শন করিবার জন্য পুনরপি তদীয়-তপোবনে ত্বরান্বিতান্তঃকরণে আগমন করিলেন। মহা-ভাগ-হিমালয় পূর্ব্বোক্তরূপ-দীর্ঘতম আক্ষেপের অনন্তর অত্যন্ত-বিচলিত-চিত্তে তপোবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেখিলেন, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী জয়া-বিজয়াদি-সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, বেদিকোপরি বিন্যস্ত-শশি-কলার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন।

এদিকে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীও মাতা, পিতা, ভ্রাতা, তথা মাতামহ-প্রভৃতি-গুরুজনকে সহসা স্বীয়-তপোবনে সমাগত হইতে দেখিয়া, ত্বরা-সহকারে অভ্যুত্থান-পরা হইলেন এবং দ্রুত-পদে অগ্রসরা হইয়া, সাধ্বী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী অবনত-মস্তকে মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, তথা মাতামহ-প্রভৃতি-গুরুজন-গণকে প্রণাম করিয়া, প্রমোদমান-মানসে যাবৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে অবস্থিতা হইলেন, তাবৎ মহাযশাঃ-হিমালয় বাষ্প-পরিপূর্ণ-লোচনে স্বীয়-সুতা-তপোবন-বাসিনী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্নেহ-রস-সিক্ত-হৃদয়ে অঙ্কে আরোপিতা করিয়া, মধুর-বচনে তৎকালে তাঁহাকে এইকথা বলিলেন যে, হে সাধ্বি! পার্ব্বতি! তুমি এতদিনপর্য্যন্ত তপোবনে বাস করিয়া, কীদৃশী-তপঃসিদ্ধি লাভ

করিয়াছ? তাহা যথাতথরূপে কীর্ত্তন কর। হে মহাভাগে! আমরা সকলেই তোমার তপো-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য মানসে নিতান্তই সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আমাদের মানসৌৎসুক্য-নিবৃত্ত্যর্থে তুমি অচিরাৎ কঠোরতর-তপশ্চরণ-দ্বারা কীদৃশী-সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা কথন কর।

পিতা-হিমালয়ের উক্তরূপ-মধুর-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী পিতা-হিমালয়ের প্রতি এইকথা বলিলেন যে, হে পিতঃ! আমি পরমোগ্রতর-তপঃ-সাহায্যে মদনান্তক-শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা করিয়া-ছিলাম, হে পিতঃ! আমার অতিমহত্তর সেই তপশ্চরণ-কার্য্য সম্প্রতি পরিসমাপ্ত হইয়াছে, আমার তপস্যা, আরাধনা, বা প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া, সর্ব্ব-দেব-দানব-মানব-দুর্ল্লভ-বিশ্বমূর্ত্তি সেই শ্রীশঙ্করদেব অন্তরে হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে সন্নিবিষ্টাবস্থায় সাক্ষাৎকার-দান-পূর্ব্বক পশ্চাৎ বহি-র্দৃষ্টি-গোচররূপে বরণার্থ মৎ-সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন। হে পিতঃ! বরণার্থ সমাগত সেই শ্রীমন্মহাদেব তৎকালে এইরূপে অভি-হিত হইয়াছিলেন যে, হে শম্ভো! সম্প্রতি আমার পিতা এইস্থানে উপস্থিত নাই, হে দেব! মদীয়-পিতার অনুপস্থিতি কালে আপনি কিরূপে আমার পাণি-গ্রহণ করিবেন? হে পিতঃ! আমার উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্রিপুরান্তক-শ্রীশঙ্করদেব যে পথে শুভাগমন করিয়া-ছিলেন, সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন এবং শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রতিগমনের অব্যবহিত-কালপরেই আপনারা এইস্থানে সমাগত হইয়াছেন।

অচলরাজ-ধর্ম্মাত্মা-হিমালয় শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, বন্ধুগণ সহ পরম-প্রীতি অনুভব-পূর্ব্বক পুনশ্চ স্বসুতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে, তথা বন্ধু-বান্ধব-গণকে এইকথা বলিলেন, যে, হে পার্ব্বতি! হে ভূধরগণ! আসুন, অদ্য আমরা সকলে মিলিত হইয়া, স্বগৃহে গমন করি। অনন্তর হিমালয়-পুরোগম সুরগণ এই বহুতর-সৌভাগ্যবতী-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তপশ্চরণ-লক্ষণা আরাধনার সাহায্যে পিনাক-পাণি-বৃষধ্বজ-ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন,

এইকথা বলিতে বলিতে, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর সহিত স্বীয় আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শৈলরাজ-হিমালয় ও মেনকাদেবী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে অত্যন্ত আদরভরে দিব্য-যানবরে আরোপিতা করিয়া, পথিমধ্যে যখন গমন করিতেছিলেন, তৎকালে গমন-মার্গের উভয়-পার্শ্বস্থ-সুর-মুনি-মহর্ষিগণ মধুরতর-বাক্যে প্রশংসা-সহকারে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। অপরাপর-শৈলগণ উৎসুকান্তঃকরণে উক্তরূপে স্তূয়মানা-পার্ব্বতীদেবীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অপিচ, চতুর্দ্দিকে দেব-দুন্দুভি-সকল নিনাদিত হইতে লাগিল, শঙ্খ-তূর্য্য-প্রভৃতি অনেকানেক-বাদিত্র-সকল বাদিত হইতে লাগিল, অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে মহতী-পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইতে লাগিল এবং শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে গৃহে গমন করিতে দেখিয়া, হিমালয়-প্রদেশস্থ-ভূচর-খেচর-জলচরাদি-সর্ব্বজাতীয়-প্রাণিগণ নিজ-নিজ-ভাষায় অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে মাতা-পিতা-ভ্রাতা-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক পরমানন্দভরে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক স্বগৃহে সমানীতা-বরবর্ণিনী-তপস্বিনী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী বহুতর-আত্মীয়-স্বজন, তথা দেব-দানব-সিদ্ধ-চারণ-মুনি-মহর্ষি-যক্ষ-রক্ষো-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-কদম্বোপহৃত-স্বর্গীয়-বিবিধ-পূজোপকরণ-সম্ভার-সাহায্যে পরিপূজিতা হইয়া, মহাবিভূতি-যোগ-বশতঃ উল্লসিত-মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উক্তরূপে পুনঃ পুনঃ পূজ্যমানা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী তৎকালে সমাগত-কমলাসন-ব্রহ্মা, তথা ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দ, ঋষি-মহর্ষিগণ, অগ্নিষ্বাত্তাদি-পিতৃগণ, যক্ষগণ, তথা জগতীতল-নিবাসী সমাগত অন্যান্য-প্রাণি-শ্রেষ্ঠগণকে এইকথা বলিলেন যে, আপনারা যে কেহ মদ্দর্শনার্থ এখানে সমাগত হইয়াছেন, সকলেই স্ব-স্ব-স্থানে গমন করুন এবং যথাসাধ্য আপনারা সকলেই পরমেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পরিচর্য্যা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করুন। এইরূপে ব্রহ্মাদি-বহুপূজ্য-দেবগণ, তথা অন্যান্য যে কেহ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই প্রতিগমনার্থ অনুজ্ঞা-প্রদানান্তে নিজ-পিতা-হিমালয়ের গৃহ-গতা,

পরম-তেজোযুক্তা, বিবিধ-ঐশ্বর্য্য-যোগ-বশতঃ সংশোভমানা, দেববর-বৃন্দ-কর্ত্তৃক সুপূজিতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী মনে মনে শ্রীসদাশিবদেবের শ্রীচরণ-চিন্তা করিতে করিতে, তদীয় শুভাগমনাবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

এদিকে সর্ব্ব-পর্ব্বত-পতি-মহারাজ-হিমালয় কমনীয়কলেবরা-কন্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর শুভ-গৃহাগমন-জনিত-বিপুলহর্ষ-বেগভরে অত্যন্ত-বিহ্বল-মানসে মহামহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া, সুবাসিত-সলিল-সিঞ্চন-সাহায্যে পরিষিঞ্চিত, ধূলি-কঙ্কর-বিরহিত, পুষ্প-ফল-ভারাবনত-পাদপ-শ্রেণী-সুশোভিত, আতপ-তাপ-বর্জ্জিত-রাজবর্ত্ম-সমূহে স্থানে স্থানে পুষ্পমালা-পতাকা-পরিলসিত-তোরণ-নির্ম্মাণার্থ আদেশ-প্রদান করিলেন। তোরণ-নিকর নির্ম্মিত হইলে, সেই তোরণ-সকলের উভয়-পার্শ্বে নিবদ্ধ-রাম-রম্ভা-স্তম্ভ-বৃন্দ-মূলে মন্দাকিনী-সলিল-পূর্ণমঙ্গল-ঘট-সকল সংস্থাপিত হইল, সিন্দূর-রঞ্জিত ঘটোপরি চন্দনাগুরু-কস্তূরী, সশিখ-নারিকেল-ফল, তথা সহকার-শাখা-সমূহ সংযোজিত হইল, ফল-শাখা-সমন্বিত-কলস-সকলের গ্রীবাদেশ পট্ট-সূত্র-সংনিবদ্ধ-রসাল-পল্লবে বেষ্টিত হইল, পরিতঃ পরিতঃ পতি-পুত্রবতী-যোষিৎ-সমূহ প্রজ্বলিত-ঘৃত-পূর্ণ-প্রদীপ-সকল কর-কমলে ধারণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা পণ-লাজ-ধান্য-দুর্ব্বা-ফল-পুষ্পাহরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, তথা মুনি-মহর্ষিগণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন, হাব-ভাব-লাবণ্য-যৌবন-বিলাসবতী অভিনয়-কারিণী-নটী, তথা নৃত্য-কারিণী নর্ত্তকীগণ মনো-মোহন অভিনয় ও নৃত্য করিতে লাগিল, সুশিক্ষিত, তথা সুসজ্জিত-গজরাজ ও অশ্বগণ আনন্দ-ভরে বৃংহিত-নাদ ও হ্রেষা-রব করিতে লাগিল, পুরোহিতগণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া, মঙ্গল-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, পুরোহিতমধ্যে কেহ কেহ বা প্রশস্ত-হস্তে সুচারু-সুগন্ধ-বিশিষ্ট-মালতী-কুসুম-রচিত-মালা ধারণ করিয়া, শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রশংসাবাদ করিতে লাগি-লেন, শঙ্খ-ধ্বনি-সমন্বিত-নানা-প্রকার-বাদ্যধ্বনি-দ্বারা সমস্ত-নগর মুখরিত

হইতে লাগিল। কোন কোন রাজ-মার্গ সিন্দূর-রেণু-সমূহে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইল, কোন কোন রাজ-বর্ত্ম প্রচুরতর-চারু-চন্দনদ্রবে পঙ্কিলভাব ধারণ করিল।

সখীগণ প্রসন্নবদনে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর কল্পপাদপ-প্রসূত-বিবিধ-মহামূল্য-বস্ত্রালঙ্কার-সাহায্যে বেশ-রচনা-পারিপাট্যে মনো-নিবেশ করিলেন, দুর্গতি-হারিণী-দুর্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর নগর-প্রবেশ-জনিত-মহোৎসব-সন্দর্শনার্থ সুরাসুর-নর-কিন্নরাদি-সকলে দলে দলে হিমালয়নগরে সমাগত হইতে লাগিলেন, সুপ্রসন্ন-বদনা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বর্গীয়-বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিবিধ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে সুসজ্জিতা ও সখীগণে পরিবৃতা হইয়া, প্রসন্নাননে পুরতঃ অবস্থিত পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকাদেবীকে পূজনান্তে প্রণাম করিলে, তাঁহারাও ধান্য-দূর্ব্বাদি-সাহায্যে আশীর্ব্বাদ-সম্প্রয়োগ-পুরঃসর হর্ষাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে পুলকিত-কলেবরে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে নিজ-নিজ-বক্ষঃস্থলে আদরভরে ধারণ করিলেন, হে বৎসে! হে অম্বে! ইত্যাদি-সম্বোধন-পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে, প্রেম-বিহ্বল-হৃদয়ে হিমবান্ ও মেনকাদেবী ক্রোড়গতা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে লইয়া, সুসজ্জিত-সর্ব্বতোমুখ-বিমানবরে আরোহণ-পুরঃসর নগর-ভ্রমণান্তে নিজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরে প্রবেশমাত্রে পুরস্ত্রীগণ নির্ম্মঞ্ছন-নীরাজন, বা আরত্রিক-সাহায্যে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে সম্বর্দ্ধিতা করিলেন, বিদ্যা-বৃদ্ধ-বিপ্রগণ শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করিলেন, পর্ব্বতেন্দ্র-হিমালয় বিদ্যা-তপোবৃদ্ধ-ব্রাহ্মণগণকে প্রচুরতর-ধনদান করিলেন, মঙ্গলাচরণ, তথা বেদপাঠে প্রবৃত্ত-ব্রাহ্মণগণ এবং স্তুতি-পাঠে নিযুক্ত-বন্দিগণ পর্ব্বতরাজ-হিমালয়ের নিকটে বহুমূল্য-বস্ত্র, আভরণ ও ধন-প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহামহোৎসব-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক মহারাজ-হিমালয় ও শ্রীমতীমেনকাদেবী স্বীয়-কন্যা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে লইয়া, তাঁহার সহিত পরমানন্দে হর্ষ-বিহ্বল-মানসে নিজ-মন্দিরে নিবাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদা গিরিরাজ-হিমালয় তপ-শ্চরণাভিপ্রায়ে স্বর্গ-গঙ্গা-তটে গমন-পূর্ব্বক তপশ্চরণ-তৎপর-মানসে

উপবিষ্ট হইলে, তাদৃশাবসরে সহসা গিরিরাজ-হিমালয়ের গৃহে নর্ত্তন-বিশারদ-সুগায়ন এক ভিক্ষুক উপস্থিত হইলেন। যে সময়ে ভিক্ষুক-বেশধারী শ্রীশঙ্করদেব হিমালয়ালয়ে সমাগত হইলেন, তৎকালে শ্রীমতী-মেনকাদেবী কন্যা-পার্ব্বতীদেবীর সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে অবস্থিতা হইয়া, বিবিধ-কথোপকথন-প্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। বাম-হস্তে শৃঙ্গ-ধারণ-পূর্ব্বক মুখ-মারুত-যোগে বাদ্য-পরায়ণ, দক্ষিণ-করে ডমরু-ধারী, গাত্রাবয়বে বিভূতি-ভূষিত, কটি-দেশে রক্তবসন বেষ্টিত, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত-কন্থ, দৃশ্যে অতিমনোহর, বা সুন্দর-দর্শন, সুকণ্ঠ, অতীব-বৃদ্ধ, অতীব-জরাতুর, ভিক্ষুকবেশী শ্রীশঙ্করদেব সহসা মেনকা-সন্নিধানে সমাগত হইয়া অতিমধুরত্রিপুর-দাহ-গাথা-গান করিতে করিতে, সর্ব্ব-জন-মনোহর-সুন্দর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ক্ষণে বাম-হস্ত-সাহায্যে শৃঙ্গবাদন, এবং ক্ষণে দক্ষিণ-কর-কমলে ডমরু-বাদ্য-পুরঃসর ভিক্ষুরূপী শ্রীশঙ্করদেব যখন নৃত্য-সহযোগে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে তাঁহার মনোহর-নৃত্য ও মধুর সঙ্গীত-বার্ত্তা-শ্রবণে মুগ্ধ-মানসে ব্যাকুল-হৃদয়ে দলে দলে নাগর-বালক-বালিকা-বৃদ্ধ-যুবা-যুবতী-সমূহ, তথা বৃদ্ধ-যোষিদ্‌গণ সমাগত হইতে লাগিলেন। কিঞ্চ, সমাগত-স্ত্রীপুরুষাদি-সকলেই ভিক্ষুকরূপী শ্রীশঙ্কর-দেবের সুতালস্বর-সংযুত অতিসুন্দর-সঙ্গীত-শ্রবণে হর্ষ-বিহ্বল-মানসে মুগ্ধ-হৃদয়ে যেমন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ শ্রীমতীমেনা ও পার্ব্বতী-দেবীও মূর্চ্ছা-প্রাপ্তা হইলেন।

কিঞ্চ, শ্রীমতীদুর্গাপার্ব্বতীদেবী মূর্চ্ছা-সংপ্রাপ্তা হইয়া, মুগ্ধ-হৃদয়ে স্বপ্ন-যোগে শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীপার্ব্বতী-দেবী স্বপ্ন-যোগে এইরূপ দেখিলেন যে, কর-কমলে ত্রিশূল-পট্টিশধারী, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর-ধর, পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত, বিভূতি-ভূষণ, রম্য-মূর্ত্তি, অস্থি-মালা-মালিত, সুনির্ম্মল-শ্বেত-কান্তি-প্রদীপিত, ঈষৎ-হাস্য-প্রসন্নাস্য, সুপ্রসন্ন-মূর্ত্তি লোচন-ত্রয়-শোভিত, মালা-হস্ত, পঞ্চবক্ত্র, নাগ-যজ্ঞোপবীতী, সুন্দর-দর্শন-শ্রীচন্দ্রশেখরদেব তাঁহার হৃদয়-কমল-দল-দেশে অবস্থিত হইয়া, দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—হে পার্ব্বতি! তুমি বরগ্রহণ কর।

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বপ্ন-যোগে হৃদয়স্থ-শ্রীশঙ্করদেবকে বরপ্রদানে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং "বরং বব্রে মানসে সা, ত্বং পতির্মে ভবেতি চ।"

শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রার্থিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাকে অভীষ্টতম-বরপ্রদান-পূর্ব্বক সহসা তাঁহার হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসন হইতে অন্তর্হিত হইলে, দুর্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবী স্বীয়-হৃদয়-কমল-মধ্যে শ্রীশঙ্করদেবকে দেখিতে না পাইয়া, চেতনালাভের অনন্তর নিজ-নলিন-লোচন-যুগল উন্মীলিত করিয়া, পুনশ্চ দেখিলেন যে, সেই ভিক্ষুক-গায়ন অতিসুন্দরসঙ্গীতালাপ-পুরঃসর সর্ব্ব-জন-মনোহর-নৃত্য করিতেছেন। গায়নভিক্ষুকের তাদৃশ-নৃত্য-দর্শন ও সঙ্গীত-শ্রবণে মানসে নিতান্ত-প্রীতা হইয়া, শ্রীমতীমেনকাদেবী সুবর্ণ-পাত্রে বহুতর-সুন্দর-সুন্দর-রত্ন সংস্থাপিত করিয়া ভিক্ষুক-করে দানার্থ তৎ-সমীপে গমন করিলেন। পক্ষান্তরে সেই গায়ন-ভিক্ষুক মেনকাদেবী-প্রদত্ত-স্বর্ণ-পাত্রস্থ-রত্ন-সকল গ্রহণ না করিয়া, সেই কমনীয়-কলেবরা-কন্যা-দুর্গা-শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে ভিক্ষারূপে প্রার্থনা করিলেন এবং কৌতুক-ভরে পুনশ্চ নর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—তপশ্চরণ-খণ্ড

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

এদিকে কিন্তু শ্রীমতীমেনাদেবী গায়ন-ভিক্ষুকের তাদৃশ-কন্যা-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, মানসে যেমন বিস্মিতা হইলেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধাও হইলেন। পশ্চাৎ মানসে অত্যন্ত-কোপবতী শ্রীমতীমেনকাদেবী সেই গায়ন-ভিক্ষুকের প্রতি যথোচিত ভৎর্সনা, বা তিরস্কার-বচন-কথন-পূর্ব্বক পরিজন-বর্গকে কহিলেন যে, তোমরা অচিরাৎ এই দুষ্ট-ধৃষ্ট-ভিক্ষুককে এইস্থান হইতে বহিষ্কৃত কর। ত্রিলোকনাথ-পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের ভাবিনী-পত্নী শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীকে এই গায়ন-ভিক্ষুক প্রার্থনা করিতেছে, অতএব তোমরা অবিলম্বে এই কুভাষী ভিক্ষুককে এইস্থান হইতে বিদূরিত কর।

শ্রীমতীমেনকাদেবী পরিজন-বর্গের প্রতি যখন উক্তরূপ আদেশ-প্রদান করিতেছিলেন, তাদৃশাবসরে গিরিরাজ-হিমালয় তপশ্চরণান্তে নিজালয়ে সমাগত হইলেন। কিঞ্চ, মনোহর-স্বর্গ-গঙ্গাতটে শ্রীমন্নারায়ণ-দেবের সমর্চ্চনা, তথা তপশ্চরণ-পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগত মহারাজ-হিমালয় শ্রীমন্নারায়ণদেবের মূর্ত্তি-ধ্যান-বিশ্লেষ-জনিত-শোক-বশতঃ উদ্‌বিগ্ন-মানসে প্রাঙ্গণস্থ-মনোহর ভিক্ষুকে পুরতঃ অবস্থিত অবলোকন করিয়া যাবৎ শ্রীমতীমেনাদেবীর মুখ হইতে ভিক্ষুক-কথিত-কন্যা-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিলেন, তাবৎ ঘৃণা ও লজ্জাভরে হাস্য করিতে করিতে, কোপ আহরণ-পুরঃসর "আজ্ঞাং চকার স্বচরং, বহিষ্কর্ত্তুঞ্চ ভিক্ষুকম্।" মহারাজ-হিমালয় ভিক্ষুককে বহিষ্কৃত করিবার জন্য নিজ অনুচরগণের প্রতি আদেশ-প্রদান করিলেন বটে; কিন্তু বহিষ্করণের কথা দূরে থাকুক, আকাশের ন্যায় দুঃস্পর্শ, ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে প্রজ্বলিত সেই ভিক্ষুক-গায়নের সমীপে গমন করিতে সমর্থা, এরূপ ব্যক্তিও তৎকালে নিতান্তই বিরলতরা হইল।

মহারাজ-হিমালয়ের অনুচরগণ যখন সমীপ-গমনে অক্ষমতা-প্রযুক্ত গায়ন-ভিক্ষুকের বহিষ্করণে সমর্থ হইল না, তৎকালে মেনাপতি-হিমালয় গায়ন-নর্ত্তকের আশ্চর্য্যজনক-প্রভাব-দর্শনে মুগ্ধ-হৃদয়ে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় যাবৎ সেই গায়ন-ভিক্ষুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাবৎ দেখিলেন, গায়ন-ভিক্ষুকের স্থলে চারু-ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত, কনক-কিরীটে বিভাসিত, মণি-মুক্তাময়-কুণ্ডল-যুগলে সমুল্লসিত, কটি-তটে পীতাম্বর-ধারী, সুবেশ-সুন্দর, শ্যামবর্ণ-শোভিত, ঈষৎ-হাস্য-মনোহর, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনোক্ষিত, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ-কারক, শ্যাম-সুন্দর-শ্রীমন্নারায়ণ-দেব অবস্থিতি করিতেছেন।

অপিচ, মহারাজ-হিমালয় অধিকন্তু দেখিলেন যে, স্বর্গ-গঙ্গা-তট-দেশে তপশ্চরণ ও সম্পূজনাবসরে তিনি যে সকল-পুষ্প-বস্ত্রাভরণাদি পূজোপহাররূপে গদাধারী শ্রীমন্নারায়ণদেবের উদ্দেশে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সেই ভিক্ষুকের গাত্রে, শিরো-দেশে ও অন্যান্য অবয়ব-নিচয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। এইরূপ শৈলরাজ-হিমালয় পূজা-কালে যে সকল-মনোহর-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি নারায়ণদেবকে দান করিয়াছিলেন, দেখিলেন তৎসমস্তও সেই ভিক্ষুকের পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। ক্ষণে ভিক্ষুরূপ, ক্ষণে নারায়ণরূপ-দর্শনের অনন্তর পরম-বিস্ময়ের সহিত মহারাজ-হিমালয় দেখিলেন, আর সেই নারায়ণ-মূর্ত্তি নাই; পরন্তু সেই চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্ত্তির স্থানে দ্বিভুজ, বিনোদ-মুরলীধারী, গোপবেশ, কিশোর-বয়স্ক, মৃদু-মধুর-স্মিত-বিকসিত-বদন, ময়ূর-পুচ্ছ-চূড়, রত্নালঙ্কার-শোভিত, বন-মালা-বিভূষিত, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-চর্চ্চিত, শ্যাম-সুন্দর-মূর্ত্তি অবস্থিতা রহিয়াছেন।

পূর্ব্বক্ষণে শ্রীশ্যাম-সুন্দর-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, উত্তরক্ষণে মহারাজ-হিমালয় দেখিলেন, স্ফটিক-প্রস্তর-সম-স্বচ্ছ-সমুজ্জ্বল, ত্রিশূল-পট্টিশ-ধারী, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর-ধর, বিভূতি-ধবল-গাত্র, অমল-মধুর-হাস্য-শোভিত, অস্থি-মালা-বিভূষিত, নাগ-যজ্ঞোপবীতী, তপ্ত-স্বর্ণ-বর্ণ-জটা-জূট-মুকুট-মণ্ডনে মৌলি-মণ্ডলে মণ্ডিত, কর-কমল-যুগলে শৃঙ্গ ও ডমরুধারী, সুপ্রশস্ত-সুমনোহর-শরীর-সম্পন্ন, শুদ্ধ-স্ফটিক-মালা-সাহায্যে ব্রহ্মাত্মৈক্য-স্বরূপ-

প্রতিপাদক-মন্ত্র-জপ-পরায়ণ, চারু-চন্দ্র-শেখর-শ্রীশঙ্করদেব অবস্থিতি করিতেছেন।

এইরূপ মহারাজ-হিমালয় সেই গায়ন-ভিক্ষুককে কখনও ব্রহ্ম-তেজো-বাহুল্য-বশতঃ অতিতীব্রতরভাবে প্রজ্জ্বলিত-ত্রিগুণাত্মক-সূর্য্য-স্বরূপে, কখনও বা প্রজ্বলিত-পর্ব্বতাকার অতিতীব্র-তেজো-বিদীপ্ত অগ্নি-স্বরূপে, তথা কখনও বা সর্ব্ব-জনগণের মানসাহ্লাদ-জনক-চারু-চন্দ্রস্বরূপে কখনও বা নির্ব্বিশেষ-তেজঃ-স্বরূপে এবং কখনও বা নিরাকার-নির্ব্বিকার নিরঞ্জন-নির্লিপ্ত-নিরীহ-পরমাত্ম-স্বরূপে অবলোকন করিয়া, মানসে পরম বিস্মিত হইলেন। গিরিরাজ-হিমালয় এইরূপে সেই গায়ন-ভিক্ষুককে নানারূপধর, স্বেচ্ছা-বিহারী, পরমেশ্বরোচিত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অবগত হইয়া, হর্ষাশ্রু-পূর্ণ-নেত্রে পুলকিত-কলেবরে দণ্ডবৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শৈলেন্দ্র-হিমালয় ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, সমুৎপতনান্তে হর্ষযুক্তাবস্থায় পুনরপি সেই ভিক্ষুকগায়নকে দর্শন করিলেন। কিন্তু, এই সময়ে শৈল-শ্রেষ্ঠ-হিমালয় বাস্তব সেই গায়ন-ভিক্ষুককে দর্শন করিয়া, শৈবী-মায়া-সাহায্যে পরিমুগ্ধহৃদয়ে স্বেচ্ছা-ময়-নানারূপধর-নানারূপ-প্রদর্শনপটু-পরমেশ্বরোচিত-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত সেই দেব-পুরুষকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

মহারাজ-হিমালয় দেব-পুরুষকে বিস্মৃত হইলেও, সুগায়ন-ভিক্ষুক কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন না। পক্ষান্তরে রক্তাম্বরধারী, বাম-হস্তে শৃঙ্গবাদ্য-পরায়ণ, দক্ষিণ-হস্তে বিচিত্র-ডমরুবাদনে তৎপর, স্বীয়-বাম-পার্শ্বস্থ-ভিক্ষা-স্থালীদ্বারা যাচক-চিহ্নে চিহ্নিত, সেই সুগায়ন-ভিক্ষুক মহারাজ-হিমালয়ের নিকটে বারম্বার ভিক্ষা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ-হিমালয় গায়ন-ভিক্ষুক-কর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রার্থিত হইয়া, সুবর্ণ-পাত্রস্থ-বহুতর-ধন-রত্ন-দানে অগ্রসর হইলেও, গায়ন-ভিক্ষুক কিন্তু ধন-রত্নগ্রহণে সম্মত না হইয়া, তথা অন্যান্য-কন্যাকে গ্রহণ না করিয়া, মহারাজ-হিমালয়ের প্রাণ-সমা উমা-দুর্গা-পার্ব্বতী-নাম্নী সেই কন্যাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

মহারাজ-হিমালয় প্রথম হইতেই যে শাম্ভবী-মায়া-দ্বারা মোহিত-

মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা আমি বলিয়া আসিয়াছি ; সুতরাং মহারাজ-হিমালয়-গায়ন-ভিক্ষুককৃত উমা-দুর্গা-কন্যা-গ্রহণ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুগায়ন-ভিক্ষুক যখন দেখিলেন যে, শৈলেন্দ্র-হিমালয়, বা মেনকা-দেবী ভিক্ষা-স্বরূপে কন্যা-দানে সম্মতা নহেন, তৎকালে তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, কিম্বা অন্য কোনরূপ ধন-রত্নাদি-গ্রহণ না করিয়া, সহসা সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সুগায়ন-ভিক্ষুকবেশী শ্রীশঙ্করদেব যখন অন্তর্হিত হইলেন, তৎকালেই শৈলেন্দ্র-হিমালয় ও মেনকা-দেবীর মোহ-মূর্চ্ছা-মায়াঘোর, বা অজ্ঞান-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, এবং যথার্থ-জ্ঞানের আবির্ভাব হইল ; সুতরাং মহারাজ-হিমালয় ও মেনকাদেবী "হে জগন্নাথ! তোমার সৃষ্টি বিচিত্রতরা, বিস্ময়াবহা, বা নিতান্ত আশ্চর্য্য-জনিকা। হে বিভো! তুমি আমাদিগকে দিনে স্বপ্ন-দর্শন করাইয়া, আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছ, ইত্যাদি-বহুবিধ-বাক্যে বিলাপ-পুরঃসর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে তপশ্চরণ-খণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ইতি শ্রীশাণ্ডিল্য-গোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাস-দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভ-শ্রীশিব সাযুজ্য-সম্পন্ন-

শ্রীমদঘোরনাথ-স্বামি-মহোদয়-সূনু-ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত-

"**তপশ্চরণ-খণ্ড**" সমাপ্ত।